THE RAMAYUNU

A POEM

IN FIVE VOLUMES,

Translated from the original Sangskrit,

BY KIRTEE BASS.

VOL. IV

SERAMPORE,

PRINTED AT THE MISSION PRESS.

1802.

বাল্মীকি কৃত

রামায়ন

মহা কাব্য।

কীর্ত্তিবাস বাঙ্গালি ভাষায় রচিল।

ষষ্ঠ কাণ্ড।

শ্রীরামপুরে ছাপা হইল।

১৮০৩।

রামায়ণ। ✓

শ্রীরামচন্দ্রায় নমঃ। ✓

অথ লঙ্কা কাণ্ড সুচি লিখ্যতে। ✓

আদ্য কাণ্ডে রামের জন্ম সীতা দেবীর বিয়া
অযোধ্যা কাণ্ডে বনবাস ভরতে রাজ্য দিয়া।
অরণ্য কাণ্ডে সীতা হরিয়া লইল রাবণ
কিষ্কিন্ধ্যা কাণ্ডে সুগ্রীবের সঙ্গেতে মিলন।
সুন্দর কাণ্ডে সাগর বান্ধে গাছ পাথর আনি
লঙ্কা কাণ্ডে হইল বীরের হানাহানি।
সাত কাণ্ডের কথা উত্তর কাণ্ডে পড়ে
উত্তর কাণ্ড হইলে রামায়ণ নিবড়ে।
সীতা দেবী করিলেন পাতাল গমন
কীর্ত্তিবাস পণ্ডিত রচিল রামায়ণ।

বন্দ গেল সাগর কটকে হইল পার
দিনেং রাবন রাজার টুটে অহঙ্কার।
ফাঁফর হইল রাজা গুনে মনেং
শুক সারন দুই চরকে ডাক দিয়া আনে।
শুক সারন বলি তোরে রাজ্যের প্রধান
চলিয়া আইস রামের কটক হইয়া সাবধান
গাছ পাথরে বান্ধা গেল সাগর গভীর
ত্রিভুবনে হেন কর্ম্ম করে কোন বীর।
ভাল মতে জানিহ তুমি বিভীষনের মতি
একেং জানিহ সব যোদ্ধা সেনাপতি।
বল বুদ্ধি জানিহ সব রামের মন্ত্রনা
প্রথমে জানিহ যে প্রধান জনাজনা।
রামের সংহতি থাকে কোন মহাবীর
লঙ্কায় আসিয়া কেবা রনে হইবে স্থির।
রাজার আদেশ চর বন্দিলেক মাতে
রাজপ্রদক্ষিন করিয়া যায় মনোরথে।
বানররূপে সম্ভাইল বানর ভিতর
লেখা জোখা নাই যত দেখিল বিস্তর।

কত পার হইল কত হইতে আছে পার
লিখিবার কায থাকুক দেখিতে অপার।
কটক চর্হুয়া বুলে চর দুই জন
দূরে থাকি দেখে তাহা রাক্ষস বিভীষণ।
রাক্ষসের মায়া রাক্ষসে ভাল জানে
চিনিলেক দুই চর রাক্ষস বিভীষণে।
ঘরের সেবক বলি না করিল ব্যথা
বানর হাতাইয়া কৈল পঞ্চম অবস্থা।
আপনার প্রতীত জানাবার তরে
রথে হইতে ওলিয়া তখন দুই চর বীরে।
বিভীষণে ঠেলিয়া চর যায় পলাইয়া
দূরে থাকি সুগ্রীব বীর দেখিল চাহিয়া।
শালগাছ ওপাড়িয়া আনে আচম্বিত
মহা কোপে যায় বীর রাক্ষসের ভিত।
এড়িলেক শালগাছ মেঘের বর্ণান
রাক্ষসের বাণে গাছ হইল খানখান।
আর গাছ আনে সুগ্রীব দশ ক্রোশ গোড়া
গাছের বাড়িতে দুই জনার রথ করিল গুঁড়া

ঘোড়া সারথি পড়িল নাহিক দোসর
গদা হাতে দুই জন জুঝে ঘোরতর।
বানর উপরে করে বাণ বরিষণ
গদার বাড়িতে কেহ ত্যজিল জীবন।
গদার বাড়িতে বানর করে চুরমার
সুগ্রীব বলে বড় বড়াই করিস গদার।
মার দেখি গদা বুক পাতিয়া দিনু তোরে
তোর ঘা সহিয়া তোরে পাঠাব জমঘরে।
দুই হাত তুলিয়া পাতিয়া দিল বুক
মার দেখি গদা বানর দেখুক কৌতুক।
বুক পাতিয়া দিল বানর অধিপতি
গদা মারে শুক সারণ প্রাণ শকতি।
বজ্রসম বুক তার বজ্র নির্ম্মাণ
সুগ্রীবের বুকে গদা হইল খানখান।
গদা মারিয়া দুই জন হইল ফাঁফর
দুই চর বান্ধিয়া নিল রামের গোচর।
বসিয়াছেন রঘুনাথ গুণের সাগর
ডানিদিগে মিত্র তার সুগ্রীব বানর।

বাম ভিতে বসিয়াছেন অনুজ লক্ষ্মণ
যোড়হাতে বসিয়াছে যত মন্ত্রিগণ ।
হেনকালে দুই চর ধাইয়া আগুসরে
প্রণাম করিল রাজবাহাদুরে দূরে ।
ভয়েতে ডরায় চর জীবনের ছাড়ে আশ
যত কিছু বলে চর গদগদ ভাষ ।
কটক চর্চ্চিতে মোরে পাঠাইল রাবণে
বিভীষণ যত বলে কাটিবার মনে ।
লুকাইয়া আইলাম হইলাম বিদিত
বুঝিয়া মন কর গোসাঞি যে হয় উচিত ।
চরের কথা শুনিয়া হইল রঘুনাথের হাস
চরের তরে রামচন্দ্র করেন আশ্বাস ।
বিভীষণ ধরিলেক কাটিবার মনে
কটক পরিচয় করিবেন সেই বিভীষণে ।
রাজক্রম যাও তুমি রাজার কর কর্ম্ম
সেবক মারিয়া আমি সাধিব কোন কর্ম্ম ।
লুকাইয়া আইলে তুমি বেড়াও সব স্থানে
বোল দুই চারি আমার বলিহ রাবণে ।

আমারে ভাড়াইয়া সীতা আনিল সাগর পার
সেই সাগর আমি আজি হইলাম পার।
মরদুষনের কথা শুনিয়াছ কাহিনী
সেই নিত হইবেক প্রভাত রজনী।
যেন তেন নিতে আজি পোহাওক রাতি
এক রাক্ষস না রাখিব বংশে দিতে বাতি।
রাজপ্রসাদ দিয়া রাম পাঠাইল চর
রাবন রাজা ভেটে গিয়া লঙ্কার ভিতর।
দাণ্ডাইতে নারে চর নাড়িতে নারে পাশ
ঊর্দ্ধমুখে বার্ত্তা কহে ঘন ঊর্দ্ধশ্বাস।
তোমার আজ্ঞায় গেলাম কটকভিতরে
গেলেমাত্র বিভীষন চিনিল আমারে।
বিভীষন ধরিয়া নিল কাটিবার মনে
প্রানদান পাইলাম রঘুনাথের গুনে।
রাম লক্ষ্মন বিভীষন সুগ্রীব রাজনে
বিষ্ণু অবতার রাজা দেখিলাম চারি জনে।
যেন ধনুক তেন বান শ্রীরাম ধরি
আছুক অন্যের কায একা রামে নারি।

ত্রিভুবন সহায় যদি অষ্ট লোক পাল
তবু জিনিতে নারিবে রাম বিক্রমে বিশাল।
শতেকে যোজন বন্ধ গেলত সাগর
দশ যোজন বান্ধা গেল গাছ পাতর।
ও তুরকুলের জাঙ্গাল ঠেকিল দক্ষিণে
পার হইল বানরকটকে জুঝিবার মনে।
কালা২ বানর সব পর্ব্বত আকার
দেখিয়া ডরাই যেন মহা অন্ধকার।
পিঙ্গল বর্ণে বানর সব যেন শুয়া পক্ষী
রাঙ্গা বর্ণে বানর সব কালা২ মুখী।
ওভে পরমান যেন পর্ব্বতগুলা দেখি
রনে প্রবেশিতে যেন কাটিয়া যায় বুকে।
এক চাপে বানরকটক যায় পৃষ্ঠে২
ওর নাহি পাইযত চাহি এক দৃষ্টে।
গণিয়া বলিতে পারি বরিষার ধারা
দৃষ্টে সংখ্যা হয় যদি আকাশের তারা।
নির্ণয় করিতে পারি সাগরের পানী
রঘুনাথের যত কটক নিশ্চয় না জানী।

কীর্ত্তিবাস পণ্ডিতের মধুর পাঁচালি
লঙ্কাকাণ্ডে গাইল আদি প্রথম শিকলি।

শুকের বচন যদি হইল অবসান
সারণ চর বলে রাবণ দেখ বিদ্যমান।
আমা সভার বচনে যদি না পাইও সাক্ষী
প্রাচীরে উঠিয়া দেখ আপনার আখি।
অতি উচ্চ লঙ্কার প্রাচীর সোনার গঠন
চর লইয়া উঠে রাবণ কটক দরশন।
চতুর্দ্দিগ জল স্থল ছাইয়াছে বানরে
বানরের ঠাট দেখিয়া রাবণ ফাঁফরে।
দশ সহস্র বৎসর যুদ্ধ করি নিরন্তর
তবু ফুরাইতে নারিব কটক বিস্তর।
বানর চিনিতে চাহে রাজা লঙ্কেশ্বর
ডাহিন তুলিয়া দেখায় যে সারণ চর।
সহস্র কোটি বানরে দেখ নীল সেনাপতি
নীল সেনাপতি দেখ নীলের আকৃতি।

সত্তর কোটি বানর যার পাছুযে লাগে
এমন সত্তর কোটি সুগ্রীবের আগে।
নীল সেনাপতি হেলায় যদি নড়ে
বার প্রহরের পথ কটক আড়ে যোড়ে।
চন্দনায় ঘড় দেখ ঐ যে গবাক্ষ
ত্রিশ কোটি বানরেতে দেখহ ধুম্রাক্ষ।
সম্পাতি বানর দেখ গৌর বর্ণ ধরে
রনে গেলে বিপক্ষ ঠাট পালায় ডরে;
হিঙ্গুলি পর্ব্বতের হিঙ্গুল যেন রঙ্গি
পঞ্চাশ কোটি বানরে দেখ বীর যেন শরভঙ্গি
মলয় পর্ব্বতের বানর বর্ণে যেন গৌরি
সত্তর কোটি বানরে ঐ দেখহ কেশরী।
শরভের বানর ঐ দেখ সহস্র কোটি
রনেতে পশিলে তারে বিপক্ষ না আটি।
সম্পাতি বানর ঐ হেলায় যখন নড়ে
দাশ যোজন শরীর তাহার আড়ে যোড়ে।
এগার কোটি বানরে দেখ বানর মহামতি
সহস্র কোটি বানরে কুমুদ সেনাপতি।

ওত্তরের বানর দেখ শতশত গনি
যাহার কটকে চলিতে গগনে ওড়ে ধুলি।
ধুম্র ধুম্রাক্ষ দেখ রাজার দুই শালা
বানরকটক মধ্যে দেখ যেন মেঘমালা।
মহেন্দ্র দেবেন্দ্র দেখ সুষেন নন্দন
আশি কোটি বানর দুই ভাইয়ের ভিড়ন।
ভল্লুক কটক দেখ মন্ত্রী জাম্বুবান
আশি কোটি বানরে দেখ বীর হনুমান।
গয় গবাক্ষ দেখ ঐ গন্ধমাদন
পঞ্চাশ কোটি বানর দুই ভাইয়ের ভিড়ন।
সুষেন বেজ দেখ ঐ রাজার শশুর
তিন কোটি বৃদ্ধ বানরে আছেত প্রচুর।
সুগ্রীব রাজা দেখ বানরের অধিপতি
ত্রিভুবনে নাহি আছে যাহার সংহতি।
বালি রাজার বিক্রম যানহ ভালেং
তারি ভাই সুগ্রীব রাজা লঙ্কার ভিতরে।
নীল বীর দেখ বিশ্বকর্ম্মার নন্দন
যে নল বান্ধিল সাগর শতেক যোজন।

গাছ পাথরে যেই বীর বান্ধিলেক সেতু
লঙ্কাপুরী বিনাশিব এই জন হেতু।
অঙ্গদ যুবরাজ দেখ বালির কুমার
কুড়ি লক্ষ বানর যার নিজ পরিবার।
রঘুনাথের বানর সংখ্যা নাহি যে জানি
শতেক কোটি বানরেতে এক বৃন্দ গনি।
শতেক কোটি বৃন্দে এক মহাবৃন্দ হয়
শতেক কোটি মহাবৃন্দে অর্ব্বুদ নিশ্চয়।
শতেক কোটি অর্ব্বুদে মহাঅর্ব্বুদ লেখা
শতেক কোটি মহাঅর্ব্বুদে এক খর্ব্ব লেখা।
শতেক কোটি খর্ব্বে এক মহাখর্ব্ব হয়
শতেক কোটি মহাখর্ব্বে শঙ্খ নিশ্চয়।
শতেক কোটি শঙ্খেতে মহাশঙ্খ জানি
শতেক কোটি মহাশঙ্খে এক পদ্ম গনি।
শতেক কোটি মহাপদ্মে এক মহাপদ্মদল
শতেক কোটি মহাপদ্মদলেতে সাগর।
শতেক কোটি সাগরেতে মহাসাগর জানি
শতেক কোটি মহাসাগরে এক অক্ষৌহিনী॥

দেখ

শতেক কোটি অক্ষৌহিনীতে এক অপার
অপারের অধিক গোসাঁঞি গননা নাই আর
কটক যুড়িয়া আইসে ভূমি আকাশ
কটকের ঠাট দেখিয়া লাগে ত্রাস।
জীবনের বাসনা যদ্যপি থাকে মনে
সীতা লইয়া দেহ রাবন শ্রীরামের স্থানে।
সীতা দিয়া রামেরে যদি না কর পীরিতি
শ্রীরামের হাতে রাজা নাহি অব্যাহতি।
গরুড় যেন সাপ পাইলে গিলে ততক্ষনে
তোমার অব্যাহতি নাহি শ্রীরামের স্থানে।
এতেক যদি বলিলেক শুক সারন
কোপে দুই চরে ভৎসে রাজা রাবন।
পরের কটক চর্চ্চিতে পাঠাইলাম তোরে
পরের বড়াই করিস বেটা আমার গোচরে।
যার প্রসাদে বাড়ে হেন রাজা নিন্দে
মরিবারে আইসে বৈরি তাহার তরে বন্দে।
পূর্ব্বে উপকার করিলি এইসে কারনে
আজিকার কোপ এড়াইলে সেকারনে।

দূর চর বেটা পরের না কর বাখান
আপনার দোষে পাছে হারাইস প্রাণ।
এত যদি রাবণ রাজা বলিলেক রোষে
প্রাণ লইয়া শুক সারণ পলায় তরাসে।
যোড়হাত করিয়া বলে বীর মহোদর
হেন চর পাঠাও যে না জানে ব্যবহার।
কথা কহিতে না জানে বেটা সভাবিদ্যমানে
হেন চর পাঠাও তুমি কিসের কারণে।
ডাক দিয়া আনে রাবণ শার্দ্দূল নিশাচর
পঞ্চ জন সঙ্গে আইল রাবণ গোচর।
পঞ্চ জন মধ্যে তার শার্দ্দূল প্রবীন
রাবণ রাজা দিল তার হাতে গুয়া পান।
কোনখানে রামের কটক পোহায় রজনী
কোন বাটে বানর কটক করিল ওঠানি।
চরের প্রসাদে রাজা সকল বার্ত্তা জানে
চরের প্রসাদে রাজা পরচক্র জিনে।
রাম লক্ষ্মণ সুগ্রীব রাজা আনিহ ভাল মতে
পরচক্র জানিয়া তুমি আইসহ ত্বরিতে।

রাজার আদেশ চর বন্দিলেক মাত্রে
গেলে মাত্র ঠেকিলেক বিভীষনের হাতে।
বিভীষন বলে কোতা গেল বানর
হের লাগি পাইয়াছি রাবনের চর।
বিভীষনের বাক্যে বানর চরের চুল ধরে
চারিদিগে বানরকটক বেড়া কিল মারে।
ঘরের সেবক বলি না করিল ব্যথা
বানর ছাতাইয়া কৈল পঙ্কু অবস্থা।
আপনার প্রতীত জানাবার তরে
পঙ্কু চর লইয়া গেল রামের গোচরে।
দাণ্ডাইতে নারে চর নাড়িতে নারে পাশ
ঊর্দ্ধমুখে বার্ত্তা কহে ঘন ঊর্দ্ধশ্বাস।
তোমার কটক চর্চ্চিতে পাঠাইল রাবনে
বিভীষন আনিল গোসাঞি কাটিবার মনে।
শ্রীরাম বলেন বিভীষন চর নাই মারি
রাবনে বলিহ মোর বোল দুই চারি।
ঘনং চর পাঠাও কোন প্রয়োজন
তাহার আমায় সংগ্রাম হইবে দরশন।

আপনি দেখাব যে কটক দুরবার
কেমতে রাবন রাজার হইবে নিস্তার।
মারিব রাবন রাজা করিব খণ্ডখণ্ড
বিভীষনের উপরে ধীরাব.ছত্রদণ্ড।
রঘুবংশের নাথ রাম রাবন বধিব
রাবন মারিয়া বিভীষনে রাজা করিব।
রাজপ্রসাদ দিয়া পাঠাইল চর
রাবন রাজা ভেটে গিয়া লঙ্কার ভিতর।
দাণ্ডাইতে নারে চর নাড়িতে নারে পাশ
ঊর্দ্ধ মুখে বার্ত্তা কহে ঘন বহে শ্বাস।
তোমার আজ্ঞায় গেলাম কটকে চিনিবারে
গেলে মাত্র বিভীষন চিনিল আমারে।
রক্তে বান্ধা হইয়া গেলাম রামের গোচরে
গুনের রাম প্রানদান দিলেন আমারে।
শুক সারন কহিল তোমারে উপাধিক
তাহাতে রামের কটক দেখিলাম অধিক।

ব্রহ্মার পুত্র দেখিলাম মন্ত্রী জাম্বুবান
ভল্লুককটক দেখিলাম পর্ব্বতপ্রমান।
ইন্দ্ররাজ দেখিয়াছ সকল অনুপম
দেখিয়া চিন্তিনু মনে মানুষ নহে রাম।
প্রচণ্ড পুরুষ রাম শোভার শরীর
আজানুলম্বিত রামের নাভিত গভীর।
উন্নত নাশিক রামের শ্রীখণ্ড কপাল
মত্ত মুগ মান তব বিক্রমে বিশাল।
দুর্ব্বাদলশ্যাম তনু পীত বসন
কন্দর্প জিনিয়া রূপ অভিনব মদন।
রাজহংস নহেন রাম নহে মোর মনে
ত্রিভুবনে বীর নাই রামের সমান।
ধর্ম্মেতে ধার্ম্মিক রাম গুনের সাগর
বিপক্ষ বিনাশিতে রাম কাল অনল।
বিপক্ষ না মারেন রাম যে বলে কাতর বানী
যে বড়াই করে তার উপরে ওবানি।
আছুক অন্যের কায দেবতা যারে নারে
দশ হাজার রাক্ষস একা রামে মারে।

পাত্র মিত্র বুঝায় না লয় তোমার চিত্তে
বিধাতা নির্ব্বন্ধ বুদ্ধি গেল বিপরিতে।
পাঁচালি প্রবন্ধে গীত কীর্ত্তিবাসের তুণ্ডে
একা সীতা লাগিয়া রাবন মজে রাজ্যখণ্ডে
শার্দ্দূল বলে রাবন রাজা কর অবধান
রামের বিক্রম কথা শুনহ সাবধান।
চৌদ্দ হাজার রাক্ষস মারে খরদূষন
তাহাকে বুদ্ধি দিতে আছে বিভীষন।
শব্দ করিয়া বলিল যখন করিল গুচানি
হেনকালে রাম মোরে দিলেন খেলানি।
দেখিনু শুনিনু যত কহিতে ভয় করি
বুঝিয়া করহ কর্ম্ম লঙ্কার অধিকারী।
শুক সারন কহিলেন সীতা দিবার তরে
অপমান করিলে তার সভার ভিতরে।
আপনি রাজা তুমি বিচারে পণ্ডিত
বুঝিয়া করহ কর্ম্ম যে হয় উচিত।
শার্দ্দূলের বোলে রাবন রাজা হাসে
রাজপ্রসাদ দেয় তারে যত মনে আইসে।

বলয়া কঙ্কন দিল মানিক রতন
পঙ্ক শঙ্খে বাদ্য দিল রাজ যে বাজন।
বিচিত্র নির্ম্মান দিল হার যে কেয়ূর
নানা রত্ন মনি দিল চরনে নূপুর।
চরের বচনে যদি হইল অবসান
অন্তরে চিন্তিল রাবন ওড়িল পরান।
পাত্র মিত্র তরে রাবন দিলেন মেলানি
বিদ্যুত জিহ্বা নিশাচরে ডাক দিয়া আনে।
তোরে বলি বিদ্যুত জিহ্বা মায়ার সাগর
অলঙ্ঘ্য পাত্র তুমি লঙ্কার ভিতর।
সীতা দেবী আনিলাম বড় প্রীত আসে
স্বামী নিকট দেখি শুনিয়া আছেত হরিষে।
এত দিন সীতা মোরে নহিল ভজন
স্বামীর নিকট দেখিয়া সীতা হরষিত মন।
পাত্র কার্য্য কর মোর কুলাও আরতি
রামের ধনুক মুণ্ড করহ ত্বরিত।
ধনুক মুণ্ড দেখিলে সীতা পাইব তরাস
স্বামী দেওরের তরে হওক নৈরাস।

এত যদি বিদ্যুত জিহ্বা রাজার আজ্ঞা পায়
রামের ধনুক মুণ্ড গঠিবারে যায়।
বসিল বিদ্যুত জিহ্বা করিয়া ধেয়ান
গুরুর চরণ বন্দি যোড়ে ব্রহ্মজ্ঞান।
ধেয়ানে বসিল বিদ্যুত জিহ্বা ধ্যান নাই টুটে
ব্রহ্মজ্ঞানের তেজে ধনুক মুণ্ড ওঠে।
বিচিত্র নির্ম্মান সেই ধনুকের গুনে
রত্ননির্ম্মিত কুণ্ডল সোভে দুই কানে।
মুকুতা যিনিয়া দুই দশনের জ্যোতি
কেশ মুণ্ড নির্ম্মান শোভে ভাল বেতি।
চাপা নাগেশ্বর দিয়া বান্ধিলেক চুড়া
শাত পরল কাপড় রামের জটায় বেটা।
রামের মুণ্ড বিদ্যুত জিহ্বা গড়িল মায়ারূপে
রামের সমান মুণ্ড রামের সমরূপে।
রামের সমান ধনুক করিয়া নির্ম্মান
রাবনের আগে নিয়া করিল জোগান।
ধনুক মুণ্ড লইয়া রাবন যায় আস্তেবেস্তে
রাজার আগেতে গেল ভেট লইয়া হাতে।

রামের ধনুক মুণ্ড দেখি রাবন রাজা হাসে
রাজপ্রসাদ দেয় তারে যত মনে আইসে।
বিদ্যুত জিহ্বা নিশাচরে থুইয়া দ্বারে
আপনি সাম্ভাইল অশোকবনের ভিতরে।
মিছা সাঁচা করিয়া পাতে কথার পাতন
যেন মতে পাতিয়ায় সীতা দেবীর মন।
মোর বাক্য নাই শুন বাড়াও জঞ্জাল
তোর অপিক্ষায় রাখিয়াছি এত কাল।
হেন মনে করি তোরে কাটি এই দণ্ডে
তোর রূপ দেখিয়া মোর তখনি কোপ খণ্ডে।
মনে২ ভাব তুমি রামের যত গুন
আজিকার রনে কথা মন দিয়া শুন।
গাছ পাথর বহিয়াছে যত বানরগন
নিদ্রায় বানরকটক হইয়া অচেতন।
নিদ্রায় বানরকটক যায় গড়াগড়ি
মুণ্ড২ ঠেকাঠেকি যত্তে হুড়াহুড়ি।
এত সব বার্ত্তা আমি পাই বাইয়া হাতে
শেষ ভাগ রাত্রে গেলাম কেহ নাহি দেখে।

বানরের ওপরে আগে করি হানাহানি
বানেতে কাটিয়া বানর করিনু দুইখানি।
বানরের ভিতরে রাম হইল অগুয়ান
খাণ্ডার চোটে মুণ্ড কাটি করিনু দুইখান।
রাম পড়িল লক্ষ্মণ হইল কাতর
দেশের তরে গেল লক্ষ্মণ লইয়া বানর।
বনের ভিতরে মজে সুগ্রীব যে বুড়া
মুলা মুচড়িয়া যেন ফেলিল চিবুড়া।
মহেন্দ্র দেবেন্দ্র ছিল বানর এক যোড়া
দুই পা কাটিলাম তারা দোঁহে হইল খোড়া।
বানরের ভিতর যার করিস বাখান
হাত পা কাটিলাম পড়িল হনুমান।
এই মত বানরের করিলাম অবস্থা
কাটিল তোমার স্বামী হের দেখ মাতা।
কোথা গেল বিদ্যুত জিহ্বা নামে নিশাচর
রামের বিনুক মুণ্ড সীতার কাছে ধর।
বিনুক মুণ্ড দেখিয়া সীতা বড় পাইলে ব্যথা
আপদ পড়িল প্রভু বুদ্ধি গেল কোথা।

আপদ পড়িলে প্রভু সহোদর হাতে
বানরকটক লইয়া লক্ষ্মন দেশে নড়ে।
বিদেশে আসিয়া প্রভু হারাইলে জীবন
দেশের তরে গেল লক্ষ্মন এড়াইয়া মরণ।
সহোদর ছাড়িয়া দেওর পালইয়া গেলি
রাক্ষসের হাতে মোর প্রভুরে দিয়া ডালি।
কৌশল্যা শাশুড়ি শুনিবেন তোমার মরণ
আনলে প্রবেশ করি ত্যজিব জীবন।
রাজ্যনাশ বনবাস স্ত্রী নিলেক আনে
কোন বিধি বিড়ম্বিল রাম হেন জনে।
সর্ব্ব লোকে বলে মোরে অবিধবা সীতা
আমারে বিধবা কৈল কেমন দেবতা।
অকারণে আজ রাবণ তোর প্রীতি আসে
গলায় কাটারি দিয়া যাব প্রভুর পাশে।
যে খাণ্ডায় প্রভুরে করিলি দুইখানি
সেই খাণ্ডায় কাট মোরে যাওক পরাণী।
কাতর হইয়া বলেন সীতাত সুন্দরী
বিমুখ হইয়া হাসে লঙ্কার অধিকারি।

পরের মন্দ করিতে অবশ্য পড়েত প্রমাদ
রামজয় বলিয়া বানর ছাড়ে সিংহনাদ।
বানরের সিংহনাদে কাঁপে লঙ্কাপুরী
হনুকে মুণ্ড লইয়া পলায় লঙ্কার অধিকারী।
লঙ্কার ভিতর রাবন রাজা বৈসে সিংহাসনে
রাবন বেড়িয়া বৈসে পাত্র মিত্রগনে।
অশোকবনে কান্দে সীতা করিয়া আন্দমা
হেনকালে ধাইয়া আইল রাক্ষসী সরমা।
সীতা বলেন আইস সরমা বহিনী
তোমার অপেক্ষায় আমি রাখিয়াছি পরাণী।
বিষ খাইয়া মরিব অগ্নি করিব প্রবেশ
এতক্ষন আছে প্রান তোমার আশ্বাস।
যাহ দেখি রাবন রাজা কি করে মন্ত্রনা
কেমনে প্রভুর উপর দিলেক গিয়া হানা।
স্বরূপে যদি প্রভু না পাইয়া থাকেন রক্ষা
প্রানরাখিয়াছি আমি তোমার অপেক্ষা।

সীতা বোলে সরমা হইয়া গেল পক্ষী
রাবননিকটে গেল কেহ নাহি দেখি।
রাবন বলে মন্ত্রিগন মন্ত্রনা কর সার
কেমনে রামের কটক করিব সংহার।
মন্ত্রী বলে সীতা দিলে পাইবে অপমান
আপনি যুদ্ধ করিয়া রামের লহত পরান।
হেনকালে বলে রাবনের মাতা বুড়ী
রাবনের কাছে তখন গেল রড়ারড়ি।
আস্তে পাশে চাহে বুড়ী রাবনের পানে
রাবনেরে বেড়িয়াছে যত মন্ত্রিগনে।
সভারে কাতর বড় মায়ের পরান
লজ্জা ভয় এড়িয়া বুড়ী হইল আগুয়ান।
দেবতা গন্ধর্ব নহে সীতাত মানুষী
কত বড় দেখিয়াছ সীতাত রূপসী।
রাক্ষস হইয়া তোমার মানুষে কেন সাদ
এখনি জানিলাম আমি পড়িবে প্রমাদ।
চোদ্দ হাজার রাক্ষস মরিল খরদুষন
রামের সনে রন করিলে অবশ্য মরন।

মানুষ হইয়া রাম চৌদ্দ হাজার রাক্ষস মারি
কি বুঝিয়া আন তুমি হেন রামের নারী।
আমার বচন শুন রাজা লঙ্কেশ্বর
সীতা দেবী দেহ লইয়া রামের গোচর।
সীতা দিয়া রামের স্থানে করহ পীরিতি
রামের বাণে রাজা তোমার নাহি অব্যাহতি
এত যদি বলে বুড়ী মনের পরিতাপে
বুড়ীর কথা শুনিয়া রাবন রাজা কোপে।
মায়ের গৌরব রাখি তেকারন সহি
অন্য জন হইলে তাহার জীবন নহি।
কুড়ি চক্ষু রাঙ্গা করিয়া চাহে লঙ্কেশ্বর
নড়ী চর করিয়া বুড়ী ওঠে দিল রড়।
বুড়ী যদি পালাইল পাইয়া অপমান
রাবনেরে বুঝায় এখন বুড়া মাল্যবান।
এত দিন নাতি তোমার বিক্রম বাখানি
আপনার বল বুঝিয়া পরের স্ত্রী আনি।
যত২ রাজা হইল চন্দ্র সূর্য্যকুলে
কোন রাজা পার হইল সমুদ্রের জলে।

মানুষ হইয়া রাম সাগর হইল পার
হেন রাম ঘাটাইলা না বুঝি বিচার।
এত যদি বুড়া বলে মনের পরিতাপে
বুড়ার কথা শুনিয়া রাবন রাজা কোপে।
কুড়ি চক্ষু রাঙ্গা করিয়া চাহেত রাবন
মাল্যবান রহিল যে হইয়া ভীত মন।
বড়ং বীরগন ডাক দিয়া আনে
দিগেং রাখে রাবন লঙ্কার রক্ষনে।
দক্ষিনে মহোদর রাখেন রাবন বিচক্ষন
এক লক্ষ রাক্ষস সেই দ্বারের ভিতন।
পশ্চিমে রাখেন ইন্দ্রজিত যে প্রধান
অর্ব্বুদ কোটি রাক্ষস পার্ব্বতপ্রমান।
পূর্ব্ব দ্বারে রাখে প্রহস্ত সেনাপতি
তিন কোটি যোদ্ধা রাক্ষস তাহার সংহতি।
উত্তর দ্বারে রহিল আপনি যে রাবন
তিন দ্বারে যত তার তিন গুন ভিতন।
ছত্রিশ কোটি রাবনের প্রধান সেনাপতি
উত্তর দ্বারে রহে সভে রাবন সংহতি।

সত্তর অক্ষৌহিনী ঠাটে রহিল রাবন
ইহা দেখিয়া সরমা চলিল ততক্ষন।
গুপ্তাও করিয়া সরমা চলিল সত্বর
সকল কহিল গিয়া সীতার গোচর।
মিথ্যা কহিয়াছে রাবন না করে সংগ্রাম
সবর্ব কুশলে আছেন তোমার প্রভু রাম।
তোমা দিতে বলিলেক রাবনের মা বুড়ী
পুত্রের ভালরে বলিলেক যে বুড়ী।
বুড়ীর বচন রাজা না শুনিল কানে
তোমা দিতে কহিলেক বুড়া মাল্যবানে।
কার যুক্তি না শুনিল যুদ্ধ করিল সার
বিনা যুদ্ধে সীতা তোমার নাহিক উদ্ধার।
বিস্তর দুঃখ গেল সীতা অল্পমাত্র আছে
হিয়া শুখাইয়া সীতা মরিয়া থাকে পাছে।
ক্রন্দন সম্বর সীতা তাজ অভিমান
দিন দুই চারি বাদে যাইহ প্রভুর স্থান।

ক্রন্দন সম্বরেন সীতা সরমার বচনে
রামের চরন ভাবি সীতা রহে অশোকবনে।
শ্রীরাম বলিয়া সীতা ছাড়েন নিশ্বাস
লঙ্কাকাণ্ডে মায়া মুণ্ড গাইল কীর্ত্তিবাস।

সুমেরু পর্ব্বতের চূড়া আকাশেতে লাগে
কটক লইয়া রাম ওঠেন পর্ব্বতের আগে।
গড়ের বাহির পর্ব্বত ত্রিশ যোজন
কটক লইয়া ওঠেন রাম লঙ্কা দরশন।
পর্ব্বতওপর চড়েন রাম লইয়া সেনাগন
সঙ্গে সুগ্রীব রাজা রাক্ষস বিভীষন।
পর্ব্বতওপরে রাম করিল দেয়ান
লঙ্কাপুরী দেখেন রাম বিশ্বকর্ম্মার নির্মান।
সোনা রূপার ঘর সব দেখিতে রূপস
চালের ওপর শোভা করে সোনার কলস।
ধ্বজ পতকা সব চালের ওপর ওড়ে
রাজার ঘর পাত্রের ঘর কিছুই না নড়ে।

পুরী দেখি রামচন্দ্র করেন বাখান
পৃথিবী মণ্ডলে নাহি হেন রম্য স্থান।
হেন পুরীর রাজা কেন হইয়েছে রাবণ
লঙ্কার রাজা করিব রাক্ষস বিভীষণ।
রঘুবংশের তরে আমি রামনাম ধরি
লঙ্কার বিভীষণে করিব অধিকারী।
বিভীষণ মিত্র লঙ্কায় বড় ভাল সাজে
বিভীষণে রাজা করিব লোক যেন পুজে।
হরিষ হইল বিভীষণ রামের আশ্বাসে
পর্ব্বত হইতে ভলেন রাম রাত্রি অবশেষে।
পর্ব্বতের ওপারে রাম বঞ্চেন কত রাতি
ভলিলেন রামচন্দ্র লইয়ে সেনাপতি।
পোহাইতে আছে যখন রাত্রি পুহর দেড়ে
হেনকালে রঘুনাথ লঙ্কাপুরী বেড়ে।
রঘুনাথের ঠাঞি সুগ্রীব পায় অনুমতি
চারি দ্বারে বানর রাখে বানর অধিপতি।
নীল সেনাপতি বলিয়া ঘনং ডাকে
এক বলিতে শতেক জন ধায় ঝাকেং

সুগ্রীব বলে নীল তুমি প্রবীন সেনাপতি।
লঙ্কায় যুঝিতে তোমার প্রথম আরতি।
বাছিয়া বানর লহ রণেতে প্রবীন
ভালমতে রাখ গিয়া পূর্ব্ব দ্বারস্থান।
নীল বীর পূর্ব্ব দ্বারে পাঠাইয়া হরষিত
ডাক দিয়া অঙ্গদেরে আনিল ত্বরিত।
সুগ্রীব বলেন শুন অঙ্গদ যুবরাজ
তোমার বোলে উঠে বৈসে বানর সমাজ।
বাছিয়া কটক লহ রণেতে প্রবীন
ভালমতে রাখ গিয়া দক্ষিণ দ্বারস্থান।
চলিল অঙ্গদের ঠাট দেখ বাজেরবাজে
এক হাতে পর্ব্বত ধরে আর হাতে গাছে।
ধূলা উড়াইয়া কটক কৈল অন্ধকার
যারং করিয়া ধায় দক্ষিণ দ্বার।
দক্ষিণেতে অঙ্গদ পাঠাইল হরষিত
ডাক দিয়া হনুমানে আনিল ত্বরিত।
সুগ্রীব বলেন আইস বলি বীর হনুমান
সভা হইতে রাখি আমি তোমার সম্মান।

শিশুকালে লাফ দিলে ধরিতে দিবাকর
বুকের ভরসায় বাচ্চা ডিঙ্গালে সাগর ।
সংগ্রামে পশিলে তুমি বিক্রমে বিশাল
পশ্চিমের দ্বারখান রাখিহ ভালেভাল ।
পশ্চিম দ্বারে রাম লক্ষ্মণ থাকেন দুই ভাই
সাবধান হইয়া তুমি থাকিবে তথাই ।
ধাইল হনুমানের কটক বাজের বাচ্চ
এক হাতে ধরে পর্ব্বত আর হাতে গাছ ।
ধুলা ওড়াইয়া যায় করিয়া অন্ধকার
মারমার করিয়া গেল পশ্চিম দ্বার ।
পূর্ব্বে নীল বীর দিয়া না যায় প্রতীত
ডাক দিয়া কুমুদ বীরে আনিল ত্বরিত ।
সুগ্রীব বলেন কুমুদ তুমি প্রধান সেনাপতি
সহস্র বানর আছে তোমার সংহতি ।
সে সব বানর লইয়া পূর্ব্ব দ্বারে চল
নীলের কটকে গিয়া হও অনুবল ।
তোমা বিদ্যমানে যদি নীলের কটক ভাগে
তার ভাল মন্দ তোমারে দায় লাগে ।

সুগ্রীবের আদেশ লঙ্ঘিব কোন জন।
নীলের পাছেতে হইল কুমুদের গমন।
দক্ষিণে অঙ্গদ দিয়া না যায় প্রতীত
ডাক দিয়া মহেন্দ্রেরে আনিল ত্বরিত।
মহেন্দ্র দেবেন্দ্র বল সুষেণনন্দন
আশি কোটি বানর দুই ভাইয়ের ভিড়ন।
সে সব বানর লইয়া দক্ষিণ দ্বারে চল
অঙ্গদের কটকে গিয়া হও অনুকূল।
তোমা বিদ্যমানে যদি অঙ্গদের কটক ভাগে
তার ভাল মন্দ দায় তোমার তরে লাগে।
সুগ্রীবের আদেশ লঙ্ঘিবে কোন জনা।
অঙ্গদের পশ্চাতে হইল মহেন্দ্রের থানা।
পশ্চিমে হনুমান দিয়া না যায় প্রতীত
ডাক দিয়া সুষেণেরে আনিল ত্বরিত।
সুগ্রীব বলেন সুষেণ তুমি বানরের ঠাকুর
তিন কোটি বৃদ্ধ বানর আছেত প্রচুর।
সে সব বানর লইয়া পশ্চিম দ্বারে চল
হনুমানের কটকে গিয়া হও অনুবল।

তোমা বিদ্যমানে হনুমানের কটক ভাগে
তার ভাল মন্দ সে তোমারে দায় লাগে।
সুগ্রীবের আদেশ লঙ্ঘিবে কোন জনা
হনুমানের পাছে হইল সুষেণের থানা।
উত্তর দ্বারে কারে দিয়া না যায় প্রতীত
আপনি সুগ্রীব রহে বানর সহিত।
সাগরের কূলে বানরের যে ঘর
আরিল বহিয়া পাছে পলায় বানর।
ছত্রিশ কোটি সেনাপতি পাত্র মিত্র লইয়ে
রহিল সুগ্রীব রাজা উত্তর চাপিয়া।
ঔষধি আনিতে থুইল বীর হনুমান
যুক্তি বলিতে আছে মন্ত্রী জাম্বুবান।
প্রহরি করিয়া থুইল রাক্ষস বিভীষণ
চারি দ্বারে সুগ্রীব বেড়ায় ঘনেঘন।
যেই দ্বারে বানর রাজা দেখয়ে টুটল
দুনা করিয়া দেয় রাজা রণেতে অটল।
চারি দ্বারে সুগ্রীব রাজা দিতেছেন আশ্বাস
চারি দ্বারের পাঁচীর রচিল কীর্ত্তিবাস।

রাম বলেন মনং বাতিবেক রণ
অন্তরীক্ষে দেখিতে আসিয়াছে দেবগণ।
হংস কেলি করে মযূরে বীরে পেখন
ব্রহ্মা কার্ত্তিক তারা আইল দুই জন।
ঐরাবত আরোহনে আইল পুরন্দর
মকর বাহনে আইল জলের ঈশ্বর।
বলদ বাহনে আইল দেব পশুপতি
সিংহ বাহনে আইল দেবী পার্ব্বতী।
বসিলেন দেবগণ সভে সারি সারি
গন্ধর্ব্বেতে গীত গায় নাচে বিদ্যাধরী।
দৃষ্টি দিয়া ভগবতী বসিল এক ভিতে
ক্রোধ করি মহাদেবে লাগিল কহিতে।
ভাঙ্গড় মূর্ত্তি মহাদেব বেড়াও শ্মশানে
কোন গুনে পূজে তোমায় লঙ্কার রাবনে।
ধনে প্রাণে মজিল লঙ্কার অধিকারী
কেমন করিয়া তুমি কর যে অধিকারী।
আপনার মাতা কাটে আপনার হাতে
হেন সেবকের তরে তিলেক নাহি বাথে।

আর কোন সেবক লইবে তোমার ছায়া
রাবণহেন সেবকে তিলেক নাহি দয়া।
এত যদি বলিলেন দেবী যে পার্ব্বতী
পার্ব্বতীর বচনে কুপিল পশুপতি।
বামাজাতি তোমার তিলেক নাই শঙ্কা
আপনি রাখহ গিয়া কনকপুরী লঙ্কা।
তপ করিল রাবণ দশ হাজার বৎসর
অমর হইতে নাই পাইলেক বর।
মরণের পথ এখন চিন্তিল রাবণ
ত্রিভুবনে হেনকর্ম্ম করে কোন জন।
আপনি বিষ্ণু জন্মলেন মহা ধনুর্দ্ধরে
আপনি পৃষ্ঠ দিল অলঙ্ঘ্য সাগরে।
দ্বারে রাম রাবনের জীবন সংশয়
হেন রাবণ কেমনে রাখিব দুর্জ্জয়।
মানুষ হইয়া রাম বিষ্ণু অধিষ্ঠান
হেন রামের হাতে কেন পাবে পরিত্রাণ।
মিথ্যা অনুযোগ মোরে না কর পার্ব্বতী
রাবণ রাখিতে নারি আমার শকতি।

বিধাতা'র নির্ব্বন্ধ আমি নারি ঘুচাইতে
আপনি যে আজি আমি আপনার মতে।
মহাদেব পার্ব্বতী দুই জনেতে কোন্দল
বিমুখ হইয়া হাসে দেবতা সকল।
মহাদেবের কোপ দেখি হাসে দেবগণ
আজি কালি রাবনের হইবে মরন।
রাবন রাজা মরিবেক দেবের হইল হাসনে
দেবাদেবীর কোন্দল রচিল কীর্ত্তিবাস।

পঞ্চ দিন দুই কটকে হয় না হানাহানি
রাম বলেন রাবন রাজা যুদ্ধ না দেয় কেনি
বিভীষন বলেন গোসাঁঞি কর অবগতি
দুই কটকের রোলে রাবনের স্থির নহে মতি
বিপক্ষ লাগিয়া রাবন রনে না দেয় হানা
নিশ্চয় জানিতে দূত পাঠাও এক জনা।
বিভীষনের সঙ্গে রাম মন্ত্রনা করি সার
হনুমান বলিয়া যে পড়িল হাকার।

আইস বাছা হনুমান পবননন্দন
লঙ্কায় জানিয়া আইস কি করে রাবণ।
সভার ভিতরে উঠিয়া বলিছে জাম্বুবান
একবার পাঠাইয়াছিলে বীর হনুমান।
যেঞি যাইবেক হনুমান লঙ্কার ভিতর
হনুমান দেখিয়া কুপিবে লঙ্কেশ্বর।
মনে করিবে এই বানরা আইসে বারেবার
ইহা বই রামের কটকে বীর নাহি আর।
দক্ষিণ দ্বারে আছে অঙ্গদেত থানা
তাহারে আনিতে দূত পাঠাও এক জনা।
হনুমান হইতে অঙ্গদ বীর বড়
তাহারে পাঠাও যে বলিবে দড়দড়।
রামের আজ্ঞায় চলিল সুষেণ সত্বর
মাতা নোয়াইয়া কহে অঙ্গদ গোচর।
দূত বলে শুন হে অঙ্গদ যুবরাজ
রামের আজ্ঞায় চল বানর সমাজ।
অঙ্গদ বলেন থানা ভাঙ্গি যাব সর্ব্ব জন
থানা রাখিয়া যাই কি লয় তোমার মন।

থানা ভাঙ্গিতে নাহি বলেন কমললোচন
একেশ্বর চল তুমি রাম সম্ভাসন।
দূতের বচনে চলে অঙ্গদ যুবরাজ
আসিয়া মিলিল বীর শ্রীরামের সমাজ।
রামেরে প্রনাম করি রহিল করপুটে
যোড়হাত করি রহে রামের নিকটে।
রাম বলেন অঙ্গদ তুমি বলে মহাবলী
রাবন রাজারে কিছু দিয়া অইস গালি।
অঙ্গদ বলেন প্রভু যুক্তি নাই আইসে
বাপ মারিলে মোর প্রতীত হইব কিসে।
রাম বলেন বালি মারিলাম সত্যের কারন
তোমারে অঙ্গদ আমার প্রতায় বড় মন।
অঙ্গদ বলে গোসাঞি এবা কোন কথা
লয়ে জিড়িয়া আনিব রাবনের দশ মাতা।
বালি রাজার বিক্রম জান ভালেভালে
আমার বিক্রম জানিবা সংগ্রামের কালে।
পশিব রাক্ষস ভিতর করিব ওঠানি
রাবনেরে গালি দিয়া আসিব এখনি।

সুগ্রীব বলে অঙ্গদ তুমি প্রানের দোষর।
বিক্রমে বিশাল তুমি বাপের দোষর
এতকাল পালিলাম যে হাতির ভোগে।
বাহুর বল দেখাও শ্রীরামের আগে।
লঙ্কামধ্যে গিয়া তুমি বুঝাও রাবনে
সীতা দিয়া শরন লওক শ্রীরামের চরনে।
সংবংশে মারিবেন তারে শ্রীরাম লক্ষ্মন
সুগ্রীব বলিল যদি এত বিবরন।
অঙ্গদ করিল যাত্রা হইয়া হরিষ মন
হেনকালে উঠিয়া বলে রাক্ষস বিভীষন।
আমার বাক্য কহিও ভাই লঙ্কেশ্বরে
সতী স্ত্রী হরে আর দুরাচার করে।
সভার ভিতর বলিলাম হিত যে বচন
তেকারনে হইলাম লাথির ভাজন।
অবোধ বিভীষন না বুঝে কোন কায
ভাল মন্ত্রী লইয়া তিনি হওন মহারাজ।

বংশে রহিলাম মাত্র করিতে তর্পন
যত কথা মনে করে বালির নন্দন।
সুগ্রীব রাজারে বন্দে বাপের সোদর
তার যত বন্দিলেক প্রধান বানর।
পুনঃ বন্দিলেক মায়ের চরন
রাবন ভংসিতে যায় বালির নন্দন।
করিছে মঙ্গলধ্বনি সকল বানরগন
হরষিত দেখেন চায়ে শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
অন্তরীক্ষেতে যায় অঙ্গদ তাহা দেখা
বায়ু ওড়িয়া যায় যেন জ্বলন্ত উল্কা।
লঙ্কাপুরী যায় বীর ত্বরিত গমন
পাত্র মিত্র লইয়া যথা বসেছে রাবন।
দেবান্তক নরান্তক অতিকা মহা বীর
মহোদর মহোপার্শ দুর্জয় শরীর।
হাতির পিঠে যাতা নোড়াই বীর আকম্পন
ঘোড়ার পিঠে যাতা নোড়াই ধূর্ম্রলোচন।
রাজার রথের সাজন মনি মানিক হিরা
বাপের আগে যাতা নোড়াই কুমার ত্রিশিরা

ঘট নিঘট আইল যে সাক্ষাত জমদুত
অজয় আকম্পন আইল যুদ্ধেতে মজবুত।
কুম্ভ নিকুম্ভ আইল কুম্ভকর্নের নন্দন
বক্রদন্ত মাতা নোঙাই জমদরশন।
মরের বেটা সত্বরে সভায় আইল
তপন স্বপন আইল প্রচণ্ড মহাবল।
যার বানে ত্রিভবন হয়েত কম্পিত
সভার আগে যাতা নোঙাই কুমার ইন্দ্রজিত।
সৈন্য সামন্ত যাতা নোঙাই বর্নে বিবর্ন
সভেমাত্র নাই আইসে বীর কুম্ভকর্ন।
নিদ্রা যায় কুম্ভকর্ন আনন্দ্য় মনে
লঙ্কা লইয়া প্রমাদ পড়ে কিছুই না জানে।
হেনকালে বলে রাবন সভার ভিতর
নর বানর আসিয়াছে আমা মারিবারে।
শিশু রাম পশু বানর না জানে রাবন
তেকারনে আমা সনে করিতে চাহে রন।
বাটা ভরিয়া গুয়া দিব আগুনেআগুন
কোন জন মারিয়া দিব শ্রীরাম লক্ষ্মন।

এতেক বলিয়া ওঠে রাবন মহীপাল
কোন বেটা সিংহ আছে কে আছে শৃগাল
এতেক বলিল যদি লঙ্কার অধিপতি
বীরদাপ করিয়া ওঠে সব সেনাপতি।
নর বানর আসিয়াছে তার ভয় কিসে
বন কাটিয়া নিধি যেন ঘরের ভিতর পসে।
বানর খাইতে বলি বনে আর ডালে
হেন ভক্ষ্য মিলিল অনেক পুণ্য ফলে।
আজি যদি কুম্ভকর্ণ জাগিয়া ওঠে নিদ্র
লক্ষলক্ষ বানর খাইবে বৃন্দবৃন্দ।
ইন্দ্রজিত আছে এক মহাবীর সুন্দর
তার এক বাণে মারিবে সকল বানর।
আগু বাড়াইয়া বানরের গলায় দিব ফাঁস
দাতের রক্ত খাইব কামড়ে খাব মাস।
রাম লক্ষ্মনের মাংস বড়ই সুস্বাদ
মাগ পোয়ের ঘুচাইব মাংসের অবসাদ।
জাঠিঝকড়া শেল মুষল মুদ্গর
হাতে করি প্রভাত করে যত নিশাচর।

ছত্রিশ কোটি রাক্ষস যে করিছে বড়াই
লাফ দিয়া অঙ্গদ বীর পড়িল তথাই।
আন চিন্তিতে যেন আন পড়ে কায
হেনবেলা ভেটিল অঙ্গদ যুবরাজ।
ঘরের চালে পড়ে যেন জ্বলন্ত আগুনী
সগরবংশ ভস্ম যেন কৈল কপিল মুনি।
সব রাক্ষসের ভয় মনে অঙ্গদেরে দেখি
সাপ যেন মাথা লোটাই দেখে গরুড় পক্ষী।
হাতে পায় পরিয়াছে তাড় তোড়ল
মাথায় পরিয়াছে বীর রত্নের টোপর।
বীরদাপে বৈসে গিয়া সভার ভিতরে
পাত্র মিত্র থাকিতে বলে রাজা লঙ্কেশ্বরে।
দেবের সভায় যেন বসি বৃহস্পতি
রাবনেরে গালি দেয় অঙ্গদ মহামতি।
বিষম কর্ম্ম করিলি তোর জীবন সংশয়
অঙ্গদ আমার নাম লহ পরিচয়।
অঙ্গদ আমার নাম বালির কুমার
মানিক রাবন হইতে অবধান কর।

পাঠাইলে রঘুনাথ গুনের সাগরে
অবোধি রাবন তোরে বুঝাবার তরে।
শ্রীরামের সেবক আমি তোমাবিদ্যমানে
অবোধ রাবন তুই বুঝহ এখানে।
অহিংসা পরম ধর্ম্ম ঘোষে জগজনে
হেন লঙ্কা ফেলি নষ্ট হিংসার কারনে।
পাত্র মিত্র চমৎকার অঙ্গদের বচনে
অঙ্গদেরে রাবন রাজা জিজ্ঞাসে আপনে।।
আরে২ বানর বেটা কোতা তোর ঘর
মরিবারে আইলে হেন লঙ্কার ভিতর।
কেবা তোরে পাঠাইল মরিবার তরে
পতঙ্গ হইয়া ঝাপ অগুন উপরে।
ভক্ষ্য বানর জাতি খাইব যে এখনে
মরিবারে আইলে তুমি আমার সদনে।
কুপিল অঙ্গদ বীর রাবনের বচনে
কোপে গালি দেয় তখন রাজাত রাবনে।
অঙ্গদ বলে মর তুই পাগল রাবনে
কিসের বড়াই তুই করিস আমাবিদ্যমানে

তাহার আগে বড়াই কর যে জন না জানে
তার যত বিক্রম আছে আমার স্থানে।
কার্ত্তিক বীর্য্যার্জুন যখন কেলি করে জলে
তার আগে গেলে তুমি নর্ম্মদার কূলে।
তাহার স্ত্রীর আগে তুই বীরদাপ করিলি
তোরে লুকাই থুইল বাম কক্ষতলি।
চক্ষে দুন্ডা নিকলে তোর না দেখিস বাট
তার ঠাঞি বিস্তর তুই পাইলি নাটঘাট।
ব্রহ্মার বোলে পৌলস্ত্য মুনি আইলা আপনি
না জুইস বলে তোরে দিলেন মেলানি।
তার ঠাঞি হইয়াছিল সংশয় জীবন
ভাগ্যে প্রাণরক্ষা পাইল মুনির কারণ।
আরবার গিয়াছিলি মোর পিতার নিকট
আমার বাপের আগে করিলি মুনি ঘট।
সন্ধ্যা হেতু মোর বাপ না করিল রণ
যত অস্ত্র ছিল তোর কৈলি বরিষণ।
সন্ধ্যা সাঙ্গ করি বাপা তোরে বাঁধিলে লেজে
লেজে বান্ধে ডুবাইল চারি সাগরের মাঝে

নেজে বান্ধে ডুবাইল পানীর ভিতর
পানী খাইয়া রাবন তুই হইলি ফাঁফর।
আমার বাপের নেজ যোজন পঞ্চাশ
পানীর ভিতর তুই মোর বাপ আকাশ।
আপন মুখে রাবন তুই পাইলি পরাজয়
তবে সে বাপের ঠাঁঞি পাইলি বিদায়।
নেজের বন্ধন তোর কিষ্কিন্ধ্যায় ঘোষে
আমার বাপ বন্দি তুই আইলে তরাসে।
অনেক দিন হইয়াছে না জানে কোন জন
বুঝিনু বড়াই তোর এইসে কারন।
অনেক রাবন আমি শুনিয়াছি কানে
ইহার ভিতর আজি কর দেখি মনে।
এক রাবন হারিয়াছে অর্জুনের ঠাঁই
আর রাবন বালির দ্বারে চেড়ীর সাথে খাই।
আর রাবন আমার বাপ বান্ধিলেক নেজে
পরিচয় দেহ কেবা আজ ইহার মাঝে।
অঙ্গদ বলে রাবন না দিলি পরিচয়
সেই রাবন তুই বুঝিনু নিশ্চয়।

সেই সব কাল গেল হাস্য পরিহাসে
এ সব সময় আইল বীর প্রাণনাশে ।
সিংহের ঠাই শৃগালের নাই ভারিভুরী
রায় ঘাটাইয়া ভুই মজালি লঙ্কাপুরী ।
কুপিল রাবণ রাজা অঙ্গদের বোলে
কুড়ি চক্ষু পাখান করি অগ্নিহেন জ্বলে ।
দূত কাটিতে রাজার নহে ব্যবহার
সেকারণে মোর ঠাঁই তোর অহঙ্কার ।
চন্দ্রসূর্য্য জিনিনু অক্ষ্য বিদ্যাধির
মান্ধাতা অনারণ্য জিনিলাম পুরন্দর ।
বালি অর্জুনের সনে সমান গেল রণে
কি করিতে পারে রাম মানুষ পরাণে ।
অঙ্গদ বলে মর গিয়া পাগল রাবণ
ভাগ্যে তোরে বর্জিল রাক্ষস বিভীষণ ।
রামের বাণের সনে নাহি হয় দেখা
বোঁচা নাক কান দেখ ভগিনী শূর্পণখা ।

দারে ভগিনী আছে তোর সেহ নহে ভিন্ন
বিদায়বানে দেখ ঐ রামের বানের চিহ্ন।
রামের বানের সনে হইবে দরশন
এক কালে সবংশেতে মরিবি রাবন।
যত বান রাম চন্দ্র পুরিবেন সন্ধান
অবোধ রাবন শুন তার বানের নাম।
আমর্থ সামর্থ বান বলে মহাবল
বিষ্ণুজাল ইন্দ্রজাল কাল যে আনল।
বরুণ ওলুকমুখ্য বিদ্যুৎ গরসান
গ্রহ নক্ষত্র বান রুদ্রজ্যোতি যে বান।
শূচীমুখ শিলীমুখ ঘোর দরশন
সিংহদন্ত বজ্রদণ্ড বান বিরচন।
কালদণ্ড ঐষিক দেখ বান কর্নিকার
চন্দ্রমুখ অশ্বমুখ দেখ বান সপ্তসার।
ঘট নিঘট বান দেখ সপ্ত বারাবার
অর্দ্ধচন্দ্র গারুণা যামিনী মনোহর।
পশু পক্ষী অগ্নির অগ্নিমুখ বান
কুবের অস্ত্র রাজহংস বান দেখ মুচান।

জমক দর্দ্দুর বান ভঙ্গ যে বিভঙ্গ
ত্রিশূল অঙ্কুশ বান বায়ব্য আতঙ্গ।
বজ্র গরুড় বান দেখ শক্র সন্ধান
ঐষিকবান সেক কপালি কপান।
বিষ্ণুচক্র ষটচক্র চক্র হুতাশন
সম্মোহন বিলাপন সংগ্রামে প্রবীন।
গজাঙ্কি সন্ধান বান চারি দিগে আঁটা
সিংহ শার্দ্দল বান তার চারি দিগে কাটা।
এত বানে রঘুনাথ পুরিবেন সন্ধান
যার এক বানে মোর বাপ ত্যজিল পরান।
মোর বাপের ঠাঞি তুই পাইলি পরাজয়
হেন বালি মারিলেন রাম মহাশয়।
আমার বাপ মারে আর শিবের ধনু ভাঙ্গে
কোন সাহসে রাবন জুঝিবে তার সঙ্গে।
ভেদিলেন সপ্ত তাল তাড়কা রাক্ষস মারি
ত্রিভুবন হারে যদি রাম যুদ্ধ করি।
কিসের তরে চাহ রাবন পাকল করি আঁখি
মাকড়ের ডিম্ব হেন তোর লঙ্কা দেখি।

তোর কাছে আসিয়া তোরে নাহি করি শঙ্কা
উপাড়িয়া লইতে পারি কনকপুরী লঙ্কা।
হের মুণ্ড দেখ মোর সুমেরুর চূড়া
হের মুণ্ড দেখ মোর কৈলাশের গোড়া।
হের হস্ত দেখ মোর বজ্রের সমান
এক চাপড়ে তোর লইব পরান।
অপমান পাইয়া রাবণ হেট করে মাতা
পাত্র মিত্র সনে রাবণ নাহি কহে কথা।
রাবণ বলে অঙ্গদ তুই গর্জ্জহ বিস্তর
এক বার্ত্তা জিজ্ঞাসি তুমি অবগত কর।
এই যে বানর মোর পোড়াইল লঙ্কাপুরী
এই যে বানরা মোর অক্ষ কুমার মারি।
ঐ যে বানর মোর ভাঙ্গিল অশোকবন
তাহার মত বীর তোমার আছে কত জন।
হাসিতে লাগিল অঙ্গদ রাবণ বচনে
তোর বল বিক্রম বুঝিলাম এত দিনে।
সেবকের সনে যদি পাইলে পরিহরি
কেমনে রাখিবে তুমি কনকলঙ্কা পুরী।

তারে জোট বীর নাই বানরকটকে
নির্ব্বল বলিয়া তারে কেহ নাহি ডাকে।
সে মরিলে দুঃখ শোক নাহিক বানরে
তেঞি পাঠাইয়াছিলাম লঙ্কার ভিতরে।
বীর হেন বলে তারে না বৈসা কোন জন
ঘরের সেবক বেটা পবননন্দন।
হনুমান বান্ধে তোর বাড়েছে অহঙ্কার
মোর ঠাঞি পড়িয়া আজি যাবে যমদ্বার।
রামের ঠাঞি লব তোরে গলায় দিয়া দড়ী
দশ মাথা ভাঙ্গিব তোর মারি নেতের বাড়ি।
বীরদাপ করে অঙ্গদ রাবণ বিদ্যমানে
আপন ইচ্ছায় গালি পাড়ে রাবণ রাজা শুনে।
আর জন নহে রাবণ সীতা হেন সতী
যার পাকে মজিবে তোর লঙ্কার বসতি।
কোথায় বৈসেন রাম অযোধ্যানগরী
কোথায় আইলেন রাম কনকলঙ্কাপুরী।

এত দূর আসিয়া রায় বান্ধিল সাগর
হেন রামের সনে রাবন তোর পাটান্তর।
দেবতা জিনিয়া তোর বাড়িয়াছে আস।
একা সীতা লাগিয়া তোর হয় সর্ব্বনাশ
বংশে কেহ না রহিব না করিহ সাদ
আপনা আপনি তুই পাড়িলি প্রমাদ।
খাটেপাটে শুইয়া থাক দিন দুইচারি
হাস পরিহাস কর লইয়া ভাল নারী।
কুয়ার ভাগ আনি দেখ দিনে দুইবার
বিশ্বকর্ম্মার নির্ম্মান দেখ ঘর দ্বার।
কনকপুরী লঙ্কা দেখ এ ঘর নির্ম্মান
অঙ্গদের বিক্রম কীর্ত্তিবাস গান।

তুই চোর দুরাচারী হরিলে পরের নারী
জীবনে নাহি তোর ভয়
দশরথ মহা রাজা দেব লোকে করে পূজা
শ্রীরাম তাহার তনয়।

যাহার ধনুক টান ত্রিভুবনে কম্পমান
হেন রাম লঙ্কার ভিতর
দেবরাজ করে পূজা হেলে যারে বালি রাজা
তার সনে তোর প্রাতন্তর।
সুগ্রীবের বিক্রম যত তাহারা কহিব কত
সে সকল হইব বিদিত
তারে এক লাথি মারি কাঁপাইব লঙ্কাপুরী
কি করিবে তোর ইন্দ্রজিত।
শুন রাজা লঙ্কেশ্বর আমার বচন বীর
আমি আইলাম তোমার গোচর
শ্রীরাম সাগর পার তোর নাহিক নিস্তার
জয়দ্বার নিকট যে তোর।
রাজা হইয়া পরদার জীবন তোমার ছার
বোধিমাত্র নাই তোর ঘটে
কেবল ব্রহ্মার বরে জিনিলে যে পুরন্দরে
রামনামে তোর বল টুটে।
আপনি দোলা কান্ধে করি লহ সীতা সুন্দরী
ভজ গিয়া রামের চরণ

সীতা দেহ তাঁর ঠাঁই ইহা বই গতি নাই
তবে তোর রহিবে জীবন।
রাক্ষস জাতি নিশাচর না চিনিল আত্মপর
তোর ভাই রামে কৈল মিত
শ্রীরামের অঙ্গীকার তোরে করিবেন সংহার
বিভীষণ লঙ্কায় পূজিত।
শুনিয়া অঙ্গদের বাণী পাত্র মিত্র কানাকানি
লঙ্কাপুরীর নাহিক নিস্তার
কোপে ওঠে লঙ্কেশ্বর বলে রাজা বীরবীর
দেখি অঙ্গদের অহঙ্কার।
দেখি যত সেনাপতি মনেতে করয়ে যুক্তি
যো সভার রক্ষা নাহি আর
রাম পদ করি আস সরস্বতী পরকাশ
কীর্ত্তিবাসের নাচাড়ি সুসার।

তোর বোলে রাবণ রাজা কে করিব ডর
[illegible]য়িয়া অঙ্গদ বীর করিছে উত্তর।

আর বানর নহি আমি বালির তনয়
তোর ক্রোধে রাবন রাজা কিবা মোর হয়।
বড়াই রাজা না কর মোর আগে
আমি তোরে মারিলে রামের সত্য ভাগে।
রাম সুগ্রীবের যুক্তি আমি ভাল জানি
তোরে আর কুম্ভকর্ণে বধিবেন আপনি।
ইন্দ্রজিত অতিকায় বধিব লক্ষ্মন
আর যত সেনাগন বধিব বানরগন।
কোন বেটা ধরিবে দেখিব নিঘট
চড় চাপড়ে পাঠাইব তমের নিকট।
কোপে চারিভিতে চায় লঙ্কার অধিকারী
অঙ্গদের হাতে পায় চারি রাক্ষস ধরি।
বজ্র মুষ্টি বীর ধরে যে চারি জন
তাল জঙ্ঘ সিংহবদন ঘোর দরশন।
চারি রাক্ষস ধরে তিলেক নাই কাঁপ
রাক্ষস লইয়া বীর প্রাচীরে দিল লাফ।
প্রাচীরে তুলিয়া বীর মারিল আছাড়
ভাঙ্গিল মাতার খুলি চূর্ণ হৈল হাড়।

চারি রাক্ষস মারে ভাঙ্গে সোনার প্রাচীর
অঙ্গদের ডরে রাক্ষস কেহ নহে স্থির।
প্রাচীরে উঠিয়া ভাবে বালির নন্দন
কোন দ্রব্য লইয়া যাব রাম সম্ভাসন।
হনুমান আসে ছিল লঙ্কার ভিতর
সীতার মাতার মনি দিল রামের গোচর।
রামের ঠাঁই দিল লইয়া সীতার মনি
মনি পাইয়া রাম হনুমানে বাখানি।
মনেং ভাবিলেক বালির কোঙর
রত্নমুকুট আছে রাবনের মাতার উপর।
এই মুকুট লইয়া যাব রাম সম্ভাসন
বড় প্রীতি পাইব রাম মুকুটদরশন।
প্রাচীরে বসিয়া ভাবে বালির কোঙর
এক লাফ দিয়া পড়ে রাবন গোচর।
খাটের উপরে পড়িয়া রাবন রাজা বীরে
জড়াজড়ি করি পড়ে ভুমির উপরে।
পৃথিবী টলমল করে দুই বীরের ভরে
ইন্দ্র গরুড় যুদ্ধ যেন গগন উপরে।

দুই সিংহে যুদ্ধ যেন ছাড়ে সিংহনাদ
দুই জনে মল্ল যুদ্ধ হইল পরমাদ।
রাবনের মুকুট ধরে বালির নন্দন
মুকুট লইয়া বীর উঠিল গগন।
অঙ্গদের বিক্রম দেখি রাবন কাঁপে ডরে
উঠিয়া রাবন রাজা গায়ের ধূলা ঝাড়ে।
রাবনের কাছে আছে সব সেনাপতি
সকল বীর থাকিতে রাবনের দুর্গতি।
রাবন বলে বীর সব আছ কোন কাযে
অঙ্গদ আমার মুকুট লয় সভার মাঝে।
বীরগন বলে শুন লঙ্কার অধিকারী
তুমি হারিলে আমরা কি করিতে পারি।
তোমার সনে যুদ্ধ করে বালির নন্দন
আমরা বলি পাছে লয় সভার জীবন।
চারি রাক্ষস তায় ধরে সাবধানে
আছাড়িয়া অঙ্গদ বীর মারিল পরানে।
পাত্র মিত্র লইয়া তখন চিন্তিল রাবন
রাক্ষস কাঁপাইয়া যায় বালির নন্দন।

এক লাফে পড়ে গিয়া বান্দর ভিতর
রাম লক্ষ্মন ভেটিল গিয়া সুগ্রীব বানর।
রাবনের মুকুট দিল রামবিদ্যমানে
দেখিয়া বানর সভা পরিতোষ মানে।
মুকুট দেখিয়া হাসেন কমললোচন
অঙ্গদের তরে রাম দিল আলিঙ্গন।
চারি দ্বারে শুনি বানরের হুলাহুলি
অঙ্গদেরে পুষ্প দেহ অঞ্জলি২।
রাম বলেন অঙ্গদ কহত সুশন
কেমতে ভেটিলে গিয়া রাবন মহাবল।

তোমার অরতি পাইয়া লঙ্কাপুরী গেলাম বাইয়া
পরবেশিলাম গড়ের ভিতর
সুবর্নের আওয়াস যেন চন্দ্র পরকাশ
তথি শোভে পুবাল পাতর।
বিশ্বকর্ম্মার নির্ম্মান ঘর দেখি অতি মনোহর
চারি ভিতে কাঞ্চন দেয়াল

শেত লোহিত পাতর মুক্তা লাগে থরেথর
তাহে শোভে রত্ন মিশাল।
শ্রীরামে নোঙায় মাথা অঙ্গদ বীর কহে কথা
হরষিত সকল বানর
রাম লক্ষ্মন হরষিত সুগ্রীব রাজা আনন্দিত
বিন্যবিন্য বালির কোঙর।
গেলাম রাজার ঘর কটক দেখিলাম বিস্তর
যাগুয়া ক্ষাটি বিচিত্র নির্ম্মান
সোনার পাটের পড়া নানা বর্নে দেখি ঘোড়
হস্তি সব পর্ব্বতসমান।
দেখিলাম সরোবরে নানা হংস কেলি করে
ঘাট সব বিচিত্র নির্ম্মান
পদ্ম ও উৎপলোপরে কেলি করে ভ্রমরে
রূপসী রাক্ষসী করে স্নান।
দেখিলাম স্ত্রীগন রূপে মোহে ত্রিভুবন
দুই কর্নে রত্নের কুণ্ডল

পারিজাত মালা গলে শোভে নানা অলঙ্কারে
যেন চন্দ্র গগন মণ্ডল।
বিনা বাঁশি কেহ বায় কেহবা সঙ্গীত গায়
কার রূপ মোহিত সংসার
নানা অভরন পরি যেন স্বর্গ বিদ্যাধরী
রূপে যেন দেবঅবতার।
দেখিলাম পুষ্পবন মধুর ধরে পেখম
সোনা রূপায় গাছ নির্ম্মান
প্রতি গাছ কোকিলের ধ্বনি বড়ই মধুর শুনি
পুরীখান কনকনির্ম্মান।
গেলাম রাজার গোচর কটক দেখি বিস্তর
রাবনেরে ভৎসিনু বিস্তর
যতেক বলিলে তুমি দ্বিগুন শুনাইলাম আমি
কোপে জ্বলে রাজা লঙ্কেশ্বর।
আজ্ঞা দিল লঙ্কেশ্বর ধরে চারি নিশাচর
লাফ দিনু প্রাচীর উপর
মারি রাক্ষস সংহার রাবনের চমৎকার
আকাশ গমনে আইনু সত্বর।

শুনি অঙ্গদের বাণী হরষিত রঘুমণি
অঙ্গদেরে দেহত প্রসাদ
সরস্বতী পরকাশ নাচাড়ি রচে কীর্ত্তিবাস
বানরের জয়ং নাদ।

রাম বলেন শুন অঙ্গদ যুবরাজ
তোমার বাপ মারিয়া পাইলাম বড় লাজ।
সে সকল দুঃখ কিছু না করিহ মনে
আমি তোমার সভা হইতে বাড়াব সম্মানে।
দক্ষিনের দ্বারে চল আপনার থানা
তোমার কোপে রাবন পাছে দেয় হানা।
বিদায় হইয়া চল দক্ষিন দ্বার
কীর্ত্তিবাস রচিল অঙ্গদ রায়বার।

অঙ্গদের ভৎসনে রাবন ক্রোধি মনে
অভিমানে ঘামিয়া পড়ে হাতের গুয়া পানে।

চত্রিশ কোটি সেনাপতি রাবনের প্রধান
জুঝিবারে রাবন রাজা করে সম্বিধান।
সপ্ত স্বর্গ জিনিলাম সপ্ত যে পাতাল
আমার ডরে দেবগন কাঁপে হালেহাল।
ইন্দ্র জম চন্দ্র সূর্য্য ডরে নাই আটে
এত দূর আসিয়া বানর বেটা ঠাটে।
ইন্দ্রজিত বলি তোরে সভার প্রধান
রাম লক্ষ্মন মারিয়া ঝাট রাখহ সম্মান।
হস্তী ঘোড়া ঠাট কটক লহত অপার
আজিকার যুদ্ধে মার চারি দ্বার।
সাবধান হইয়া বাপু কর গিয়া রণ
আগে অঙ্গদ মারিহ পশ্চাতে অন্যজন।
বাপের দুলাল বেটা কুমার মেঘনাদ
সর্ব্বাঙ্গ ভরিয়া পরে রাজপ্রসাদ।
সাজিল যে মেঘনাদ বাপের আরতি
লেখা জোখা নাই সঙ্গে যত সেনাপতি।
সারথি সাজিল রথ সংগ্রামে গহন
মনমত রথখান করিল সাজন।

রথযান সাজিল যে রথের সারথি
নানা রত্ন মনি মানিক নির্ম্মাইল তথি।
কনক রচিত রথ বিচিত্র নির্ম্মান
পবন বেগে অষ্ট ঘোড়া রথের জোগান।
পর্ব্বতীয়া ঘোড়ার মুখে ছিরার বিম্বকি
ক্ষনে রথযান দেখি ক্ষনে হয় লুকি।
সোনা রুপায় সাজে রথ করে ঝিকিমিকি
অষ্ট অক্ষৌহিনী ঠাট জুঝার ধানুকি।
বিংশতি হাতী চলে অর্ব্বুদ কোটি ঘোড়া
পঞ্চাশ কোটি চলে ঝাটি শেল ঝকড়া।
চত্রিশ কোটি রথ লইয়া জোগায় সারথি
নানা অস্ত্র লইয়া চলে সব যোদ্ধাপতি।
বাপ প্রদক্ষিন করি রথে গিয়া চড়ে
বিংশতি যোজনের পথ কট্টক আড়ে যোড়ে।
কটকের পদভরে কাঁপেত মেদিনী
ইন্দ্রজিতার বাদ্য বাজে তিন অক্ষৌহিনী।

শত সহস্র দগড়া বাজে তিন লক্ষ কাহল
কোটি সহস্র ঘণ্টা বাজে মৃদঙ্গ বিশাল।
ডেওর ঝাঁঝরি বাজে ত্রিশ কোটি কাড়া
কাংস করতাল বাজে তিন লক্ষ পড়া।
ঘনঘন বাজে তায় বিরাশি কোটি দামা
দণ্ডি মহুরি বাজে ষাটি লক্ষ বীনা।
লক্ষ২ ভোরঙ্গ বাজে ডম্বু কোটি২
আটাইশ লক্ষ দগড়ে ঘন পড়ে কাটি।
বিরাশি লক্ষ সিঙ্গা বাজে অতি খরসান
পঞ্চাশ কোটি বাজে সিন্দু বিন্দুয়ান।
বিরানই কোটি বাজে ঘুঘরি মহুরি
ত্রিশ কোটি সানাই বাজে ঝাঁজরি লহরি।
ঝমক টমক বাজে পঞ্চাশ হাজার
পঞ্চাশ কোটি বাজে পাখজ ওরমাল।
নানা শব্দ করি বাজে পায়ের নূপুর
মালসাট মারে কেহ শব্দ যায় দূর।
সরমণ্ডিল বাজে সাতাইশ লক্ষ কাঁসি
মধুর শব্দে বাজিছে আটাইশ লক্ষ বাঁশি

বাদ্যের মহা রোল দেবতার লাগে ত্রাস
ত্রিরাশি লক্ষ বাজে কদুকপিলাস।
ডহর বিশাল ঢাক বাজে জয়ঢোল
সকল পৃথিবী যুড়ে উঠে গণ্ডগোল।
ইন্দ্রজিতার কটক ভরে পৃথিবী লাগে কাঁপ
হাতি ঘোড়া রথ লড়ে হইয়া এক চাপ।
কটকের ধূলায় পৃথিবী অন্ধকার
প্রথমে চাপিল গিয়া পূর্ব্ব দ্বার।
এক চাপে করে বীর বান বরিষন
গাছ পাতর লইয়া যায় যত বানরগন।
রাক্ষস বানরেতে হইল মিসামিসি
গাছ পাতর লইয়া বীর বানর আসি।
রাক্ষসেতে বান যুড়ে ধনুকে দিয়া চড়া
বানরের ওপরে ফেলে জাটিঝকড়া।
গাছ পাতর লইয়া বানর করে বরিষন
কোটিং রাক্ষস রনে ত্যজিল জীবন।
চড় চাপড় মুকটি বানরের মাত্র ভাড়া
মুকটির ঘায় কার মাথা হইল গুড়া।

বাঁদের রূপ যেন সব বানরের অঙ্গ
মরণের ভয় নাহি রণে না দেয় ভঙ্গ।
দুই কটকে জুঝে রক্তে হইল রাঙ্গা
রক্তে নদী বহে যেন ভাদ্র মাসে গঙ্গা।
ঘোড়া হাতি রাক্ষস রক্তের ওপর ভাসে
হরিষে বানরকটক মনে২ হাসে।
তান পুরাণ ঢেউ ওঠে রক্তের কলকলি
যুদ্ধের সিমা নাই তাহা কি বলিতে পারি।
কোন যুগে এমত যুদ্ধ নাহি হয়
কল্পিত কালেতে যেন হইল প্রলয়।
এতেক যুদ্ধ হয় যে দৈবের লিখিত
যুদ্ধ করিতে দক্ষিণ দ্বার যায় ইন্দ্রজিত।
দক্ষিণ দ্বারে অঙ্গদ দেখে ইন্দ্রজিত হাসে
গালাগালি দেও তখন যত মনে আইসে।
আমার বাপে গালি দিয়া পালাইলি ডরে
তোর মা সাঙ্গার করিল সুগ্রীব বানরে।
বাপ মারিয়া তোর মা নিলেক আনে
ধিক মা বানর তোর লাজ নাই মনে।

যাহা লাগিয়া মজিল তোমার বালিরাজ
পরমশ করিবা বেটা করিস তার কায।
মাছের রক্ত খাব তোর কামড়িয়া খাব মাস
আমার হাতে অঙ্গদ তোর অবশ্য বিনাশ।
দেশেরে জীয়ন্ত যাবে না করিহ সাদ
আমারে সে বলিহ কুমার মেঘনাদ।
অঙ্গদ বলে বড়াই বেটা করিস অকারণ
লাথির চোটে তোর আজি লইব জীবন।
সাঙ্গাতে লাজ নাই আমরা বনের পশু
তোর মায়ের সাঙ্গা দিব কালিবা পরশু।
তোরে মারিতে গেলাম লঙ্কার ভিতর
তোর ক্রোধ পড়িল চারি রাক্ষস উপর।
কিষ্কিন্ধ্যায় তোর বাপ সীতা দেবী হরে
তোর পাপে মোর বাপ মরে এক শরে।
তোর বাপের পাপে পড়ে ত্রিশিরা কবন্ধ
তোর বাপের পাপে সাগর গেল বন্ধ।
তোর বাপ স্ত্রীচোরা তোর রণ চুরি
দেখা দেখি যুদ্ধে আজি পাঠাব যমপুরী।

চোরার বেটা চোরা তুই চুরি কর রন
দেখা দেখি যুদ্ধে তোর লইব জীবন।
এত শুনি ইন্দ্রজিত পুরিল সন্ধান
তিরাশি কোটি বানরের লইল পরান।
অঙ্গদ এড়িয়া পলায় সকল বানর
রনমধ্যে অঙ্গদ বীর রহে একেশ্বর।
মহা ক্রোধে অঙ্গদ বীর কাঁপে থরং
ইন্দ্রজিতার ওপরে ফেলে গাজ পাতর।
সন্ধান পুরিয়া ইন্দ্রজিত এড়ে বান
অঙ্গদের গাজ পাতর করে খানং।
ইন্দ্রজিত এড়ে গদা করে মহাশব্দ
বুকের চরসায় গদা সহিল অঙ্গদ।
ইন্দ্রজিত বান মারে অঙ্গদের বুকে
বানাঘাতে অঙ্গদের রক্ত ওঠে মুখে।
আপনা সম্বরিয়া অঙ্গদ হইল চিন্তিত
ত্রিশ যোজন পর্ব্বত আনে আচম্বিত।
পর্ব্বত দেখি ইন্দ্রজিতার ওড়িল পরান
মেঘের আড়ে থাকি ইন্দ্রজিত ফেলে বান।

অদৃশ্যে থাকিয়ে যুদ্ধ করে রাবণ কোঙর
বাণেতে বানরকটক হইল জর্জ্জর।
অঙ্গদ বলে ইন্দ্রজিত তোর রণ চুরি
দেখা দেখি যুদ্ধ হইলে পাঠাব যমপুরী।
দেখা দেখি যুদ্ধ করে রাবণনন্দন
বাণেতে জর্জ্জর করে যত বানরগণ।
কোপেতে অঙ্গদ বীর আনে শালগাছ
কোটি রাক্ষস মারিল বাজেরবাজ।
পলাইল রাক্ষসকটক রণে দিয়া ভঙ্গ
ইন্দ্রজিত লইয়া এখন অঙ্গদের রঙ্গ।
কোপে গাছ এড়িল অঙ্গদ মহাবল
সারথি পড়িল রথ হইল অচল।
কোপেতে অঙ্গদ গাছ মারে আরবার
রথের ঘোড়া ভাঙ্গিয়া করিল চুরমার।
আর গাছ মারে অঙ্গদ হইয়া ক্রোধিমন
ইন্দ্রজিতার হস্তির ভাঙ্গিল দশন।
অঙ্গদের যুদ্ধে বেটা হইল শুন্মনা
অন্তরীক্ষে উঠে বেটা রাখিতে আপনা।

অদেখ্যা যুদ্ধ করে এখন রাবননন্দন
চারিদ্বার চাপিয়া কৈল বান বরিষন।
ইন্দ্রজিতায় দেখিতে না পায় বানরগন
বানেতে বানরকটক হইল অচেতন।
অন্তরীক্ষে হইতে বেটা বলে মারমার
দশদিগ জল স্থল বানে অন্ধকার।
বিষবান বরিষয়ে রাবননন্দন
দক্ষিন দ্বারে বানরকটক হইল অচেতন।
দক্ষিন দ্বার জ্বালিয়া বেটা রাবন কোঙর
মারং করিয়া গেল পুর্ব্ব দ্বার।
পুর্ব্ব দ্বারেতে কোন বীর জাগে
কেবা জাগ যুদ্ধ আসি দেহ মোর আগে।
অনেক বানরকটক পড়ে বানের ঘায়
কোথা হইতে বান পড়ে দেখিতে না পায়।
বানেতে জর্জ্জর হইল যত বানরগন
চাহিয়া বেড়ায় বেটা শ্রীরাম লক্ষ্মন।
রাম লক্ষ্মন দেখিয়া বেটা ইন্দ্রজিত হাসে
গালি পাড়ে ইন্দ্রজিত যত মনে আইসে।

লঙ্কাপুরী আসিয়া বেটা ভয় নাহি মনে
মানুষ হইয়া বেটা হিংসিস রাবনে।
নাহি জান রাবন রাজা সংগ্রামের শূর
স্বর্গ মর্ত্য পাতাল কাঁপিল এ তিন পুর।
ইন্দ্রজিত নাম মোর তাহার তনয়
আগু বাড়াইয়া আসি কর পরিচয়।
শ্রীরাম বলেন বেটা শুন ইন্দ্রজিতা
মরিবার কারন রাবন হরিলেক সীতা।
লঙ্কাপুরী মজিবেক তোর বাপের পাপে
বংশে কেহ না থাকিবে সীতা দেবীর শাপে।
এত যদি দুই জনে হইল গালাগালি
দুই জনে যুদ্ধ বাজে দোঁহে মহাবলি।
বাণেতে জর্জ্জর কৈল শ্রীরাম লক্ষ্মন
দুই ভাইয়ের কাটি পাড়ে হাতের শরাশন।
ইন্দ্রজিত বান এড়ে আগুনের কলা
ললাটে ফুটিয়া বানের রহিয়া গেল ফলা।

দুই ভাইয়ের অঙ্গে শোভা করে বানগুলা
অঙ্গেতে সাজয়ে যেন রক্ত পদ্মমালা।
এত বানে ইন্দ্রজিতার ক্ষমা নাই মনে
নাগপাশ বান যোড়ে ধনুকের গুণে।
নাগপাশ যোড়ে বেটা করি বীরদাপ
এক কালে জন্মিল চৌরাশি কোটি সাপ।
সাপের মাতায় মনি ঝিকি২ জ্বলে
দুই ভাইয়ের বান্ধে আসি হাত পায় গলে।
পরলে২ যেন বেড়ায় সাপিনী
দুই ভাইয়ে বান্ধে যেন শুচের দিয়নি।
বন্ধনে পড়িল দোঁহে নাড়িতে নারে পাশ
স্বর্গেতে দেবতাগন ছাড়য়ে নিশ্বাস।
সর্ব্বাঙ্গে দুই ভাইয়ের ঘিরিতেছে বিষে
রাম লক্ষ্মন পড়িল বন্ধন নাগপাশে।
দুই ভাই ভূমে লোটায় বিচিত্র বেশ
চন্দ্র সূর্য্য যেন খসিল আকাশ।
ভূমে লোটান রঘুনাথ ছারখার বেশ
ধনুক বান লোটায় আর মাতার কেশ।

রণ জিনিয়া ইন্দ্রজিত পুরে সিংহনাদ
বাপের ঠাঞি যায় বেটা লইতে প্রসাদ।
বানরকটক মধ্যে বাদ্য বাজাইয়া
হেন বীর নাহি তারে যুদ্ধ দেয় গিয়া।
আগে বাড়াইয়া পড়ে চন্দনের ছড়া
তাহার উপরে পড়ে পাটের পাছড়া।
হাতেক প্রমাণ পড়ে পুষ্প পারিজাত
তাহার উপরে পথ সুগন্ধি বহে বাত।
বাপের চরণে মাথা নোঙায় তিন বার
সংগ্রামের কথা বেটা কহে বারেবার।
যত যুদ্ধ করিল বেটা কহে বাপের আগে
বানরকটক দেখি আমার কটক ভাগে।
বিক্রমে বিশাল দেখি সকল বানর
ভয় না করিয়া গেলাম বানরভিতর।
যেইমাত্র যুদ্ধ আমি করিলাম পাত্তাপাতি
সারথি মারিল মোর ভাঙ্গিল দণ্ড ছাতি।
আপনা রাখিতে আমি নারিলাম আপনি
প্রাণ লইয়া অন্তরীক্ষে করিলাম ওখানি।

তথায় দেখিলাম আমি রাক্ষস দুর্গতি
এক দণ্ডে পড়িল সকল সেনাপতি।
দশদিগ ঢাপিয়া আমি করিলাম অন্ধকার
বানেতে বানরকটক মারিলাম অপার।
অনেক বানর মারি পাইলাম ব্যথা
রাম লক্ষ্মণ চাহিয়া বেড়াই তারা গেল কোথা।
কটকের আড়ে থাকে পশ্চিম দ্বারে
বানে বিন্ধি দুই ভাই করিলাম জর্জ্জরে।
খণ্ড২ করিলাম রামের মাতার ঢোপর
রক্তের পথ না খুইলাম শরীরভিতর।
ব্রহ্ম অস্ত্র নাগপাশ যুড়িলাম প্রতাপ
এক বানে জন্মিল চৌরাশি লক্ষ সাপ।
সাপের মুখেতে বিষ অগ্নিহেন জ্বলে
হাত পা বান্ধিয়া রামের বান্ধিলেক গলে।
সর্ব্বাঙ্গে হইল রামের সাপের সিয়লি
গলায় টান পড়ে রামের বিষে হৈল কালি।
ত্রিভুবন জিনিয়া যদি করয়ে যতন
তবু না খসিবে রামের নাগপাশ বন্ধন।

রাম লক্ষ্মনের তরে আর নাহি ডর -
সীতা লইয়া কেলি কর লঙ্কার ভিতর।
হরিষে যুদ্ধের কথা মেঘনাদ কহে।
কোলে করিয়া রাবন রাজা চুম্ব দিল তাহে।
নানা অলঙ্কার দিল মাতার টোপর
কেলি করিতে বিদ্যাধরী দিলেক বিস্তর।
প্রসাদ দিয়া রাবন রাজা নগুডগু
সবেমাত্র নাই দিল ছত্র নবদণ্ড।
প্রসাদ দিয়া রাবন রাজা পাঠায় বেটা
ডাক দিয়া আনিল রাক্ষসী ত্রিজটা।
পুষ্পক রথে সীতা দেবী লহত তুলিয়া
খানিক আইস বহিনি আকাশে বেড়াইয়া।
ইন্দ্রজিত বান্ধিয়াছে নাগপাশ দিয়া
আপনার চক্ষে সীতা দেখুক আসিয়া।
আমাসভার বোলে না পেতায় মন
আপনি দেখুক স্বামী দেবর লক্ষ্মন।

এত যদি ত্রিজটা রাবনের আজ্ঞা পায়
অশোকবনে আসিয়া সীতারে বার্ত্তা কয়।
রাম লক্ষ্মন পড়িল ইন্দ্রজিতার বানে
স্বামী দেবর দেখিবে যদি চল আমার সনে।
ত্রিজটার বোলে হইল সীতার প্রতীত।
রামের কথা শুনিয়া সীতা হৈল মূর্চ্ছিত।
চলিল সীতা দেবী ত্রিজটা সহিত
রথযান উঠিল আকাশে আচম্বিত।
নাগপাশে পড়িয়াছেন শ্রীরাম লক্ষ্মন
মাতায় হাত দিয়া সীতা করেন ক্রন্দন।
আমারে পোহাইল প্রভু আজিকার রাতি
অভাগিনী হারাইলাম রামহেন পতি।
মায়া মুণ্ড দেখাইয়া রাবন করিল নিরাশ
আমার তরে আছিল বন্ধন নাগপাশ।
বাপের বাড়ি যখন আমি ছিলাম শিশুকালে
অবিধবা বলিয়া মোরে সর্ব্ব লোকে বলে।
আমারে দেখিয়া বলিত সর্ব্ব লোক জন
সীতার শরীরে আছে সর্ব্ব সুলক্ষন।

সমান দশন সীতার বিপুল পয়োধির
হরের ডম্বুর মাঝা দেখিতে সুন্দর।
পিঙ্গ কেশ নহে সীতার নাভিত গভীর
লক্ষ্মী বলা হন সীতা পরম সুস্থির।
বিবোড় না দেখি সীতার হাতের কঙ্কন
সীতার শরীরে নাই বর্ব্বাল লক্ষন।
এত সব লক্ষণ যেই স্ত্রীলোকে ধরে
স্ত্রীর লক্ষণে স্বামী সুখে রাজ্য করে।
সর্ব জনের বোল হইল বিদিত
আমার প্রভু ভ্রমে লোটায় দৈবের লিখিত।

বধিলা যে কাগাসুর তুষ্ট কৈলা ঋষিকুল
জনক রাজা অঙ্গীকার করি
মহাদের ধনুক খান ভাঙ্গিয়া পাইলা দান
বিভা কৈলা সীতাত সুন্দরী।
ভরত করিল স্তুতি তাহাতে না দিলা মতি
বনবাস সত্য করিলা ভর

ঘাটপাট সিংহাসন তাহে তোমার আরোহণ
হেন শরীর ধূলায় ধূষর।
সীতা নেহালিয়া কান্দে কেশপাশ নাহি বান্ধে
বিদেশেতে হারাইলা প্রাণ
কোন দৈবের দোষে আইলা প্রভু বনবাসে
দুই ভাই শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
অযোধ্যার দণ্ডধর ত্রিভুবনে পুরস্কার
সাগর বাঁন্ধিয়া হইলা পার
আমি স্ত্রী অভাগ্যবতী হারাইলাম হেন পতি
প্রভুর মুখ না দেখিলাম আর।
দেবগনে করে পূজা হেলে যারে বালি রাজা
বধ কৈলা যার দূষন
আমা করিতে উদ্ধার আইলে সাগর পার
আমার নহিল বিমোচন।
তোমার বাপের পুণ্যে আমি যাই প্রভুর সনে
চল শীঘ্র করহ গমন
সীতার ক্রন্দন শুনি দেবে কহে আকাশবানী
শ্রীরামের নাহিক মরন।

না কর ক্রন্দন তুমি   পাইবা আপন স্বামী
অকারণে করহ হুতাশ
তোমার উদ্ধার করি   রাম যাবেন নিজ পুরী
নাচাড়ি রচিল কীর্ত্তিবাস।

কাতর হইয়া কান্দে সীতাও রূপসী
সীতারে প্রবোধি করে ত্রিজটা রাক্ষসী।
পুষ্পক রথ দেখ দেব অবতার
পুরুষ অসুরের এ নাহি সহে ভার।
সরূপেতে সীতা যদি হইত যে রাণ্ডী
রথখান ফেলি তব দেব নাহি খণ্ডি।
না কান্দহ সীতা ত্যজ অভিমান
দিন দুই চারি রহি যাহ রামের স্থান।
বিস্তর কাল গেল সীতা অল্প কাল আছে
হিয়া সুখাইয়া সীতা মরে থাক পাছে।
লঙ্কার রাক্ষস সব দেখ মহাবীর
শ্রীরাম লক্ষ্মণ বাণে লোটায় শরীর।

হাতি ঘোড়া পড়িয়াছে লেখা নাহি যায়
রথ রথী চুর দেখ ঈশ্বর কৃপায়।
এতেক ত্রিজটা তারে দিলে পাতিয়ান
অশোকবনে গেলেন পুনঃ ছিলেন যে স্থান।
যেইমাত্র গেল সীতা অশোকের গুঁড়ি
হাতে অস্ত্র ঘিরিলেক রাবনের চেড়ী।
দুই ভাই পড়িয়াছে বন্ধন নাগপাশ
মাতার হাত দিয়া সীতা তুলিছে হুতাশ।
নীল সেনাপতি কান্দে চক্ষে বহে লো
বেনিয়াং কান্দে বকনের পো।
দেখিয়া সুগ্রীব রাজা হইল কাতর
দুই চক্ষে পড়ে ধারা বুলায় বুসর।
কোন কার্য্যে আইলাম মিতার সহিত
সকল থাকিতে কেন তুমি হৈলা হত।
লঙ্কায় আসিয়া সঙ্গে হারানু তোমারে
কোন মুখে যাব আর কিষ্কিন্ধ্যা নগরে।
কিষ্কিন্ধ্যার রাজ্য ভোগ দূরেতে ত্যজিয়া
সকল বানর মারি সাগর বেড়িয়া।

তোমারে বলি শুন সুষেন বেজ বীরবর
রাম লক্ষ্মণ লইয়া যাহ কিস্কিন্দ্যা নগরী।
পর্ব্বত ঔষধি দিয়া দড় কর মিত
তবে সে শশুর মোর বড় কর হিত।
সবংশে মারিতে পারি লঙ্কার রাবন
তবে সে শশুর মোর দেশেরে গমন।
দুরে থাকিয়া দেখে তাহা রাক্ষস বিভীষন
এক করিবা ভাবে মনেমন।
কোন বীর লইয়া পড়িল আথান্তর
থানা ভাঙ্গিয়া কান্দে কেন সকল বানর।
সুগ্রীব কান্দে আর অঙ্গদ যুবরাজ ভাজি কায
সভে মেলি ডাকিছে কেন শ্রীরাম রাজ।
চিন্তা করিতে বিভীষন আইল সত্বর
ইন্দ্রজিত বলিয়া পলায় সকল বানর।
বিভীষন ইন্দ্রজিত দোঁহে একই আকৃতি
বিভীষন দেখিয়া পলায় সকল সেনাপতি।
ডাক দিয়া বলিছে অঙ্গদ যুবরাজ
কেন পলাইয়া যাও মুণ্ডে পড়ুক বাজ।

হানা দিয়া ইন্দ্রজিত গেল নিজ ঘরে
ইন্দ্রজিত বলিয়া পলায় সকল বানরে।
দেশেরে পলাইয়া যাবে যাও পোয়ের সাথে
তথা যাইয়া সুগ্রীব রাজা পাড়িবে এক খাদে।
সেই যাও পোয়ের যদি থাকেত বাসনা
নেওটিয়া সব বানর রাখ নিজ থানা।
বিভীষন বলে মিতা শুন দুই জনা
রাক্ষসের বন্ধনে কেন পাসর আপনা।
অন্ধ মুখ হইয়া বলে রাক্ষস বিভীষন
পাপিষ্ঠ ভাই যার আছেত রাবন।
পলাইতে দেশ নাই যাব কোন দেশ
আকাশ সাগরে গোসাঞি করাইলা প্রবেশ।
তিন জন থাওক সকল রাজাসুখ
অনয় সফল করি দেখি চাঁদ মুখ।
সুগ্রীব বিভীষনের ক্রন্দনের রোল
নড়িতে নারেন রাম শির বলে ন বোল।
সকল এড়িয়া বিভীষন আয়া কৈলা সার
চিন্তা গুনে বিভীষন না দেখি নিস্তার।

স্ত্রী পুত্র এড়িয়া বিভীষন আইলা মোর পাশ
বিভীষনে যত বলিলাম হইল উপহাস।
বিভীষন রাজা করিব করিনু অঙ্গীকার
শুধিতে নারিনু আমি বিভীষনের ধার।
সুগ্রীব বিভীষনের কাছে সত্যে বন্ধি হই
সত্যে পার না হইতে ভাগ্যে হৈল এই।
বালি রাজা মারি বড় পাই লাজ
আমা দেখি পালিছ অঙ্গদ যুবরাজ।
নাগপাশ বন্ধনে মিতা হইল মোর তরে
সীতার লাগিয়া মোর লক্ষ্মন ভাই মরে।
মাতা পিতা ছাড়িয়া লক্ষ্মন আমা কৈল সার
বিদেশে আসিয়া মোর লক্ষ্মন গেল মার।
প্রানের দোষর লক্ষ্মন গুনের ভাই
সীতা লাগিয়া আমি লক্ষ্মনে হারাই।
সীতার উদ্ধার করিতে লক্ষ্মন ভাই মরে
কাচের বদলে মানিক হারাইনু সাগরে।

আমার বোলে অযোধ্যায় চল হনুমান
আমার সমাচার কবে সভাবিদ্যমান।
কৌশল্যা মায়েরে কবে মোর নমস্কার
কৈকেয়ী মায়েরে কবে এ গতি আমার।
সুমিত্রা মায়েরে কবে মোর কৃতাঞ্জুলি
রাবনের হাতে লক্ষ্মনে দিলাম ডালি।
আসিবার কালে মাতা লক্ষ্মনে লইয়া
মোর হাতে২ মাতা দিল সমর্পিয়া।
পাপিষ্ঠ ভাই আমি বড়ই চণ্ডাল
হারাইনু লক্ষ্মন ভাই বিক্রমে বিশাল।
ভরত শত্রুঘ্নেরে কহিবে সমাচার
জন্মমত ভাই২ দেখা নাই আর।
রাজ্য করুন ভরত ভাই আপনার মনে
বাদ বিসম্বাদ যেন না করে কার সনে।
রাজ্য সমেত কহিবে আমার যোড়হাত
জন্মমত বিদায় হইলেন রঘুনাথ।
বিষে গা ঘিরিছে রামের দেখে বানরগন
সীতার শোকেতে রাম কান্দি অচেতন।

তন্ময়ত সীতা দেবী হারাইনু তোমারে
অশোকবনে রহিলা তুমি রাক্ষসের ঘরে ।
বাপের সত্য পালিতে আমি আইলাম বনে
সব ত্যাগ করি সীতা আইলা আমার সনে ।
সেবা করিতে আইলা তুমি হইয়া কুতুহলী
বিদেশে রাক্ষস হাতে তোরে দিনু ডালি ।
অকৃতী স্বামী আমি বড় অভাজন
রাক্ষসের হাতে তোমা কৈনু বিতরণ ।
অযোনি সম্ভবা সীতা লক্ষ্মী অবতার
বড় মনে ছিল তোমা করিব উদ্ধার ।
বালি রাজা মারিয়া সুগ্রীবে মিত করি
সাগর বন্ধন করি আইলাম লঙ্কাপুরী ।
নাগ পাশ অস্ত্র হইয়াছে মোর তরে
তোমার লাগিয়া দেখ লক্ষ্মণ ভাই মরে ।
কান্দিয়া অস্থির হইল জগতের নাথ
ব্রহ্মা আদি ইন্দ্র দেব নাহি পান স্বাস্থ ।
পবনে ডাকিয়া ইন্দ্র বলিল আপনে
ধীরে২ কহ তুমি রঘুনাথের কানে ।

নাগপাশে ব্যস্ত হৈয়া পাসর আপনা
আপন বাহন স্মরণ কর গরুড় পক্ষী জনা
ইন্দ্র আজ্ঞায় পবন কহে রায়ের কানে
আপন বিস্মৃতি কেন হৈয়াছ আপনে।
আপনি বিষ্ণু রঘুনাথ বান্ধা নাগপাশে
একবার স্মরণ কর গরুড় উদ্দেশে।
পবনের বোলে রাম হৈল চমৎকার
গরুড়২ বলি ঘন পাড়িল হাকার।
গরুড়২ বলি ডাকিছে রঘুমণি
গরুড়ের কপালে টনক পড়য়ে তখনি।
জম্বুদ্বীপের পার গরুড় কুশদ্বীপে চরে
গিলিয়াছিল অজগর উগারিল তারে।
গরুড় আইসে তার শব্দমাত্র শুনি
মাতা তুলিয়া এক দৃষ্টে চাহে যত ফনী।
দূরে হইতে ফনী গরুড়ের গন্ধ পায়
ক্রমে২ বন্ধন খশি ভুজঙ্গ পলায়।
নিকটে লাগয়ে গরুড় পক্ষের বাতাস
রাম লক্ষ্মণের খশে বন্ধন নাগপাশ।

নাগপাশে মুক্ত হইয়া বসেন রঘুনাথ
গরুড় সম্মুখে রাম যোড় করেন হাত।
রাম বলেন গরুড় কৈলা আমার উদ্ধার
প্রসাদ দিতে প্রসাদ নাই ধারি তোমার ধার।
এক প্রসাদ দিতে পারি লহ আলিঙ্গন
গরুড়েরে কোল দিল শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
কোল দিয়া রামচন্দ্র আপনা পাসরে
তবে রঘুনাথ বলে গরুড়ের তরে।
বন্ধু বান্ধব বাপ নহ নহ মিত্র আমার
তোমা হৈতে নাগপাশে হইলাম উদ্ধার।
পক্ষী বলে আমার পুত্রে তোমার বাপের মিত্র
সে কারণে আমি তোমার করিলাম হিত।
সবংশে মরিবে যদি লঙ্কার রাবণ
তবে সে জানিবে তুমি ইহার কারণ।
আর এক বচন বলি শুন সাবধানে
নাগপাশ এড়িলে সংহারি গরুড় বানে।
রামের তরে পক্ষী বলিল উপদেশ
দুই পাক্ষা সারিয়া পক্ষী উঠিল আকাশে।

গাছড়ের বচনে বানরগণ নাচি
রাক্ষস মারিতে বানর দন্ত কিচিমিচি।
দুই ভাই দেখিয়া বানর হইল হরষিত
বিভীষণ আদি সভে হইল আনন্দিত।
গাছের উপরে উঠি করে পুষ্প বরিষণ
গাছ ছাড়িয়া নাচে কেহ উল্লাষিত মন।
হেট মাতায় নাচে কেহ কেহ এক পায়
উল্লাষিত হইয়া কেহ নাচিয়া বেড়ায়।
সুগ্রীব বিভীষণেরে রাম দিয়াছেন কোল
কার সনে হাতাহাতি কার সনে বোল।
রামচরিত্র শুনিতে যার হরিষ বদন
তার তরে বর দেন শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
রামায়ণ শুনিতে যাহার নাই সাধে
দুঃখে দ্বার খুলিয়া সুখের দ্বার রোধে।
রামগুণ শুনিতে যাহার অভিলাষ
তাহার তরে বর দেন বায়ু ওনপঞ্চাশ।
শ্রীরামচরিত্র শুনিতে যার মনে বড় সুখ
বিষ্ণুলোক পাইবেক খণ্ডিবেক দুঃখ।

যেই জন শুনে ভনে রামের কাহিনী
বিষ্ণুর সমান করিয়া তার তরে গনি।
যেই জন শুনে ভনে রামের গুন কথা
রামের সম যাগে তার নাগপাশ ব্যথা।
রামের নাম শুনিলে অশেষ পাপ যাগে
হেনমতে ভাষা কৈল কীর্ত্তিবাসের তুণ্ডে।

বানরের কোলাহল গগনে গিয়া লাগে
লঙ্কাপুরির স্ত্রীপুরুষের নিদ্রা ভাঙ্গে।
রামজয় বলিয়া বানর ছাড়ে সিংহনাদ
লঙ্কায় রাবন রাজা গনিছে প্রমাদ।
ডাকিয়া আনেন সেনাগন আপন গোচর
রাম লক্ষ্মন বার্ত্তা পাইয়া হরিষ অন্তর।
রাম লক্ষ্মন পড়িয়াছিল ইন্দ্রজিতার বানে
বিসাদ হইয়াছিল হরিষ কি কারনে।
রাজার আজ্ঞায় রাক্ষস গাছে চড়িয়া যায়
রাম লক্ষ্মন জীল বলিয়া রাক্ষস বার্ত্তা পায়।

বানরের রোল হইল দুই প্রহর রাত্তি
শয্যা হইতে উঠিয়া বৈশে লঙ্কার পতি।
কান পাতিয়া শুনে রাজা বানরের কলকলি।
খাটপাট ত্যজে রাজা আর নেতের তুলি।
রাবনের বাদ্য বাজে পঞ্চম প্রকারে।
পাত্রমিত্র লইয়া রাজা উঠল প্রাচীরে
দেখিয়া শুনিয়া রাজা নাকে দিল হাত।
ধুম্রাক্ষ বলিয়া রাজা ঘন পাড়ে ডাক।
ধাইল ধুম্রাক্ষারে বিক্রমে অপার
রাজার কাছেতে মাথা নোওয়ায় তিনবার।
তুষিবার তরে তারে করে সম্বিধান
রাজ আভরন দিয়া তারে করিল সম্মান।
হস্তী ঘোড়া দিল তারে প্রচুর সাজন
পঞ্চ শব্দে বাদ্য দিল বাজায় বাজন।
সারথি সাজিল রথ সংগ্রামে গহন
সংগ্রামের রথ যোগায় যে তৎক্ষন।
রাজা প্রদক্ষিন করিয়া রথের উপর চড়ে।
হস্তী ঘোড়া ঠাট কট কনকে ঘাড়ে।

ধুলায় অন্ধকার হইল নাহি দেখি বাট
দুই প্রহরের পথ আড়ে যোড়ে ঠাট।
কটকের পদভরে কাঁপেত মেদিনী
ধুম্রাক্ষের কটক নড়ে দুই অক্ষৌহিনী
ধুম্রাক্ষ বীর সাজ করে বিবিধ বিধানে
যাত্রাকালে অমঙ্গল দেখে স্থানে২।
আণ্ডদণ্ড চুলে ভিক্ষা মাগয়ে যোগিনী
রথে২ ওঠে বেশে সুকিনী গৃধিনী।
পক্ষিগন রা কাড়ে শুনিতে কর্কশ
ধুম্রাক্ষ বলয়ে মোর হইবে অপযশ।
যাত্রাকালে অমঙ্গল দেখে পথে২
সাত পাঁচ ভাবি বীর চড়ে গিয়া রথে।
বাহুড়িয়া যাই যদি যাত্রার দোষে
ঘরে গেলে রাবন রাজা মারিব সবংশে।
যে হওক সে হওক চিন্তি চণ্ডির চরণ
তাহার প্রসাদে জিনিব আজিকার রণ।
যাত্রাকালে অমঙ্গল দেখিল অপার
মার২ করি গেল পশ্চিম দুয়ার।

বানরকটক দেখি জ্বলিয়া গেল কোপে
গালাগালি পাড়ে তখন মনের পরিতাপে।
পাতা লতা খাও বানর পরিধান কাচুটি
পাতা লতা ছিঁড়ে লঙ্কায় করয়ে ছটফটি।
সুগ্রীবের কাল গেল পলাইতে বনে তালে
মরিবার তরে আইলা লঙ্কার ভিতরে।
হাপুতির পুত্র তুই শ্রীরাম তপস্বী
ওখারিয়া মরিবারে লঙ্কাপুর আসি।
বানরকটক বলে তোরা রাক্ষস জাতি
গাছ পাতরে সাগর বান্ধে সুগ্রীব নৃপতি
অতয় সুগ্রীব রাজা অঙ্গদ তার স্কন্ধ
গাছ পাতরে বান্ধেন সাগরে সেতু বন্ধ।
জ্যেষ্ঠ থাকিতে কেন কনিষ্ঠে রাজ্য তার
ভরতেরে রামচন্দ্র দিলেন রাজ্যভার।
জ্যেষ্ঠ ভাই মারিবেন লঙ্কার রাবণ
কনিষ্ঠ ভাই রাজ্য করিবেন ধার্ম্মিক বিভীষণ।
কুপিল ধূম্রাক্ষ বীর অগ্নি হেন জ্বলে।
ঘৃত দিলে অগ্নি যেন অধিক উথলে।

যাওার কোপ বানরের মাতায় হানে
ভঙ্গী দিয়া পলায় বানর মুথ না পাতে রনে।
দূরে থাকি হনুমান দেখে বানরের ভঙ্গী
ধুম্রাক্ষের সম্মুখে আইল দিয়াত তরঙ্গী।
পক্ষী মারি বেড়াসি বেটা কিবা নায় যশ
আমার সনে যুদ্ধ কর বুঝিব সাহস।
পক্ষী মারিয়া বেটা কোন প্রুয়োজন
তোমায় আমায় যুদ্ধ করি মরে কোন জন।
রাক্ষস বলে তোরে পাইলে আনে নাহি চাই
মোর ঠাঁই পড়িলে আজি তোর জীবন নাই।
এত যদি দুই জনে হইল গালাগালি
দুই বীরে যুদ্ধ করে দোঁহে মহাবলী।
দশ যোজন হনুমান পাতর আনে দুইখান
রথের ওপর ফেলি তাকে হান২।
রথ ঘোড়া সারথি হইল চুরমার
রথ এড়ি ধুম্রাক্ষ ধাইল আরবার।
ধুম্রাক্ষের হাতে ছিল বিষ লোহার গদা
গদার আসে পাশে বাজে জয়ঘন্টা ঘণ্টা।

দেব দানব গন্ধর্ব্বগণের মনে ভয় লাগে
হাতে গদা করি গেল হনুমানের আগে।
দোহাতিয়া বাড়ি মারে হনুমানের বুকে
হনুমানের বুক যেন বজ্রসমান দেখে।
বুকেতে ঠেকিয়া গদা হইল খানং
কোপ করি হনুমান বাসরে আপন।
এখন আইসহ আমি বুঝি তোমার বল
হনুমান বলে গদা তোর গেল রসাতল।
বজ্রচাপড় এক মারে তার শিরে
কাতর হইয়া পড়ে ভূমের উপরে।
কুপিল হনুমান সংগ্রামের শূর
লাথি মারি ধূম্রাক্ষের কায় কৈল চুর।
পড়িল ধূম্রাক্ষ বীর সমরে দুর্জ্জয়
সকল বানর ডাকিয়া করে জয়জয়।
ধূম্রাক্ষের সেনা ছিল দুই অক্ষৌহিণী
সকল পলাইয়া যায় লইয়া পরাণী।
ভগ্ন পাইক কহে গিয়া রাবণগোচর
ধূম্রাক্ষ পড়িল বার্ত্তা শুন লঙ্কেশ্বর।

শুনিয়া রাবণ হইল জ্বলন্ত আগিনি
অকম্পন মহাবীরে ডাক দিয়া আনি।
অকম্পনে বলে তুমি প্রধান সেনাপতি
আজিকার যুদ্ধে তুমি কর অবগতি।
বীরের ভিতরে তুমি মহাবীর গণি
তোমার সহায়ে আমি দেবগণ জিনি।
বাছিয়া কটক লহ আপনার মনে
ত্বরিতে বান্ধিয়া আন শ্রীরাম লক্ষ্মণে।
এতেক বলিয়া রাজা অকম্পনে তোষে
যুঝিবারে যায় বীর রাজার আদেশে।
সারথি সাজাইল রথ সংগ্রামে গহন
অকম্পনের আগে লইয়া যোগায় তখন।
রাজ প্রদক্ষিণ করি রথের ওপর চড়ে
হস্তী ঘোড়া ঠাট কটক নড়ে ঘড়ে।
কটকের পদভরে কাঁপেত মেদিনী
অকম্পনের সেনা চলে দুই অক্ষৌহিণী।

আচম্বিতে গৃধিনী পড়িল রথধ্বজে
ওপড়িয়া রথের ঘোড়া যায় মন্দ তেজে।
যাত্রাকালে রথের ঘোড়ার চক্ষে পড়ে পানি
সারথির হাত হইতে খসিল পাঁচনি।
অকম্পন মহাবীর বলে সর্ব্ব লোকে
যাত্রাকালে বীর সব অমঙ্গল দেখে।
যাত্রাকালে বীর সব দেখে অকুশল
সারং করিয়া পশ্চিম দ্বার গেল।
রাক্ষস বানরে যুদ্ধ হইল অপার
রণধূলায় দশ দিগ হইল অন্ধকার।
অন্ধকার হৈল কেহ না চিনে আপন পর
রাক্ষসে২ গালি বানরে বানর।
রক্তে কাদা হৈল স্থান ধূলা নাই ওড়ে
দেখাদেখি যুদ্ধ এখন দুই কটক পাড়ে।
রাক্ষসগণ বান এড়ে ধনুকে শিক্ষা
পড়িল অনেক বানর নাই লেখাজোখা।
মহেন্দ্র দেবেন্দ্র সরভ কুমুদ সেনাপতি
বানরের ভঙ্গে রোষে এ চারি বাকতি।

চারি বীর গাছ পাতর করে বরিষণ
চতুর্দ্দিগে ভঙ্গ দিয়া পলায় রাক্ষসগণ।
সারথিরে আজ্ঞা করে বীর অকম্পন
ঝাট রথ চালাহ মারিব চারি জন।
অজয় অমর মহেন্দ্র বানরে বাখানে
আগে ভঙ্গ দিল সেই অকম্পনের বানে।
সহস্র কোটি বানরের কুমুদ ঠাকুর
অকম্পনের বানেতে বাইয়া গেল দূর।
একেশ্বর নল বীর করিল সেতু বন্ধ
অকম্পনের বানেতে তার লাগে ধন্দ।
বীরের ওপরে বীর সরভ মহাবলী
পলাইয়া যায় সেই আওদড় চুলি।
সেনাপতি ভঙ্গ দিল ঠাট কটক ভাঙ্গে
এক লাফে হনুমান আইল তার আগে।
হনুমান মহাবীর অসম্ভ সাহস
পলাইয়া ছিল চারি বীর পুনঃ হৈল রোষ।
হনুমানে দেখিয়া কষিল অকম্পন
হনুমান ওপরে করে বান বরিষণ।

এক লক্ষ বাণ মারে হনুমানের বুকে
ফাঁফর হইল হনুমান ঘোরে দান পাকে।
আপনা সম্বরিয়া ওঠে বীর হনুমান।
ওপাড়িল শালগাছ দিয়া এক টান
শালগাছ ওপাড়িল পবননন্দন
দীর্ঘল শালগাছ সেই দশ যোজন।
শালগাছ এড়ে যেন মেঘের বন্ধান
অকম্পনের বাণে গাছ হৈল খানং।
শালগাছ কাটা গেল হনুমান চিন্তিত
পর্ব্বতের চূড়া ভাঙ্গি আনে আচম্বিত।
বাহুর বলে এড়িলেক পর্ব্বতের চূড়া
অকম্পনের বাণেতে পর্ব্বত হইল গুড়া।
লাফ দিয়া হনুমান তার রথে চড়ে
রথ হইতে অকম্পনের চুলে ধরে পাড়ে।
চুলে ধরি অকম্পনে মারিল আছাড়
মাতার খুলি ভাঙ্গি তার চূর্ণ হইল হাড়।
পড়িল অকম্পন বীর সংগ্রামে দুর্জ্জয়
সব বানর মেলি ডাকে রামজয়ং।

ভগ্নপাইক কহে গিয়া রাবণগোচর
অকম্পন পড়িল বার্ত্তা শুন লঙ্কেশ্বর ।
অকম্পন পড়িল যদি চিন্তিত রাবণ
যুঝিবারে বক্রদন্তে ডাকিল তখন ।
রাবণ বলে বক্রদন্ত শুন নিশাচর
রাম লক্ষ্মণ বান্ধিয়া আন মারিয়া বানর ।
হাতে অস্ত্র ইন্দ্র যদি আইসে তোর আগে
আজুক যুঝিবার কায দরশনে ভাগে ।
বাছিয়া কটক লহ আপনার মনে
ঝাট করি বান্ধি আন শ্রীরাম লক্ষ্মণে ।
এতেক বলিয়া রাজা বক্রদন্তে তোষে
যুঝিবারে চলে বীর রাজার আদেশে ।
রাজার আদেশ পাইয়া হরিষ অন্তর
যুঝিবারে বক্রদন্ত চলিল সত্বর ।
পায়ের ধূলা দেহ রাবণ এই আমি নড়ি
রাম লক্ষ্মণ মারি গিয়া করি হুড়াহুড়ি ।

বক্রদন্তের বচনে হৈল হরষিত
রাজপ্রসাদ দিল তারে করিয়া ভূষিত।
সারথি আনিল রথ সংগ্রামে গহন
সংগ্রামে যোগায় রথ করিয়া সাজন।
রাজপ্রসাদ পাইয়া বীর রথে গিয়া চড়ে
হস্তী ঘোড়া ঠাট কটক নড়ে ঘড়েং।
ঔচ্চৈঃশ্রবার সমান রথের অষ্ট ঘোড়া
জ্বলন্ত অগ্নি যেন হাতের ঝকড়া।
আসেপাশে যোগান বীরের সহস্র যোগানি
জাঠি ঝকড়া শেল খাণ্ডা ঝিকিমিনি।
কটকের পদ ধূলি গগনেতে লাগে
তাহার ঠাট দেখিয়া রিপু দশদিগ ভাগে।
তবে যাত্রা করি বীর চলে সাবধানে
যাত্রাকালে অমঙ্গল দেখে স্থানেস্থানে।
অমঙ্গল ধ্বনি করে পক্ষী পাখালি
বামে সর্প দেখে বীর ডাহিনে শৃগালি।
যাত্রাকালে অমঙ্গল দেখিছে অপার
মারং করি গেল পশ্চিম দ্বার।

দুই দলে যুদ্ধ তবে হইল বিস্তর
গাছ পাতর লৈয়া যুঝে সকল বানর।
বানরকটক ফেলে গাছ পাতর
লেখাজোখা নাই রাক্ষস পড়িল বিস্তর।
খণ্ডং হইল রাক্ষস তিতিল রকতে।
সহিতে না পারি রাক্ষস পলায় চারি ভিতে।
ভঙ্গ দিয়া পলায় রাক্ষস নাহি রহে
একেশ্বর বক্রদন্ত সংগ্রাম সব সহে।
ঝাকেং বান মারে বানর ওপর
সহিতে না পারে কেহ হইল ফাঁফর।
আপনি সুগ্রীব রাজা আইসেন দাপে।
সুগ্রীবের দর্প দেখি সব দেব কাঁপে
মহাবীর সুগ্রীব রাজা সূর্য্যের নন্দন
ঝঙ্কনাসমান বীর করিছে গর্জ্জন।
বক্রদন্ত বলে সুগ্রীব তুমি বনে ছিলে
এতেক বিক্রম তোর না দেখি কোন কালে।
সুগ্রীব বলেন বিবাদ নাহি কার সনে
আমার বিক্রম নাহি জান তেকারণে।

তোর ওপর আজি মোর বিক্রম পরিক্ষা
মোর ঠাঁই পড়িলে তিলেক নাহি রক্ষা।
আজিকার দিন তোর আমি দেখিব বিক্রম
তোরে আছাড়িয়া আমি দেখাইব যম।
কুপিল বক্রদন্ত বাণ যুড়িল ধনুকে
তিন শত বাণ মারে সুগ্রীবের বুকে।
লাফ দিয়া সুগ্রীব বীর তার রথে চড়ে
বক্রদন্তের গালেতে মারিল এক চড়ে।
শালগাছ ওপাড়িয়া আনে আচম্বিতে
এড়িলেক শালগাছ বক্রদন্তভিতে।
শালগাছ দেখি বীর পূরিল সন্ধান
বক্রদন্তের বাণে গাছ হইল খানখান।
গাছ গেল কাটা তবে মরে তার ঘোড়া
এক ঘায়ে বক্রদন্তের রথ হৈল গুড়া।
ঘোড়া সারথি পড়িল নাহিক দোসর
হাতে গদা বক্রদন্ত যুঝে একেশ্বর।
বাণের ওপরে করে বাণ বরিষণ
অনেক বানর পড়ে ত্যজিয়া জীবন।

গদার বাড়িতে বানরে করিলেক হেজ
সুগ্রীব বলে ভাল বড়াঁই কর গদার তাজ।
দুই হাত তুলিয়া পাতিয়া দিল বুক
মার দেখি গদা বানর দেখুক কৌতুক।
বুক পাতিয়া দিল বানর অধিপতি
গদার বাড়ি মারে রাক্ষস প্রানশক্তি।
বজ্রময় বুক তার বজ্রেতে বাখান।
বুকেতে ঠেকিয়া গদা হইল খানং।
সুগ্রীব বলে তোর গদা গেল রসাতল
মোর ঘা সহ এখন বুঝি তোমার বল।
ওপাড়িয়া আনে রাজা দারুন পাতর
পাতর লৈয়া ওঠে বীর গগন ওপর।
এড়িল সুগ্রীব পাতরখান দারুন কোপে
পড়িল বক্রদন্ত তবে পাতরের চাপে।
রন জিনিয়া সুগ্রীব রাজা ছাড়ে সিংহনাদ
মধু পান করিয়া রাজা পাসরে অবসাদ।
ভগ্নপাইক কহে গিয়া রাজার গোচর
বক্রদন্ত পড়িল বার্ত্তা শুন লঙ্কেশ্বর।

বক্রদন্ত পড়ে শুনি রাবন চমৎকার
প্রহস্ত সেনাপতিরে ডাকিল আরবার।
রাবন বলেন মামা শুন আমার বচন
সাবধান হৈয়া তুমি কর গিয়া রন।
তুমি কুম্ভকর্ন কুম্ভ নিকুম্ভ ইন্দ্রজিত
এই সব বীর আছে সংগ্রামে পুজিত।
বাছিয়া কটক লহ সংগ্রামে প্রবীন
রাম লক্ষ্মন বান্ধিয়া আন আমাবিদ্যমান।
রাম লক্ষ্মন মার আর যতেক বানর
বিলম্ব না কর মামা চলহ সত্বর।
মহাবিনু মহানাদ দুই মহাবীর
যার বানে দেব দানব কেহ নহে স্থির।
দুই সেনাপতি লহ সংগ্রামে যুঝার
রাম লক্ষ্মনে মারিয়া মামা করহ ওদ্ধার।
প্রহস্ত বলেন ভাগিনা করিলা আদেশ
তোমার আজ্ঞায় রনে করিব প্রবেশ।
তিন জন ভাগিনা তোমার তরে রাখি
অগ্নি জ্বালে মারিতে পারি যদি তুমি সুখী।

মামার কথা শুনিয়া রাবণ আনন্দিত
প্রসাদ অভরণ দিয়া করিল ভূষিত।
মাতার মুকুট দিল তারে গজমতি হার
খাড়া তির ঢাল দিল সানাই তাহার।
কর্নের কুণ্ডল দিল মস্তকের মনি
নানা বর্নে হার দিল ভুষন আপনি।
সারথি সাজাইল রথ সংগ্রামে গহন
সংগ্রামের রথ আনি যোগায় তৎক্ষন।
রাজসন্মান পাইয়া রথের ওপর চড়ে
হস্তী ঘোড়া ঠাট কটক নড়ে ঘড়েঘড়ে।
আর দুই রথ লইয়া যোগায় সারথি
মহাবির মহানাদ চড়ে শীঘ্রগতি।
কটকের পদভরে কাঁপিছে মেদিনী
প্রহস্ত বীরের কটক নড়ে ছয় অক্ষৌহিনী।
সাজন রথের ওপর লক্ষ দামা বাজে
হাতে থালে যোগিনী দেখে পথের মাঝে।
যাত্রাকালে অমঙ্গল দেখিছে অপার
মারমার করিয়া পড়ে পশ্চিম দ্বার।

দুই কটকে গালাগালি দড় বাজে রন
নানা অস্ত্র গাছ পাতর করে বরিষন।
মহাবলী বানর সব সংগ্রামে দুর্ব্বার
গাছ পাতর লইয়া সভে করে মার২।
খণ্ড২ হইল রাক্ষস তিতিল রক্তেতে
যুদ্ধ সহিতে নারিয়া পলায় চারিভিতে।
ভঙ্গ দিয়া পলায় রাক্ষস গনিয়া প্রমাদ
প্রহস্ত মহাবিনু আর রোষে মহানাদ।
তিন সেনাপতি করে বান বরিষন
সহিতে না পারিয়া পলায় বানরগন।
ত্রাস পাইয়া বানর পলায় লইয়া পরান
বানরের ভঙ্গ দেখি রোষে হনুমান।
যুঝিবারে যায় তবে হনুমান শীঘ্রগতি
নল কুমুদ আর রোষে তিন ব্যকতি।
সম্মুখেতে দশ বীরের হৈল দরশন
ছয় বীর ভিড়াভিড়ি দড় বাজে রন।
মহানাদ বড় বীর সংগ্রামে প্রচণ্ড
কুমুদ বীরে বিন্ধিয়া করিল খণ্ড২

কুমুদ বীর উপাড়িল পর্ব্বতশেখর
পর্ব্বত লইয়া গেল বীর সংগ্রামভিতর।
এড়িল পর্ব্বতখান লইয়া মহাকোপে
পড়িল যে মহাবীর পর্ব্বতের চাপে।
কুমুদের যুদ্ধেতে পড়িল মহানাদ
মহাবিনু হনুমানে দুই জনে বিবাদ।
কুপিয়া মহাবিনু পুরিল সন্ধান
হনুমান বীরে মারে দুই শত বাণ।
বাণ খাইয়া হনুমান মহাকোপে জ্বলে
লাফ দিয়া হনুমান অন্তরীক্ষে চলে।
লাফ দিয়া হনুমান তার রথে চড়ে
মহাবিনুকে মারে বজ্র চাপড়ে।
চাপড় খাইয়া মহাবিনু হৈল অচেতন
সাপটিয়া কোলে করে পবননন্দন।
হনুমান বলে মহাবিনু না হও চিন্তিত
হনুমান নাম মোর তুমি হও মিত।

এতেক আশ্বাস বীর দিয়া তার তরে
আচাড়িতে লইয়া যায় পর্ব্বত উপরে।
মহাবিন্দু বলে তখন হনুমানের পাশে
মিত্র বধ করিতে তোমায় যুক্তি না আইসে।
তেকারনে তোমার ঠাঁই পাইব পরিত্রান
মহাবিন্দুর কথা শুনি হাসে হনুমান।
রাক্ষসের সনে মোর কিসের মিতালি
বজ্র চাপড়ে তার ভাঙ্গে মাতার খুলি।
দুই সেনাপতি পড়িল প্রহস্ত তাহা দেখে
বজ্রাঘাত পড়ে যেন প্রহস্তের বুকে।
কুপিল প্রহস্ত বীর জ্বলন্ত আগুনি
নীল সেনাপতি বিন্ধে পরমসন্ধানি।
বান খাইয়া নীল বীর হইল কাতর
উপাড়িল শালগাছ উচ্চ তরুবর।
এড়িলেক শালগাছ দিয়া এক টান
প্রহস্তের বানে গাছ হইল খানখান।
শালগাছ কাটা গেল নীল ফাঁফর
উপাড়িয়া আনে বীর পর্ব্বতের পাতর।

এড়িল পাতরখানি শব্দ গেল দূর
রথের সনে প্রহস্ত বীরে ঠায় করে চূর।
রন জিনি নীল বীর ছাড়ে সিংহনাদ
সুগ্রীব রাজার ঠাঁই পাইল প্রসাদ।
ভগ্ন পাইক কহে গিয়া রাজার গোচর
প্রহস্ত পড়িল বর্ত্তা শুন লঙ্কেশ্বর।
রাজার মামা প্রহস্ত রাজ্যের ঠাকুর
শুনিয়া বিস্ময় হইল যত মহাসুর।
রাবন বলে যে বীর ধনুক ধরিতে জানে
ছোট বড় যত বীর চল আমার সনে।
বড়২ বীর পাঠাই বড় করিয়া মনে
ফিরিয়া না আইসে কেহ যেই যায় রনে।
চারি বীর পড়িল মোর রাজ্যের চূড়ামনি
আর কারে না পাঠাব যাইব আপনি।
ছত্রিশ কোটি রাবনের প্রধান সেনাপতি
যুঝিতে চলিল তারা রাবনসংহতি।
হস্তী ঘোড়া চড়ে কেহ কেহ রথে চড়ে
বিংশতি প্রহরের পথ কটক আড়ে যোড়ে।

কটকের পদভরে কাঁপিছে মেদিনি
রাবনের বাদ্য বাজে সাত অক্ষোহিনী।
গড়ের বাহির হয় ছত্র শোভে সারি২
ফুটিল কমল যেন ভরিল পুষ্করী।
রথের তেজে আলো করে সকল লঙ্কাপুরী
আকাশমণ্ডলে যেন পড়িছে বিজুলি।

ধনুক বামেতে ধরি শ্রীরাম বিস্ময় করি
শুন হে রাক্ষস বিভীষণ
অন্ধকার চারিভিতে সূর্য্য নাহি প্রকাশিতে
রণমধ্যে আইল কোন জন।
বিভীষণ বলে বাণী শুন প্রভু রঘুমণি
রনে আইল রাজাত রাবন
শুন প্রভু রঘুনাথে ঐ দেখ পুষ্পক রথে
দশ মুণ্ড বিংশতি লোচন।
রত্ন মুকুট শিরে ছত্র শোভে ওপরে
মনি মুক্তা করে ঝলমল

ত্রিমির করয়ে নাশ যেন চন্দ্র পরকাশ
শোভা করে কর্ণের কুণ্ডল।
রাম বলেন বিভীষণ ঐযে রাজা দশানন
যোগ্য বটে লঙ্কার অধিকারী
কুবুদ্ধি পায় দিনেং দেবকন্যা হরে আনে
পরনারী কেন করে চুরি।
ব্রহ্মার সেবা করিয়া ব্রহ্মার বর পাইয়া
মুহ্যমায়া কিছু নাহি জানে
শুন মিতা বিভীষণ রাবণ হয় এই জন
সত্যং মারিব রাবণে।
লক্ষ্মণ বলেন বিভীষণ ঐযে রাজা রাবণ,
কেং আর উহার সংহতি
বিভীষণ বলে রথে ঐ দেখ ইন্দ্রজিতে
ইন্দ্র বিজয়ী সেনাপতি।
ঐযে দেখ দেবান্তক তার কাছে নরান্তক
অতিকায় ত্রিশিরা কুমার

কুম্ভ নিকুম্ভ দুর্জ্জয় কুম্ভকর্ণের তন
তালজঙ্ঘ যম অবতার।
শোনিতাক্ষ বিড়ালাক্ষ তার কাছে মকরাক্ষ
অরবিন্দুশত্রু বিনাশ
সরস্বতীর চরন করিয়া স্মরন
নাচাড়ি রচিল কির্ত্তিবাস।

বিভীষন জানে ভাল কটকবিচার
রাম বলেন বিভীষন হও আগুসার।
এত বার্ত্তা পুছেন যদি রঘুবংশের নাথ
কটক চিনায় বিভীষন তুলি ডাহিন হাত।
হাতের ধনুক বান কনকরচিত
রাজার ডাহিন ভাগে কুমার ইন্দ্রজিত।
মেঘবর্ণ ইন্দ্রজিত তাম্র লোচন
নাগপাশে বান্ধিয়া ছিল তোমা দুই জন।
ইন্দ্রসদৃশ ধনুঃ ধরিয়াছে হাতে
অতিকাবীর দেখ কাঞ্চনের রথে।

দেব গুরুভক্ত অতিকায় উহার নাম
ধার্ম্মিক নাহি কেহ অতিকায়সমান।
ঘোড়ার পৃষ্ঠে হাতির পৃষ্ঠে রথে স্থির
নানা অস্ত্র জানে অতিকায় পূর্ণ শরীর।
ঘোড়ার পৃষ্ঠে চড়ি হাতে ধনুঃ শর
দেবান্তক নরান্তক রাবনকুমার।
মাতায় মুকুট ধরে মনি মানিক হিরা
দিব্য রথে দেখ ঐ কুমার ত্রিশিরা।
রাজার তনয় দেখ পরিচ্ছদ ধারী
রাজার ভাইপো সব দেখ সারি২।
কুম্ভ নিকুম্ভ কুম্ভকর্ণের নন্দন
রাজার গোচরে বেড়ায় ভাই দুই জন।
মহোদর মহাপার্শ্ব ভাই দুই জন
রাজার মাতুলপুত্র এই করে মহারন।
হস্তির উপর সব দেখ বীরঘটা
তার উপর অস্ত্র দেখ মায়েরের বেটা।
পুষ্পক রথে চড়িয়াছে মাতায় ধরে জাতি
ঐ দেখ রাবন লঙ্কার অধিপতি।

দশ কপালে মানিক করে ঝলমল-
রত্নে নির্ম্মিত শোভে কর্ণের কুণ্ডল।
মেঘের বিজলি যেন গলায় উত্তরি
মৃগবৃন্দ কস্তুরী কুমং চন্দন পরি।
নানা অস্ত্র কাছে আছে বিচিত্রের বেশ
রাবণ চাহিছে রাম না আঁখি নিমেষে।
যতেক সাজিয়াছে রাবণের সেনাপতি
রূপে আলো করে যেন পূর্ণিমার রাত্রি।
রাম বলেন বলি শুন রাক্ষস বিভীষণ
ইন্দ্র হৈতে অনেক গুণে লঙ্কার রাবণ।
হেন সম্পদ রাবণ রাজা মজায় কেনে
আমার হাতে মরণ উহার দৈবের ঘটনে।
রাবণের সম্পদ দেখি মন পরিতোষ
হেন সম্পদ মজায় রাবণ চিত্তে অসন্তোষ।
পতিব্রতা স্ত্রী হরে সহিতে না পারি
রাবণের অপরাধে মজিল লঙ্কাপুরী।
রাবণ দেখিয়া সুগ্রীব জ্বলিল কোপে
দুই রাজার যুদ্ধ বাজিল এক চাপে।

পর্ব্বত ধরিয়া সুগ্রীব দিল এক টান
এক টানে আনিল পর্ব্বত অর্দ্ধখান।
পর্ব্বত লইয়া সুগ্রীব কুপিয়া গেল রোষে
এড়িল পর্ব্বতখান রাবন উদ্দেশে।
যমদণ্ড হেন বান এড়ে লঙ্কেশ্বর।
দশখান করি ফেলে সুগ্রীবের পাতর।
ব্যর্থ গেল সুগ্রীবের পাতর বরিষন।
কোপেতে ধনকে বান যুড়েত রাবন।
সন্ধান পুরিয়া বান যুড়িল ধনুকে
তিন শত বান মারে সুগ্রীবের বুকে।
বান খাইয়া সুগ্রীব রাজা হইল অচেতন
মহাকাতর হইল ভাগ্যে রহিল জীবন।
রাজা হইয়া হারে কটক না ধরে টান
কোপে রাম আণ্ডসরে পুরিয়া সন্ধান।
সন্ধান পুরিয়া বান রাম মারিতে রাবন
হেনকালে রামের তরে বলেন লক্ষ্মন।
লক্ষ্মণ বলেন গোঁসাঞি তোমার রন থাকুক
মারিব রাবন রাজা দেখহ কৌতুক।

আজ্ঞা কর প্রভু রাম দেখ সংগ্রামরস
রণমধ্যে মারিয়া পাড়ি রাবণ রাক্ষস।
রাম বলেন রাবণ রাজা বড়ই কর্কশ
হেন জনের সনে যুদ্ধ বড়ই সাহস।
শ্রীরামের পদধুলা লক্ষ্মণ লৈয়া মাতে
যুঝিবারে যান লক্ষ্মণ ধনুক বাণ হাতে।
যুঝিবারে যান লক্ষ্মণ পুরিয়া সন্ধান
হেনকালে যোড়হাতে বলে হনুমান।
সেবক থাকিতে কেন ঠাকুর করিবে রণ
হনুমান শায় মোর বৃথাই জীবন।
দুই ভাইয়ের পদধুলি হনু লৈল মাতে
লাফ দিয়া চড়ে গিয়া রাবনের রথে।
সম্মুখে দাণ্ডায় বীর পরমসন্ধানি
সারথির হাতে হইতে লইল পাঁচনি।
দেব দানব জিনিস পাইয়া ব্রহ্মার বরে
মোরঠাঁই পড়িলে আজি যাবে যমঘরে।
হের বুক দেখ মোর কৈলাশের গোড়া
হের মুণ্ড দেখ মোর সুমেরুর চূড়া।

হাতের অঙ্গুলি দেখ বজ্রের সার
নখগুলা দেখ মোর সর্পের আকার।
মোর ঠাঁই পড়িলে তোর নাহিক নিস্তার।
রামের আজ্ঞায় পাঠাইব যমদ্বার।
মরণবার্ত্তা না জানিস বুদ্ধ্যার কারণ
একারণে আজি তোর লইব জীবন।
রাবণ বলে তোর যত শক্তি আছে হান
তোর ঘা সহিয়া তোর লইব পরান।
হনুমান বলে তোর বল বুঝিব এখন
পূর্ব্বে তোরে হানিয়াছি করহ স্মরণ।
অক্ষয় কুমার মারিয়া বাড়াইয়াছি শোক
সেই শোকে পাইয়া তোর শূন্য হৈল বুক।
কোপেতে আপনা পাসরে হনুমান
রাবনের বুকে চাপড় মারে বজ্রসমান।
চাপড় খাইয়া রাবণ রাজা কাঁপে থরং
টিটকারি দেয় তখন সকল বানর।
সম্বিত পাইয়া ওঠে রাজা লঙ্কেশ্বর
ডাক দিয়া হনুমানে বাখানে বিস্তর।

রাবন বলে হনুমান তুমি বড় বীর
তোর চাপড়ে মোর কাঁপিল শরীর।
হনুমান বলে মোর কিসের বাখান
মোর চাপড়ে তোর রহিল পরান।
তোর রথে চড়িয়া তোরে মারিয়াছি চাপড়
অবশ্য হানিবে মোরে পাইলে নিয়ড়।
লোহিত লোচনে চাহে রাজাত রাবন
কোপে কড়মড়ায় দুইপাটি দশন।
হনুমানের বুকে মারে বজ্রমুষ্টি
রথে হইতে পড়িয়া বানর করে ছটফটি।
ভূমেতে পড়িয়া বীর চাকভাঁওড়ি বুলে
হনুমান এড়িয়া বিন্ধে সেনাপতি নীলে।
সম্বিত পাইয়া বীর ওঠে ততক্ষন
ডাক দিয়া বলে হনু শুনরে বচন।
এক চাপড় মারি তুমি পাইলা বড় ত্রাস
এইবার যুদ্ধে তোমা করিব নিরাস।
তোমায় আমায় যুদ্ধ হইতেছে দুই জনে
নীল সেনাপতি তুমি বিন্ধ কি কারনে।

শুন রে রাবন কেন অন্যায় এমন
আমা জাতি নীল বীরে বিন্ধ অকারন।
কি বুদ্ধি তোমার আমি বলিতে না পারি
কোন যুদ্ধে যাও তুমি কনকলঙ্কাপুরী।
দেব দানব জিনিলা তুমি জিনিলা শমন
ইন্দ্ররাজ জিনিলা তুমি বরুন পবন।
সর্ব্বত্র জিনিলা তুমি পাইয়া ব্রহ্মার বর
বানরের সনে যুদ্ধ যাবে যমঘর।
বানরের যুদ্ধ তোমায় হইবে বিদিত
তোমার অংগেতে কিছু আছয়ে চিহ্নিত।
বানরের রাজা বালি দেখহ নয়নে
তার লেংজে বান্ধা ছিলে জানে জনে জনে।
তোমার গলে লেজের চিহ্ন অদ্যাবধি আছে
পুনশ্চ মরিতে আইলা বানরের কাছে।
অস্ত্র ধরিতে না জানি মোরা হই বানরজাতি
তেকারনে এতক্ষন তোর অব্যাহতি।

অস্ত্র ধরিতে না জানি গাছের বাড়ি না আঁটে
পাঠাইব তোমা আজি শমননিকটে।
কেনে রে রাবন তুই হইয়া না মরিলি
লক্ষ্মী অবতার সীতা হরিয়া আনিলি।
সীতা স্ত্রী হরিষ আর তপের তপস্বিনী
শাপ গালি পাড়ে তবু না ছাড় রাক্ষসী।
সর্ব্বক্ষন না ফলে গাছ সময় হৈলে ফলে
তোর কপালে ব্রহ্মশাপ ফলিল এত কালে।
সীতার শাপেতে তোর নাহিক নিস্তার
কনকলঙ্কাপুরী তোর হৈল ছারখার।
স্বয়ং বিষ্ণু রঘুনাথ হৈলেন অবতার
সবংশে রাক্ষসকুল করিবেন সংহার।
সীতা দেবির শাপে তোর আয়ুঃশেষ
রঘুনাথের বানে যাবে শমনের দেশ।
ইন্দ্রজিতার বড়াই করিস শুন রে রাবন
ইন্দ্রজিত অতিকায় মারিবেন লক্ষ্মণ।
তোরে আর কুম্ভকর্ণে মারিবেন রঘমনি
আমরা লিব অপর রাক্ষসের প্রাণী।

মহাপাপের পাপী তুই শুন রে রাবণ
একের সনে যুদ্ধ কেন বিন্ধ আর জন।
আমার শরীরে তুমি মারিলা চাপড়
তোমারে পাঠাব আমি শমননিয়ড়।
এতক্ষণ পাঠাইতাম শমননগর
কিসের বড়াই কর শুন রে বর্ব্বর।
তোমার বিক্রম যত তাহা আমি জানি
অক্ষয়কুমারের তোর লৈলাম পরাণী।
কনকলঙ্কাপুরী তোর পোড়াইনু অনলে
অন্য জন হৈলে প্রবেশ করিত পাতালে।
অশেষ পাপের পাপী তুই পাপী জন
নীলের সনে যুদ্ধ তোর কোন প্রয়োজন।
ক্ষত্রি হৈয়া নয় তোর ক্ষত্রির আচরণ
আমার সনে যুদ্ধ নীলে বিন্ধ কি কারণ।
হনুমান যত বলে রাবণ নাহি শুনে
নীল সেনাপতি বিন্ধে আপনার মনে।
নীল বীর উপাড়িল পর্ব্বতের চূড়া
রাবণের বাণে তাহা হৈল গুঁড়া।

বাজিয়া বান এড়ে রাবন চোখে২ শর
বিন্ধিয়াত নীল বীরে করিল জর্জ্জর।
আপনার রক্তে নীল আপনি সে তিতে
কোন বুদ্ধে জিনিব রাবন মনে২ চিন্তে।
আছিলত নীল বীর পর্ব্বতদেওল
মায়া পাতিয়া বীর হইল নেওল।
নেওলপ্রমান হৈল বীর মায়ার তেজে
লাফ দিয়া ওঠে রাবনের রথের ধ্বজে।
রথের ওপর ওঠে তিলেক নাই ডর
নীলের বিক্রমে কাঁপে রাজা লঙ্কেশ্বর।
নীলে মারিতে রাবন ধনুকে বান যোড়ে
লাফ দিয়া নীল বীর ধনুকের হুলে চড়ে।
মাতা তুলি চাহে বীর ধনুকের হুলে
হুল এড়িয়া বীর মাতার ওপর বুলে।
কুড়ি হাতে ধরিতে চাহে রাজাত রাবন
মাতা এড়িয়া মকুটে বসিল ততক্ষন।
রাবনের মাতার মুকুট শোভে সারি২
দশ মুকুট চাপিয়া বুলে কিছু করিতে নারি।

রাবনের দশ মুকুট চাঁটিয়া বুলে
বীরদাপ করিয়া তখন রাবনেরে বলে।
তুইত রাবন রাজা বিক্রমে বড় শীল
আমার তরে বলি সে সেনাপতি নীল।
ত্রিভুবনে জানে তোরে রাজা লঙ্কেশ্বর
রামের সেবক আমি মর্কট বানর।
কতবার লনু তোরে মার্গের যে তল
কি করিতে পার দেখি বুঝি তোর বল।
ক্ষনে বুকে ক্ষনে মুকুটে ক্ষনে বনু হলে
তিন ঠাঁই চাটিয়া বীর নাটাই যেন বুলে।
এক ঠাঁই না থাকে বানর দেখিতে না পায়
ঘন পাকে বুলে রাবন চারিদিগে চায়।
রাবন বলে বানরার শীঘ্র গমন
চাহিতে চাহিতে পলায় না পাই দরশন।
একবার দেখিতে পাই চক্ষুর নিমেষে
বানে বিন্ধিয়া তবে পাড়ি অনায়াসে।

অগ্নির বেটা নীল বীর মায়ার নিদান
পাতিল নেঙল মায়া বুলে স্থানেস্থান।
নীলের বিক্রম বটে দুর্জ্জয় প্রতাপ
রাবনের মাতা জড়িয়া করিল প্রস্রাব।
মুকুটে বসিয়া রাবনের মাতা ভরে মোতে
মুত বাহিয়া পড়ে গায়ের কাপড় তিতে।
মুতের ধারা রাবনের পড়ে চারিভিতে
তিলক চন্দন রাজার ভাসে যায় স্রোতে।
দেখিয়া বানরকটক দিল টিটকারি
এই রাবন রাজা তুমি লঙ্কার অধিকারী।
এক বানরে তোর এত অপমান করি
মাতায় ওঠে বানর মুতে কিছু করিতে নারি।
দিগ্বিজয়ী রাবন কেন নাম বীর
বালিঘট করিয়া সাগরের জলে মর।
বানরের বচনে রাজা হইল লজ্জিত
ধরিতে না পারে বানর বুলে সাবহিত।
ধনুকে বান যুড়ি রাবন আছে সাবধানে
দেখিতে না পায় বানর থাকে কোনখানে।

লাফিয়া বেড়াইতে রাবন পাইল ছায়া
ছায়া দেখিয়া বান মারিল চূর হইল মায়া।
বান খাইয়া নীল বীর পড়ে ভূমিতলে
ভাগ্যে প্রান রক্ষা পাইল বাপের পুন্যফলে।
অচেতন হৈল নীল যেন নিদ্রায় ভোলা
গোটাচারি বানর লয় করি পাথালিকোলা।
দেখিল সুষেন বৈদ্যন্তরির নন্দন
ঔষধি দিয়া দুচাইল নীলের বেদন।
বড়ং সেনাপতি হইল রনেতে বিমুখ
সন্ধান পূরিয়া লক্ষ্মন হইল সমুখ।
লক্ষ্মন বলেন তোমা বীরে ত্রিভুবন জিনি।
তোর সঙ্গে আজি আমি করিব হানাহানি।
রাবন বলে তোমা পাইলে অন্য নাহি চাই
মোর ঠাঁই পড়িলে তুমি যাবে যমের ঠাঁই।
এত যদি দুই জনে হইল বোলচাল
দুই জনে যুদ্ধ বাজে অগ্নির ওখাল।
এককালে লক্ষ্মন বীর তিনশত বান যোড়ে
দেখিয়া রাবন রাজা বানে কাটি পাড়ে।

বান ব্যর্থ করিয়া রুষিল রাবন
লক্ষ্মনের উপরে বরে বান বরিষন।
চৌদ্দ বান যুড়িলেক তাঁরা যেন জোটে
চৌদ্দ বান বাজে গিয়া লক্ষ্মনের ললাটে।
ললাটে ফুটিয়া বানের রহিয়া গেল ফলা
লক্ষ্মনের ললাটে যেন রক্তপদ্ম মালা।
ঝনঝনা পড়িল যেন লক্ষ্মনের দৃষ্টি
সুশীর হইল বীরের হাতের মুষ্টি।
আপনা সম্বরিয়া লক্ষ্মন স্থির করে বুক
রাবনের কাটি পাড়ে হাতের ধনুক।
হাতের ধনু কাটা গেল রাবন নাহি চিন্তে
চক্ষুর নিমেষে আর ধনুক নিল হাতে।
দুই বীর বান বরিষে দোঁহে ধনুর্দ্ধর
দুই জনে দোঁহা বিন্ধি করিল জর্জ্জর।
দুই জন বান বরিষে নাহি লেখাজোখা
দুই জনে বান বরিষে যার যত শিক্ষা।
দেব অস্ত্র গন্ধর্ব্ব অস্ত্র যেই যত জানে
অন্যোন্যে দুই জনে বান বরিষনে।

দশ দিগ জল স্থল বানে হৈল অন্ধকার
দুই জনে বানে বানে না দেখে নিস্তার।
লক্ষ্মন বীর বান এড়ে রনেতে প্রচণ্ড
বানেতে কাটিয়া পাড়ে সারথির মুণ্ড।
অষ্ট বান এড়েন ধনুকে দিয়া চড়া
অষ্ট বানে কাটিল রথের অষ্ট ঘোড়া।
সারথি ঘোড়া পড়িল রথ হইল বিরথি
আর ঘোড়া রথে যোড়ে আর সারথি।
আর বান এড়েন লক্ষ্মন তারা যেন ছোটে
রাবনের হাতের ধনু আরবার কাটে।
আর বান এড়েন লক্ষ্মন পড়িল ঝনঝনা
বান খাইয়া রাবন রাজা পাসরে আপনা।
লক্ষ্মনের বানে রাবন হৈল অচেতন
চেতন পাইয়া রাজা ভাবে মনেমন।
কোন বুদ্ধে জিনিব রাবন ভাবে মনেমনে
ব্রহ্মার বর তখন তার পড়িল যে মনে।
ব্রহ্মমন্ত্র পড়িয়া করে অস্ত্র অবতার
এড়িলেক শেলপাট দিয়া হুহুঙ্কার।

অগ্নি সম শেলপাট আইসে সত্বর
শেলপাট দেখি লক্ষ্মণ হইল কাতর।
অগ্নি অবতার বান এড়িল সত্বরে
রাখা না যায় শেলপাট ব্রহ্মার বরে।
পবনবেগে পড়ে শেল লক্ষ্মণের উপরে
পড়িল লক্ষ্মণ বীর শেলপাটভরে।
লক্ষ্মণে মারিয়া শেল গেল রাবণ পাশে
অচেতন হৈল লক্ষ্মণ ঘন বহে শ্বাসে।
পড়িল লক্ষ্মণ বীর দেখিল রাবণ
রথ হৈতে ভুলিয়া বীর ধরে ততক্ষণ।
রথে তুলিয়া লক্ষ্মণে লঙ্কা লইতে চায়
কুড়ি হাতে টান পাড়ে নাড়া নাই যায়।
নাড়িতে লক্ষ্মণের না পারে কলেবর
তুলিতে না পারি লঙ্কা পাইল বিস্তর।
রাবনের কোলে লক্ষ্মণ হৈল বিশ্বম্ভর
মনেমনে চিন্তে এখন রাজা লঙ্কেশ্বর।
সুমেরু হিমালয় আমি তুলিলাম মন্দার
তাহার অধিক হইল লক্ষ্মণের ভার।

এত যদি মনেং চিন্তিল রাবণ
দূরে হৈতে দেখে তাহা পবননন্দন।
ধাইয়া গেল হনুমান তাহার নিয়ড়
রাবনের পৃষ্ঠে মারে বজ্র চাপড়।
হনুমানের চাপড় খাইয়া শঙ্কা লাগে চিত্তে
রথের উপর রাবন উঠ অস্তেব্যস্তে।
হনুমান বলে মোর হইল এই বেলা
লক্ষ্মণ লইয়া যাই করিয়া পাখালিকোলা।
বৈরি হৈইলে লক্ষ্মণ হন বিশ্বগুর
সেবক হৈলে হন তুলার সোসর।
লক্ষ্মণ এড়িয়া লইয়া রঘুনাথের পাশে
বৈয়াসে জীয়ান রাম কেবল বিষ্ণু অংশে।
লক্ষ্মণ জিনিয়া রাবন উঠ আপন রথে
মহাক্রোধে ডাক দিয়া বলেন রঘুনাথে।
রাবন মারিতে রাম পূরিল সন্ধান
হেনকালে রামের তরে বলে হনুমান।
রথে হৈতে রাবন যুঝে শ্রম নাই জানে
ভূমে হৈতে যুঝিবে না লয় মোর মনে।

মোর পৃষ্ঠে রঘুনাথ কর আরোহন
আমার পৃষ্ঠে চড়িয়া প্রভু মারহ রাবন।
হনুমানের পৃষ্ঠে চড়িল হাতে ধনুঃশর
ঐরাবত্ত পৃষ্ঠে যেন দেব পুরন্দর।
রাবন দেখিয়া রঘুনাথ বলে থাক২
যত দুঃখ দিয়াছিস ভুঞ্জিবে বিপাক।
দশ মাতা সাজাইয়াছ নানা অলঙ্কারে
দশ মাতা কাটিব আজি তোমা২ শরে।
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর যদি হয়েন সাখী
মোর ঠাই পড়িলে আজি কার বাপে রাখি।
জিনিলা হেন বাস তুমি জিনিয়া লক্ষন
লক্ষন না যোহেন তোর বিচাকে বাণন।
নানা বর্ন্নে রাবন রাজা যত বান এড়ে
কোপে হনুমান বীর আকাশেতে চড়ে।
দশ যোজন হৈল বীর আড়ে পরিসর
সত্তরি যোজন হৈল ওভেতে দীর্ঘল।
দীর্ঘল লেজ করিলেক যোজন পঞ্চাশ
লেজ দেখিয়া রাবন পাইল তরাস।

হনুমান বিন্ধে রাবন দেখেন শ্রীরাম
রাবন মারিতে রাম পূরিল সন্ধান ।
ঐষিক বান রাম যুড়িল ধনুকে
সন্ধান পূরিয়া মারেন রাবনের বুকে ।
আনের বানে রাবনের কিছু করিতে নারি
রামের বান খাইয়া রাবন ঘন পাকে ফিরি ।
ডাকিয়া বলেন রাম শুন রে রাবন
মরা বান খাইয়া কেন হইলা অচেতন ।
ব্রহ্ম অস্ত্র আমি যখন পূরিব সন্ধান
এক বানে রাবন তোর লইব পরান ।
অনেক যুদ্ধ করিলে তুমি অনেক বীর মারি
আজিকার যুদ্ধে তোর প্রান নাই মারি ।
আজি তুমি ঘরে যাহ রাজাত রাবন
আরবারে রাবন তোর বধিব জীবন ।
আজিকার যুদ্ধে তোর করিব বংশনাশ
সবংশে রাবন তোমায় করিব বিনাশ ।

মাতা না কাটিব আজি কাটিব মাতার কেশ
লঙ্কার ভিতর লৈয়া যাহ আমার সন্দেশ।
রাক্ষস রাবন রামের বাক্য শুনে
অর্দ্ধচন্দ্র বান যোড়ে ধনুকের গুনে।
দশ দিগ আলো করিয়া রামের বান ছোটে
অর্দ্ধচন্দ্র বান গিয়া দশ মুকুট কাটে।
মাতায় হাত দিয়া চাহে মুকুট গেল কাটি
পলায় রাবন রাজা নাই দেখে বাট।
দশ মুকুট কাটা গেল খসিল মাতার পাগ
ভঙ্গ দিয়া পলায় রাক্ষস নাই পায় লাগ।
রথখান চালাইল রথের সারথি
লঙ্কাপুরী পলাইয়া গেল শীঘ্রগতি।
ত্রাস পাইয়া রাবন গেল লঙ্কার ভিতর
ধীরং ডাক ছাড়ে সকল বানর।
লঙ্কার ভিতর সিংহাসনে বসিল রাবন
পাত্র মিত্র লৈয়া রাজা করেন কন্দন।
আপনার পরাজয় মানিল আপনি
সিদ্ধ পুরুষ যত বলিল এখন মনে গনি।

মহাদেব সম্ভাষনে গেলাম কৈলাশশেখরে
নন্দি নামে দেখিলাম প্রভুর দ্বারে।
বানর হেন দেখিলাম নন্দি নামে দ্বারী
বানরমুখ দেখিয়া দিলাম টিটকারি।
নন্দি নাম মহাদেবের দ্বারী যারে বলি
আমার সনে রাবন রাজা কেনে কর টৌলি।
বানরমুখ দেখিয়া মোরে কর উপহাস
এই মুখে করিবে তোমার বংশনাশ।
যত শাপ দিল মোরে নন্দি নামে দ্বারী
তার শাপে নর বানরের হাতে মরি।
বিস্তর তপ করিনু মুই হইতে অমর
অমর হইতে ব্রহ্মা নাহি দিল বর।
অমর নহিলাম মোর অবশ্য মরণ
ব্রহ্মার স্থানে জিজ্ঞাসিনু মারিবে কোন জন।
দেব দানব গন্ধর্ব্বে আমার নাহি ডর
সবংশে মারিবে তোমায় নর বানর।
ব্রহ্মা যত বলিল কিছু নহিল আন
এত কালে রাবন রাজা পায় অপমান॥

সর্ব্বাঙ্গ পোড়ে মানুষ বেটার অপমানে
আমি হারিলাম আর যুঝিব কোন জনে।
নিদ্রা যায় কুম্ভকর্ণ জাগাইব তারে
সে ভাই থাকিতে মোর এত বীর মরে।
ছয় মাস নিদ্রা যায় এক দিন জাগে
অর্দ্ধ লঙ্কা যায় মোর কুম্ভকর্ণের ভোগে।
পাঁচ মাস নিদ্রা গেল এক মাস আছে
আজি লঙ্কা মজিল কালি কি করিবে পাছে।
কুম্ভকর্ণ চিয়াইতে করহ যতন
প্রাণশক্তি মারিয়া তোলে নিদ্রায় অচেতন।
কাতর হইয়া বলে রাজা লঙ্কেশ্বরে
তিন লক্ষ রাক্ষস গেল কুম্ভকর্ণের ঘরে।
ভক্ষ্য দ্রব্য মদ্য মাংস অনেক প্রকার
সুগন্ধি কুমকুম চন্দন আনে ভারেভার।
পালে২ হরিণী আনে অনেক মহিষী
ভক্ষ্য দ্রব্য বহে রাক্ষস রাখে রাশি২।
সোনার দিগড়ি ঘর দেখিতে রূপস
চারি যোজন ঘর চালে শোভয়ে কলস।

সোনার খাটপাট তাহে নেতের তুলি
তাহাতে নিদ্রা যায় কুম্ভকর্ণ মহাবলী।
নাকের শ্বাস বহে যেন দারুণ মেঘের ঝড়
কোন রাক্ষস হইতে নারে দ্বারের নিয়ড়।
হাঁত ধরিয়া দ্বারের পাইল উপদেশ
অনেক যতনে ঘরে করিল প্রবেশ।
ঘরে লইয়া গেল মদ্য সাত শত কলসি
পর্বতপ্রমাণ থুইল মাংস রাশি২।
কুম্ভকর্ণের মূর্ত্তি দেখিতে ভয়ঙ্কর
আছুক অন্যের কায রাক্ষসে লাগে ডর।
গায়ের লোমগুলি তাল খাজুরপ্রমাণ
পাতালছেন মুখ দেখিলে উড়ে প্রাণ।
মালা দেয় গলায় বস্ত্র জ্বলে ধুপ ধুনা
কুম্ভকর্ণ চিয়াইতে নারে কোন জনা।
চন্দনের ছড়া ঢালে বিজায় বিয়নি
নিদ্রা নাহি ভাঙ্গে তবে অনেক বাদ্য আনি।

ঢাক দুন্দুভি আনে কড়াত মাদল
জগাত ডিম্ডিমি বাজে কংশ করতাল।
হাতির অঙ্কুশ মারে ঘোড়ার কড়িয়ালি
ছাগল গাড়র লইয়া কানের বাটে ফেলি।
বিপরিত ডাক ছাড়ে কানের নিকটে।
নিদ্রা যায় কুম্ভকর্ণ সুবর্নের খাটে।
রাক্ষসের মহারোল বাদ্য মিশাল
দশ হাজার ভেঁউ বাজে ফুকরে কাহল।
গাছে পক্ষী না রহে পশু না রহে বনে
ব্রহ্মশাপে নিদ্রা যায় কিছুই না শুনে।
রাজার দুত আইল বার্ত্তা জানিবারে
রাজার আজ্ঞা পাইয়া তারা চারি দিগে মারে।
রাজার ভাই বলিয়া কেহ নাহি করে ডর
বুকের উপর তুলে মারে গাছ পাতর।
চিয়াং বলিয়া কেহ দুই হাত নাড়ে
ঝাটি ঝকড়া কাঁটা সর্ব্বাঙ্গেতে ফোড়ে।
সর্ব্বাঙ্গ কাটিল কেহ রক্তে তোল বোল
কুম্ভকর্ণের ঘরে উঠে ক্রন্দনের রোল।

মাথায় হাত দিয়া কেহ করিছে ক্রন্দন
সভে বলে বুঝি ভাই মরিল কুম্ভকর্ণ।
এক রাক্ষস ছিল যুদ্ধেতে আগল
কুম্ভকর্ণের নাকে চুকায় দশহাজার ছাগল।
নাকের ভিতর ছাগল নাড়িয়া বেড়ায় ঘুর
নাকের নিশ্বাসে ছাগল গেল অনেক দূর।
পালেং ছাগল বেড়ায় নাকের নিশ্বাসে
ব্রহ্মশাপে নিদ্রা যায় কিছুই না জানে।
মহোদর বলে ভাই যুক্তি অনুমানি
লঙ্কার ভিতর হইতে ভাই আনহ কামিনী।
স্ত্রী সব শোয়াও লইয়া কুম্ভকর্ণের পাশে
আপনি জাগিবে বীর স্ত্রীর পরশে।
এত বলিয়া কটক সব ধাইল সত্বর
ইন্দ্রবিদ্যাধরী বাছিয়া আনিল বিস্তর।
স্ত্রী সব শোয়াও নিয়া কুম্ভকর্ণের কোলে
কহত লেপন করে চন্দন অগোর শীতলে।
তার তরে কন্যা সব করে আলিঙ্গন
অতি সুশীতল লাগে কন্যা পরশন।

একে কুম্ভকর্ণ তাহে স্ত্রীর গন্ধ পাইয়া
জাগিয়া উঠিল বীর গাযোড়া দিয়া ।
সুমিরু হইলে যেন পর্ব্বত নড়ে
শ্বাস পাইয়া কন্যা সব পালায় ডরে ।
নাকের নিশ্বাসে বহে দারুণ মেঘের ঝড়
শ্বাস পাইয়া কন্যা সব উঠি দিল রড় ।
মহোদর বলে ভাই যুক্তি অনুমানি
মদ্য মাংসের সব দ্রব্যাও চাকুনি ।
কুম্ভকর্ণেরে চিয়াইতে নারে কোন বন্ধে
আপনি চাহিবে বীর মদ্য মাংসের গন্ধে ।
অনন্ত বাসুকী যেন মেলিলেক হাই
চন্দ্র সূর্য্য হেন চক্ষু চারি দিগে চাই ।
শয্যায় বসিয়া বীর চক্ষে দিল পানি
স্নান করি পরিল বিচিত্র পাটখানি ।
আগে মদ্য পীয়ে বীর ভরিয়া বাটাই
দশ হাজার পশু খায় মনুষ্য আশি গোটা ।
হরিণী শূকর সব সাপটিয়া ধরে
সাত হাজার আট হাজার গেলে একবারে ।

কুম্ভকর্ণ বলে মুই জানিনু অনুমানে
বাদ বিসম্বাদ পারা হইল কার সনে ॥
অকাল নিদ্রা ভাঙ্গাইলা এই সে ভাবনা
কোন লাজে ইন্দ্র বেড়া দিতে আইসে হানা ॥
ইন্দ্রের থাকুক যদি আপনি যম আইসে
দুই হাতে সাপটিয়া গিলিব গরাসে ॥
প্রবক্কর নামে ছিল কটক প্রধান
যোড়হাত করিয়া কুম্ভকর্ণের বিদ্যমান ॥
দেবেরে কোপ না করিহ দেবের নাই ডর
এত প্রমাদ পাড়িল নর আর বানর ॥
রামের সীতা রাবণ রাজা হরিয়া আনে কোপে
হনুমান বানর সাগর ডিঙ্গায় এক লাফে ॥
সাগর বান্ধিয়া রাম বানর করিল পার
বানরমূর্ত্তি দেখি যেন পর্ব্বত আকার ॥
সৈন্য সামন্ত কটক পড়িল বিস্তর
আজিকার যুদ্ধে রাবণ আপনি জর্জ্জর ॥
নর বানর জিনিবেক হেন বীর কই
পাত্র মিত্র সবে ঠাকুর তোমার মুখ চাহি ॥

কুম্ভকর্ণ বলে আগে জিনিয়া আসি রণ
তবে আমি ভেটিব গিয়া রাজাত রাবণ।
চলিলত কুম্ভকর্ণ যুঝিবার সাধে
ভাই মহোদর তার পশ্চাৎ বিরোধে।
রাজার আজ্ঞা নাহি তোমায় রণে দিতে হানা
দুই ভাই এক ঠাঁই করহ মন্ত্রনা।
রাজার ঠাঁই দূত গিয়া কহিল সত্বর
কুম্ভকর্ণ জাগিল শুনিল লঙ্কেশ্বর।
ভাই দেখিতে রাবনের বাড়ে বড় সাধ
কুম্ভকর্ণে কহে গিয়া রাবনের সম্বাদ।
রাজার কানে কুম্ভকর্ণ মনি চন্দ্র চড়ি
মদ্য পাত্র শূন্য কৈল আশি হাজার আড়ি।
সেই সব আড়ির কি কহিব বাখান
পঁচাইশ বন্দে যেন ঘর এক এখান।
কুম্ভকর্ণে বার্ত্তা কহে সর্ব্ব লোকে চায়
সূর্য্যের কিরণ যেন আচ্ছাদিতে যায়।
অতিওস্থ লঙ্কার প্রাচীর সোনার গঠন
সত্তরি যোজন প্রাচীর লাগে গগন।

গগনমণ্ডলে লাগে সোনার প্রাচীর
প্রাচীর জিনিয়া কুম্ভকর্ণের শরীর।
পথ বাহিয়া যায় যেন সুমেরু পর্ব্বত
কুম্ভকর্ণ দেখিয়া বানরের ওঠিল রকত।
দরশনে ভঙ্গ দিল সকল বানর
কেহ২ বলে গিয়া সুগ্রীবগোচর।
গগনে লাগে মাতা এই কোন জনে
রাম সুগ্রীব জিজ্ঞাসেনে রাক্ষস বিভীষণে।
এত দিন ছিল কোথা হেন মহাবীর
ত্রিভুবন জিনিয়া দেখি দুর্জ্জয় শরীর।
হেন বীর থাকিতে কেন সাগর হইনু পার
ইহার হাতে কোন বীর পাইব নিস্তার।
বিভীষন বলে গোসাঞি শুনহ ওত্তর
কুম্ভকর্ণ নাম ওহার রাবনসহোদর।
আর যত রাক্ষস যুঝে ব্রহ্মার বরে
কুম্ভকর্ণ বীর যুঝে আপন বাহুবলে
হাতে আঠায় কুম্ভকর্ণ যখন করে রন
কুম্ভকর্ণের সম্মুখে যোড়া হইবে কোন জন।

কুম্ভকর্ণ জন্মিল যেইত দিবসে
সম্মুখে যত বীর পায় গিলয়ে গরাসে।
দেব গন্ধর্ব আর তপের তপস্বী
ইন্দ্রবিদ্যাধরী আনে অনেক রূপসী।
কোপে ইন্দ্র রাজা বজ তুলি হানে
বজ্র খাইয়া বীর কিছু নাহি জানে।
কোপে বীর ঐরাবতের দন্ত উপাড়ি
ইন্দ্রের মাতায় মারে দুহাতিয়া বাড়ি।
দেবগন লইয়া ইন্দ্র পলায় ডরে
কুম্ভকর্ণের দোষ কহে রামের গোচরে।
হেনকালে দেখি ব্রহ্মা চিন্তিত হইল্য
খাইয়া রাক্ষস গেল খায়ানের বেলা।
কুম্ভকর্ণের পানে ব্রহ্মার পড়িয়া গেল দৃষ্টি
কোপ করি বলে ব্রহ্মা খাইলি মোর সৃষ্টি।
আমি করিলাম সৃষ্টি তুই ভরিলি উদরে
আরবার করিব সৃষ্টি তোর খাইবার তরে।
গোকর্ণ নামেতে পো নিদ্রার মাগ বর
মরা হইয়া নিদ্রা যাও লোকের ঘুচুক ডর।

ব্রহ্মার শাপে কুম্ভকর্ণ তখনি পড়ে নিদ্রে
ভাইয়ের নিদ্রা দেখিয়া তখন রাবণ কান্দে।
রাবণ বলে গোঁসাঞি সৃজিলা আপনি
ফলের মনে গাছ কাটে অপযশ কাহিনী।
কুম্ভকর্ণ হয় তোমার সম্বন্ধেতে নাতি
হেন শাপ দিতে গোঁসাঞি না হয় যুকতি।
নিদ্রা যাইবে কুম্ভকর্ণ শাপ নহিবে আন
নিদ্রা জাগরণ গোঁসাঞি কর সম্বিধান।
রাবণের বচনে ব্রহ্মা বলেন তখন
ছয় মাস নিদ্রা এক দিন জাগরণ।
সেই দিন করিবেক অদ্ভুত ভক্ষণ
ন ভূতো ন ভবিষ্যতি করিবেক রণ।
কুম্ভকর্ণ চিয়াইতে নারে অকাল নিদ্রায়
অকালে চিয়াইল গুহায় তোমার শঙ্কায়।
রামেরে সকল কথা কহিল বিভীষণ
কুম্ভকর্ণ গেল তথা ভেটিতে রাবণ।

কুম্ভকর্ণ দেখিয়া রাবণ উঠিল কাঁকালি
অনেক দিনের পরে দুই ভাইয়ে কোলাকুলি।
কুম্ভকর্ণ কৈল রাজার চরণ বন্দন
আশীর্ব্বাদ করিয়া রাবণ দিলেক আসন।
কুম্ভকর্ণ বলে রাজা কারে তোমার ডর
আজ্ঞা কর কাহারে পাঠাব যমঘর।
সাগর শুষিব আজি গিলিব অগিনি
শূন্য২ স্থান২ করিব মেদিনী।
চন্দ্র সূর্য্য দুই ভাই চিবাইব দাঁতে
পৃথিবী পর্ব্বত যত ফেলাইব স্রোতে।
সপ্তদ্বীপ পৃথিবী করিব খণ্ড২
ত্রিভুবন উপরে ধরিব ছত্রদণ্ড।
এত বলি কুম্ভকর্ণ জিজ্ঞাসে তখন
নর বানরের সঙ্গে বাদ হইল কিকারণ।
রাবণ বলে নিদ্রা যাও হইয়া অচেতন
কোথা থাকিয়া শুনিবা তুমি যুদ্ধবিবরণ।
রাম লক্ষ্মণ দুই বেটা গাছের বাকল পরে
সন্ন্যাসী হইয়া মাথায় জটা ধরে।

চৌদ্দ হাজার রাক্ষস যার দূষণ মারে
শূর্পণখার নাক কাটে রামের সহোদরে।
দুই বেটার তরে যেদাড়িন বাণে
বনে২ ফিরিয়া বেড়ায় বাণের তাপে।
তিন জন নাহি রামের সীতামাত্র ভাঁড়া
রাম ভাঁড়িয়া সীতা আনিনু না রহিনু খাঁড়া।
এক শত যোজনের পথ সাগর পাথার,
কনকপুরী লঙ্কা আমার সাগরের পার।
রাম লক্ষ্মণ দুই বেটা যে তপস্বী
এত বানরের ঠাট কোথা হইতে আসি।
বুঝিতে না পারি আমি দেবের ঘটনা
সংসারের বানর আইল রামের মন্ত্রণা।
ক্ষয় গেল সাগরের যতেক গম্ভীর
আপনার মহত্ত্বে আপনি হইল স্থির।
বড়াই এড়িল সাগর মানুষ বেটার আগে
আপনার পরাজয় আপনি সে মাগে।
সাগরের বড়াই আছিল তত কাল
গাছ পাতরে সাগরেতে বান্ধিল জাঙ্গাল।

কালাং বানরগুলা পর্ব্বত আকার
লঙ্কাপুরী আসিয়া করে মহামার।
লঙ্কায় বীর নাহি ভাণ্ডারে নাহি ধন
এত বার্ত্তা তুমি না জান নিদ্রার কারণ।
আছিল বিভীষণ ভাই ধর্ম্ম অধিষ্ঠান
আমাসহিত বিরোধ করি গেল রামস্থান।
কোন বংশে জন্ম তার কার লাগিয়া মরে
মানুষ বেটার সেবা করি জাতিহিংসা করে।
আছিলাম পুরুষ আমি এবেহইলাম নারী
সীতা দিলে নিন্দা করিবে দেবপুরী।
আচুক অন্যের কায নিন্দা করিবে পুরন্দর
সেই বেটা বলিবেক কাতর লঙ্কেশ্বর।
ত্রিভুবন জিনিনু ভাই তোমার বাহুবলে
নর বানর জিনিয়া দেহ সংগ্রামের স্থলে।
লঙ্কাপুরী যাও তুমি আমার কর হিত
তোমার বিক্রম ভাই ত্রিভুবনে বিদিত।
কুম্ভকর্ণ বলে যত তোমার দোষ শুনি
সে সকল কথা তুমি কহিলা আপনি।

মানুষ হইয়া রাম চৌদ্দ হাজার রাক্ষস মারি
কি বুঝিয়া আন তুমি হেন জনার নারী।
বানর লইয়া রাম যখন সাগর বান্ধিল
সকল লইয়ে ছিলে কেন লঙ্কার যত বল।
আগু বাড়াইয়া সাগরের কূলে না দিলে থানা
সাগর বান্ধিত রামের তরে কোন জনা।
ঘরের ভিতর থাকিয়া তামাস দেখ আপনা
এই সব মন্ত্রী লইয়া তোমার মন্ত্রনা।
তোমা হইতে যুদ্ধে আগন সুগ্রীব বানরা
রাজভোগ পাইল আর গুণবতী তারা।
বানর হইয়া সুগ্রীব তোমা আসি বেড়ে
ঘর জিনিয়া ঠেকিলা ভাই মানুষের আড়ে।
কুপিল রাবন রাজা কুম্ভকর্নের বোলে
কুড়ি চক্ষু রাঙ্গা করি অগ্নি হেন জ্বলে।
জ্যেষ্ঠ নহিস তুই কনিষ্ঠ সহোদর
রাজনীত শিক্ষাও তুই সভার ভিতর।

তুমি হেন ভাই যার আছে সহোদর
ভাল মন্দ করিতে তার কারে কিবা ডর ।
ভাল মন্দ যত করিলাম পুরাণ কাহিনী
তাহাতে কাতর হইলে বৈরি নাহি জিনি ।
ত্রিভুবন জিনিনু আমি তোমা বাহুবলে
রামজয় করিয়া দেহ এই রনস্থলে ।
কুম্ভকর্ণ বলে ভাই না বলিহ বিস্তর
আপদ পড়িলে শিক্ষায় কনিষ্ঠ সহোদর ।
কুম্ভকর্ণ বলে ভাই কারে তোমার শঙ্কা
সংগ্রাম জয় করি রাখিব কনকপুরী লঙ্কা ।
বানর বেটা আসি পোড়ায় কনকলঙ্কাপুরী
হনুমান মারু আগে যে বেটা লঙ্কার বৈরি ।
অঙ্গদ যুবরাজ মার বালি রাজার নন্দন
সুগ্রীব উপরে কর আজি বান বরিষন ।
নল নীল মার আজি গবাক্ষ চন্দন
তোমার শত্রু মার আজি ভাই বিভীষন ।
চলিল যে কুম্ভকর্ণ যুঝিতে একেশ্বর
কানেকহিয়া বুঝায় ভাই সহোদর ।

নিদ্রায় তোমার কাল গেল নিদ্রা হইয়া ভুলি
কোথা থাকি জানিবে ভাই রামের বলাবলি।
চৌর্দ্দ হাজার রাক্ষস মারে খর দূষণ
হেন রামের সঙ্গে তুমি করিতে যাহ রণ।
রণে না যাইহ ভাই শুনহ বচন
রাম দরশনে ভাই অবশ্য মরণ।
রাজা সমেত রাবণ রাজা হারে আইল রণে
আপনি হারিয়া এখন পাঠায় অন্য জনে।
তুমি আমি রামের সঙ্গে না করিব রণ
যে সীতা আনিয়াছে তার বধুক পরাণ।
এক যুক্তি বলি ভাই যদি লয় মতি
সীতা বস করিব তার শুনহ যুকতি।
মায়া যুদ্ধ করিয়া রণ জিনিতে না পারি
আপন গায় অস্ত্র ফুটিয়া আসি লঙ্কাপুরী।
ভাণ্ডার বিলাইয়া করি জয়ধ্বনি ধ্বনি
ইহা দেখিলে সীতা দেবী ভজিবে আপনি।
ঘরে বসিয়া বুদ্ধি করিলাম না করিব রণ
রাম দরশনে ভাই অবশ্য মরণ।

কুম্ভকর্ণ বলে তোর মুখে নাহি লাজ
তোর বুদ্ধেতে মজে রাবন মহারাজ।
রাজার ভাই বলিয়া তোরে প্রধান পাত্র গনি
স্ত্রীর সাথে ভাণ্ডার বিলায় কোথায় না শুনি।
লঙ্কার রাজা মজে তোমার কুবুদ্ধে
ঘরে বসে বুদ্ধি সৃজ ভাণ্ডার খাবার সাধে।
কুম্ভকর্ণ সহোদরে দুই ভাইয়ে কথন
সিংহাসনে বসিয়া শুনে রাজা দশানন।
রাবন বলে সহোদরের বচন না ধরি
সহোদরের ইচ্ছা আমায় বেড়িয়া মারি।
সংগ্রামের বেশ লইয়া রাবন ওঠিন আপনি
কুম্ভকর্ণের মাতায় বান্ধে রত্নের মহাখানি।
হাতেতে অঙ্গুরী দিল কুমারের চাক
সরোবরের পাত যেন হাতে দিল তাত।
যুঝিবারে কুম্ভকর্ণ চলিল একেশ্বর
পথ বহিয়া যায় যেন আকাশের জলধর।
রত্নের নির্ম্মিত দিল স্বর্ণের কুণ্ডল
চন্দ্রের কিরন যেন করে ঝলমল।

মাত্তায় মুকুট বান্ধে দাণ্ডাইলে আকাশ যোড়ে
রাজ মেলানি পাইয়া কুম্ভকর্ণ নড়ে।
যুদ্ধ করিতে যয় করিয়া মহাদম্ভ
লঙ্কাপুরী পৃথিবীটায় হইল মহাকম্প।
গায়ের লোমাবলি যেন তাল গাছের কাঁড়ি
কর্ণের পাটন যেন পর্ব্বতের গুঁড়ি।
নাভি গভীর যেন পাটুয়া নায়ের ভরা
চন্দ্র সূর্য্য দেখি যেন দুই চক্ষের তারা।
যুঝিবারে কুম্ভকর্ণ চলিল একেশ্বর
যাত্রাকালে অমঙ্গল দেখিল বিস্তর।
চন্দ্র সূর্য্য তারে গিলায় বায়ু ছাড়ে গতি
মেঘে রক্ত বরিষে কাঁদে বসুমতী।
ওল্কাপাত বজ্রাঘাত পড়িছে সম্মুখে
বিপরিত ডাক শুনি শৃগালের মুখে।
বামহস্ত স্পন্দে বামচক্ষু ঘনেঘনে
বিপক্ষ জানেতে বীর কিছু নাহি মানে।
পৃথিবীতে তোলপাড় করে সাগর ওথাল
গর্ব্ববতী স্ত্রীর পেটে কাঁদিছে ছাওয়াল।

যাত্রাকালে অমঙ্গল দেখিতে অপার
সারং করিয়া গেল পশ্চিম দ্বার।
কুম্ভকর্ণ বীর হইল গড়ের বাহির
বানর দেখিয়া সিংহনাদ ছাড়িল গভীর।
বড়ং বীর যার দুই শত যোজন লাফ
কুম্ভকর্ণ দেখিয়া পলায় বড় পাইয়া কাঁপ।
সেনাপতি ভঙ্গ দিল বানর ঘড়েদড়
গাছ পাতর ফেলিয়া চতুর্দ্দিগে দিল রড়।
ভঙ্গ দেখি কুম্ভকর্ণ দিল টিটকারি
চতুর্দ্দিগে বানর পলায় করিয়া রড়ারড়ি।
সহস্র কোটি বানর লইয়া কুমুদের রড়
গাছ পাতর ফেলিয়া পলায় হন্দনিয়া বড়।
সহস্র কোটি বানর লইয়া পলায় শতবলি
চল্লিশ কোটি সুষেণ পলায় আওদড়চুলি।
এগার কোটি বানরে পলায় গয় মহামতি
সহস্র বানরে পলায় বিনোদ সেনাপতি।
পলায় বানরগণ রনে নাহি রহে
পাকে হাত দিয়া যে অঙ্গদ বীর চাহে।

অভয় অঙ্গদ বীর বলেন অঙ্গ
মরণেরে নাহি ভয় রণে না দেয় ভঙ্গ।
যথা যাই তথা যাই মরণ নাহি গণি
যুদ্ধ করিয়া মরিলে থাকে দুষিতে কাহিনী।
জীবন মরণ নহে আপনার বশ
যুদ্ধ করিয়া মরিলে থাকে যশ পৌরষ।
লঙ্ঘিতে না পারে কেহ অঙ্গদের বচন
কটক ফিরাইয়া আইল বালির নন্দন।
এক চাপে আইসে দেখিতে ভয়ঙ্কর
কুম্ভকর্ণের উপরে ফেলে গাছ পাতর।
কুপিল যে কুম্ভকর্ণ আছে হাতে শূলে
বানর সব বিন্ধিয়া পাড়ে লোটায় ভূমিতলে।
ভঙ্গ দিয়া বানর সব পলায় ওভরড়ে
ভয় পাইয়া পলায় কেহ পর্ব্বতশেখরে।
পলাইতে নারে কেহ মরয়ে তরাসে
সাগরে পড়িয়া কেহ তিতলাও যেন ভাসে।
সাত বীর রহিল যে মরন নাহি গনে
সাত বীর লইয়াঅঙ্গদ প্রবেশিল রণে।

গয় গবাক্ষ সরভ গন্ধমাদন
মহেন্দ্র দেবেন্দ্র আর অঙ্গদ হনুমান।
সাক্ষাত যম যেন সাত বীর রোষে
কুম্ভকর্ণের কাছে গেল বড়ই সাহসে।
আচম্বিতে হনুমান করিল গমন
এক টানে আনিল বীর পর্ব্বত অর্দ্ধখান।
পর্ব্বত এড়িল বীর হাতে করিয়া গোড়া
কুম্ভকর্ণের শূলে ঠেকিয়া পর্ব্বত হইল গুঁড়া।
লাফ দিয়া হনুমান উঠিল আকাশে
কুম্ভকর্ণের উপর গাছ পাতর বরিষে।
গাছ পাতর ফেলে যেন মেঘের বরিষণ
গায়ে হাত বুলায় হাসে কুম্ভকর্ণ।
লাফ দিয়া হনুমান দাঁড়াইল সমুখে
গাছ পাতর মারে বানর আপনার সুখে।
গাছ পাতর কাটিয়া মারে লোহার মুষল
মুষল খাইয়া বানর হইল বিকল।
কাতর হইয়া হনুমান করে ছটফটি
হনুমান কাতর দেখিয়া কাতর কোটি২।

সাত বীর ভঙ্গ দিল রণ সহিতে নারি
বনের পশু খেদাড়িয়া যেন চলিল কেশরী।
নলবনে গেলে যেন শুনি মড়মড়ি
কোন বীর সহিতে নারি কুম্ভকর্ণের দাড়ি।
গরুড় সাপ পাইলে যেন গেলে অজাগরে
কুম্ভকর্ণ ধরিয়া গেলে বড়২ বানরে।
হাঁড়িয়া মেঘ যেন কাল কুম্ভকর্ণ
বানরের রক্ত খাইয়া গিরিছেন বর্ণ।
বড়২ বানরগুলা ধরিয়া ধরিয়া গেলে
আপনি সুগ্রীব আইল সংগ্রামের স্থলে।
শালগাছ উপাড়ি সুগ্রীব পবনের বেগে
হাতে গাছ করিয়া গেল কুম্ভকর্ণের আগে।
সুগ্রীব বলে কুম্ভকর্ণ তুমি বড় বীর
তোর বিদ্যমানেতে বানর নহে স্থির।
বড়২ বীর মোর খাইলি বাছেরবাছ
মোর ঘা সহ এই হানি শালের গাছ।

কুম্ভকর্ণ বলে মুই ব্রহ্মার হই নাতি
এত দেখি গাছ সুগ্রীব তুমি প্রাণশকতি।
এত দেখি সুগ্রীব বুঝি তোমার বল
তোরে গিলিব আজি সংগ্রামের স্থল।
সুগ্রীব রাজা গাছ এড়ে হাত করি টান
কুম্ভকর্ণের গায়ে ঠেকি হইল খানং।
ছিছি বলি কুম্ভকর্ণ দিল টিটকারী
এই মুখে যাও রাজা কিষ্কিন্ধ্যানগরী।
ভাল ছিল বালি রাজা বীরের ভিতর গনি
তাহার সেবক বলি নাহি তোরে হানি।
তিন লক্ষ রাক্ষসেতে জাঠাগাছ বহে
হেন জাঠা কুম্ভকর্ণ তুলিয়া লইয়া বহে।
আশি বন্ধ লোহার জাঠা বলির নির্ম্মাণ
দেব দানব কেহ নাহি ধরে তার টান।
দশ হাজার দীর্ঘল জাঠা যেন গাছের গোড়া
পঞ্চাশ হাজার দীর্ঘল জাঠার জিমিড়া।
হেন জাঠা এড়ে বীর দিয়া হুহুঙ্কার
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালে লাগিল চমৎকার।

আকাশের চন্দ্র সূর্য্য পলায় আঁঠার তরে
সাগরের ঢেও তখন বহে ফিরেং।
দিনে দুই প্রহরে হইল ঘোর অন্ধকার
কটক বলে সুগ্রীব রাজার নাহিক নিস্তার।
সুর্যের তনয় সুগ্রীব তিলেক নাহি চিন্তে
লাফ দিয়া আঠাগাছ ধরিল বাম হাতে।
আঠাগাছ ভাঙ্গিল যেন পড়িল বাজনা
স্বর্গ মর্ত্ত পাতাল কাঁপিল সর্ব্ব জনা।
কোপে কুম্ভকর্ণ বীর পর্ব্বতে দিল টান
এক টানে আনে বীর পর্ব্বত অর্দ্ধখান।
এড়িল পর্ব্বতখান ঘোর দারুণ কোপে
পড়িল সুগ্রীব রাজা পর্ব্বতের চাপে।
মুখে রক্ত উঠে তাঁর ঘড়ঘড়ায় গলা
ধাইয়া কুম্ভকর্ণ আসি করে পাথালিকোলা
উদয় মেঘ উড়ায় যেন দারুণ মেঘের ঝড়ে
সুগ্রীব লইয়া সাঁতায় লঙ্কার গড়ে।
প্রথম বিহঙ্গে গেল করিয়া ফেলাফেলি
দ্বিতীয় বিহঙ্গে গেল যঙ্গিল হুলাহুলি।

তৃতীয় বিহন্দে বীর গেলত হরিষে
সুগ্রীব দেখিতে লঙ্কার স্ত্রী পুরুষ আইসে।
কুম্ভকর্নের কোলে রাজা হইয়া গেল বন্দি
সকল বানর ডরে ফুকরিয়া কান্দি।
হনুমান মহাবীর কটকের সার
মনেমনে চিন্তে বীর রাজার প্রতিকার।
কুম্ভকর্ন মারিপাড়ি আজিকার রনে
রাজা উদ্ধারিয়া তুষ্ট করি বানরগনে।
কুম্ভকর্ন মারিতে বীর হনুমান চলে
বাহড় বাহড় বলিয়া জাম্বুবান বলে।
যত কাল জীবে রাজা কোপ করিবে মনে
ভালরে মন্দ হইবে গেলে ইহার কারনে।
সেবক হইয়া রাজার করিয়া অব্যাহতি
কোন কার্য্যে থাকিবেক রাজার খেয়াতি।
যখন কুম্ভকর্নের কোলে রাজা পাইবে সম্বিত
কুম্ভকর্ন মারিয়া আসিবে আচম্বিত।
ত্রিভুবনে রুষিয়া যদি আইসে একচাপে
তথাপি সুগ্রীব রাজাকে কার বাপে রাখে।

এত শুনিয়া হনুমান রণে না দিল হানা
নেওটিয়া রাখে গিয়া আপনার থানা ॥
কুম্ভকর্ণের কোলে রাজা পাইল সম্বিত
চক্ষু মেলিয়া দেখে লঙ্কার নাট গীত।
চারিদিগে রাক্ষস দেখে না দেখে বানর
হাট ঘাট লঙ্কা দেখে সোনা রুপার ঘর।
মহাবীর সুগ্রীব রাজা বুদ্ধে বৃহস্পতি
মনেমনে চিন্তেন আপন অব্যাহতি।
দুই হাতে বুক বিদারে কামোড়ে নাক ছিঁড়ে
দুই কান ছিঁড়িল দুই নখের আঁচড়ে।
বিপরিত ডাকে বীর সেই ঘায়ের জ্বালে
অস্তেব্যস্তে কুম্ভকর্ণ সুগ্রীব রাজাকে ফেলে।
সুগ্রীব রাজা যায় এখন পবনের ভরে
এক লাফে পড়ে গিয়া বানরভিতরে।
বানরভিতরে গেল করিয়া ফেলাফেলি
কুম্ভকর্ণের নাক কান রামেরে দিল ডালি।

নাক কানের রক্তে বীরের ওষ্ঠ অধর তিতে
দুই পাশ তিতিল দুই কানের রক্কতে।
নাক কান গেল আমার বড় পাইলাম লাজ
কোন লাজে ভেটিব গিয়া রাবন মহারাজ।
এই বল বিক্রমে আমি ত্রিভুবন জিনিনু
মুই হেন বীর হইয়া নাক কান হারাইনু।
যত আর বল বিক্রম সকল হইল মিছা
বানর বেটা হইয়া মোর নাক করিল বোঁচা।
নেওটিয়া আইল বীর সংগ্রামের স্থলে
সম্মুখে যত বানর পায় ধরে২ গেলে।
কুম্ভকর্ণের মুখে সাঁভায় বড়২ বীর
নাক কান দিয়া তারা হয়ত বাহির।
কুম্ভকর্ণ দেখিয়া পলায় বানর যত
বোঁচা২ বলিয়া তারা ওঠিয়া দিল রড়।
সকল বানর গেল রঘুনাথের আড়ে
অস্ত্রেবাস্ত্রে লক্ষ্মণ বীর ধনুকে বান যোড়ে
কুম্ভকর্ণ বলে লক্ষ্মণ তোরে নাহি চাহি
তোর ভাই রাম তপস্বী তারে আমি চাহি।

এখন কেন পলাইয়া হইল অদরশর্ন
মাতা কাটিয়া পাঠাইব যমের ভুবন।
ডাক দিয়া বলেন রাম কারে আমার ডর
রামচন্দ্র হের দেখ যমের সোষর।
রামের কথা শুনিয়া বীর কুম্ভকর্ন হাসে
পৃথিবী কম্প করিয়া আইসে রামের পাশে।
লঙ্কা টলমল করিয়া আইসে রড়ারড়ি
দুই চখু যলে যেন যলন্ত দিওড়ি।
খর দুষণ নহি ত্রিশিরা কবন্ধ
মারীচ রাক্ষস নহি মায়ার প্রবন্ধ।
বালি বানর নহি আমার কোমল শরীরে
বজ্র অঙ্গ বল মোর কুম্ভকর্ন বীর।
এক বান এড় রাম বুঝি তোর বল
তোমারে জিনিব আজি সংগ্রামের স্থল।
যে বানে মারিল রাম বানর রাজা বালি
হেন বান রঘুনাথ সংগ্রামেতে ফেলি।
হেন বান এড়েন রাম তারা যেন ছোটে
কুম্ভকর্নের গায় যেন কাঁটা হেন ফোটে।

হাতের ওড়বন্ডি দশকগোটা নড়ে
মুষলে ঠেকিয়া বান ওথা ভিয়া পড়ে।
ফেলাফেলি আইসে বীর শ্রীরাম গিলিতে
পাছু হইয়া শ্রীরাম ব্রহ্ম অস্ত্র যুড়িল ত্বরিতে।
ব্রহ্ম অস্ত্র খাইয়া বীরের বল টুটে আইসে
হাতে হইতে কুম্ভকর্ণের লোহার মুষল খসে।
মদু হাতে যুঝে যেন মদমত্ত হাতী
কারে মারে চড় চাপড় কারে মারে লাথি।
ডাক দিয়া বলে বীর সুমিত্রানন্দন
এক যুক্তি বলি শুন আমার বচন।
পাগল হইল কুম্ভকর্ণ রক্তের গন্ধে
বড়২ বীর ওহার চড় গিয়া স্কন্ধে।
দুর্জ্জয় কুম্ভকর্ণ বীর পড়িবে চাপনে
তুমি তলে পড়িলে ওহায় কাটিব এখানে।
লক্ষ্মণের বচনে বানর সাহসে করে ভর
কুম্ভকর্ণের কান্ধে চড়ে বড়২ বানর।
গয় গবাক্ষ সরভ গন্ধমাদন
অঙ্গদ হনুমান এই চড়ে সাত জন।

সাত জন প্রবীন বানর চড়ে তার স্কন্ধে
চুলে ধরি কেহ টানে কেহ নখে বিন্ধে।
কুম্ভকর্ণের কান্ধে চড়ে বড় বানর
তেতুল গাছেতে যেন বাদুড় বিস্তর।
সাত বীর স্কন্ধে করি কুম্ভকর্ণ নড়ে
ডাহিন বামে কুম্ভকর্ণ বানর আছাড়ে।
ভূমে পড়িয়া গবাক্ষ বীর হইল মুর্চ্ছিত
ক্ষনেক রহিয়া বীর পাইল সম্বিত।
গয় গবাক্ষ সরভ গন্ধমাদন
আছাড়ের ঘায় বীর সব হইল অচেতন।
ইহা দেখিয়া অঙ্গদ হনুমানের হইল ডর
কান্ধে হইতে দুই বীর ওঠিয়া দিল রড়।
যত বান মারেন রাম কুম্ভকর্ন নাই পড়ে
আরবার রঘুনাথ ব্রহ্ম অস্ত্র যোড়ে।
ব্রহ্ম অস্ত্র এড়েন রাম পুরিয়া সন্ধান
কুম্ভকর্নের কাটিয়া পাড়ে দক্ষিন হস্তখান।
ডানি হস্ত পড়িল যেন পর্ব্বতশেখর
হাতের চাপনে পড়ে দই লক্ষ বানর।

বাম হস্তে শালগাছ উপাড়ে এক টানে
হাতে গাছে আইসে বীর মারিবার মনে।
ঐষিক বাণ রামচন্দ্র পূরিল সন্ধান
গাছের সনে কাটিয়া পাড়ে বাম হস্তখান।
দুই হাত কাটা গেল তবু গিলিতে আইসে
ইন্দ্র বাণ রঘুনাথ যুড়িল তরাসে।
বুকেতে বাজিল বাণ তবু নাহি মরে
দিব্য দুই বাণ রাম যুড়িল একবারে।
দুই বাণ এড়িল রাম পূরিয়া সন্ধান
কুম্ভকর্ণের কাটিয়া পাড়ে পা দুইখান।
হাত পা কাটা গেল তবু তিলেক নাহি বাধে
গড়াগড়ি যায় তবু আইসে রাম গিলিতে।
দাঁতের উপর নৈল বীর লোহার মুষল
তাহার ঘায়ে বীরে পাড়ে বানর সকল।
মুষল কাটিতে রাম পূরিল সন্ধান
দশ বাণে মুষল কাটি করিল খানখান।
কুম্ভকর্ণের গা বহিয়া পড়িছে শোণিত
বাণে মথ চাকিলে দেখায় বিপরিত।

এতেক অবস্থা হইল তবু নাই পড়ে
আরবার রঘুনাথ সুক্ষ্ম অস্ত্র যোড়ে।
সুক্ষ্ম অস্ত্র এড়িল রাম কি কহিব কথা
কুণ্ডলসহিত কাটিপাড়ে কুম্ভকর্ণের মাতা।
গড়াগড়িয়া পড়ে মাতা পর্ব্বতপ্রমাণ
মাতার চাপে অনেক বানর হারায় পরাণ।
কাটা স্কন্ধ হনুমান দেখে যে রণস্থলে
দুই হাতে সাপটিয়া ততক্ষণে তোলে।
সমুদ্রের জলে ফেলে যেন পর্ব্বত পড়ে
সমুদ্রের জলজন্তু করে তোলপাড়ে।
বানরকটক বলে গোসাঞি পাইলাম নিস্তার
আর যত বীর আছিসে আমাসভার ভার।
হেন বীর রঘুনাথ নাহি ত্রিভুবনে
আজুক যুঝিবার কাথ সমুখ নাহি রণে।
চরপাইক কহে গিয়া কুম্ভকর্ণের মরণ
সিংহাসন ছাড়িয়া রাজা করিছে ক্রন্দন।
ভাই নহি তোমার আমি চণ্ডাল সহোদর
কাঁচা নিদ্রায় পাঠাইলাম সংগ্রামভিতর।

আজি শূন্য হইল মোর কনকলঙ্কা পুরী
আজি শূন্য হইল নিদ্রার ঘর চৌরি।
ডাহিন হাত পড়িল মোর শূন্য হইল বুক
বন্ধু বান্ধব কান্দে বৈরির কৌতুক।
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর দেব পুরন্দর
সুখে শুইয়া থাকুক ঘুচিল সভার ডর।
ধার্ম্মিক বিভীষণ মোরে দিয়া গেল শাপ
তাহির কারণে এত পাইলাম মনস্তাপ।
ধার্ম্মিক ভাই মোর ধর্ম্মের সারথি
হেন ভাইর তরে কেন মারিলাম লাথি।
কুড়ি চক্ষু বহিয়া পড়ে কুড়ি লোহধারা
বাপের ক্রন্দনে কান্দে কুমার ত্রিশিরা।
দেবান্তক নরান্তক অতিকায় মহাবীর
বাপের ক্রন্দনে তারা কেহ নহে স্থির।
মহোদর ভাই কান্দে ভাই মহাপার্শ
পুরীসমেত কান্দে কুম্ভকর্ণের বিনাশ।
বাপ কাতর দেখিয়া পুত্রের লাগে দুঃখ
ত্রিশিরা বিক্রম করে বাপের সম্মুখ।

বিস্তর তপ করিলা বাপা হইতে অমর
অমর হইতে ব্রহ্মা নাহি দিল বর।
অমর হইল বিভীষণ আপনার গুণে
ব্রহ্মার বরে খুড়া সকল শাস্ত্র জানে।
শাস্ত্র অনুসারে বলিল রাজ্যের বিহিত
ধার্ম্মিক খুড়া মোর বিচারে পণ্ডিত।
তোমা এড়িয়া ব্রহ্মা খুড়ার গৌরব রাখে
হেন খুড়াকে নাথি মার সভাখণ্ড দেখে।
আপদ হইলে বুদ্ধি হারায় পণ্ডিত
আপদ পড়িলে বুদ্ধি হয় বিপরিত।
ত্রিভুবন জিনিয়া বাপা তোমার বাখান
দেব দানব গন্ধর্ব্ব কেহ নাই ধরে টান।
যক্ষ দানব জিনিলা কৈলাশ পর্ব্বতে
কুবেরে অপমান করিলা ভাল মতে।
বাসুকি জিনিলা গিয়া পাতালভিতরে
ইন্দ্র যম জিনিয়া জিন বরুণ পবনেরে।

ময়দানব মহারাজ ত্রিভুবন পূজে
মন্দোদরী কন্যা দিয়া তোমার তরে ভজে।
বাসুকির বিষের জ্বালে সংসার পুড়ে মরে
বাসুকি জিনিলে গিয়া পাতালভিতরে।
বরুণেরে গিয়া তুমি জিনিলে পাতালপুরে
অমরাবতী স্বর্গ তুমি করিলে ছারখারে।
ত্রিভুবন জিনিয়া তুমি করিলে অবস্থা
মানুষ বেটা মারিব গিয়া এই কোন কথা।
নানা অস্ত্র কাটিয়া করিব ঘোর অন্ধকার
আজিকার যুদ্ধে লাগে আমাসভার ভার।
গরুড়সমুখে যেন নাহি যায় সাপ
রাম লক্ষ্মণ মারিব দেখহ প্রতাপ।
রামের মাতা কাটিয়া তোমারে দিব ডালি
চিরকাল সীতা লইয়া সুখে কর কেলি।
ত্রিশিরার বিক্রমে রাবণ হইল হরষিত
আর তিন বেটা তার রুষিল আচম্বিত।
দেবান্তক নরান্তক অতিকা মহাবীর
সংগ্রামের নাম শুনিয়া কেহ নহে স্থির।

মহাপাশ ভাই আর ভাই মহোদর
ছয় সেনাপতি কষিয়া চলিল সত্বর।
নীল বর্ণে হাতি আইল যেন মেঘের জ্যোতি
ঐরাবতবংশেতে হইয়াছে উৎপত্তি।
সাজাইয়া আনিল হাতী অতি মনোহর
হাতির উপরে চড়ে বীর মহোদর।
ইন্দ্রের ঘোড়া যেন পবনের গতি
ঘোড়ার উপর চড়ে দেবান্তক নরপতি।
যে ঘোড়ার পা ভূমে পড়ে বা না পড়ে
হাতে পেলে নরান্তক ঘোড়ার উপর চড়ে।
আর রথ সাজাইয়া আনে মনি মানিক হিরা
হাতে দাওয়ায় চড়ে গিয়া কুমার ত্রিশিরা।
আর রথ আনে সহস্র ঘোড়ার সাজনি
হেন রথে অতিকা বীর চড়িল আপনি।
কুমার সব যাত্রা করে মা সবার শুনে
পুত্র সব নিকটে আসি বলে সকলে।
কুম্ভকর্ণ পড়ে পুত্র আনে কিবা কথা
কার বাক্যে যুঝিতে যাও মায়ে দিয়া ব্যথা।

অভিমানে ছাঁটি পুত্র প্রাণ বড় দীন
আমার যুক্তি শুন রাজা জীবনকারণ।
বাছিয়া বিবাহ দিলাম দেব দানবদুহিতা
রূপে গুনে কুলে শীলে সতী পতিব্রতা।
দেব দানবের কন্যা পরম সুন্দরী
রামের যুদ্ধে কেন হেন বধূরে কর রাঁড়ী।
চারি ভাই চৌদলি লহ কান্ধে করি তুলি
রামের ঠাঁই সীতা লইয়া তোরা দেহ ডালি।
রামের সেবা করিতে যদি মনে নাই আইসে
কুবেরের ঠাঁই যাহ পর্ব্বত কৈলাশে।
অষ্টলোকপাল কুবের জন্ম বিষ্ম অংশে
অসময় রাবণ তোমার বাপের বংশে।
মায়ের বচনে চারি বীর জ্বলে কোপে
বীরবংশে জন্ম বেটার বলে বীর দাপে।
মায়ের গৌরব রাখি তেকারণে সহি
আর জন হইলে তার জীবন লই।
জগতের কর্ত্তা আমি বীরবংশে জন্ম
রাজা হইয়া মানুষ বেটার করিব সেবকর্ম্ম।

কুবেরের ঠাঁই যাব প্রাণ রাখিবারে
পুষ্পক রথ জিনিয়া আনিনু লঙ্কাপুরে।
দেব দানব গন্ধর্ব্ব যোদ্ধের করতল
তাহা হইতে মানুষ রাম কত ধরে বল।
মার কাট করি বীর রাজাখণ্ড সাজে
অহঙ্কারে যায় বেটা আপনার তেজে।
মার কাট করি যদি সংগ্রামেতে পড়ি
স্বর্গপুরে যাব তবে দিব্য রথে চড়ি।
মায়ে প্রবোধিয়া তখন চারি বেটা সাজে
ত্বরাতরি গেল তারা সংগ্রামের মাঝে।
ছয় সেনাপতি রাক্ষস ছয় অক্ষৌহিণী
কটকের পায়ের ভরে কাঁপেত মেদিনী।
প্রলয় সময় যেন হয় মহামার
রণধূলি উঠিয়া হইল অন্ধকার।
অন্ধকারে কটক সব না চিনে আপন পর
রাক্ষসে রাক্ষস মারে বানরে বানর।
রক্তে রাঙ্গা হইল কটক ধূলা নাই ওড়ে
দেখাদেখি দুই কটকে মহাযুদ্ধ পড়ে।

অল্প বানর পড়ে রাক্ষস বিস্তর
রুষিল নরান্তক বীর রাবণকোঙর।
চতুর্দ্দিগ চাপিয়া ওঠে নরান্তকের ঘোড়া
জ্বলন্ত অগিনি যেন আটি শেল ঝকড়া।
বানরেরে মারে বীর অজয় শেলপাট
বানরের রক্তে এখন কাদা হইল বাট।
কুম্ভকর্ণের শেলে বানর হইল পার
নরান্তকের শেলে কার নাহিক নিস্তার।
পলাইল বানরকটক রণে নাই রহে
নরান্তকের যুদ্ধ সুগ্রীব রহিয়া চাহে।
সুগ্রীব বলেন অঙ্গদ তুমি বড় বীর
তোমার বিদ্যমানে বানর কেহ নহে স্থির।
আপনি করিয়া যুদ্ধ রাখহ বানরগণ
নরান্তক মারিয়া তোষ শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
সুগ্রীবের বচনে অঙ্গদ পাইল লাজ
বানরকটক লইয়া গেল সংগ্রামের মাঝ।
রাজার বেটা দেখিলে রাজার বেটা রোষে
রুষিল নরান্তক বীর হাতে শেলে আইসে।

দুই হাত শূন্য দেখ অস্ত্র নাহি বহি
বুক পাতিয়া বেটা তোর রণ সহি।
দেব দানব জিনিস বেটা এই শেলের তেজে
বুক পাতিয়া দিয়ে যেন নির্ভরে বাজে।
পাক্ষি মারিয়া বেড়াইস বনে কিবা নাম যশ
আমারে মারিলে তোর থাকেত পৌরষ।
রাম লক্ষ্মণ দেখ হোর জগৎপূজিত
তুই শেল মারিলে যদি হই একভিত।
সুগ্রীব রাজা হবে খুড়া বাপ হবে বালি
তোর শেল দেখি যদি নাড়িত কাঁকালি।
দুই হাত তুলিয়া পাতিয়া দিলাম বুক
অঙ্গদের সাহস দেখি সুগ্রীবের কৌতুক।
কুপিল নরান্তক বীর দুই ওষ্ঠ কাঁপে
এড়িলেক শেল বীর লইয়া দারুণ কোপে।
বজ্রের সমান বুক বজ্রনির্ম্মাণ
বুকেতে ঠেকিয়া শেল হইল খানং।
শেলপাট ভাঙ্গিল যদি অঙ্গদের বুকে
দেখিয়া মহাত্রাস পাইল নরান্তকে।

অঙ্গদ বলে তোর ঘা গেল রসাতল
মোর ঘা সহরে বেটা বুঝি তোর বল।
বজ্র মুকুটি মারিয়া তার ঘোড়া কৈল চুর
পড়িল রথের ঘোড়া ঊর্দ্ধ চারি খুর।
দুই চক্ষু ঠিকরিল বাহিরায় জিহি
কুপিল নরান্তক বীর অঙ্গদ পানে চাহি।
বজ্র মুকুটি মারে অঙ্গদের শিরে
মাতা ফুটিয়া অঙ্গদের রক্ত পড়ে ধীরে।
কুপিল অঙ্গদ বীর পড়িল ঝনঝনা
বজ্র মুকুটি মারে পাসরে আপনা।
মুকুটির ঘায়ে নরান্তকের ভাঙ্গিল পাঁজর
হাড় ভাঙ্গিয়া শরীর প্রবেশে ভিতর।
মহাবীর অঙ্গদ আপন হাতে কাড়ে
গলায় নখ বিন্ধি তখন নরান্তকে পাড়ে।
নরান্তক পড়িল তাহা দেবান্তকে দেখে
অঙ্গদেরে বেড়ে আসি হাতে ধনুকে।
নরান্তক পড়ে মহোদরে লাগে ডর
হাতি চালাইয়া দিল অঙ্গদের উপর।

সাজন রথে ত্রিশিরা আইল ততক্ষন
অঙ্গদেরে বেড়ে আনি বীর তিন জন।
অঙ্গদ ওপাড়ি ফেলে পর্ব্বতের চূড়া
ত্রিশিরার বানেতে পর্ব্বত হইল গুঁড়া।
মহোদর জাঠা মারে অঙ্গদের বুকে
মুখে রক্ত ওঠে বীরের ঝলকেঝলকে।
অন্ধকার করিয়া ফেলে গাছ পাতর
দেখিয়া অঙ্গদ বীর হইল ফাঁফর।
চারি ভিতে রাক্ষস যুঝে মাঝে অঙ্গদ বলী
যুদ্ধ দেখিয়া সুগ্রীব মহাকুতুহলি।
দেবান্তকের হাতে ছিল লোহার পাবড়ি
হনুমান দেখিয়া মারে দুহাতিয়া বাড়ি।
কুপিল যে মহাবীর সংগ্রামের শূর
নাখির চোটে দেবান্তকের মাতা করে চুর।
হাতির ওপর চড়িয়া যুঝে বীর মহোদর
নীল সেনাপতি বিন্ধিয়া করিল জর্জ্জর।
কুপিল যে নীল বীর করিল ওঠানি
পর্ব্বতের চূড়া ধরিয়া করে টানাটানি।

গাছের ফলে আনে বীর তাগার পাতর
পাতর লইয়া ওঠে গগন উপর।
এড়িল পাতরখান বড় দারুণ কোপে
পড়িল মহোদর বীর পাতরের চাপে।
মাঝে খড়া পড়ে আর দুই সহোদর
রুষিল ত্রিশিরা বীর রাবণকোঙর।
হনুমান দেখিয়া বান যুড়িল ধনুকে
শতং বান মারে হনুমানের বুকে।
বান খাইয়া হনুমান তিলেক নাহি চিন্তে
লাফ দিয়া হনুমান ওঠেন তার রথে।
রথে চড়ি ত্রিশিরার ধরিলেক চুলে
চুলেতে ধরিয়া বীর ফেলে ভূমিতলে।
আছাড় খাইয়া ত্রিশিরা লোটাইয়া বেড়ায় ধুলি
লাফ দিয়া হনুমান ধরে তার চুলি।
ত্রিশিরার খাণ্ডা সেই অতি খরসান
তার খাণ্ডায় তারে করিল দুইখান।
দুই ভাই পড়িল তখন যুঝে মহাপাশ
হাতে গদায় বানরের করিছে বিনাশ।

পিঙ্গল বর্ণে গদাগোটা রক্ত চারিভিতে
অর্দ্ধেক রাঙ্গা হইল তার বানরের রক্তে ।
বানরেরে মারে বীর অভয় শেলপাট
বানরের রক্তে এখন রাঙ্গা হইল বাট ।
মহাপাশের বান কেহ সহিতে না পারি
ভঙ্গ দিয়া বানরকটক পলায় রড়ারড়ি ।
হেনকালে আগু হইল পবননন্দন
পর্ব্বতখান আনে বীর দশ যোজন ।
এতিন পর্ব্বতখান লইয়া দারুনকোপে
পড়িল মহাপাশ বীর পর্ব্বতের চাপে ।
দুই খুড়া পড়িল আর তিন সহোদর
কান্দিল অতিকা বীর রাবনকোঙর ।
হিরা মনি মানিক যেন সোনার গঠন
এক সহস্র ঘোড়া তার রথের সাজন ।
পিঙ্গল লোচন বীরের ডাকে হুহুঙ্কার
রথে চড়িয়া বীর বলে মারমার ।
চিত্র বিচিত্র দেখি কনকরচিত
বিজলির ছটা যেন দেখি চারিভিত ।

রথের উপর ধাণ্ডা তিন ক্রোশ পরিশর
শত ক্রোশ ধাণ্ডাখান উভেতে দীঘল।
ধাণ্ডা দেখিয়া সভার লাগে চমৎকার
এই ধাণ্ডায় কার বাপের নাহিক নিস্তার।
বিভীষণ বলে শুন আমার উত্তর
যুঝিবারে আইল বীর রাবণকোঙর।
অতিকা নাম উহার গুণের সাগর
যার ডরে নিদ্রা নাই যায় পুরন্দর।
ব্রহ্ম অস্ত্র জানে বীর ব্রহ্মার পাইয়া বরে
ব্রহ্মার প্রসাদে বীর নানা মায়া করে।
দীনহীন মানিল রাবণ উহার বাপ
হেন বীর অতিকা বেটা পূর্ণ প্রতাপ।
উহারে কেহ জিনিতে নারে সংগ্রামে দুর্জ্জয়
অতিকার তেজে লঙ্কা থাকেত নির্ভয়।
এত যদি বিভীষণ করিল বাখান
দশ সেনাপতি রোষে সভার প্রধান।
গয় গবাক্ষ আর সরভ গন্ধমাদন
মহেন্দ্র দেবেন্দ্র রোষে গবাক্ষ চন্দন।

অঙ্গদ হনুমান রোষে আর নল নীল
গাছ ওপাড়ে কেহ কেহ লয় শিল।
বড়বড় গাছ সব টান দিয়া তুলি
অতিকার রথে লইয়া বরিয়া বরিয়া ফেলি।
অতিকা বান মারে পুরিয়া সন্ধান
দশ বীরের গাছ পাতর করে খানখান।
গাছ পাতর কাটিয়া পাড়ে অতিকার বানে
দশ বীর ভঙ্গ দিল যুথ না পাতে রনে।
ভয় পাইয়া চতুর্দ্দিগে পলায় বানরগন
রামের কাছে রহে গিয়া হইয়া ভয় মন।
ডাক দিয়া বলে শুন বীর লক্ষ্মন
আমার সঙ্গে যুঝিবে তোমার কোন জন।
আমার সঙ্গে যে বীর যুঝিবে নির্ভয়
আগু বাড়াইয়া মোরে দেহ পরিচয়।
বীরদাপ করিয়া সহে তারে আমি হানি
আমা দেখিয়া পলায় যে তাহারে নাহি জিনি

শুনিয়া লক্ষ্মন ধনুকে দিলেন টঙ্কার
দেখিয়া অতিকায় মনে লাগে চমৎকার।
অতিকা বলেন শুন অবোধ লক্ষ্মন
বয়সে ছাওয়াল তুমি কিবা জান রন।
মোর বানে মেরু মন্দার নাই ধরে টান
হেন জনার ঠাঁই পড়িলে হারাবে পরান।
কতবার বান্ধিয়াছি ইন্দ্র দেবরাজ
তোমারে মারিব আমি এত কোন কায।
লক্ষ্মন বলেন বড় বোলে নাই জিনি
দেখিয়া সম্বর বান এই আমি হানি।
ছাওয়ালহেন বাস মোরে আপনা বাস বীর
ছাওয়ালের বানে আজি রনে হও স্থির।
এত যদি দুই জনে হইল বোলাবুলি
দুই জনে বান এড়ে আগুন ওথলি।
একবারে অতিকা শতেক বান যোড়ে
বানেতে কাটিয়া লক্ষ্মন শত বান পাড়ে।
তিন শত বান লক্ষ্মন যুড়িল ধনুকে
তিন শত বান মারে অতিকার বুকে।

অতিকায় বুকে লাগে তিন শত বাণ
দেবগণ দেখিয়া করেত বাখান।
স্থির হইল অতিকা বীর বুকের ভরসে
ভালং বলিয়া তখন লক্ষ্মণে প্রসংশে।
অতিকা বাণ মারে তারা যেন ছোটে
সকল বাণ লাগে গিয়া লক্ষ্মণের ললাটে।
ঝনঝনার শব্দ যেন লক্ষ্মণের দৃষ্টি
সহল হইল বীরের ধনুকের মুষ্টি।
আপনা সম্বরিয়া লক্ষ্মণ স্থির কৈল বুক
অতিকায় কাটি পাড়ে হাতের ধনুক।
সাত লক্ষ বাণ অতিকা বীর এড়ে
লক্ষা চাহিয়া বাণ লক্ষ্মণের গায় পড়ে।
বাণে ঢাকিল লক্ষ্মণ দেখিতে না পাই
মাতায় হাতে বানরকটক লক্ষ্মণপানে চাই।
সকল বাণ কাটিয়া লক্ষ্মণ আপনারে রাখে
হরিষে বানরকটক লক্ষ্মণেরে দেখে।
লক্ষ্মণ বাণ মারে তারা যেন ছোটে
অতিকার হাতের ধনুঃ পুনরপি কাটে।

আর বান এড়িল লক্ষ্মন বিনুকে দিয়া চড়া
রথের কাটিয়া পাড়ে সহস্রেক ঘোড়া।
এক সহস্র ঘোড়া বানে কাটিয়া পাড়ে
অতিকা মারিতে লক্ষ্মন আর বান যোড়ে।
অক্ষয় কবজ আছে অতিকার গায়
সানা ঠেকিয়া বান পরাজয় হয়।
সানা ঠেকিয়া বান না করে প্রবেশ
লক্ষ্মনের কানে পবন কহে উপদেশ।
অক্ষয় কবজ রাক্ষস বিরে ব্রহ্মার বরে
আর বান অতিকার কি করিতে পারে।
জানিয়া শুনিয়া ব্রহ্ম অস্ত্রে দেহ মন
বিনা ব্রহ্ম অস্ত্রে উহার নাহিক মরণ।
কানে কথা কহিয়া পবন দেব নড়ে
ব্রহ্মমন্ত্র পড়িয়া লক্ষ্মন বিনুকে বান যোড়ে।
ব্রহ্ম অস্ত্র লক্ষ্মন পুরিল সন্ধান
বান দেখি অতিকার উড়িল পরান।
আঠি ঝকড়া মারে বান কাটিবারে
লোহার পাবড় মারে বান ফিরাইতে নারে।

অজয় ব্রহ্ম অস্ত্র ত্রিভুবনে না ধরে টান
মাতা কাটি অতিকায় করিল দুইখান।
ভগ্নপাইক কহে গিয়া রাবনগোচর
ছয় বীর পড়িল বার্ত্তা শুন লঙ্কেশ্বর।
কোথা গেল মহাপাশ ভাই মহোদর
কোথাকারে গেল মোর চারি কোঙর।
তোমরা মোর শ্রাদ্ধ করিবে তর্পন পানি
পোয়ের শ্রাদ্ধ বাপ করে কোথাও না শুনি।
কান্দিতেং রাবন হইল মূর্চ্ছিত
যোড়হাত করিয়া বলে কুমার ইন্দ্রজিত।
আমি থাকিতে কেন বাপা তোমার বিসাদ
শুভ দৃষ্টি করিয়া বাপা দেহত প্রসাদ।
শুভ দৃষ্টি করিয়া দেহ পায়ের পদধুলি
রাম লক্ষ্মন মারিতে এই আমি চলি।
অন্তরে পীরিত রাবন মেঘনাদের তরে
কোলে করিয়া রাবন চুম্ব দিল তারে।

কনকলঙ্কা পুরীতে বাপু তুমি যুবরাজ
রাম লক্ষ্মন মারিয়া সাধ আপনার কায।
ভোগ ভুঞ্জিতে মাত্র আছেত রাবন
বিপক্ষ মারিতে বাপু তুমি সে কারন।
আপনা রাখিয়া যুদ্ধ শুন মোর বাপ
দেবগন দেখে যেন তোমার প্রতাপ।
বাপের দুলাল বেটা কুমার মেঘনাদ
সর্ব্বাঙ্গে ভরিয়া পরে রাজপ্রসাদ।
হাতেতে কনক পরে বাহুতে কঙ্কন
সর্ব্বজয়া নেত পরে মানিক রতন।
বীর পরিধানে পরে নেতের ফালি
তিন শত বেড় দিয়া বান্ধিল কাঁকালি।
সর্ব্বাঙ্গে ভরিয়া পরে চন্দনের সার
কণ্ঠার উপরে পরে রত্নময় হার।
সোনার নবগুন পরে সোনার পরে পাটা
পুর্নিমার চন্দ্র যেন কপালের ফোটা।
এক হাতে ধরিয়াছে সর্ব্বাঙ্গ দর্পন
আর হাতে রথ সাজিতে বলিছে আপনি।

সারথি আনিল রথ সংগ্রামে গহন
সংগ্রামের রথখান করিছে সাজন।
কনকরচিত রথ অদ্ভুত নির্ম্মাণ
পবনবেগে অষ্ট ঘোড়া রথের যোগান।
পর্ব্বতীয় ঘোড়ার মুখে রক্তের বিম্বুকি
ক্ষণে রথখান দেখি ক্ষণে হয় লুকি।
সোনা রূপার তার করিছে ঝিকিমিকি
তের অক্ষৌহিণী ঠাট যুঝার বানুকি।
কটকের মহাশব্দে কাঁপিছে মেদিনী
ইন্দ্রজিতার বাদ্য বাজে তিন অক্ষৌহিণী।
তবল নিশান ঢাক বাজে জয়ঢোল
সকল পৃথিবী জিনিয়া মহাগণ্ডগোল।
সৈন্য সামন্ত লইয়া যুঝিবারে নড়ে
মাতা মন্দোদরীকে তখন মনে পড়ে।
মাতৃ সম্ভাষিয়া আইলাম পুত্রায় বেহানে
যুঝিবার হুড়াহুড়ি তখন পড়ে মনে।
অসম্ভাষে যদি যাই সংগ্রামভিতর
আহার পানি এড়ি মাতা কাঁদিবে বিস্তর।

সৈন্য সামন্ত ঠাট রাখিয়া সব দ্বারে
মাতৃ সম্ভাষিতে গেল পুরির ভিতরে।
রত্নাসং হাসন ঘর সোনার আওয়ারী
দশ হাজার সতিনীসহ আছে মন্দোদরী।
নয় সহস্র আছে মেঘনাদের রমণী
দুই লক্ষ আছে সৈন্য সামন্তের রাণী।
ইন্দ্রজিতায় দেখিয়া সভার হৈল মেলা
গগনমণ্ডলে যেন বাড়ে চন্দ্রকলা।
হেনকালে ইন্দ্রজিত দাণ্ডাইল মাতৃ আগে
চরনের ধূলি লইয়া দিল মাতার পাগে।
অস্তেব্যস্তে মন্দোদরী ধরে পুত্রহাতে
লক্ষলক্ষ চুম্ব দিল মেঘনাদের মাতে।
অনেক তপে পূজিলাম ওমা মহেশ্বর
সেই হেতু তোমা পুত্র ধরিলাম ওদর।
তোমায় প্রসবিয়া হৈনু প্রধান রানী
চেড়ী হইয়া খাটে দশ হাজার সতিনী।
বাপের দুর্লভ তুমি মায়ের পরান
কার যুক্তে যুঝিতে হইলা আগুয়ান।

রাক্ষসকটক বলে রাম মানুষ তপস্বী
রামের বান ফুটিলে লেওটি না আসি।
হেন রামের সনে তুমি করিতে যাহ রন
মানুষ নহেন রাম আপনি নারায়ন।
পরদার মহাপাপ করে কোন রাজা
পরের স্ত্রী ঘরে আনে নাই বাসে লজ্জা।
সীতা দেবী আনে রামের বুক ওপাড়িয়া
সং-সারের বানরে রাম আইল সাজিয়া।
একেশ্বর হনুমান সাগর হইল পার
লঙ্কা পোড়াইয়া বানর কৈল ছারখার।
আছিল বিভীষন মন্ত্রনার সাগর
তারে লাথি মারে রাজা সভার ভিতর।
পরের স্ত্রী আনে নাহি অভিমান
এখন কেন ঘুরিতে পাঠায় অন্য জন।
কপাট দিয়া তোমা পুত্র রাখিব ঘরে
কি করিবেন রঘুনাথ গড়ের বাহিরে।
সোনার ঢাণ্ডিরা আজি পড়ুক ঘোষনা
আজি হৈতে যুদ্ধ নাহি যুদ্ধ হইল মানা।

মন্দোদরী যত বলে সকরুন ভাষে
মায়ের কথা শুনিয়া তখন ইন্দ্রজিত হাসে।
ত্রিভুবনে পুজিত দেখহ আমার বাপ
ইন্দ্র যম জিনিয়া বাপার দুর্জ্জয় প্রতাপ।
এত সম্পদ ভুঞ্জ মা আমার বাপের তেজে
হেন বাপে নিন্দ মা স্ত্রী সভার মাঝে।
বামা জাতি স্ত্রী তোমরা বামাচেন
স্বামীনিন্দা কর মাতা কিসের কারন।
স্বর্গ মর্ত্য পাতালেতে বৈসে যত দেবগন
পরদার পাপ নাহি করে কোন জন।
ইন্দ্র সুরপতি সকল দেবতার সার
যাহা হইতে সৃষ্টি হইল পরদার।
সভে বলে ইন্দ্র রাজা বড়ই উত্তম
যার পরদারে স্ত্রী ছাড়িল গৌতম।
ব্রাহ্মনের রাজা চন্দ্র জগতে বাখানি
চন্দ্র পরদার কৈল গুরুর ব্রাহ্মণী।
সংসার আলো করে চন্দ্র জগৎ উপর
পরদার করে কেন সংসারভিতর।

জগতের প্রান ধরে দেবতা পবন
বলে ধরি বানরীরে করিল রমন।
কোনকোন দেবতার নাহি পরিবাদ
সভেমাত্র দোষে আমার বাপের অপরাধ।
দেবগন হইতে কত করিল অনাচার
পরদার পাপ নহে পুরুষের ভার।
রাম মানুষ বেটা সে নহে গরিববত
তার স্ত্রী আনেন বাপা কোন অনুচিত।
রাক্ষসকণ্টক মারিয়া হইল কুলের বৈরি
ভাল কৈল মোর বাপ আনিল তার নারী।
অকারনে পুজি আমি অগ্নিশালা
বিপক্ষ দলন বটে নাম নিকুম্ভিলা।
সাক্ষাতে অগ্নি মোর হয় বিদামান
ইন্দ্রজিতার সম্মুখে হয় আগুয়ান।
চারি দ্বারেতে আছে যত সেনাপতি
সকল ঠাট মারিব তার আজিকার রাতি।
এত যদি মায়ের তরে দিল পাতিয়ান
কাছে আসিয়া লক্ষ রাঁড় রহে বিদামান।

সারি দিয়া লক্ষ রাঁড় কহে যোড়হাতে
আমরা বলি শুন কিছু রাক্ষসের নাথে।
আমরা সব আসিয়াছি কিছু বলিবারে
মুখে নাহি সরে কিছু নাহি বলি ডরে।
সৈন্য সামন্ত ছিল আমার স্বামী লোক
যুদ্ধ করিয়া মৈল বড় পাইলাম শোক।
রান্ধিবার বেলা হয় রাঁড় সভার মেলা
যাবৎ না হয়ে রাঁড়ের রন্ধনের বেলা।
ভোজনের কালে সব রাঁড়ের হুড়াহুড়ি
এক রাঁড়ের তরে চাহি দশদশ হাঁড়ি।
তন্ন আইওতে থাকু সভে আশীর্ব্বাদ করি
যুদ্ধে যাহ তুমি আজি জিনি আইস বৈরী।
শূর্পনখা রাণ্ডি দেখ এই তোমার পিশী
রাক্ষসী হইয়া হইল জাতি যে মানুষী।
অতি বড় জানে রাঁড়ী কুলের খাঁখারী
রাক্ষসী হইয়া ইচ্ছে মানুষ ভাতারী।
আপনা না জানে রাঁড়ি পাকিল মাতার কেশ
রামেরে ভাতার করিতে ধরে নানা বেশ।

ভাল করিল লক্ষ্মণ রাঁড়ির দর্প কৈল চুর
নাক কান কাটিল তার দিয়া চোখা ক্ষুর।
কি করিবেন শঙ্কর কি করিবেন পার্ব্বতী
এক রাঁড়ে মজাইল লঙ্কার বসতি।
পার্ব্বতী শঙ্কর নিত্য পুজেত রাবণ
এখন রাখিতে নারেন তাঁরা দুই জন।
এতেক বলিয়া কান্দে বীরভাগের নারী
শ্রাবণের ধারা যেন চক্ষের পানি পড়ি।
রাঁড়ের ক্রন্দনে ইন্দ্রজিতার বিসাদ
রাঁড়েরে প্রবোধ করে কুমার মেঘনাদ।
না কান্দহ রাঁড় সব না করিহ শোক
স্বর্গ ভুবনে গেল তোমার স্বামী লোক।
চারি দ্বার মারিব আমি করিব তাড়নি
সকল রাঁড়ের নিভাইব শোক অগিনি।
এত বলি রাঁড় সবে দিল পাঠিয়ান
মন্দোদরী বলে পুত্র কর অবধান।

সুন্দরে সুন্দর তুমি ত্রৈলোক্যসুন্দর
নয় হাজার দেবকন্যা বিবাহ বিস্তর।
সোনার খাটে শোও পুত্র সোনার আওয়ারী
তোমার সেবা করুক নয় হাজার বহুয়ারী।
মায়ের বচন শুন আমার পীরিতি
আমার বাড়ি পুত্র আজি বঞ্চ সুখরাতি।
মন্দোদরী যত বলে সকরুণ ভাষে
মায়ের কথা শুনিয়া বীর ইন্দ্রজিত হাসে।
যুঝিবারে বাপ মোর দিলেন মেলানি
বাপ কি বলিবেন মোরে এই কথা শুনি।
দুয়ারে কটক আছে যুঝিবার মনে
কোন মুখে স্ত্রী লইয়া থাকিব শয়নে।
অগ্নিশালা আছে মোর নাম নিকুম্ভিলা
তাহাতে যজ্ঞ করিব হইয়াছে বেলা।
অগ্নি পূজিয়া আমি দিবত আহুতি
আজুক শয়নের কাম না দেখি যুবতী।
যাত্রাকালে স্ত্রী ছুইলে বড় প্রমাদ পড়ে
মায়ের ঠাঁই বিদায় হইয়া ইন্দ্রজিত নড়ে।

যজ্ঞ করিতে যায় কুমার ইন্দ্রজিত
যজ্ঞসজ্জা লইয়া রাক্ষস যায় চারিভিত ।
রক্তপাট ভারে২ রক্তচন্দন
রক্ত কুসুমমালা রক্ত উত্তম বসন ।
সরপত্র বোঝা২ ঘৃতের কলসি
কানা ছাগল পালে২ আনিছে রাক্ষসী ।
সরপত্র বিছাইয়া ঢাকিল মেদিনী
মন্ত্র পড়িয়া যজ্ঞে জ্বালিল অগিনি ।
নওয়া কাতান আনিয়া ছাগলেরে কাটে
মন্ত্র পড়িয়া অগ্নির উপরে ফেলে গোটে ।
আতব তণ্ডুল যব আনে পাটিপাটি
ঘৃতে বোবড়াইয়া হতে না রহে একগুটি ।
সাক্ষাতে অগ্নি আসিয়া হইল বিদ্যমান
তুষ্ট হইয়া ইন্দ্রজিতারে দিল বর দান ।
যত বর চাহিল তত বর পাইল সুখে
অগ্নি বন্দিয়া উঠে যুঝিবার মুখে ।
অ ।গু বাড়াইয়া নিল মিঠমিঠা দন্ত
লঙ্কার ভিতর থাকিয়া কেহ না পায় অন্ত ।

দণ্ডক বনেতে রাম করিল সংগ্রাম
চৌদ্দ হাজার রাক্ষস মারিল এক রাম।
চৌদ্দ হাজার রাক্ষস মারে খর দূষণ
লঙ্কায় থাকিয়া বার্ত্তা পাইল রাজাত রাবণ।
তেনমতে তোর বাপের হইবে বংশনাশ
তাহার উপায় কিছু করিনু প্রকাশ।
রত্নমৃগ হয় মারীচ রাবনের তরে
সোনার মৃগ দেখিয়া গেল রামের গোচরে।
রত্নমৃগ রাবন রামেরে দিল ভেট
সীতা লইয়া পলায় রাবন নাহি চায় হেট।
জটায়ু নামে পক্ষিরাজ গরুড়নন্দন
পর্ব্বতে থাকিয়া শুনে সীতার ক্রন্দন।
অনেক দিনের পক্ষিরাজ হইয়াছে জরা
দুই পাক্ষা সুখাইয়া পর্ব্বতে সুখায় ধরা।
সীতার ক্রন্দনের রোল তথা থাকিয়া শুনে
রথের উপর কান্দেন সীতা ত্রাসিত মনে।
আকাশে উড়িয়া পক্ষী সীতার ক্রন্দন শুনে
রাবনের কোলে সীতা করিছে ক্রন্দনে।

দুই পাক্ষা মারিয়া পক্ষী আগুলিল বাট
রাবনেরে গালি পাড়ে মারে পাক্ষসাট।
ঠোটে ছিঁড়িয়া ফেলে সারথির মুণ্ড
দ্বজা পতাকা সব করিল খণ্ডখণ্ড।
মাতার চুল ছিণ্ডিয়া করিল অবস্থা
ভাগ্যে পুন্যে রাবনের রহিল দশ মাতা।
বুড়াকালে পক্ষিরাজ টুটিয়া আইল রন
দুই পাক্ষা কাটিয়া তার পাড়িল রাবন।
পঞ্চ বানর আমরা পর্ব্বতশেখরে
সীতা লইয়া যায় রাবন রথের উপরে।
তখন যদি জানিতাম রাম বিষ্ণু অবতার
সেই দিন তোর বাপে করিতাম সংহার।
সুগ্রীব রাজা রাজ্য পাইল রামের তেজে
প্রানশক্তিতে বানর লাগে রামের কাযে।
অজয় সুগ্রীব রাজা অজয় তার স্কন্ধ
গাছ পাতরে রাজা করিল সেতুবন্ধ।

দুই কূল ছিল সাগর হইল এক কূল
রাক্ষস মারিয়া এখন করিল নির্মূল।
জীবার বাসনা থাকে শুন ইন্দ্রজিত
লঙ্কা থাকিয়া সবান্ধবে হও এক ভিত।
এতেক বলিল যদি নীল বানর
রুষিল ইন্দ্রজিতা রাবনকোঙর।
অস্ত্র ধরিতে না জানিস খাওয়ার আটনি
কোন সাহসে সংগ্রামেতে করিবি গুঠানি।
কাহার বীন খাইস কাহার হইস জাতি
মরিবার তরে কেন যাত্তাস আরতি।
কোপে নাই বলি তোরে বলিয়ে পীরিতি
দেশে পলাইয়া যাহ আজিকার রাতি।
রাম লক্ষ্মন সুগ্রীবে যদি করিস ডর
আমার ঠাঁই পড়িলে আজি যাবে যমঘর।
এত বাক্য বলিলেক রাবনকোঙর
আরবার বলে তারে নীল বানর।
কোন বোলে বলিস বেটা বর্নে বিবর্ন
তোর বিদ্যমানে মার গেল কুম্ভকর্ন।

আগু পাছু না জানিস জাতি নিশাচর
তোর বিদ্যমানে রণে মরে তোর সহোদর।
যত২ রাক্ষস তোর আইল গোটে২
অস্ত্র ধরিতে না জানি হাতেরে না আটে।
তোরে আগে মারিয়া মারিব তোর পিতা
বিভীষনের তরে দিব রাজদণ্ড ছাতা।
এত যদি বলিল তবে নীল বানর
আরবার বলে তারে রাবণকোঙর।
আড়াই দিন রাজা তোর সুগ্রীব বানর
কোন শক্তি আছে তার সংগ্রামভিতর।
লক্ষ্মণ বীর তোর কিসের বাখান
কোন দেশ লুটিল জিনিল কোন স্থান।
গোটাকত রাক্ষস মারিয়া কিসের বাখান
বাণে কাটিয়া তারে করিব দুইখান।
দুর্জ্জয় বীর ইন্দ্রজিত ত্রিভুবন ঘোষে
রাম লক্ষ্মণ দুই বেটা বান্ধিনু নাগপাশে।
একবার বান্ধিনু তাহার বড়াই কিসে
গরুড় আসিয়া মুক্ত করিল সে সব বিষে।

লজ্জা নাই বাসে বেটা তার বড়াই করে
এত যদি ইন্দ্রজিত বলে নীলের তরে।
অগ্নিতে ঘৃত দিলে যেমন উথলে
ইন্দ্রজিত্তার কথা শুনিয়া অধিক জ্বলে।
অস্ত্র শিক্ষার তুই করিস বাখান
রামের এক বাণে বেটা হারাবে পরান।
এত যদি দুই জনে হইল গালাগালি
দুই জনে যুদ্ধ বাজে দোঁহে মহাবলী।
এত বলি ইন্দ্রজিত্তা আকাশে হয় লুকি
মেঘের আড়ে থেকে তবে মেঘনাদ বীর ঝুঁকি।
জাঠি ঝকড়া শেল ফেলে এক ধারা
চতুর্দ্দিগে খসে যেন আকাশের তারা।
হিরার ধারা যেন আপশায় ভাঙ্গি
কোথাং বাণ রাখে কোথা ফেলে টাঙ্গি।
হাত পা ছিন্দিয়া বানর পড়ে কোটিকোটি
গড়াগড়ি যায় বানর কামড়ায় মাটি।
কেহ পলাইয়া যায় ধরিয়া দুই হাত
মরাছলা করি কেহ বাহির করে দাঁত।

ঘর স্মরিয়া কেহ সেতুবন্ধের আলি
দূরে থাকিয়া কেহ সুগ্রীবে দেয় গালি।
রাজ্য কৈল বালি রাজা ইন্দ্রের নন্দন
পালিল বানরগণ পুত্রের সমান।
খাইতে পরিতে বানরের কাল গেল
যুঝিতে বানর না আসিত কোন কাল।
আড়াই দিন সুগ্রীব মাতায় ধরে দণ্ড
ইন্দ্রজিতার বাণেতে পড়িল রাজ্যখণ্ড।
আমার সনে রামের কিসের অনুরোধি
ইন্দ্রজিতার সঙ্গে মোর কিসের বিরোধি
প্রাণে কাতর বানরকটক ইন্দ্রজিতা হাসে
এক দিগের ঠাট পড়ে চক্ষুর নিমেষে।
নীল সেনাপতি বলিয়া ঘন পাড়ে ডাক
সম্বর আমার বাণ পড়ে ঝাঁকেঝাঁক।
এড়িলেক বাণ চলে যমদরশন
জুটিল আমার বাণ মরিবে এখন।
অগ্নিহেন বরিষে পবনের গতি
অদেখা ঘায় ফুটিয়া পড়ে নীল সেনাপতি।

রক্তে নদী বহে ঠাট রক্তেতে সাঁতারে
পর্ব্বতপ্রমাণ বানর আশি কোটিবৃন্দ মরে।
মেঘ সঞ্চারিয়া যায় কুমার মেঘনাদ
দক্ষিণ দ্বারেতে গিয়া ছাড়ে সিংহনাদ।
দক্ষিণ দ্বারেতে তোর কোন বীর জাগে
উত্তর না দেহ কেন দারুণ নিশাভাগে।
কুমুদ নামে বানর ছিল রাত্রি জাগরণে
ডাক দিয়া উত্তর করে মেঘনাদের সনে।
কতকত বানরের করিব বিচার
বানরঘট জাগে সব পর্ব্বত আকার।
অঙ্গদ যুবরাজ জাগে ইন্দ্রের নাতি
মহেন্দ্র দেবেন্দ্র জাগে দুই সেনাপতি।
আহার পানি না খাই নিদ্রা না যাই রাতি
যাবৎ না মরে লঙ্কার অধিপতি।
তোরে আগে মারিয়া মারিব তোর পিতা
বিভীষণে দিব তার রাজদণ্ড ছাতা।
কুপিল যে ইন্দ্রজিতা তাহার বচনে
তারে গালি পাড়ে বীর করিয়া গর্জ্জনে।

আজিকার যুদ্ধে যদি রহেত জীবন
তবে রাজা করিহ রাক্ষস বিভীষন।
যারেং ইন্দ্রজিতা বানুকে বান যোড়ে
লেযাজোযা নাহি ঠাট পড়ে ঘড়ে।
মহেন্দ্র দেবেন্দ্র অঙ্গদ এই তিন জন
অবর্বুদং বানর পড়ে তিন জনার ভিড়ন।
মেঘ সঞ্চারিয়া যায় কুমার মেঘনাদ
ওত্তর দ্বারেতে গিয়া ছাড়ে সিংহনাদ।
ওত্তর দ্বারেতে তোর কোন বীর জাগে
ওত্তর দেহ মোরে দারুন নিশাভাগে।
ধুম্রাক্ষ নামে বীর জিল রাত্রি জাগরনে
ডাকিয়া ওত্তর করে মেঘনাদের সনে।
কতং বানরের নায় লব কোটিং
সুগ্রীব রাজা জাগেন বানর ছত্রিশ কোটি।
আহার পানি না যাই নিদ্রা না যাই রাতি
যাবৎ না মারি মোরা লঙ্কার অধিপতি।
তোরে আগে মারিয়া মারিব তোর পিতা
বিভীষনের ওপরে ধরিব দণ্ড ছাতা।

কুপিল ইন্দ্রজিত ধূম্রাক্ষের বচনে
ধূম্রাক্ষেরে গালি পাড়ে করিয়া গর্জ্জনে।
আজিকার যুদ্ধে যদি রহেত জীবন
তবে রাজা করিহ রাক্ষস বিভীষণ।
নানা অস্ত্র ফেলে বীর কুম্ভকার বরে
কুম্ভ অস্ত্র ফেলে ফুটিয়া বানর সব মরে।
সেনাপতি পড়িল রাজ্যের চূড়ামণি
আনের কায থাকুক সুগ্রীব পড়িল আপনি।
রক্তে নদী বহে ঘাট রক্তেতে সাঁতারে
ছত্রিশ কোটি বানর পড়ে উত্তর দ্বারে।
মেঘ সঞ্চারিয়া যায় কুমার মেঘনাদ
পশ্চিম দ্বারে গিয়া ছাড়ে সিংহনাদ।
পশ্চিম দ্বারে তোর কোন বীর জাগে
ইন্দ্রজিতা যুদ্ধ মাগে দারুণ নিশাভাগে।
ডাকিয়া হনুমান বলে শুন ইন্দ্রজিত
রাম লক্ষ্মণ জাগে জগতে পূজিত।
সুষেণ জাম্বুবান জাগেন যুদ্ধের সাগর
আমি হনুমান জাগি বড়ং বানর।

তোরে আগে মারিয়া মারিব তোর পিতা
বিভীষনের ওপর ধরিব দণ্ড ছত্তা।
রাবন মারি বিভীষনে করিব অধিকারী
কেলি করিতে দিব রানী মন্দোদরী।
কুপিল ইন্দ্রজিতা হনুমানের বচনে
হনুমানে গালি পাড়ে বিবিধ গর্জ্জনে।
অজিকার যুদ্ধে যদি রহেত জীবন
তবে রাজা করিহ রাক্ষস বিভীষন।
আকাশে থাকিয়া করে বান বরিষন
জর্জ্জর করিয়া বিন্ধে শ্রীরাম লক্ষ্মন।
রামের গায়ে বান পড়ে তাহা নাই মনে
সহসহ বলিয়া বলেন ভাইত লক্ষ্মনে।
শুচিমুখ বান এড়ে ঘোর দরশন
শুচিমুখ বান ফুটিয়া পড়িল লক্ষ্মন।
লক্ষ্মনে পাড়িয়া বীর রামের পানে চাহে
লাক্ষেলাক্ষে বান মারে রঘুনাথের গায়ে।

শুকপা অৰ্দ্ধচন্দ্ৰ দুই বাণের নাম
দুই বাণ ফুটিয়া পড়িল শ্রীরাম।
রক্তে নদী বহে ঠাট রক্তেতে সাঁতারে
অৰ্বুদ কোটি বানর পড়িল পশ্চিম দ্বারে।
চারি দ্বার জিনিলেক রাজ্যের কারণ
বাপ সম্ভাষিতে যায় গীত নাচন।
আগে বাড়াইয়া পড়ে চন্দনের ছড়া
তাহার উপরে পড়ে পাটের পাছড়া।
হাতেক পর্য্যন্ত পড়ে পুষ্প পারিজাত
তাহার উপর পথ সুগন্ধি বহে বাত।
বাপের আগে দাণ্ডাইল দেব অবতার
বাপের চরণে মাথা লোটায় তিনবার।
রাম লক্ষ্মণ সুগ্রীবেরে আর নাই ডর
সীতা লইয়া কেলি কর লঙ্কার ভিতর।
হরিষে যুদ্ধের কথা মেঘনাদ কহে
কোলে করিয়া রাবণ রাজা চুম্ব দিল তাহে।
রাজপ্রসাদ দিল তারে নানা অলঙ্কার
বিলাবারে দিল দশ তারে ভাণ্ডার।

সকল ভাণ্ডার দিল বিলাবার ছলে
দেবকন্যা লইয়া রহিল কুতুহলে।
চারি দ্বারে ঠাট পড়িল শ্রীরাম লক্ষ্মণ
রক্ষা পাইল হনুমান আর বিভীষণ।
অজয় অমর আর দুই বীর ব্রহ্মার বরে
দুই বীর রক্ষা পাইল এত মন্বন্তরে।
বানর সব চাহিয়া বেড়ায় চারি দ্বারে
মরিল সকল বানর রাত্রের ভিতরে।
সুগ্রীব রাজা পড়িয়াছে সকল রাজ্যখণ্ড
ছত্রিশ কোটি বানরের গড়াগড়ি যায় মুণ্ড।
দক্ষিণ দ্বারে পড়িয়াছে অঙ্গদের থানা
মহেন্দ্র দেবন্দ্র তথা প্রধান দুই জনা।
পূর্ব্ব দ্বারে পড়িয়াছে নীল সেনাপতি
আশি কোটি বানর পড়িয়াছে সংহতি।
পশ্চিম দ্বারে যে তবে গেল দুই জন
রাম লক্ষ্মণ পড়িয়াছেন হইয়ে অচেতন।
চারি দ্বার বেড়াইয়া দেখিল দুই জনে
কোটি২ বানর পড়িয়াছে ইন্দ্রজিতার রণে।

হাতে দেওটি করিয়া দেখে জাম্বুবান
চক্ষু মেলিতে নারে বুড়া করিয়াছে ধ্যান।
হনুমান বলে তুমি হইয়াছ কাতর
সুগ্রীবের কুশল তুমি কহত সত্বর।
জাম্বুবান বলে মোর বুকে লক্ষ বাণ
চক্ষু মেলিতে নারি বুকে ধরে টান।
অনুমানে জানি আমি তুমি বিভীষণ
বিভীষণ আসিয়াছ আমাসম্ভাষণ।
ধার্ম্মিক পণ্ডিত তুমি লোকবৎসল
হনুমান বীরের তুমি কহত কুশল।
বাপ পবন তার মাতাত অঞ্জনা
হেন জন থাকিতে পাই এতেক যন্ত্রণা।
বিভীষণ বলে তুমি বুদ্ধে বৃহস্পতি
ইন্দ্রজিতার বাণে তোমার জন্ম হইল যতি।
সুগ্রীব রাজা পড়িয়াছে অঙ্গদ ইন্দ্রের নাতি
রাজার তরে বুড়া তোর নাহি অবগতি।
রাম লক্ষ্মণ পড়িয়াছে জগতে বাখান
হেন সময় নাহি চিন্ত রামের কল্যাণ।

এবেসে জানিলাম বুড়া তোমার চরিত
হনুমান বিনা তোমার কেহ নহে মিত।
জাম্বুবান বলে আমি বুদ্ধে নাহি ঘাটি
হনুমান জীলে সভার জীবন লেঙটি।
অচেতন বানরগুলা আছে বা না আছে
এতেক জানিয়া বার্ত্তা হনুমানে পুছে।
বিভীষন বলে তুমি ব্রহ্মজ্ঞানী
তোমাসম্ভাষনে আসিয়াছি হনুমান আমি।
হনুমান করিল তার চরণ বন্দন
জাম্বুবান তার তরে বলে ততক্ষণ।
চারি দ্বারে ঠাট পড়িয়াছে শ্রীরাম লক্ষ্মণ
তুমি ঔষধি আনিলে জীয়ে সভার জীবন।
সাগর তরিয়া তুমি আকাশে কর গতি
হিমালয় পর্ব্বতে হইল যাহার উৎপত্তি।
দক্ষিনে ঔষধি উত্তরে পর্ব্বত কৈলাশ
দুই পর্ব্বতের মাঝে ঔষধের বাস।

ঔষধি পর্ব্বতে আছে ঔষধি চারি জাতি
অন্ধকার আলো করে ঔষধের জ্যোতি।
বিশল্যকরণী ঔষধি সর্ব্ব লোকে জানি
দ্বিতীয় ঔষধি তাহে অস্থিসঞ্চারিণী।
তৃতীয় ঔষধি তাহে রক্তসঞ্চারিণী
চতুর্থ ঔষধি তাহে মৃত্যুসঞ্চারিণী।
চারি গাছ ঔষধি আনহ রাতারাতি
ঘুষিবারে থাকুক তোমার এয়োতি।
এত বলি জাম্বুবান দিলেন মেলানি
ঔষধি আনিতে বীর করিল ওঠালি।
ওড লেজ করিয়া সারিল দুই কান
এক লাফে আকাশে উঠিল হনুমান।
এক লাফে হনুমান সাগর হইল পার
শরাগোটা হেন দেখে সকল সংসার।
নদ নদী কন্দর বীর তরিল সকল
দেওল বেহার এড়াইল মহাবল।
নানা তীর্থ এড়াইল মুনির বসতি
বার বৎসরের পথ যায় এক দণ্ড রাতি।

ঔষধি আনিতে যায় ঔষধের স্থানে
চিহ্ন পাইয়া হনুমান রহিল সেইখানে।
শেখরেং চাহে পবননন্দন
চারি গাছ ঔষধি হইল অদর্শন।
চারি গাছ ঔষধি যদি হইল অদর্শন
ভাবিয়া চিন্তিয়া বৈশে পবননন্দন।
বান খাইয়া অচেতন বুড়া বয়সে
বুদ্ধি হারাইয়া পাঠায় ঔষধি উর্দ্দিশে।
পর্ব্বত উকটিয়া আমি করিলাম পাতিপাতি
এক জাতি ঔষধি নাই বলে চারি জাতি।
বুদ্ধের সাগর হনুমান বিচারে পণ্ডিত
সাত পাঁচ ভাবিয়া বীর সম্বরিল চিত।
বুহ্মার পুত্র ভালুক নানা গুণশালী
ঔষধি লুকাইয়া পর্ব্বত মোরে করে টোলি।
আইসহং বলি পর্ব্বত মহাবীর
আমারে সে বলিহ হনুমান বানর।
হাস পরিহাস কর না জানহ ভালে
উপাড়ি পর্ব্বত তোরে ফেলি সাগরের জলে।

চারি দ্বারের ঠাট পড়িয়াছে রায়ের বিনাশ
হেনকালে পর্ব্বত মোরে কর উপহাস।

ব্রহ্মা সৃজিল তোরে শুন পর্ব্বত মহীধিরে
তুমি মোরে না করিহ আন
তুমি হইলে অভাজন যশেতে না দিলে মন
রাম লক্ষ্মণের না চিন্তিলা সম্মান।
শুন পর্ব্বত বলি আমি টোল না করিহ তুমি
পড়িয়াছে শ্রীরামের কটক
পড়িয়াছে লক্ষ্মণ আদি সুগ্রীব অঙ্গদ আদি
পড়িয়াছেন রাম বংশের তিলক।
ঔষধি দেহ চারি জাতি কটক জীয়াই রাতি
মোর ঠাঁই তবে হবে সুখী
রঘুনাথে ভর উপাক্ষ তুমি কিসে পাবে রক্ষ
পর্ব্বত হইয়া যশ নাই দেখি।
শ্রীরামের আমি দাস মোরে কর উপহাস
আপন দোষে হইবে বিনাশ

হনুমানে পর্ব্বত ভাঙ্গে ওপাড়িয়া করে মুণ্ডে
নাচাড়ি রচিল কীর্ত্তিবাস।

এক শত যোজন পর্ব্বত ওভেতে দীর্ঘল
হেন পর্ব্বত ওপাড়ে হনুমান মহাবল।
দুই হাতে ওপাড়িয়া পর্ব্বতে দিল নাড়া
চল্লিশ যোজন ওঠে পর্ব্বতের গোড়া।
অনেক গাছ ছিঁড়ে অনেক ছিঁড়ে লতা
নানা পশু পলায় পলায় গজমাতা।
নানা বর্ণে সর্প পলায় মাতায় মনি জ্বলে
পর্ব্বত লইয়া ওঠে বীর গগনমণ্ডলে।
মাতায় পর্ব্বত করিয়া বীর ওঠেত আকাশে
হেনকালে দেখে বীর পূর্ব্ব দিগ প্রকাশে।
রাত্রি প্রভাত হইল সূর্য্যের ওদয়
দেখি হনুমান বীর পাইল বড় ভয়।
মাতায় পর্ব্বত বীরের গেল সূর্য্যের ঠাঁই
যোড়হাতে বলে হনু শুন হে গোঁসাঞি।

হনুমান নাম মোর জানে সর্ব্ব জন
ক্ষনেক অবধান কর কশ্যপনন্দন।
রাম লক্ষ্মন দুই ভাই বিষ্ণু অবতার
বাপের সত্যেতে রাম ত্যজেন রাজ্যভার।
রামের সীতা হরিয়া আনিল রাবন
রাম রাবন দুই জনে বিস্তর হইল রন।
সুগ্রীব রাজা পড়িয়াছে বানর অপার
মারিয়া গেল ইন্দ্রজিতা চারি দ্বার।
আপনি জানহ রাম বিষ্ণু অবতার
হেন রামের তরে তুমি কর উপকার।
ক্ষনেক বিলম্ব কর বিরিঞ্চি নারায়ন
যাবৎ জীয়াই আমি শ্রীরাম লক্ষ্মন।
সুগ্রীব রাজা জীয়াই অঙ্গদ সেনাপতি
সকল বানর যাবৎ না পায় অব্যাহতি।
মরিবে বানরকটক তোমার আকর্ষে
রাম লক্ষ্মন মরিবেন তোমার প্রকাশে।
যত বলে হনুমান না শুনে দিবাকর
সুর্য্যের উদয় দেখিয়া কুপিল বানর।

যত বোল বলি সূর্য্য নাহি শুনে কানে
হেন সূর্য্য বৃথা আমি রাখি কারণে।
রাম যদি পড়িলেন রাক্ষসের যুদ্ধে
রাম নাহি মানে সূর্য্য করি অল্প বুদ্ধে।
এতেক যদি বলে হনুমান মহাবলী
রথে হইতে সূর্য্য লইয়া থুইল কক্ষতলি।
সাতায় পর্ব্বত লইয়া সাগর হইল পার
পর্ব্বত লইয়া বীর থুইল পশ্চিম দ্বার।
চারি গাছ ঔষধি তারে দিল দরশন
লজ্জিত হইয়া ঔষধি ভাবে মনেমন।
চারি গাছ ঔষধি দেখে রামের বিনাশ
লজ্জা পাইয়া তারা করেন আপন প্রকাশ।
চারি গাছ ঔষধি বীরে আপন মুরতি
সংসার আলো করে ঔষধের জ্যোতি।
বিশল্যকরনির নাকে লাগে ঘ্রাণ
মরিয়া ছিল যত বানর পাইল প্রাণ দান।
অস্থিসঞ্চারিনির গায় দিল ছড়া
কাটা গেল হাত পা লাগে আসি যোড়া।

মৃত্যুসঞ্চারনা নাম নাকের ভিতর চুকে
চারি দ্বারের বানরকটক ওঠে ঝাঁকেং।
সুবর্ণকরনী নাম পরানের গতি
বানরকটক সুন্দর হইল যেন দেবমুরতি।
নিদ্রা হইতে ওঠে যেন নিদ্রিত জন
মহাপুরুষ ওঠিলেন শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
চারি দ্বারের বানর ওঠে দিয়া গাঝাড়া
হনুমান দেখিয়া সভে হস্ত কৈল যোড়া।
তোমার বড় বীর আর ত্রিভুবনে নাই
তোমার প্রসাদে সভে যেলে প্রাণ পাই।
রাম বলেন তোমার বোলে আমার চমৎকার
প্রসাদ দিতে প্রসাদ নাই বারি তোমার বীর।
এক প্রসাদ দিতে পারি লহ আলিঙ্গন
হনুমানে কোল দিল শ্রীরাম লক্ষ্মন।
অনাহারে বানরকটক ঘুরিয়া বিকল
আপন ইচ্ছায় দাঁদড়ে পর্ব্বতের ফুল ফল।
ফল ফুল খাইয়া বানর বড় কৈল পেট
নড়িতে চড়িতে নারে চাহিতে নারে হেট।

কত সেনাপতি গেল রামের বিদ্যমান
পর্ব্বত লইয়া থুক হনু পর্ব্বতের স্থান।
শ্রীরামের আজ্ঞায় বীর চলিল সত্বর
পর্ব্বত লইয়া ওঠে বীর গগনমণ্ডল।
সাগর পার হয় যেন খালি আর জুলি
রাত্রের ভিতর পর্ব্বতে থুইল মহাবলী।
বানরকটক লইয়া বসিয়াছেন রঘুনাথ
রামের আজ্ঞায় রহে বীর যোড়হাত।
রামের চরণে বানর করে পুটাঞ্জলি
সূর্য্যের কিরন রাম দেখেন কক্ষতলি।
রাম বলেন শুন বলি পবননন্দন
তোমার শরীরে কেন সূর্য্যের কিরন।
হনুমান বলে গোঁসাঞি কর অবগতি
ঔষধি আনিতে গেলাম দুই পুহর রাতি।
ঔষধি না পাইয়া পর্ব্বত আনিনু সহসে
হেনকালে দেখি পূর্ব্ব দিগ পুকাশে।

সূর্য্যকে বলিলাম গোঁসাঞি কর অবিরাম
তোমার বংশে পড়িয়াছেন ঠাকুর শ্রীরাম।
তোমা লইয়া যাই পর্ব্বতশেখর
রাম লক্ষ্মণ আছেন আর সকল বানর।
যত বলিলাম না শুনিল দিনপতি
আনিলাম সূর্য্য গোঁসাঞি না পোহায় রাতি।
শুনিয়া রামের তরে লাগে চমৎকার
রাত্রি না পোহায় এই হেতু অন্ধকার।
তোমার বিক্রম দেখি আমার লাগে ভয়
এড়িয়া দেহ সূর্য্য গিয়া করুন উদয়।
সূর্য্যের উদয় হইলে অন্ধকার প্রকাশ
তোমার প্রসাদে হইল অন্ধকার নাশ।
রামের বচনে হনুমান বীর হাসে
এড়িয়া দিল সূর্য্য গিয়া উঠিল আকাশে।
মিথ্যা হইল যত যুদ্ধ করিল ইন্দ্রজিত
কীর্ত্তিবাস রচিল লঙ্কার অদ্ধেক গীত।

রামজয় বলিয়া বানর ডাকে সিংহনাদে
লঙ্কার ভিতর রাবন গনিল প্রমাদ।
যত রাক্ষস পড়ে মোর না জীয়ে এক জন
বারে২ মরিয়া উঠে শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
হেন তার যুদ্ধে মোর কোন প্রয়োজন
কপাট দিয়া প্রান রাখি প্রান বড় ধন।
লঙ্কার ভিতর আসিতে বানর না পায় বাট
লঙ্কার চারি দ্বারে দেহ লোহার কপাট।
রাবনের আজ্ঞা যদি পায় বীরভাগে
লঙ্কার চারি দ্বারে লোহার কপাট লাগে।
পাতরের তসলা দিয়া কপাট দিল আঁটি
আছুক অন্যের কাম বায়ুর নাহি গতি।
পাঁচ দিন কপাট দিল কপাট নাই মেলে
হেন বেলা সুগ্রীব রাজা হনুমানে বলে।
সুগ্রীব বলেন হনুমান শুনহ সম্বাদ
কপাট দিয়া রহিল রাবন গনিয়া প্রমাদ।
কপাট দিয়া রহে রাবন লাজ নাহি বাসে
সকল বানরে অগ্নি দেহ লঙ্কার আওয়াসে।

একে চায় আরে আজ্ঞা পায়েত বানর
একে২ প্রবেশ করে লঙ্কার ভিতর।
একেক বানরের হাতে দুই২ ওজ্জ্বল
অগ্নি দিয়া পোড়ায় রাক্ষসের চালেচাল।
অর্দ্ধেক স্ত্রী পুরুষের গায়ের গেল চাল
রাক্ষস বলে বানর হইয়া আইল কাল।
লেজে ঘড়াইয়া ফেলে রাক্ষসে অগ্নির ওপর
ছোট বড় রাক্ষস পুড়িয়া মরিল বিস্তর।
যুবক রাক্ষস সব স্ত্রী লইয়া কোলে
বানরে অগ্নি দেয় সেই ঘরের চালে।
স্বামী এড়িয়া স্ত্রী সব পলায় ওড রঙ্গে
ঝাঁপ দিয়া কেহ গিয়া জলের ওপর পড়ে।
লঙ্কার ভিতর যত দীঘী আর পুখরী
অগ্নির ডরে পড়িছে লঙ্কার যত নারী।
সুন্দরী স্ত্রীর মুখ চন্দ্রহেন জ্বলে
সেই সরোবরে যেন ফুটিল কমলে।
দূরে থাকিয়া দেখে তাহা হনুমান বানর
মাত্তার ওপর ফেলিমারে গাছ পাত্তর।

ত্রাসে ডুব দেয় কন্যা পানির ভিতরে
ফাঁফর হইয়া পানি খাইয়া সব মরে ॥
দাণ্ডাইয়া রঙ্গ দেখে যতেক বানর
রত্ননির্ম্মিত ঘর দেখিতে সুন্দর ।
লেখাজোখা নাই যত পোড়ে লঙ্কার ঘর
হরিষেতে রঙ্গ দেখে যতেক বানর ।
খাটপাট পোড়া যায় আর চতুর্দ্দোল
শ্বেত নেত পোড়া যায় আর পড়া টোল ।
কৌতুকে রাবণ রাজা ময়ূর পক্ষী পোষে
লেজ পোড়া গেল এখন যেকয় বীরে কিসে ।
বানরকটক গাছ পাতর ফেলে ঝাঁকে২
ভিতর বাহিরে লঙ্কা মজে কুম্ভীপাকে ।
দেখিয়া সুগ্রীব রাজা হরিষ হইল মনে
ডাক দিয়া বলে বানর শুন সাবধানে ।
যে দ্বারে রাক্ষস আসিয়া দিবেক বাড়ি
তার মুখে জ্বালিয়া দিবা জ্বলন্ত দেওড়ি ।

যে রাক্ষস আসিবে যে ছাড়িবে তারে বাট
আমার হাতে তার সবংশে যাবে কাট।
চারি দ্বারে রহে বানর হাতেতে দিওড়ি
যে রাক্ষস আইসে তার পোড়ায় গোঁফ দাড়ি।
রাক্ষসের অবস্থা দেখিয়া বানরগণ হাসে
লঙ্কাকাণ্ডে লঙ্কা পোড়া গায় কীর্ত্তিবাসে।

রাবণ বলে রণে গেলে হারাব পরাণ
কপাট দিয়া রহিনু তবু নাহিক এড়ান।
কপাট দিয়া পুড়িয়া মরি যুদ্ধ করিনু সার
যুঝিবারে দুই কুমার হইল আগুসার।
কুম্ভ নিকুম্ভ কুম্ভকর্ণের নন্দন
যাহার ডরে ইন্দ্র যম কাঁপে সর্ব্বজন।
রাবণ বলে তোমরা শুনহ দুই ভাই
ত্রিভুবন পরাজয় তোমাসভার ঠাই।
তোমাসভার সম্মুখে যুঝিবে কোন জন
হাতে গলায় বান্ধিয়া আন শ্রীরাম লক্ষ্মণ।

রাজার আজ্ঞা পাইয়া সাজন রথে চড়ে
হাতী ঘোড়া ঠাট কটক নড়ে ঘড়েং।
কটকের পদভরে কাঁপেড মেদিনী
দুই ভাইয়ের ঠাট চলে তিন অক্ষৌহিনী।
ধূলায় অন্ধকার চলে রাক্ষস বীর
কপাট ভাঙ্গিয়া ঠেলাঠেলি হইল বাহির।
রাক্ষস বানরে যুদ্ধ হইল বিস্তর
কটক কটকে যুদ্ধ পাড়ল সকল।
ভঙ্গ দিয়া চতুর্দ্দিগে পলায় রাক্ষসগন
কুম্ভ বীরের ঠাঁই গিয়া পশিল শরন।
কুপিল কুম্ভ বীর ধাইয়া আইসে রনে
কুম্ভ বীরে দেখিয়া পলায় বানরগনে।
মহেন্দ্র দেবেন্দ্র অঙ্গদ রোষে তিন জন
কুম্ভ বীরের ওপরে করে গাছ বরিষন।
কুম্ভ বীর বান এড়ে পূরিয়া সন্ধান
তিন বীরের গাছ পাতর করে খানং।
কুম্ভ বীর বান মারি পর্ব্বত ফেলে কাটি
ফুটিল মহেন্দ্র বীর করে ছটফটি।

তাই কাতর দেখিয়া দেবেন্দ্র দুঃখিত
দশ যোজন পাতর আনিল আচম্বিত।
কুম্ভ বীর বাণ মারে অতি বিস্তরিত
ফুটিল দেবেন্দ্র বীর হারাইল সম্বিত।
মহেন্দ্র দেবেন্দ্র বানর যায় গড়াগড়ি
গাছ পাতর এড়ে অঙ্গদ হাতের তড়বড়ি।
কুম্ভ বীর বাণ মারে পর্ব্বত সব কাটে
সন্ধান পুরিয়া মারে অঙ্গদের ললাটে।
মাতা ফুটিয়া অঙ্গদের রক্ত পড়ে ধারে
বাণ খাইয়া অঙ্গদ পড়িল ফাঁফরে।
রঘুনাথের আগে কহে তিন বীরের কথা
শুনি রঘুনাথ মনে পাইল বড় ব্যথা।
ঋষভ কুমুদ আর মন্ত্রী জাম্বুবান
তিন সেনাপতিরে রাম করিল সম্বিধান।
রামের আজ্ঞায় চলে তিন সেনাপতি
গাছ পাতর ফেলিয়া ছাইল বসুমতী।
কুম্ভ বীর বাণ মারে পুরিয়া সন্ধান
তিন বীরের গাছ পাতর করিল খান২।

গাছ কাটা গেল কুম্ভ বীরের বানে
তিন বীর ভঙ্গ দিল যুঝে না পাড়ে রনে।
বড়২ বানর আইসে বড় করিয়া বুক
কুম্ভ বীর দেখি কেহ নহেত সম্মুখ।
যে আইসে সে পলায় রনে নাহি রহে
কুম্ভ বীরের যুদ্ধ সুগ্রীব রহিয়া চাহে।
কুপিল সুগ্রীব রাজা সূর্য্যের প্রতাপ
ঝনঝনায় শব্দ যেন করে বীরদাপ।
কুপিয়া সুগ্রীব রাজা আইসে রড়ারড়ি
দুই চক্ষু জ্বলে যেন জ্বলন্ত দিওড়ি।
কুম্ভ বলে সুগ্রীব পলাস বনে ডালে
এতেক বিক্রম তোর না ছিল কোন কালে।
সুগ্রীব বলে বিবাদ না ছিল কার সনে
আমার বিক্রম না জান এইসে কারনে।
তোর ওপর আজি মোর রনের পরিক্ষা
মোর ঠাঁই পড়িলে আজি তোর নাই রক্ষা।
আগে মোরে হানহ তবে বুঝিব বিক্রম
তোর ঘা সহিয়া তোরে দেখাইব যম।

কষিল কুম্ভ বীর ধনুকে বাণ যোড়ে
লাফ দিয়া সুগ্রীব তার রথের উপর চড়ে।
ধনুকখান নিতে চাহে ঝাকরিতে নারি
রথে হইতে কুম্ভ বীর সুগ্রীবেরে ফেলি।
আছাড় খাইয়া সুগ্রীব হইল অচেতন
চৈতন্য পাইয়া বীর বলে ততক্ষণ।
তোর বাপের আঠাগাছ ধরিলাম বাম হাতে
তোর হাতের ধনুকখান না পারি ঝাকিতে।
বাপের সমান বীর রনে বড় গনি
ইন্দ্রজিতসমান তোরে ধনুকে বাখানি।
কুম্ভ বলে ধনুক বাখানিস ধনুক আমি এড়ি
সুদ্দু হাতে তোমায় আমায় মল্লযুদ্ধ করি।
অস্ত্র এড়িয়া দুই জনে বাজে হুড়াহুড়ি
হুড়াহুড়ি এড়িয়া দুই জনে জড়াজড়ি।
কেহ কারে জিনিতে নারে দুই জন সোসর
দুই জনে মল্লযুদ্ধ করে দুই প্রহর।
কুম্ভ বীরে সুগ্রীব চাপিয়া ধরে কোলে
দশ প্রহরের পথ টানিয়া ফেলে জলে।

সাগরে পড়িয়া বীর করেত আস্ফাল
মৎস্য কুম্ভীর জলজন্তু করে তোলপাড় ।
কুম্ভ বীরের আস্ফালনে কেহ নাই আঁটে
ত্রাস পাইয়া সাগর দেখা দিল মাটি।
মাটিতে পা দিয়া পাহাড়ে দিল লাফ
কুম্ভ বীরে দেখিয়া সুগ্রীবে লাগে কাঁপ ।
আরবার দুই জনে যুঝাল বিস্তর
আঁচড়ে কামড়ে দুই জন হইল জর্জ্জর ।
কুম্ভ বীরে ধরিয়া সুগ্রীব মারিল আছাড়
মাতার খুলি ভাঙ্গিয়া চূর্ণ হৈল হাড় ।
দেখিল সুগ্রীব রাজা হরিষ অন্তর
ক্ষষিল নিকুম্ভ বীর কুম্ভের সহোদর।
নিকুম্ভের মুষল বজ্রের সোষর
সুগ্রীবেরে রোষে কুম্ভকর্ণের কোঙর।
হাতে মুষল করিয়া বীর আইল রণস্থলে
যজ্ঞ কুণ্ডের অগ্নি যেন ঘৃত দিলে জ্বলে।
দেখিয়া নিকুম্ভের বিক্রম পরিচ্ছদ
ত্রাস পাইয়া সুগ্রীব হইল নিঃশবদ।

ত্রাস পাইয়া সুগ্রীব রাজা হইল আগুয়ান
সুগ্রীবেরে পাছু করি আগু হইল হনুমান।
সেবক থাকিতে তোর রাজার সনে রণ
তোমায় আমায় যুঝি মরে কোন জন।
নিকুম্ভ বলে তোরে পাইলে আনে নাই চাহি
মোর চাঁই পড়িলে ঘরপোড়া আজি যাবি কহি।
এত যদি দুই জনে হইল গালাগালি
দুই জনে যুদ্ধ বাজে দোঁহে মহাবলী।
নিকুম্ভের মুষল যেন বজ্রসোসর
হনুমানের মাথায় মারে লোহার মুদ্গর।
বজ্র শরীর বীরের বজ্রনির্ম্মাণ
গায়েতে ঠেকিয়া মুষল হইল দুইখান।
হনুমান বলে তোর ঘা গেল রসাতল
মোর ঘা সহ রে বেটা বুঝি তোর বল।
কোপে হনুমান বীর পাসরে আপনা
বজ্র চাপড় মারে যেন পড়িল ঝনঝনা।
চাপড় খাইয়া নিকুম্ভ বীর হইল অস্থির
হনুমানে নিকুম্ভ বলে তুমি বড় বীর।

তোর ঘা সহিনু বেটা বুঝিনু তোর বল
মোর চাঁই পড়িলে আজি যাবে রসাতল।
হনুমানের পানে বেটা চাহে এক দৃষ্টে
হনুমানের কাঁকালে মারে বজ্র মুষ্টে।
কাঁকালেতে ব্যথা পাইয়া হনু অচেতন
হনু কোলে লইয়া যায় ভেটিতে রাবণ।
গড়ভিতর প্রবেশ করে পরম হরিষে
বানর দেখিতে লঙ্কার স্ত্রী পুরুষ আইসে।
বিদ্যুৎ নিকুম্ভ বীর সভে বলি
ঘরপোড়া বানরের ভাঙ্গিল কাঁকালি।
সুগ্রীবে বন্দি করিয়াছিল তোর বাপ
ঘরপোড়া বন্দি হইল তোমার প্রতাপ।
ঘরপোড়ার কেবল ঘর পোড়াইতে মন
সাগর ডিঙ্গাইয়া আর হইয়াছে স্খলন।
নিকুম্ভের কোলে থাকি হনুমান শুনে
নিকুম্ভে মারিতে বীর চিন্তে মনে২।

সর্ব্বাঙ্গ বিদারে বীর নখের আঁচড়ে
গায়ের মাংস ফুটি তার ধাঁরে রক্ত পড়ে।
গায়ের জ্বালায় নিকুম্ভ আছাড়িয়া ফেলে
লাফ দিয়া উঠে বীর গগনমণ্ডলে।
অন্তরীক্ষে রহে বীর পবনে করি ভর
নিকুম্ভের কান্ধে চাপে হনুমান বানর।
হাতে চুল ধরিয়া বীর তার মাতা ছিঁড়ি
পড়িল নিকুম্ভ বীর যায় গড়াগড়ি।
মুণ্ড লইয়া ধায় বীর পবনের বেগে
নিকুম্ভের মাতা দেখায় রঘুনাথের আগে।
নিকুম্ভের মাতা দেখি শ্রীরামের হাস
কুম্ভ নিকুম্ভ পড়িল রাবণ পাইল ত্রাস।
রাবণ রাজা শুনিলেক ভাইপোর মরণ
সিংহাসন এড়িয়া রাজা করিছে ক্রন্দন।
দেব দানব যার ডরে করে সদা শঙ্কা
কুম্ভ নিকুম্ভ পড়িল মোর শূন্য হইল লঙ্কা।
চক্ষুর জলে সর্ব্বাঙ্গ তিতিল লঙ্কেশ্বর
খরের বেটা মকরাক্ষে আনিল সত্বর।

রাত্রি দিন তোমার মায়ের ক্রন্দন শুনি
রামে দুঃখ দিয়ে সীতা আনিল আপনি।
তাহার কারণে রামের সঙ্গেতে বিবাদ
রাম লক্ষ্মণ মারিয়া আজি ঘুচাও আপদ।
তারে বলি পুত্র তবে কুল অলঙ্কার
বাপের বৈরী মারি যেবা শোধে ধার।
বাপের বৈরী মার আজি আমার কর হিত
তোমার বিক্রম বাণ ভুবনপূজিত।
রাজার আজ্ঞা পাইয়া সাজন রথে চড়ে
মকরাক্ষের সাজন দেখি দেবতা কাঁপে ডরে।
মকরাক্ষ হইল গিয়া গড়ের বাহির
সিংহনাদ ছাড়ে বীর বড়ই গভীর।
বড় বানর যুঝিতে হইল আগুয়ান
বানর দেখি মকরাক্ষ নাহি যোড়ে বাণ।
পূর্ব্ব দিগে জিজ্ঞাসে খরের নন্দন
কোথা পলাইল তোর শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
নীল বলে মোর ঠাঁই পাও অব্যাহতি
তবে যুদ্ধ করিহ তুমি রামের সংহতি।

তৃনজ্ঞান নাই বীরের দক্ষিন দ্বারে ধায়
গাছ পত্তর লইয়া বানর তার পাছে যায়।
দক্ষিন দ্বারেতে গিয়া ডাকিছে সত্বর
আগু হইয়া কথা কহে বালির কোঙর।
অঙ্গদ আমার নাম বালির নন্দন
এখন পাঠাব তোরে যমের সদন।
মকরাক্ষ বলে তোর রাম লক্ষ্মন কোথা
মোর বাপের বৈরী সে কাটিব তার মাতা।
অঙ্গদ বলে মোর ঠাঁই পাও অব্যাহতি
তবে যুদ্ধ করিহ তুমি রামের সংহতি।
মহাকোপে অঙ্গদ বীর শালগাছ আনে
তৃনহেন নাই গায়ে নিবারিল বানে।
বেগে চালাইল রথ পশ্চিম দ্বার
ডাক দিয়া অঙ্গদ বীর বলে মার২।
গাছ পাত্তর হাতে করি বীর অঙ্গদ নীল
দেখি মকরাক্ষ না চিন্তয়ে এক তিল।
পশ্চিম দ্বারেতে গিয়া ছাড়ে সিংহনাদ
আগু হইল হনুমান দেখিয়া প্রমাদ।

মকরাক্ষ বলে কোথা শ্রীরাম তপস্বী
তার আমায় যুদ্ধ করি বানরে না হিংসি।
সন্ধান পুরিয়া বীর রামে ঘন ডাকে
তাঁর আমার যুদ্ধ করি দেখুক সর্ব্ব লোকে।
যখন বনের ভিতর মারিল আমার বাপ
তখন যদি জানিতাম দেখিতাম প্রতাপ।
মৃগ চাহিয়া বনে বেড়াও ফল আহারী
অনেক দিন চাহিয়া পাইলাম বাপের বৈরী।
যমদ্বারে যাবে রাম আজি আমার বাণে
কাক শৃগালে যেন গায়ের মাংস টানে।
মকরাক্ষের কথা শুনি রঘুনাথ হাসে
যত কিছু বলে রাক্ষস আমা নাহি বাসে।
চৌদ্দ হাজার রাক্ষসে মৈল খর দূষণ
এত রাক্ষস লইয়া তোর বাপের মরণ।
বাপ দেখিতে সাধ বেটা করিলি এত দিনে
বাপে পোয়ে দরশন করাব এখনে।

বড় বোল বলাইস বেটা রণ নাহি জিনি
দেখিয়া সম্বর বাণ এই আমি হানি।
খুরপা বাণ এড়েন রাম ধনুকে দিয়া টান
বাণ কাটিতে মকরাক্ষ যুড়িল সন্ধান।
দুই জনে বাণ বরিষে ধনুকের চটচটি
ঠেকাঠেকি হইয়ে বাণ করে কাটাকাটি।
মকরাক্ষের বাণ যেন তারাহেন ছোটে
তিন লক্ষ বাণ মারে রামের ললাটে।
ললাটে ফুটিয়া বাণের রহিয়া গেল ফলা
রামের শিরে রক্ত যেন রাঙ্গা পদ্মমালা।
আপনা সম্বরিয়া রাম স্থির কৈল বুক
মকরাক্ষের কাটি পাড়ে হাতের ধনুক।
হাতের ধনু কাটা গেল মকরাক্ষ চিন্তে
চক্ষুর নিমেষে আর ধনুক নিল হাতে।
রঘুনাথের উপরে করে বাণ বরিষণ
রাক্ষসের বাণে গিয়া ঢাকিল গগন।
খরের বেটা মকরাক্ষ রণকলা জানে
দশ দিগ জল স্থল ঢাকিল গগনে।

বানে অন্ধকার করি করেত সংগ্রাম
বান ফুটিয়া কাতর হইল শ্রীরাম।
রাম কাতর দেখিয়া বান যোড়েত বিস্তর
সর্ব্বাঙ্গ বিন্ধিয়া রামের করেত জর্জ্জর।
কমল শরীরে রামের নাহি অপকাশ
রাম জিনিনু বলিয়া তাহার হইল হাস।
রামেরে বিন্ধিয়া বেটা করিল অস্থির
মনেং চিন্তেন বেটা বাপে হইতে বীর।
ইহার বাপ মারিলাম চারি দণ্ড রনে
তিন প্রহর হইল বেটা যুঝে মোর সনে।
সন্ধান পুরিয়া বান আড়েন রঘুনাথে
বানে অন্ধাকর হইল না পায় দেখিতে।
রনপণ্ডিত রাম নানা শিক্ষা আছিসে
চক্ষুর নিমেষে এড়েন বান দশ দিগ প্রকাশে।
দেখিয়া এড়েন বান তারাযেন ছোটে
মকরাক্ষের হাতের ধনুক পুনরপি কাটে।
হাতে তুলি মকরাক্ষ লইল বজ্র জাঠি
দেব দানব ত্রিভুবন যার এক দৃষ্টি।

এড়িলেক তালগাছ তারাযেন ছোটে
সেই তাঠায় রঘুনাথ চারি বানে কাটে।
তালগাছ কাটা গেল শেল আছে ভাঁড়া
এড়িলেক শেলপাট দিয়া বাহনাড়া।
দশ দিগ আলো করিয়া আইসে শেলপাট
ঐষিক বান মারেন রাম শেল গেল কাট।
হাতে অস্ত্র নাই বীর মকরাক্ষ রোষে
বজ্র মুষ্টি লইয়া রাম মারিতে আইসে।
মুষ্টি লইয়া আইসে তায় বিধাতা পাঘণ্ডি
মকরাক্ষ মারিতে রাম অগ্নি বান এড়ি।
হাসিতে২ রাম অগ্নি বান এড়ে
অগ্নি বানে পুড়িয়া বেটা ভস্ম হইয়া উড়ে।
ভগ্নপাইক কহে গিয়া রাবনগোচর
মকরাক্ষ পড়িল বার্ত্তা শুন লঙ্কেশ্বর।
শোকের ওপরে শোক রাবন চিন্তিত
যুঝিবারে আনিল কুমার ইন্দ্রজিত।
যত রাক্ষস পাঠাই আমি যুঝিবার মনে
বাহড়িয়া যত নাই আইসে রামদরশনে।

যতবার পাঠাই তোমা যুঝিবার তরে
রণজয় করিয়া তুমি আইস বারেবারে।
রাম লক্ষ্মন দুই বেটা বান্ধিলে নাগপাশে
মরিয়া ছিল দুই বেটা জীল পুনরবাসে।
চতুর্দ্দিগ চাপিয়া কৈলা বান বরিষন
চারি দ্বার মারিয়া ছিলে শ্রীরাম লক্ষ্মন।
ভাগ্যে ছিল তাহার বানর হনুমান
মরিয়াছিল বানর দিল প্রান দান।
তোমার সংগ্রামে কার নাহিক নিস্তার
কতবার রামেরে করিয়াছ সংহার।
আরবার গিয়া তুমি রনে দেহ হানা
রাক্ষস্ত্রিয়া দেশে যেন না যায় কোন জনা।
বাপের কথা শুনিয়া বীর হইল চিন্তিত
যোড়হাত করিয়া বলে কুমার ইন্দ্রজিত।
বারে২ মারিয়া আসি শ্রীরাম লক্ষ্মন
কোথাও না শুনি মৈলে পায়েত জীবন।
মরিয়া থাকে রাম লক্ষ্মন জীয়ে বারবারে
হেন রাম কেমনে করিব সংহারে।

তোমার বাক্য বাপা না পারি লঙ্ঘিতে
রাম লক্ষ্মন মরিবেক না লয় মোর চিত্তে।
কতবার আমি গিয়া করিয়াছি জয়
না জানি কোন দিন মোরে হইবে প্রলয়।
ইন্দ্রজিতার কথা শুনিয়া বলিছে রাবন
আগেতে মারিহ তুমি পবননন্দন।
হনুমান বানর সভার দেয়ত জীবন
সভার আগে বধিহ তুমি তাহার জীবন।
আগে যদি মারিলে তুমি পবননন্দন
হনুমান মরিলে জীয়াইবে কোন জন।
যত২ বলে রাবন না লয় তার চিত্তে
বাপের আজ্ঞা ইন্দ্রজিতা না পারে লঙ্ঘিতে।
সারথি সাজিল রথ সংগ্রামে গহন
সংগ্রামের রথখান করিছে সাজন।
বাপের আজ্ঞায় বীর যুঝিবারে নড়ে
হস্তী ঘোড়া রথখান চলিল দড়েদড়ে।
কটকের পদভরে কাঁপিছে মেদিনী
ইন্দ্রজিতার বাদ্য বাজে তিন অক্ষৌহিনী।

বাদ্যভাণ্ড দড়মসা ঢাকে ঘন কাঠি
তোলপাড় করি যায় লঙ্কাপুরীর মাটি।
সৈন্য সামন্ত লইয়া যুঝিবারে নড়ে
হেন কালে ইন্দ্রজিতার মা মনে পড়ে।
মা সম্ভাষিতে যায় পুত্রাঘ বিহনে
যুঝিবার হুড়াহুড়ি তখন পড়ে মনে।
যুঝিবারে চলিয়াছে বাপের অনুরোধে
মা সম্ভাষিতে বীরের হইল বড় সাধে।
উদ্দিশে মায়ের পায় কৈল নমস্কার
মায়ে পোয়ে পুনরপি দেখা নাহি আর।
যজ্ঞ করিতে বসিল কুমার ইন্দ্রজিত
যজ্ঞসজ্জা লইয়া রাক্ষস ধায় চারিভিত।
শরপত্র বোঝা২ ঘৃতের কলস
কাল ছাগল পালে২ আনিছে রাক্ষস।
রক্তচন্দন রক্তকাষ্ঠ বহে রাক্ষসগণ
রক্তকুসুমমালা রক্ত যে বসন।
শরপত্র বিছাইল যজ্ঞের মেদিনী
যজ্ঞ করিতে বীর বসিল আপনি।

মন্ত্র পড়িয়া যজ্ঞকুণ্ড হতে গোটেং
আতব তণ্ডুল যব হতে পৌটেং।
রক্তচন্দন কাষ্ঠ যোবড়াইয়ে দৃতে
তিন লক্ষ রাক্ষস হোমের চারিভিতে।
অগ্নির শব্দ করে যেন মেঘের গর্জ্জন
সত্তরি যোজন অগ্নি পরশে গগন।
তপ্তকাঞ্চন যেন দক্ষিণাবৃত্ত শিক্ষা
মূর্ত্তিমান হইয়ে অগ্নি সাক্ষাতে দিল দেখা।
অগ্নি বলে নিত্য পূজা কর অকারনে
কত বর আমি তোরে দিব রাত্রি দিনে।
ইন্দ্রজিত বলে মোরে দেহ এই বর
রাম লক্ষ্মন মারিয়ে পাঠাই যমঘর।
অগ্নি বলে হেন বর চাহ অকারন
কেমতে মারিবে তুমি রাম নারায়ন।
আপনি বিষ্ণু জন্মিয়াছেন অবতার
সবংশে রাবন মারিয়ে করিবেন সংহার।
মানুষ নহেন রাম আপনি নারায়ন
অনুক্ষন চাহি আমি তাহার চরন।

হেন রাম মারিতে বর কেবা পারে দিতে
আর যজ্ঞের বেলা মোরে না পাবে দেখিতে।
বারেং মারিস রাম জীয়ে বারেং
এত দেখি আইস তুমি যুঝিবার তরে।
অগ্নির কথা শুনিয়া বেটা পাইল তরাস
রথে চড়িয়া ইন্দ্রজিত উঠিল আকাশ।
অগ্নি চলিয়া গেল আপনার দেশ
ইন্দ্রজিত রণে গিয়া করিল প্রবেশ।
রথ সঞ্চারিয়া যায় উপর গগন
পশ্চিম দ্বারে আছেন যথা শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
একবারে যুড়িল সাতাইশ লক্ষ শর
বিন্ধিয়া জর্জ্জর কৈল যতেক বানর।
ঝনঝনা পড়ে যেন বাণের শব্দ শুনি
ইন্দ্রজিত বলিয়া বানর করে কানাকানি।
বানরকটক বলে শুন রঘুনাথ
আজি এড়ান নাই ইন্দ্রজিতের হাত।

[illegible] কাতর হইল বানরগণ
[illegible] ডরে বলেন লক্ষ্মণ।
[illegible] রাক্ষস করহ সংহার
[illegible]তে নাই থাকে রাক্ষসসঞ্চার।
রাম বলেন কত বুদ্ধি চাওয়াল লক্ষ্মণ
কোন অপরাধে সভার বধিব জীবন।
কোন দোষ করিল লঙ্কার যত স্ত্রী
একের অপরাধে সভারে নাহি মারি।
অমর হইল ব্রহ্ম অস্ত্র মারিব রাক্ষসগণ
অন্যের থাকুক কায মরিবেন বিভীষণ।
মেঘের ওপরে বিদ্যুৎ পড়িছে ঘনেঘন
ইন্দ্রজিতার মাতার পাগ দেখিল লক্ষ্মণ।
লক্ষ্মণ বলেন মেঘের আড়ে যুঝে ইন্দ্রজিত
মেঘের মনে বেটারে বিন্ধ অলক্ষিত।
রাম বলেন যুদ্ধ দেখিতে আইসেছে দেবগণ
এমন যুক্তে কেন লইব দেবের জীবন।
দুই ভাইয়ের যুক্তি বেটা শুনিল আকাশে
লঙ্কার ভিতর যজ্ঞস্থানে সাম্ভায়া ত্রাসে।

লঙ্কার ভিতর বসিয়া যুক্তি করিল সার
বদ্যুৎজিহ্বা নিশাচরে পাড়িল হাকার।
তোরে বলি বিদ্যুৎজিহ্বা মায়ার পুত্তলি
মন্ত্রের তেজে গড়িয়া দেহ সীতাত সুন্দরী।
জনকনন্দিনী সীতা যেমন রূপ ধরে
ঝাট মায়াসীতা গড়িয়া দেহ মোরে।
মায়াসীতা কাটিব আজি রামের গোচর
সীতার শোকে মরিবেক রাম ধনুর্দ্ধর।
সীতার শোকে হইবেক রামের মরণ
রামের মরণে মরিবেন অনুজ লক্ষ্মণ।
সুগ্রীব রাজা পলাইবে গনিয়া প্রমাদ
বিনা যুদ্ধে রামের সনে ঘুচিবে বিবাদ।
ইন্দ্রজিতার আজ্ঞা যদি বিদ্যুৎজিহ্বা পায়
মায়াসীতা গড়িতে এখন বিদ্যুৎজিহ্বা যায়।
বসিল বিদ্যুৎজিহ্বা করিয়াত ধ্যান
গুরুর চরণ বন্দি যোড়ে ব্রহ্মজ্ঞান।
ধ্যানে বসিল বিদ্যুৎজিহ্বা ধ্যান নাই টুটে
ব্রহ্মজ্ঞানের তেজে এখন মায়াসীতা উঠে।

সাক্ষাৎ সীতা সেই কিছুই না নড়ে
সবেমাত্র এই চিহ্ন রা নাই কাড়ে।
মায়াসীতা গড়িলেক মায়ার আকার
মন্ত্র পড়িয়া করে জীবনসঞ্চার।
মায়াসীতার তরে বেটা পড়ায় তখন
স্বামী তোমার শ্রীরাম দেবর লক্ষ্মণ।
দশরথ শ্বশুর তোমার জনক তোর বাপ
রাবণ আনিলে সীতা পাইলা বড় তাপ।
ইন্দ্রজিত রথে তোমায় তুলিবে যখন
রাম লক্ষ্মণ বলিয়া তুমি করিহ ক্রন্দন।
মায়াসীতা লইলেক ইন্দ্রজিতের গোচর
মায়াসীতা দেখিয়া বীর হরিষ অন্তর।
হেলে মায়াসীতা তোলে রথের একভিত
পশ্চিম দ্বারে বাহিরে কুমার ইন্দ্রজিত।
হনুমান বীর যুঝে আগুয়ান গড়ে
সীতাকে দেখিয়া বীরের চক্ষের জল পড়ে।
রাম লক্ষ্মণ বলিয়া সীতা হয় ওতরোলি
হাতে যাওয়ায় ইন্দ্রজিত ধরে তার চুলি।

এক হাতে ফেলে বানর গাছ পাতর
আর হাতে চক্ষুর জল সম্বরে বানর ।
হনুমান সীতা চিনে রথের উপর দেখে
ক্রন্দন সম্বরিতে নারে রক্ত উঠে মুখে ।
ডাক দিয়া ইন্দ্রজিতায় হনুমান বলে
নরকে ডুবিতে বেটা স্ত্রী বধ করে ।
রক্ত মাংস গায় নাহি অস্থি চর্ম্মসার
হেন সীতা কাটিলে তোর নাহিক নিস্তার ।
স্ত্রী বধ মহাপাপ পরমপাতক
অনেক কাল ইন্দ্রজিতা ভুঞ্জিবা নরক ।
ইন্দ্রজিত বলে বেটা বনের বানর
কোথা হইতে জানিবি বেটা ধর্ম্মের উত্তর ।
যে স্ত্রী কাটিলে পরে পুড়িয়া মরে বৈরি
শাস্ত্রমত দোষ নাই কাটিলে হেন নারী ।
আগে সীতা কাটিয়া কাটিব শ্রীরাম লক্ষ্মণ
সুগ্রীব রাজা মারিব আর খুড়া বিভীষণ ।

ইন্দ্রজিত মারিয়া হনুমান সীতা নিতে চাহে
জীয়ন্ত বাঘের কোলে ছাড়ান না যায়ে।
তের চয়তে ব্রাহ্মণ যেমন পরে পৈতা
নলছিয়া চোটে বেটা কাটে মায়াসীতা।
দুইখান হইয়া সীতা পড়ে ভূমিতলে
দেখিয়া বানরকটক টুটিয়া আইসে বলে।
হনুমান বলে বানরকটক রনে না দেহ ভঙ্গ
ভঙ্গ দিলে ইন্দ্রজিতার বাড়িবেক রঙ্গ।
সীতাকে কাটিয়া তখন ইন্দ্রজিতা নাচে
হনু বলে এ বেটা মরিলে সকল দুঃখ ঘুচে।
সকল বাঁনরে লহ গাছ আর পাত্থর
এক চাপ হইয়া মার রাবনকোঙর।
উপাড়িয়া ফেলে বানর কোটি২ গাছ
কোটি২ রাক্ষস মারিল বাছেরবাছ।
বানরের চাপ দেখিয়া ত্রাস ইন্দ্রজিত
লঙ্কার ভিতর যজ্ঞস্থানে সাম্ভায় ত্বরিত।
হনুমান বলে এমন প্রমাদ হইল আজি
সীতা কাটা গেল আর কিসের লাগি যুঝি।

ভংগ দিয়া পলায় বানর সহিতে নারে রন
ইন্দ্রজিতা পলাইল যুঝিবে কোন জন।
রঘুনাথের ঠাঁই গিয়া করিব গোচর
সীতার বার্ত্তা পাইলে রাম কি দেন উত্তর।
হনুমানের যুক্তি কটকের মনে বাসে
নেওটিয়া বানরকটক রামস্থানে আইসে।
বানর নেওটিল ইন্দ্রজিতা পাইল মেলা
যজ্ঞ করিতে বৈসে বীর নাম নিকুম্ভিলা।
রামেরে কহিতে যায় সকল বানরগন
জাম্বুবানের তরে রাম বলেন তখন।
যুদ্ধ করে হনুমান মহাশব্দ শুনি
সংগ্রামের ভাল মন্দ কিছুই না জানি।
আপন কটক লইয়া চলহ সত্বর
হনুমানের কটকের হও যে দোষর।
রামের আজ্ঞায় বীর চলিল তখন
হনুমান জাম্বুবানে পথে দরশন।
হনুমান বলে চলিয়াছ যুঝিবার মনে
সীতা দেবী কাটা গেল কি করিবে রনে।

নেওটিয়া দুই কটক আইল রামের স্থানে
কাঁদিতেং বার্ত্তা কহে হনুমানে।
হনুমান বার্ত্তা কহে রঘুনাথের স্থান
ইন্দ্রজিত সীতা কাটিল আমাবিদ্যমান।
শুনিয়াত রঘুনাথ হইল মুর্চ্ছিত
পানির কলস লইয়া ধায় চতুর্ভিতে।
পদ্ম উৎপল জল সুবাসিত গন্ধে
রামের মাতায় ঢালে জল অশেষ প্রবন্ধে।
শব্দ প্রবোধ নাই রাম হইল অচেতন
ভাই কোলে করি তখন কাঁদেন লক্ষ্মণ।
আপনি বিষ্ণু তুমি ধর্ম্ম অধিষ্ঠান
ধর্ম্মনা গিয়া রাজ্য ত্যাগ বাকল পরিধান।
মাতায় জটা ধরেন রাম ফল মুল ভক্ষণ
রঘুনাথ দুঃখ পান ধর্ম্মের কারণ।
রাজঠাকুরালে প্রভু থাকিতে সিংহাসনে
কোথা থাকিয়া তোমার সীতা দেখিত রাবনে।
আপনার দোষে ভাই হইলা দেশান্তরী
অনুমত হারাইলা সীতা হেন নারী।

দেশান্তরী হইলা ভাই সকল হইয়া হারা
নদীর জল সুখায় যেন গ্রীষ্মের খরা।
মা বাপ বন্ধু বান্ধব সকলি অলিক
গাছের তলায় ক্ষনেক যুড়ায় পথিক।
স্ত্রী পুত্র সকলি মিথ্যা কেহ কার নয়
পথিকেং যেমন পথের পরিচয়।
সংসার অসার ভাই কপটের মেলা
সুতা সঞ্চারিয়া যেন নাচায় পুতুলা।
বড়ং উৎপাত যদি পড়েত প্রমাদ
মহাপুরুষ হইলে কিছু না করে বিসাদ।
স্ত্রীর শোকে গোসাঞি কেন হইয়াছে কাতর
মহাজন সম্মুরে গোঁসাঞি শোকসাগর।
তোমার কিসের স্ত্রী গোঁসাঞি কিবা ভাই
তোমার দ্বিতীয় নাই জগতেরে গোসাঁঞি।
সর্ব্ব জীবের প্রান তুমি সকল তব কায়া
তোমার কেহ ভিন্ন নাই সকল তব মায়া।
জীয়ে কি না জীয়ে সীতা করহ বিচার
স্ত্রীলাগিয়া অচেতন নহে ব্যবহার।

বশিষ্ঠ মহামুনি আমার কুলের পুরোহিত
স্বর্গবাস গেল তেঁহ শরীরসহিত।
স্বর্গবাস গিয়া তার স্ত্রী পুত্রের শোক
স্বর্গ ভ্রষ্ট হইল তেঁহ আইল মর্ত্যলোক।
কত তপ করিয়া হইল ইন্দ্র দেবরাজ
শোকে কাতর হইলে কিছু নহে কায।
রাম বলেন কি আর মোরে বুঝাহ লক্ষ্মণ
স্ত্রীশোক নহে ভাই কখন বিস্মরণ।
স্ত্রী পুরুষে দোঁহে ধরিয়াছে সংসার
স্ত্রী হইতে সন্ততি হয় বাড়ে পরিবার।
ইষ্ঠ কুটুম্ব মা বাপ ঘরের যত লোক
সভা হৈতে লক্ষ্মণ ভাই স্ত্রীর বড় শোক।
ঘরে২ স্ত্রী ভাই আছেত অশেষ
গুনবতী স্ত্রী মরিলে মরনবিশেষ।
স্ত্রী মরিলে পুরুষ সুখী কোথাও না শুনি
স্ত্রীর শোক এড়ায় যে পরমজ্ঞানী।
রাজ্য হারাইলাম বাপ হারাইলাম স্ত্রী
রাজ্য বাপ পাসরিলাম স্ত্রী পাসরিতে নারি।

সীতা না দেখিলে আমি না পারি রহিতে
সীতার মরন কেমনে ক্ষমা দিব চিত্তে।
কাঁদিতে২ রাম হইল অচেতন
রামের ক্রন্দন শুনিয়া আইল বিভীষন।
বিভীষন বলে গোঁসাঞি এ কোন প্রমাদ
কেন রাম ভূমে পড়ি করয়ে বিসাদ।
লক্ষ্মন বলেন বিভীষন শুন সাবধান
ইন্দ্রজিত কাটিল সীতা কহিল হনুমান।
সীতার শোক ভাবেন রাম হইয়া অচেতন
এতেক প্রমাদ তুমি না জান কারন।
লক্ষ্মনের বচনে বিভীষন ক্রোধে জ্বলে
লক্ষ্মন এড়িয়া বিভীষন রামেরে নেহালে।
হনুমানের কথা গোঁসাঞি তবে আমি শুনি
অগাধ্য সাগরে যদি নাহি থাকে পানি।
অশেষ প্রকারে বিভীষন বুঝাইল বিস্তর
কভু সীতা না এড়িল রাজা লঙ্কেশ্বর।
প্রানের অধিক বাসে সীতাত সুন্দরী
ইন্দ্রজিত সীতা কাটিবে মনে নাহি করি।

বানরজাতি হনুমান পশুর ভিতর গণি
আপনার মুখেতে বৃত্তান্ত সে জানি।
অশোকবনে রাবণ রাজা সীতা দেবী রাখে
নপুংসক রাখে অন্য পুরুষ না দেখে।
আমার বচনে তুমি না হও অসুখী
আমি জানি সর্ব্ব কুশলে আছেন জানকী।
তোমা দুই ভাই দেখে বিস্ময়ে বিশাল
তোমা দোঁহা ভাণ্ডিতে পাতেছে মায়াজাল।
মায়াসীতা কাটিয়া বেটা তোমা দোঁহা ভাণ্ডে
ইন্দ্রজিতা যজ্ঞ এখন করে যজ্ঞকুণ্ডে।
অগ্নির বর পাইয়া বেটা জিনে বারে২
যজ্ঞ ভঙ্গ যেই করে সেই তারে মারে।
মায়াসীতা কাটি তোমায় করিল মূর্চ্ছিত
ইন্দ্রজিত মারিতে লক্ষ্মণ পাঠাও ত্বরিত।
বাছিয়া কটক দেহ রণেতে প্রধান
ইন্দ্রজিত মারিলে যুদ্ধ হয় অবসান।
রাম বলেন বিভীষণ রাক্ষস অধিপতি
কোন বোলে বলিলা মিত্তা নাই অব্যাহতি।

সীতার শোকে মিতা আমি হইয়াছি মূর্চ্ছিত
শুনিতে না পাই আমি নাহিক সম্বিত।
আরবার কহ তুমি করি অবধান
তোমা বই বিভীষণ মৈত্র নাহি আন।
রামের আজ্ঞা পাইয়া পুনঃ কহে বিভীষণ
সীতা যদি পাবে তুমি মারহ রাবণ।
ইন্দ্রজিত মারিতে লক্ষ্মণ পাঠাও ত্বরিত
যজ্ঞ ভঙ্গ করিলে মরিবে ইন্দ্রজিত।
সকল রাক্ষস মরিল ঐ বেটামাত্র আছে
ইন্দ্রজিত মারিলে রাবণ মারিহ পাছে।
আজি গিয়া ইন্দ্রজিতায় মারুন লক্ষ্মণ
কালিকার যুদ্ধে তুমি মারিহ রাবণ।
এক জনে দুই বীর লাগে বড় ভার
দুই জনে দুই বীর মারহ এ যুক্তি আমার।
লক্ষ্মণ পাঠাইতে কিছু না করিহ মনে
ভিতর গড়ে লক্ষ্মণ লইয়া যাব যজ্ঞস্থানে।

বিভীষণের বচন রাম না করিল আন
লক্ষ্মণের সঙ্গে দিল মন্ত্রী জাম্বুবান।
বুদ্ধের সাগর মন্ত্রী মন্ত্রণা গভীর
তাহার দোসর দিল হনুমান বীর।
বানরঘড় চাপিয়া যায় রাক্ষস বিভীষণ
গয় গবাক্ষ যায় আর গন্ধমাদন।
সরভ কুমুদ চলে বানরসংহতি
নল নীল চলিল প্রবীন সেনাপতি।
আওয়াসে লক্ষ্মণ পাঠায় শায্য চিত্তে
লক্ষ্মন লইয়া সমর্পিল বিভীষণের হাতে।
যাত্রা করিয়া রঘুনাথ দিলেন শুভক্ষন
রাম প্রদক্ষিন করিয়া চলিল লক্ষ্মণ।
চলিল লক্ষ্মন বীর দুর্জ্জয় প্রতাপ
পৃথিবী চাপিয়া যেন চলে মেঘচাপ।
আগে মুচু চাপিয়া চলিল হনুমান
গড়ের কপাট ভাঙ্গিয়া করিল খানখান।
হনুমানের শব্দ শুনিয়া রাক্ষসের ত্রাস
গড়ের কপাট ভাঙ্গিয়া করিল নির্ব্বাস।

গড়ের দ্বার রাখে রাক্ষস ধনুকে দিয়া চড়া
শাখির ঘায় হনুমান কপাট কৈল গুঁড়া।
হাতে অস্ত্রে সেনাগন গড়ের দ্বার রাখে
ঘরপোড়া বলিয়া রাক্ষস পলায় লাফে২।
হাতে গাছে রাক্ষস মারে দশ বিশ কুড়ি
ঘরপোড়া বলিয়া রাক্ষস যায় রড়ারড়ি।
ঘরপোড়া দেখিয়া রাক্ষসভঙ্গ পড়ে
আপন ইচ্ছায় রাক্ষস পলায় লঙ্কার গড়ে।
ঘরে২ রাক্ষস পলায় চারিভিত
যজ্ঞ করে ইন্দ্রজিত রাক্ষসবেষ্টিত।
লক্ষ্মনের ঠাঁই গিয়া যজ্ঞশালা বেড়ে
ইন্দ্রজিত দেখিতে না পায় পাটোয়াড়ে।
বিভীষন বলে ভাঙ্গ পাটোয়াড় যত
পাটোয়াড় ভাঙ্গিলে ভাইপো হইবে বিদিত।
বান অবতার করেন ঠাকুর লক্ষ্মন
গাছ ফেলিয়া বানরগন চাইল গগন।
রাক্ষস সকল যুদ্ধ করে ধনুকে দিয়া চড়া
বড়২ বানরের মাতা করি ফেলে গুঁড়া।

গাছ পাত্তর লইয়া বানর সব যুঝে
কোটি২ রাক্ষস মারে সংগ্রামের মাঝে।
বাদের ঝাঁপ যেন বাদের তরঙ্গ
মরনের ডর নাহি রনে না দেয় ভঙ্গ।
চড় চাপড় মুকুটি বানরের মাত্র ভাড়া
মুকুটির ঘায়ে রাক্ষসের মাতা করে গুঁড়া।
দুই কটকে যুদ্ধ হইল রক্তে হইল রাঙ্গা
রক্তে নদী বহে যেন ভাদ্র মাসের গঙ্গা।
হাতী ঘোড়া ঠাট কটক রক্তের ওপর ভাসে
হরিষ পিশাচগন মনে২ হাসে।
বিস্মুকি রক্তের বান্ধিয়া ওঠে ফেনা
সুকিনী গৃধিনী তথি করিতে পারনা।
রক্তের ওঠিল ঢেও রক্তের কলকলি
যুদ্ধের সীমা নাই ওপমা দিতে নারি।
কোন যুগেতে এমন যুদ্ধ নাই হয়
কোটি কল্পান্তরে যেন হইল প্রলয়।
মণ্ড২ হইল রাক্ষস তিতিল রক্তে
রণ এড়িয়া রাক্ষস পলায় চারিভিতে।

ভঙ্গ দিয়া রাক্ষস পলায় চারিভিত্তা
তবু যজ্ঞ করিছে কুমার ইন্দ্রজিত।
ইন্দ্রজিত যজ্ঞ করে হনুর ক্রোধ বাড়ে
লাফ দিয়া হনুমান যজ্ঞকুণ্ডে পড়ে।
সম্মুখে দাঁড়ায় বীর পরমসন্ধানী
গাছের বাড়ি মারিয়ে যজ্ঞের নিভায় অগিনি।
হনুমানের বল যেন সিংহের প্রতাপ
যজ্ঞকুণ্ড ভরিয়ে বীর করিল প্রস্রাব।
যজ্ঞের সজ্জা জড়াইয়া ফেলে চারিভিতে
যজ্ঞ এড়িয়া যুঝিতে ওঠিল ইন্দ্রজিতে।
সূর্য্যের কিরণ যেন তাম্রলোচন
হনুমানের ওপর করে বাণ বরিষণ।
জাঠি ঝকড়া শেল মুষল ফেলে চাপে
সকল অস্ত্র হনুমান লাফ দিয়ে লোফে।
হনুমান বলে বেটা তোর রণ চুরি
দেখাদেখি রণ কর পাঠাইব যমপুরী।

অস্ত্র ধরিতে না জানি হই বানরজাতি
তেকারনে এতক্ষন তোর অব্যাহতি।
মল্লযুদ্ধ করিব বেটা ফেলাও ধনুক বান
এক চাপড়ে তোর লইব পরান।
বিভীষন ধাইয়ে কহে লক্ষ্মনের কানে
ঐ দেখ হনু বেন্ধা যায় ইন্দ্রজিতার বানে।
ঐ দেখ মেঘের বন বট গাছের তলা
গুহায় যজ্ঞ করে বেটা নাম নিকুম্ভিলা।
নিকুম্ভিলায় যজ্ঞ করে পায় ব্রহ্মার বর
সন্ধান পুরিয়া লক্ষ্মন করিছে জর্জ্জর।
বারেং জিনিস বেটা পাইয়া ব্রহ্মার বর
দেখা রনে তোমাকে পাঠাইব যমঘর।
লক্ষ্মন যত বলে ইন্দ্রজিতা নাহি শুনে
লক্ষ্মন এড়ি ইন্দ্রজিত ভৎসে হনুমানে।
হনুমানে ভৎসে বেটা আপনার মনে
হনুমান এড়ি বেটা ভৎসে বিভীষনে।
রাজকুলে জন্মিলি খুড়া জন্ম রাক্ষসকুলে
ধার্ম্মিক খুড়া তোরে সর্ব্ব লোকে বলে।

বাপের ভাই খুড়া তুমি রাজ্যের দোষর
বাপের গোচরে সেবা করিনু বিস্তর।
রাজদ্রোহ করিয়া তুমি সাম্ভাইলা মানুষে
ভাই ভাইপো খুড়া না থুইলা বংশে।
এত ভাইপো মারিয়া তোমার ক্ষমা নাহি মনে
ঘরসন্ধানী বার্ত্তা কহিলে আমার মরণে।
দুই কুল খাইয়া খুড়া হইলা নিষ্ঠুর
তোমাদরশনে পাপ হয়েত প্রচুর।
নির্গুন সগুন হয় তথাচ তোর জাতি
শত পীরিতে থাকি খুড়া জাতির সংহতি।
এত ভাইপো মারিলে না থুইলা একগুটি
আমারে দেখিয়া তোমার পায় জটফটি।
খানিক কটক আওয়াসের বাহির কর
মস্তপূর্ণ দিয়া আমি মাগিয়া লই বর।
এত বলিয়া গর্জ্জে ওঠে ইন্দ্রজিত মহাবলী
আগে তোরে মারিয়া দুচাব লঙ্কার শূলি।
বিভীষণ বলে বেটা বলিস বিপরিত
ভালমতে জানে লোক আমার চরিত।

রাক্ষসকুলে আমার জন্ম ধর্ম্ম অবতার
পরদ্রব্য নাহি হরি না করি পরদার।
তিরাশি কোটি দেবকন্যা তোর বাপের ঘরে
এত স্ত্রী থাকিতে তবু পরদার করে।
পরদার মহাপাপ পরমপাতক
অনেক কাল তোর বাপ ভুঞ্জিবে নরক।
সতী স্ত্রী হরিয়া আনে তপের তপস্বিনী
শাপ গালি পাড়ে তবু না ছাড়ে ব্রাহ্মণী।
স্ত্রীলাগিয়া পুরুষ মরে বিনা অপরাধে
ব্রাহ্মণী হরিয়া আনে শাস্ত্রের সাধে।
কত মুনি মারিয়া করিল কত পাপ
অন্ত নাহি যত পাপ করিল তোর বাপ।
ত্রিভুবন জিনি তোর বাপের বিসম্বাদ
কত কাল থাকিবে ভাল পড়িল প্রমাদ।
সর্ব্ব কাল না ফলে গাছ সময় হইলে ফলে
তোর বাপের ব্রহ্মশাপ ফলিল এত কালে।
মরন নিকট বেটা শুন ইন্দ্রজিত
হিত যত বলিলাম হইল বিপরিত।

অগ্নির বর পাইয়া জিনিস বারেবারে
অগ্নিবর পাইয়া জিনিবি আর মনে নাই ধরে।
যজ্ঞ করিতে নাই পাবি মরনের বেলা
এখনি লক্ষ্মন ঠাকুর তোর কাটিবেন গলা।
খুড়া ভাইপো দুই জনে হইল গালাগালি
দুই জনে যুদ্ধ বাজে দোঁহে মহাঁবলী।
দুই কটকের মধ্যে দোঁহে পুরিল সন্ধান
দুই জনে বান কাটে দুই জনার বান।
কোপে ইন্দ্রজিত যুড়িল লক্ষ বান।
বিভীষন পলাইল লক্ষ্মনের স্থান।
কাটিল সকল বান সুমিত্রানন্দন
লক্ষ্মনের পাকে রহিল বিভীষনের জীবন।
রুষিয়া লইল বান রাবননন্দন
বানে বিন্ধিয়া লক্ষ্মনেরে করে অচেতন।
গায়ের সানা কাটা গেল মাতার টোপর
সর্ব্বাঙ্গ বিন্ধিয়া বীর করিছে জর্জ্জর।
কোমল শরীর লক্ষ্মনের ত্রাসে বিভীষন
বানরকটক লইয়া বীর প্রবেশিল রন।

বিভীষন বলে বানর সাহসে কর ভর
এক চাপ হইয়া মার রাবনকোঙর।
খুড়া হইয়া আমি ভাইপোয়ের মরন চাই
এত অপযশ কর্ম্ম রামের লাগিয়া সহি।
ইন্দ্রজিত মারিলে আজি রাবন রাজা জিনি
সাগর তরিলে কি করিবে গোখুরের পানি।
বিভীষনের বচনে বানর সাহসে করে ভর
ফেলাফেলি করিয়া যায় সংগ্রামভিতর।
সভার আগেতে যুঝে বীর হনুমান
তিরাশি কোটি রাক্ষসের লইল পরান।
বুড়াকালে জাম্বুবান বলে মহাবল
বহুং সেনাপতি মারিল সকল।
বুড়ার চাপড়ে কার নাহিক নিস্তার
হস্তী ঘোড়া ঠাট কটক পড়িছে অপার।
বুড়ার যুদ্ধ দেখিয়া লক্ষ্মনে লাগে রঙ্গ
দুই পহর যুঝে বুড়া রনে না দেয় ভঙ্গ।
তার পিছে বিভীষন ধনুক ধরিয়া যুঝে
কোটিং রাক্ষস মারে সংগ্রামের মাঝে।

ক্রুষিল ইন্দ্রজিত দেখিয়া বিভীষন
বিভীষনের ওপরে করে বান বরিষন।
বিভীষন দেখিয়া বেটা যোড়ে অগ্নি বান
বরুন বানে বিভীষন করিল নির্ব্বান।
ময়দানব যেই বান দিলেক কৌতুকে
হেন বান ইন্দ্রজিত যুড়িল ধনুকে।
মাতামহ বান দিলেক যুড়িলেক নাতি
নিশাভাগ রাত্রে যেন চন্দ্র করে জ্যোতি।
এক বান যুড়িলে সহস্র মুর্ত্তি ধরে
জাঠি ঝকড়া শেল মুদ্গর ওপরে।
বান দেখি ত্রাস বড় পাইল বিভীষন
ডাক দিয়া বলে প্রান রাখ ঠাকুর লক্ষ্মন।
গন্ধর্ব্ব অস্ত্র লক্ষ্মন করেন অবতার
ইন্দ্রজিতার বান কাটি করিল সংহার।
বানের ওপর বান মারেন ঠাকুর লক্ষ্মন
লক্ষ্মনের বান গিয়া ঠেকিল গগন।
লক্ষলক্ষ বান লক্ষ্মন ফেলিছে বিস্তর
ডাক দিয়া ইন্দ্রজিতা বলিছে অতঃপর।

জোওয়ান বয়স লক্ষ্মন ধনুকে বড় শিক্ষা
কত বান এড়ে লক্ষ্মন নাহি পাই সঙ্খ্যা।
লক্ষ্মন বলে ইন্দ্রজিতা শুন সাবধানে
অক্ষয় তুন দান পাইয়াছি মুনির তপোবনে।
সরভঙ্গ মুনি দিল অক্ষয় তুন দান
আঠার বৎসর যুঝি যদি না ফুরায় বান।
অক্ষয় বান ভরিয়াছি তুনের ভিতর
ওর নাহি এড়ি যদি তিন শত বৎসর।
লক্ষ্মনের বানে ত্রাস পাইল মনে২
মনে করে পরিত্রান নাহি আজি রনে।
ইন্দ্রজিত বান মারে বীরত লক্ষ্মনে
লক্ষ্মন চিন্তিত হইয়া ভাবে মনে২।
আপনার কুশল চিন্তেন দুই জনে
দুই জনার বান গিয়া ঢাকিল গগনে।
সন্ধান পুরিয়া লক্ষ্মণ এড়েন বান
ইন্দ্রজিতার কাটিয়া পাড়ে ধনুক বান।
আর বান এড়েন লক্ষ্মন সংগ্রামে প্রচণ্ড
কুণ্ডলসহিত কাটে সারথির মুণ্ড।

আর বাঁন লক্ষ্মন যুড়িল সত্বর
ইন্দ্রজিতার কাটি পাড়ে সানা টোপর।
সানা টোপর কাটা গেল ইন্দ্রজিত চিন্তে
চারি বানর রথে তার চড়ে আচম্বিতে।
চারি বানর রথে চড়ে বিপক্ষদলন
লাফ দিয়া ঘোড়ার ওপর চড়ে চারি জন।
চারি ঘোড়া মরিল চারি বীরের চাপনে
দেখিয়া ইন্দ্রজিতার ভয় হইল মনে।
সারথি ঘোড়া পড়িল রথ চাকভাঁঙরি বলে
অন্তরীক্ষ হইতে রথ পড়ে ভূমিতলে।
ভূমে থাকিয়া যুঝেন লক্ষ্মনের অভ্যাস
বিনা রথে ইন্দ্রজিত যুঝে না পায় আস।
রথ সাজিতে বেটা গেল ততক্ষন
আজুক অন্যের কায না জানে বিভীষন।
কনকরচিত রথ বিচিত্র নির্ম্মান
পবনবেগে অষ্ট ঘোড়া রথের যোগান।

সোনার মালা পরিলেক সোনার টোপর
হাতে ধনুকে বাহির হইল রাবনকোঙর।
লক্ষ্মন বলে ইন্দ্রজিত্তা মায়ার নিধান
এমন দেখি আন মূর্ত্তি এখন দেখি আন।
মালা টোপর কাটিলে মালা টোপর পরে
ধনুক বান কাটিলে ধনুক বান ধরে।
ইন্দ্রজিত্তার মায়া দেখিয়া ত্রাস লক্ষ্মন
লক্ষ্মনের কাছে ধাইয়া আইল বিভীষন।
বিভীষন বলে লক্ষ্মন না হও চিন্তিত
যজ্ঞ ভঙ্গ করিয়াছি মরিবে ইন্দ্রজিত।
পরলেপরলে ঘাট বেড় চারিভিত
পুনঃ যেন লঙ্কায় না যায় ইন্দ্রজিত।
অন্তরীক্ষে ওঠে বেটা পাইয়া তরাস
পবনভরে হনুমান ওঠিল আকাশ।
অগ্নির বেটা নীল বীর নানা মায়া ধরে
নেওল হইয়া রহে পাতালভিতরে।
লঙ্কার সন্ধান যত বিভীষন জানে
খেড়কি দার চাপিয়া রহিল বিভীষনে।

বিভীষণের মায়া না জানে ইন্দ্রজিত
মারে ইন্দ্রজিত সেনা বেড়ে চারিভিত।
আসিয়াত ইন্দ্রজিত পূরিল সন্ধান
একবারে যুড়িল সাতাইশ লক্ষ বাণ।
বাণে অন্ধকার করিল লঙ্কাপুরী
বাণ কাটিতে লক্ষ্মণ ধনুকে বাণ যুড়ি।
গান্ধর্ব্ব অস্ত্র লক্ষ্মণ করিল অবতার
ইন্দ্রজিতার সকল বাণ করিল সংহার।
ইন্দ্রজিত বাণ মারে যত জানে শিক্ষা
লক্ষ্মণের ঠাঁই তার বাণ না পায় রক্ষা।
দেখা রণে ইন্দ্রজিত যুঝে না পায় আস
রথ লইয়া ইন্দ্রজিত উঠিল আকাশ।
হেনকালে অন্তরীক্ষে দেখে হনুমান
ত্রাস পাইয়া সারথি চালায় রথখান।
লাফ দিয়া হনুমান তার রথে চড়ে
রথখান গুঁড়া করে বজ্র চাপড়ে।
রথের ধ্বজা ভাঙ্গিয়া ফেলায় চারিভিতে
মেঘের সনে সাপটিয়া ধরে ইন্দ্রজিতে।

অন্তরীক্ষে দুই জনে বাজে হুড়াহুড়ি
ভূমে পড়ি দুই জনে যায় গড়াগড়ি।
হেটে ইন্দ্রজিত রহে হনুমান ওপরে
বুকে হাটু দিয়া তার গলা চাপি ধরে।
ঝাট আইস বানর সব ডাকে হনুমান
সভে মেলি বধি আইস ইন্দ্রজিতার প্রাণ।
হনুমানের বাক্যে বানর ধায় রড়ারড়ি
সব বানর ইন্দ্রজিতার কান্দে মুণ্ডে চড়ি।
দুর্জ্জয় ইন্দ্রজিত সে বলে মহাবলী
সাত লক্ষ বানর ফেলি ওঠে ঠেলাঠেলি।
সন্ধান পূরিয়া বেটা বানরকটক হানে
ভাঙ্গিল বানরকটক মুখ না পাতে রনে।
বানর বিমুখ দেখিয়া লঙ্কা যাইতে চাহে
আগু বাড়াইয়া বিভীষন দ্বারে রহায়ে।
বিভীষন বলে ভাইপো চলি যাও কোথা
এখনি লক্ষ্মন ঠাকুর কাটিবেন মাতা।
ঝাট আগু হও লক্ষ্মন ডাকে বিভীষন
রাখিয়াছি ভাইপো আমি বধহ জীবন।

বিভীষনের বাক্যে লক্ষ্মন হইল আগুয়ান
ইন্দ্রজিতার সম্মুখে গিয়া পুরিল সন্ধান।
দুই জনে বান ফেলে দোঁহে ধনুর্দ্ধর
দোঁহে দোঁহা বিন্ধিয়া করিল জর্জ্জর।
দুই জনে বান ফেলে নাই লেখাজোখা
দুই জনে বান ফেলে যার যত শিক্ষা।
গজাঙ্কুশ বান মারে চারিদিগে কাঁটা
সিংহ শার্দ্দুল বান যাইতে বাজে ঘন্টা।
নানা বান দুই জনে করে অবতার
দশদিগ জল স্থল হইল অন্ধকার।
কেহ কারে জিনিতে নারে দুই জন প্রবীন
দুই জনে বানবৃষ্টি গেল ছয় দিন।
নানা অস্ত্র বান শিক্ষা লক্ষ্মন যত জানে
চৌরাশি বান পুড়িল লক্ষ্মনের গুনে।
লক্ষ্মনের বান গিয়া ছাইল আকাশ
ফুরাইল লক্ষ্মনের বান তুন অবকাশ।

সকল বান ফুরাইল ব্রহ্ম অস্ত্র আছে
হেন কালে ইন্দ্র গেল পবনের কাছে।
লক্ষ্মন পড়েন পাছে ইন্দ্রের হইল ভয়
ইন্দ্রের বাক্য লক্ষ্মনের কানে পবন কয়।
পবন বলে লক্ষ্মন ব্রহ্ম অস্ত্রে দেহ মন
বিনা ব্রহ্ম অস্ত্রে ওহার নাহিক মরণ।
কানে কথা কহিয়া পবন দেব নড়ে
ব্রহ্মমন্ত্র পড়িয়া লক্ষ্মন ব্রহ্ম অস্ত্র যোড়ে।
তন্ত্রে মন্ত্রে করেণ লক্ষ্মন বানের প্রকাশ
চন্দ্র সূর্য্য কাঁপে যারে ভূমি আকাশ।
ব্রহ্মমন্ত্র পড়িয়া লক্ষ্মন এড়িয়া দিল বান
বান দেখি ইন্দ্রজিতার ওড়িল পরান।
জাঠা ঝকড়া মারে বান কাটিবারে
লোহার পাহড়া মারে বান ফিরাইতে নারে।
ব্রহ্ম অস্ত্র ত্রিভুবনে নাই বীরে টান
মাতা কাটিয়া ইন্দ্রজিতার করিল দুইখান।
ইন্দ্রজিত পড়িল রাক্ষস পলায় ডরে
ধাইয়া বানরকটক রাক্ষসেরে মারে।

ত্রাস পাইয়া রাক্ষসগণ গনিল প্রমাদ
রন জিনিয়া বানরকটক ছাড়ে সিংহনাদ।
ইন্দ্রজিতার মাতার ওপর বানরগন চড়ি
কান্দে মাতায় বানরগন মারিছে গোরাড়ি।
নাখির ঘায় ইন্দ্রজিতার মাতা করে গুঁড়া
জীয়ন্ত দেখিয়া পলায় মরার ওপর খাঁড়া।

হাতে ধনুক বান ইন্দ্র ধারে কম্পমান
যার বানে পৃথিবী সে ফাটে
ত্রিভুবনে যত বীর তরে কেহ নহে স্থির
দেবগন না যায় নিকটে।
হেন বীর পড়িল রনে জয়জয় দেবগনে
গন্ধর্ব্বের গীত নাচন
মুনি করে জয়ধ্বনি আর কিছু নাই শুনি
চতুর্দ্দিগে পুষ্প বরিষন।
ইন্দ্রজিতার মরন দেখি যত দেবগন
সুরপুরী হইল আনন্দিত

লক্ষ্মণে করেন স্তুতি তুমি কৈলা অব্যাহতি
ত্রিভুবনের ঘুচাইলে ভীত।
আজি বড় হইল সুখ ঘুচিল মনের দুঃখ
নিশ্চিন্ত করিলে কুতূহলে
যত ইন্দুবিদ্যাধরী হাতে দূর্ব্বা শঙ্খ করি
সুরপুরী করিল মঙ্গলে।
সকল অমরাবতী জ্বালিয়া ঘৃতের বাতি
পূজা করেন যে সুরপতি
বলে দেব বৃহস্পতি আজি পাইলাম অব্যাহতি
নাচে দেব বেড়ি প্রজাপতি।
ত্রিভুবনে যারে ভয় নাহি যার পরাজয়
নানা শিক্ষা যাহার ধনুকে
রথখানার গমন বিপক্ষ হয় দলন
ভয়ে কেহ না যায় সম্মুখে।
জানে বিদ্যা লুকি রণ তেঁই জিনে ত্রিভুবন
নিকুম্ভিলা যজ্ঞের কারণ
যুঝে বীর অন্তরীক্ষে কেহ তারে নাহি দেখে
হেন বীর মারিল লক্ষ্মণ।

রথে করি আরোহন আইল যত দেবগান
লক্ষ্মনেরে করে যোড়হাত
মার রাজা লঙ্কেশ্বর ত্রিভুবনের ঘুচাও ডর
ওদ্ধার করহ রঘুনাথ।
রাবন রাজা কর ক্ষয় হওক তোমার জয়
দেবগানের ঘুচাও তরাস
ত্রিভুবনের মহাবৈরী লক্ষ্মন তাহারেমারি
নাচাড়ি রচিল কীর্ত্তিবাস।

ইন্দ্রজিতার বানে লক্ষ্মন হইল জর্জ্জর
হনুমান বিভীষনের কান্ধে করি ভর।
দুই হাত তুলি দিল দুই জনের কান্ধে
কটক লইয়া বাহির হইল লঙ্কার বিহন্দে।
লঙ্কার ভিতর লক্ষ্মন পাঠাইয়া শ্রীরাম চিন্তিত
মায়াযুদ্ধে ভাইয়েরে পাছে হারে ইন্দ্রজিত।
মায়ার বীর ইন্দ্রজিত মায়ার নিধান
লঙ্কার ভিতর ছয় দিন করেছেন পয়ান।

এত ভাবি পথপানে চাহেন ঘনেঘন
হেনকালে রামের কাছে গেলেন লক্ষ্মণ।
রক্তে রাঙ্গা দেখেন রাম লক্ষ্মণে চাহিতে
ইন্দ্রজিত মরিয়াছে না লয় মোর চিত্তে।
বিভীষন বলে গোঁসাঞি বার্ত্তা শুন সার
ইন্দ্রজিত মারিয়া লক্ষ্মণ সত্যে হইল পার।

জিনি রিপু প্রচণ্ড　　বাম করে কোদণ্ড
　লক্ষ্মণ গেল রামের গোচর
ধনুকে মণ্ডিত গণ্ড　　বাজে নানা বাদ্যভাণ্ড
　ডাহিন হাতে আছে এক শর।
রিপু জয় করি রঙ্গে　সংগ্রামের বেশ সঙ্গে
　আইল সকল মাহাবীর
অতি সুন্দর শরীর　　গায়ে বহে রুধির
　রনশ্রমে হইল অস্থির।
শুনি জয় সংগ্রাম　　কৌতুকে নাচেন রাম
　লক্ষ্মণ মারিল ইন্দ্রজিতা

সাগর তরিনু হেলে কি আর গোষ্পদ জলে
রাবণ বধিলে পাব সীতা।
যত সেনাপতি সঙ্গে সুগ্রীব নাচেন রঙ্গে
সঙ্গেতে সকল অধিকারী
যে জন সকল জানে ইন্দ্র বিন্ধে এক বাণে
সাগর তরিলাম পাইয়া তরি।
লক্ষ্মণ করিল প্রণাম যত করিল সংগ্রাম
শুনিয়া কৌতুকী হইল রাম
বৈরিকুল করি নাশ আইলাম তোমার পাশ
বিভীষণ কহে গুণগ্রাম।
শুনিয়া লক্ষ্মণের বোল শ্রীরাম দিলেন কোল
ললাট চুম্বিয়া মুখ চাই
লইয়া মাতার দ্রাণ চুম্বিল ধনুক বাণ
তোমা বই নাহি আর ভাই।
লক্ষ্মণ করেন স্তুতি তুমি ত্রিদশের পতি
ক্ষিতিতলে নাথ উৎপত্তি
তব যারে আশীর্ব্বাদ জিনে কোটি মেঘনাদ
নহে সাধ্য কাহার শকতি।

পশুপতি যার পতি শচীপতি আদি স্তুতি
রনে হইতে যাওাবে তরাস
লক্ষ্মন করিল স্তুতি আনন্দিত রঘুপতি
লাচাড়ি রচিল কীর্ত্তিবাস।

রাম বলেন সুষেন তুমি বৈদ্যের প্রধান
সর্ব্বাঙ্গে লক্ষ্মন ভাইয়ের ফুটিয়াছে বান।
ঝাট ঔষধ দিয়া তুমি রাখহ পরান
বিলম্বেতে দুঃখ পায় ভাই তোমাবিদ্যমান।
এতেক বলিল যদি কমললোচন
লক্ষ্মনের গায়ে ঔষধি দিল ততক্ষন।
সর্ব্বাঙ্গে লক্ষ্মনের দিলেন ঔষধি
গায়ে হইতে বানের কোনা খসে গাদি২।
ঔষধের গন্ধ গিয়া শরীরে প্রবেশে
তিন লক্ষ বানের কোনা গায়ে হইতে খসে।
চৈতন্য পাইয়া তখন ওঠেন লক্ষ্মন
রামজয় বলিয়া ডাকে সকল বানরগন।

বিহান বেলা হইল ইন্দ্রজিতার মরণ
তিন পুহর হইল বার্ত্তা না পায় রাবণ।
সে সেনাপতি রাজ্যে সভে ঘোষে ঘর্ণ
ইন্দ্রজিতার বার্ত্তা কহিতে করে তরাস।
ভগ্নপাইক যায় আণ্ডদড় চুলি
ভয়যুক্ত হইয়া গিয়া রাবনেরে বলি।
যজ্ঞ করিতে না দিল চণ্ডাল বিভীষনে
মন্ত্রনা করিয়া বৈরি আনিল যজ্ঞস্থানে।
দেখিনু শুনিনু কথা কহিতে ভয় করি
ইন্দ্রজিত পড়িল মজিল লঙ্কাপুরী।
শুনিয়া রাবন রাজা হইল অচেতন
চৈতন্য পাইয়া রাজা করিছে ক্রন্দন।
লঙ্কার যুবরাজ পুত্র লঙ্কার অধিকারী
রাবন হেন বাপ তোমার মা মন্দোদরী।
তোমার বানে ত্রিভুবনে নাই বীরে টান
মানুষ বেটার বানে পুত্র হারাইলা পরান।

কুম্ভকর্ণের শোক মোর সাম্ভাইল বুকে
আজি মরিবে রাবন রাজা হেন পুত্রশোকে।
বংশনাশ করিল মোর বিভীষন ভাই
ঘরসন্ধান বার্ত্তা কহে বিপক্ষের ঠাঁই।
সুন্ন করিল রাবন রাজায় পাত্র মিত্র ধরি
ইন্দ্রজিত মরিল বার্ত্তা শুনিল মন্দোদরী।
শুনিয়াত মন্দোদরী হইল মুর্চ্ছিত
পানির কলসি লইয়া ধায় চারিভিত।
তুলা দিয়া কেহ২ শ্বাস চাহে নাকে
দশ হাজার সতিনী কান্দে পরিত্রাহি ডাকে।
মূর্চ্ছা ত্যজিয়া কান্দে রানী মন্দোদরী
দশ হাজার সতিনী পুবোধ দিতে নারি।
চৈতন্য পাইয়া কহে কোথা ইন্দ্রজিত
দশ হাজার সতিনী তারে বেড়ে চারিভিত।

অনেক উপহারে পূজিলাম মহেশ্বরে
তোম পুত্র পাইনু তেকারনে

অম্বয়াত্র সিংহনাদ ত্রিভুবনে বিসম্বাদ
হেন পুত্র মারিল লক্ষ্মণে।
কি মোর বসতি বাস জীবনে কি আর আশ
কি করিবে ছত্র নবদণ্ড
কি আর পুষ্পক রথ বীরভাগ আছে যত
তোমা বিনে সব লণ্ডভণ্ড।
ভূমিতলে লোটাইয়া পুত্রশোকে বিনাইয়া
ক্রন্দন করিছে মন্দোদরী
হাহা পুত্র মেঘনাদ কার এত পরমাদ
আজি সে মজিল লঙ্কাপুরী।
শচীর সহিত ইন্দ্র সুখে আজি যাউক নিদ্র
স্বচ্ছন্দে ভুঞ্জুক দিনপতি
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর হরষিত পুরন্দর
লঙ্কার যে দেখিয়া দুর্গতি।
ইন্দ্র আদি দেবগণ জিনিলে যে ত্রিভুবন
তব ডরে কেহ নহে স্থির
চণ্ডাল যে বিভীষণে শত্রু আনে যজ্ঞস্থানে
তেঁইসে বধিল লক্ষ্মণ বীর।

রাজেরবাজ সুন্দরী বিবাহ দিলাম বিদ্যাধরী
হায়ং বলি ভূমে পড়ি
রূপে গুনে যৌবনে বিভা দিলাম যত জনে
হেন সব বধূ হইল রাঁড়ী।
অযোনী সম্ভবা নারী শ্রীরামের সুন্দরী
হরিয়া আনিল তোর বাপে
সতী পতিব্রতা রানী ব্যর্থ নহে তার বানী
লঙ্কা মজিল তার শাপে।
যখন পুত্র যুদ্ধ করে দেবগন কাঁপে ডরে
দেবগন না যায় সেখানে
হেন পুত্র মরে যার সকল অসার তার
হা পুত্র কি মোর জীবনে।
শ্রীরামরূপ ধরি সংসারে আইল হরি
রাক্ষসকুল করিতে বিনাশ
নয় রূপ সীতাপতি হেন লয় মোর মতি
নাচাড়ি রচিল কীর্ত্তিবাস।

পুত্রের শোকে মন্দোদরী করিছে ক্রন্দন
মন্দোদরীর ক্রন্দনেতে রুষিল রাবণ।
সীতা লাগিয়া মজে মোর কনকলঙ্কাপুরী
আজি সীতা কাটিয়া ঘুচাইব বৈরি।
মায়াসীতা কাটিল কুমার ইন্দ্রজিত
সাক্ষাতে সীতা কাটিব সভার বিদিত।
হাতে করি নিল রাবণ খাণ্ডার এক ধারা
কুড়ি চক্ষু ফিরায় যেন গগনের তারা।
দুই প্রহরের সূর্য্য যেন প্রখর কিরণ
কালান্তক যমযেন রুষিল রাবণ।
সীতা কাটিতে রাবণ যায় পবনের বেগে
রাবনের আসে পাশে যত বীরভাগে।
অশোকবনে প্রবেশ করিল রাবন
রাবণ দেখিয়া সীতা করিছে ক্রন্দন।
বারে২ রাবনেরে করিয়াছি নৈরাশ
আজি আমা কাটিয়া রাবণ করিবে বিনাশ।

ইন্দ্রজিত পড়িল কালি লক্ষ্মনের বানে
পুত্রশোকে আইল আমা কাটিবার মনে।
ক্ষয় যাওক কৈকেয়ী ক্ষয় যাওক কুবজি
তাহার সে কারনে আমি লঙ্কাপুরে মজি।
হনুমানের বোল আমি না শুনিলাম কানে
পৃষ্ঠে বসাইয়া থুইত শ্রীরামের স্থানে।
রামহেন স্বামী থাকিতে অনাথ হইয়া মরি
কাতর হইয়া কান্দে সীতাত সুন্দরী।
অরবিন্দ রাক্ষস ছিল ধর্ম্মঅধিষ্ঠান
যোড়হাত করিয়া বলে রাবনবিদ্যমান।
বিশ্বশ্রবার পুত্র তুমি জন্ম ব্রহ্মকুলে
স্ত্রীবধ করিতে তোমা কোন শাস্ত্রে বলে।
সর্ব্ব শাস্ত্র বিদ্যমান তোমার গোচর
স্ত্রী বধ মহাপাপ শুন লঙ্কেশ্বর।
দৃষ্টি দিয়া সীতারে দেখহ আপনি
রূপে গুনে সীতা দেবী ত্রিভুবন জিনি।
ত্রিভুবনের রূপ যদি এক ঠাঁই করি
তবুত সমান নহে সীতাত সুন্দরী।

গায়ে মলি পড়িয়াছে মলীন বসন
তবু রূপে আলো করে যত অশোকবন।
হেন সীতা কাড়িয়া রাজা বিস্মরিবে মনে
সীতার কোন তোল গিয়া শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
রাম লক্ষ্মণ মারিয়া নিবাহ অগিনি
রাম লক্ষ্মণ মরিলে সীতা ভজিবে আপনি।
রাবনপানে চাহেন সীতা কাতর হইয়া আঁখি
রাবন বলে সীতা মোরে দিলত কটাক্ষি।
অরবিন্দর বোলে সীতা এড়াইল মরন
নেওটিয়া ঘরে যায় রাজাত রাবন।
লঙ্কার ভিতর সিংহাসনে বসিল রাবন
বিসাদ ভাবিয়া রাজা করিছে ক্রন্দন।
রাবনের ক্রন্দন শুনি নিকষা তখন
ব্যথিত হইয়া বুড়ী বলিছে বচন।
নিকষা বলেন রাজা শুন লঙ্কেশ্বর
পুত্রের তরে কান্দ এখন হইয়া কাতর।
পূর্ব্বে না শুনিলা মোর সুহিত বচন
তিরস্কারে ছেড়ে গেল ভাই বিভীষন।

কোন যুক্তি দিব আমি কাহার সংবাদ
রামের সীতা আনিয়া এত পড়িল প্রমাদ।
ছোট বড় যত সেনা মুখ্যং ছিল
রামের সনে বাদ করি যমঘর গেল।
এখন বলি শুন বাপু প্রাণ বড় হীন
সেই যুক্তি কর যাহে রহেত জীবন।
এক বোল বলি আমি কর অবগতি
এক পুত্র আছে তোমার পাতালে বসতি।
দুর্জ্জয় রাক্ষস সেই দুর্জ্জয় তার বাণ
প্রধান পুত্র তোমার মহীরাবণ নাম।
পূর্ব্বে তোমায় মাগিলেক রহিবার স্থান
তুমি কহিলা পাতালপুরে করহ পয়ান।
তোমার আজ্ঞায় গেল পাতাল ভুবনে
বিপত্তে আসিবে বাপু তোমার স্মরণে।
পাসরিলে বাপু তুমি পড়ে মোর মনে
বিপত্তে স্মরণ কর মহীত রাবনে।
এত যদি বলে বুড়ী রাবনবিদ্যমান
নিকষার বোলে তার হয়েত স্মরণ।

বুড়ির মুখে শুনিয়া মহীরাবনের কথা
ইন্দ্রজিতা পড়িল পাসরিল ব্যথা।
কান্দিতেং রাজা স্থির করে চিত
ভাবিতে রাজার মনে পড়ে আচম্বিত।
পাতলপুরে আছে পুত্র মহী যে রাবন
অনেক তেজ বীরে পুত্র জিনে ত্রিভুবন।
যুদ্ধের আগার পুত্র রাজা অধিকারী
হেন বীর থাকিতে মোর মজে লঙ্কাপুরী।
তাহার সমুখেতে যুঝিবে কোন জন
মহামায়া পুজিয়া পাইয়াছে বরদান।
হেন পুত্র আছে মোর পাতাল ভিতরে
দুর্জ্জয় বৈরি আমার মারিবারে পারে।
পুর্ব্বে কহিল বিপত্তে করিহ স্মরণ
আইসং পুত্র মোর মহীত রাবন।
কায় মন বাক্যে স্মরে লঙ্কেশ্বর
টনক পড়িল তার ললাট উপর।
পাতাল হইতে মহী রাবনে সকল জানে
রাবন রাজা স্মরণ করে বিপত্তিকারনে।

সকল পাতালপুরী চিন্তে একেএকে
আকাশমণ্ডলে চিন্তে কারে নাহি দেখে ।
পৃথিবী চিন্তিয়া রাজা স্থির করে চিত
সাগরের কথা পুরী দেখে আচম্বিত ।
সাগরের মধ্যেতে কনকলঙ্কাপুরী
তাহার ওপরে বৈসে বাপ দশগিরি ।
অসময় কাল তার জানিয়া কারণ
তথির কারণে বাপ করিছে স্মরণ ।
এতেক চিন্তিয়া রাজা স্থির করে মন
চলিলত মহীরাবণ বাপসম্ভাষণ ।
শনিবারের মরা যেন আপন সঙ্গ চাহে
ইন্দ্রজিতার দোষর হইতে মহী যাহে ।
দৈবনির্ব্বন্ধ তাহা কে খণ্ডিতে পারে
আপন মরণলাগি যম আনে দ্বারে ।
যাত্রাকালে মন্ত্র পড়িল আচম্বিতে
লঙ্কার দ্বার হইতে সুলঙ্গ হইল ত্বরিতে ।
আচম্বিতে গেল বীর লঙ্কার ভিতর
সিংহাসনে বসিয়াছে রাজা লঙ্কেশ্বর ।

মহীরাবন দেখি সিংহাসন হইতে ওলে
আলিঙ্গন দিয়া রাজা পুত্র করে কোলে।
কোলে করিয়া চুম্ব দিল বদন ওপরে
দেখিয়া আনন্দ বড় হইল অন্তরে।
মহীরাবন করে রাজার চরন বন্দন
সিংহাসনে বসিল রাজা একই আসন।
কোন কার্য্যে বাপ মোরে করহ স্মরণ
কিসের কারন দেখি ক্রন্দন বদন।
কান্দিয়া রাবন বলে শুন বিবরন
একে একে মরিল লঙ্কার পুরীজন।
বাপের ক্রন্দনে পুত্রের মনে লাগে ব্যথা
কার সনে বিসম্বাদ কহ তার কাথা।
রাবন বলে শুন বাপু আমার কাহিনী
শুর্পনখা নামে আছে আমার ভগিনী।
নাক কান কাটা তার আইল আচম্বিত
বহিনির বিপদ দেখি হইলাম দুঃখিত।
অপমান দেখিয়া আমি জিজ্ঞাসিনু তারে
কান্দিয়া সকল কথা কহিল আমারে।

দশরথ নামে রাজা জন্ম সূর্য্যবংশে
রাম লক্ষ্মণ দুই পুত্র পাঠায় বনবাসে।
সঙ্গে আসিয়াছে রাম যুবতী বনিতা
ত্রিভুবন জিনি রূপ নাম তার সীতা।
সীতা খাইতে চাহে রামবিদ্যমানে
নাক কান কাটে তার অনুজ লক্ষ্মণে।
অপমান পাইয়া কহে খর দূষণে
চৌদ্দ হাজার রাক্ষস রাম মারে এক বাণে।
শূর্পনখা কহিল আমারে হেন কথা
কোপে আনিলাম হরে শ্রীরামের সীতা।
বনের বানর রাম সংহতি করিয়া
সাগরে জাঙ্গাল বান্ধে গাছ পাতর দিয়া।
সেতু বন্ধ বান্ধিয়া রাম লঙ্কাপুরী বেড়ে
ইন্দ্রজিত আদি করি সকল রণে পড়ে।
মরিলে না মরে সে দুর্জ্জয় আমার বৈরি
তেকারণে বাপু তোমারে স্মরণ করি।
এতেক রাবণ যদি কহিল কাহিনী
মহীরাবণ বলে বাপু শুন মোর বাণী।

পুরীখণ্ড মজাইয়া বসেছ আপনি
সকল মজাইয়া এখন স্মরণ করিলা কেনি।
সাগরের কূলে যখন শ্রীরাম লক্ষ্মণ
তখন কেন আমারে না করিলে স্মরণ।
মোর নামে দেব দানব নরের শঙ্কা লাগে
মুই থাকিতে লঙ্কার মজেছে বীরভাগে।
স্থির নাহি দেব দানব হয় মোর ডরে
নর বানরে লঙ্কা সব খণ্ড২ করে।
আমি থাকিতে ইন্দ্রজিত ভাই মোর মরে
কোন দেবতা না আসিয়া খাটে মোর ঘরে।
ত্রিভুবনে হেন কথা কোথাও না শুনি
মারে খাই সেহ খায় অপূর্ব্ব কাহিনী।
অলক্ষিতে মারিব মারে তার সনে রন
হেন মায়া করিব যেন না জানে কোন জন।
ইন্দ্র শচী থাকে যদি এক সিংহাসনে
শচীরে আনিতে পারি ইন্দ্র নাহি জানে।

সর মানর ভাঙ্গিব এই সোন কায
আর দুঃখ নাহি পাবে শুন মহারাজ।
শ্রীরাম লক্ষ্মণ বৈরি তোমার দুই জন
আজিকে হরিয়া লব আপন ভুবন।
রাম লক্ষ্মণে তোমার আর নাহি শঙ্কা
নির্ভয়েতে রাজ্য কর কনকপুরী লঙ্কা।
এত যদি মহীরাবণ করিল আশ্বাস
হাত বাড়াইয়া রাবণ পাইল আকাশ।
রাবণ বলে তুমি পুত্র প্রাণের সমান
তোমার প্রসাদে হইল আমার পরিত্রাণ।
তোমা হইতে হইবে আমার বৈরিক্ষয়
তোমার প্রসাদে আমার সর্বত্রে জয়।
মহীরাবণ বলে শুন লঙ্কার অধিকারী
স্থির হইয়া থাক যাবৎ বৈরি নাহি মারি।
মহীরাবনের বাক্যে রাজার ঘুচিল তরাস
লঙ্কার ভিতর বাদ্য বাজিছে উল্লাস।
চতুর্দ্দিগে বাদ্য বাজে নানা কোলাহল
রাক্ষসের দম্ভে লঙ্কা করে টলমল।

ইন্দ্রজিতা পড়িল রাবনের নাই মনে
পাসরিল সব শোক দেখি মহীরাবনে।
শ্রীরাম বলেন শুন অপূর্ব্ব কাহিনী
ইন্দ্রজিত পড়িল লঙ্কায় বাদ্য কেন শুনি।
পুত্রশোকে রাবন বাজায় বাজনা
না জানি যুদ্ধে এবার পাঠায় কোন জনা।
বিভীষন বলে প্রভু হইল যে স্মরন
জানিয়া আসি গিয়া যে কি করে রাবন।
ইন্দ্রজিত মরিল এখন সাজে কোন বুদ্ধি
আর কোন বীর আসি সাধিবে কোন সিদ্ধি।
রাম লক্ষ্মনে মেলানি মাগিল জাম্বুবানে
পক্ষিরূপ হইয়া তখন যায় বিভীষনে।
রাবনের অন্তঃপুর নেহালে অন্তরীক্ষে
দ্বারে থাকি বিভীষন রাবনেরে দেখে।
রাবন মহীরাবন এক সিংহাসনে
কথাবার্ত্তায় আছে তারা নিভৃতস্থানে।
মহীরাবন দেখিয়া বিস্ময় বিভীষন
শ্রীরামে কহিল গিয়া ত্বরিত গমন।

বিভীষণ বলে আমি হইয়া গেলাম পক্ষী
মহীরাবণ আসিয়াছে তাহা আমি দেখি ।
মন্দোদরীর গর্ব্ভে জন্ম আছেত তনয়
তাহারে দেখিয়া আমি হইলাম বিস্ময় ।
পাতালপুরে থাকে সে রাবণ আদেশে
মহাতেজ বীরে সে পাতালপুরে বৈসে ।
যার সনে রণ করে তার নাহি রক্ষা
নানামত জানে সে বাণের পরিক্ষা ।
শয়নের মাঝে যেন ডাকিনী ছাওয়াল বীরে
অন্তরীক্ষে থাকিয়া পাপিষ্ঠ চুরি করে ।
দেব দানব কেহ তার নাহি পায় সন্ধি
মহামায়া তার ঘরে সতো আছেন বন্দি ।
ত্রিভুবনের দেব দানব মৃগ পশু হরে
ত্রিভুবনে যত আছে সভে ভয় করে।
হেন বীর আসিয়াছে লঙ্কার ভিতরে
আজি রাত্রি গোঁসাঞি না জানি কি করে ।
সুগ্রীব আদি করিয়া বীর হনুমান
সকল কটক শুন মন্ত্রী জাম্বুবান ।

সভাই আসিয়া এক মন্ত্রণা কর বসি
শ্রীরাম লক্ষ্মণ রাখ আজিকার নিশি।
এই সব বাক্য যদি বলিল বিভীষণ
সকল বানরকটক শুনি কম্পবান।
শ্রীরাম বলেন শুন মন্ত্রী জাম্বুবান
কোন যুক্তি হয় তাহা কহ অনুমান।
প্রাণের সমান তুমি সুগ্রীব মিত
বিভীষণসমান নাহিক শুদ্ধচিত।
যত২ বানর আছহ তোমরা সঙ্গে
বন্ধু বান্ধব আমার যেন শত সঙ্গে।
জাম্বুবান বলে শুন বীর হনুমান
বিভীষণের বচনে তুমি কর সন্নিধান।
হনুমান বলে শুন যত বীরভাগে
চোর ধরিব আমি কোন দায় লাগে।
সকল কটক পড়িল ঐমাত্র আছে
জীবার তরে রাবণ রাজা নানা কাচ কাচে।

এখন রাবন রাজার জীবনসাধ্য করে
আজ্ঞা কর লঙ্কাপুরী ফেলাই সাগরে।
চতুর্দ্দশ ভুবনেতে শ্রীরামের গতি
যথাতথা থাওক রাবন নাহি অব্যাহতি।
সকল কটক থাক আমি হইব গত
কোন বীর আসিবেক আমার নিয়ত।
সকল কটক মোরা থাকিব আগুলিয়া
কার শক্তি পারে নিতে আমারে ভাণ্ডিয়া।
বিভীষন বলে শুন পবননন্দন
তোমার বচনে সুখী শ্রীরাম লক্ষ্মন।
শ্রীরাম বলেন শুন মিত্রা বিভীষন
হনুমানের বাক্য মিথ্যা নহে কদাচন।
সুগ্রীব বলেন আমি যুক্তি করিনু সার
আজিকার নিশি হনুমানে দিনু ভার।
হাসিয়াং বলে মন্ত্রী জাম্বুবান
ত্রিভুবনে বীর নাই হনুর সমান।
দেখাদেখি যদি আসি রনে দেয় হানা
হনুমানের আগে রন করিবে কোন জনা।

এক ভয় করি মাত্র রাক্ষসের মন্ত্রণা
সাক্ষাতে আসিয়া সে রণে না দেয় হানা।
অলক্ষিত হইয়া আইসে চুরিবিদ্যা জানে
এইসে কারণে সভে থাক সাবধানে।
জাম্বুবান বলে তোমার অতুল বিক্রম
আজিকার রাত্রি তুমি করিবে পরিশ্রম।
মন্ত্রণা করিয়া সভে মন্ত্রণা দড় করি
বেলা অবসান হইল আইল সর্ব্বরী।
জাম্বুবানের বচন যদি হইল অবসান
হেন বেলা উঠিয়া বলে বীর হনুমান।
যুদ্ধেতে আগল বড় পবনকোঙর
সভার ভিতর বলে যুড়ি দুই কর।
হনুমান বলে সভে যুক্তি করিনু সার
এক যুক্তি বলি আমি মন্ত্রণাপ্রকার।
মায়াধারী রাক্ষস নানা মায়া জানে
মায়া ধরিয়া যেন না আইসে এইস্থানে।
রামের আগে কথা কহে পবননন্দন
বিষ্ণুচক্র এড় গোঁসাঞি উপর গগন।

তোমার বিষ্ণুচক্র যদি রহিল গগনে
কোন বীর আসিতে পারে কাহার পরাণে।
বিশ্বকর্ম্মার পুত্র আছে যাহার নির্ব্বাণ
পাতালসুরঙ্গে থাকুক হইয়া সাবধান।
নেওলহনুমান হইয়া রহিলেক দ্বারে
তবে কার প্রাণে পারে আসিতে এথারে।
সাবধান হইয়া সভে থাক সারি২
লেজের গড় বান্ধি আমি লইব দুয়ারী।
সত্তরি যোজন হইল বীর অঙ্গে পরিসর
শতেক যোজন হইল ওষ্ঠেতে দীর্ঘল।
দীর্ঘল লেজ করিলেক শতেক যোজন
চারিদিগে গড় করে পবননন্দন।
হনু বলে চারিদিগে করিলাম গড়
সকল কটক থাক ইহার ভিতর।
শরীর হনু বাড়ায় মনের হরিষে
শ্রীরামের কটক যত তাহাতে প্রবেশে।
লেজ বাড়ায় হনুমান চতুর্দ্দিগে আঁটি
লক্ষলক্ষ বানর তাহে জাগে কোটিকোটি।

কটকের মাঝে দুই ভাই শ্রীরাম লক্ষ্মণ
গাছ পাতর হাতে করি জাগে বানরগন।
লেজে বান্ধিল গড় ঠেকিল গগনে
তার ওপর বিষ্ণুচক্র ফিরে ঘনেঘনে।
গড় বান্ধিয়া হনুমান আপনি দ্বারে রহে
এমন বীর নাই যে প্রবেশ করে তাহে।
দ্বিতীয় প্রহর রাত্রি ঘোর অন্ধকার
বিভীষন বলে শুন পবনকুমার।
আপনি পবন যদি আইসে তোমার পিতা
প্রবেশ করিতে তারে না দিবে সর্ব্বথা।
এত বলি বিভীষন বাহিরে গমন
জানিয়া আসি গিয়া কি করে রাবন।
রাবনে মেনানি করি মহীরাবন রাজে
মহামায়া স্মরিয়া যুঝিবারে সাজে।
ঠাট কটক সেনপতি না নিল দোষর
একেশ্বরর চলিল যে রাবনকোঙর।
আকাশে আসিতে চক্র দেখিল ওপরে
সকল কটক দেখে গড়ের ভিতরে।

মনেমনে ভাবে বীর মহীত রাবন
মায়াতে ছলিয়া লব শ্রীরাম লক্ষ্মন ।
অঙ্গদের মুর্ত্তি ধরে রাবনকোঙর
মায়া পাতি যায় হনুমানের গোচর ।
হনুমানের আগে কহে বিনয় করিয়া
পথ ছাড়ি দেহ হনু রামে দেখি গিয়া।
হনুমান বলে অঙ্গদ গড়ের ভিতর
মায়া করি আইল বুঝি রাবনকোঙর ।
যদি বা অঙ্গদ হও কহি এক বাত
বাম হাত বাড়াই দেখি ঠেল মোর হাত ।
এত বলি হনুমান হাত বাড়াইল
ভয় পাইয়া মহীরাবন ওঠিয়া পলাইল ।
কোনমতে প্রবেশিব গড়ের ভিতর
কি বলিয়া প্রবোধিব বাপের গোচর ।
এতেক ভাবিয়া বীর মহীত রাবন
সুগ্রীবের মুর্ত্তি হইল মায়ার কারন ।
সুগ্রীবের মুর্ত্তি হইয়া হনুমানে বলে
দ্বার ছাড়িয়া দেহ যাই গড়ের ভিতরে ।

এতক্ষণ নাহি দেখি শ্রীরাম লক্ষ্মণ
মায়া পাতি আইসে পাছে মহীত রাবণ।
হনুমান বলে সুগ্রীব গড়ের ভিতর
মায়া পাতি আসিয়াছ রাবনকোঙর।
অঙ্গদরূপে আসেছিলা আমার গোচর
হাত বাড়াইতে কেন পলাইলা সত্বর।
সুগ্রীব রাজা আছে আমার ভিতর গড়ে
প্রাণ বধিব রাক্ষসা তোর একই চাপড়ে।
সুগ্রীব রাজা যদি হও সহত চাপড়
হাত বাড়াইতে মহী ওঠে দিল রড়।
হনুমান বলে ভাল বাঁচিলি রাক্ষসা
মহী বলে এড়াইলাম মরনের দশা।
কোন বুদ্ধে ভুলাইব পবননন্দন
গড়ের ভিতর আছে শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
বিভীষণ রহিল তথা গড়ের বাহিরে
বিভীষণের মূর্ত্তি হইয়া প্রবেশি ভিতরে।
নিজ মূর্ত্তি ছাড়িয়া বিভীষণের মূর্ত্তি ধরে
ত্রিভুবনে কেহ তারে লক্ষিতে না পারে।

গড়ের দ্বারে আছে তথা বীর হনুমান
মহীরাবণ দেখা দিল হইয়া বিভীষণ।
হনুমান বলে বিভীষণ পুনরপি আইলে
মহীরাবণ আসেজিল তুমি লঙ্কা গেলে।
বিভীষণ বলে শুন পবননন্দন
চোরকম করিবেক মহী যে রাবণ।
সাবধান থাকিহ বীর আজিকার নিশি
রাম লক্ষ্মণের ঠাই বিদায় হইয়া আসি।
এতেক বলিয়া রাক্ষস কটকে প্রবেশে
অলক্ষিত হইয়া গেল শ্রীরামের পাশে।
মহামায়া স্মরে মহী এমন মন্ত্র বলি
সকল কটকের চক্ষে লাগিল নিদ্রালি।
অচেতন হইয়া পড়ে সকল বানরগড়ে
হাতে হইতে গাছ পাতর খসিয়া পড়ে।
রাম লক্ষ্মণ দুই ভাই নিদ্রায় অচেতন
সুলপথে লইয়া গেল আপন ভুবন।
বন্দি করি থুইল লইয়া আপনার স্থানে
নিদ্রা নাই ভাঙ্গে তথা থাকিল শয়নে।

অনুমান করিয়া আইসে রাক্ষস বিভীষণ
নিঃশব্দে রহিল কেন কিসের কারণ।
হেনকালে বিভীষণ আইল গড়ের দ্বারে
হনুমান বলি ডাকে গড়ের বাহিরে।
হনুমান বলে বিভীষণ গেছে রামের নিকটে
মহীরাবণ আসিয়াছে করিয়া কপটে।
আমার ঠাঁই পড়িলে তোর নাহিক নিস্তার
লেজের বাড়িতে পাঠাইব যমদ্বার।
লেজে বান্ধে লঙ্কাপুরী বুড়াইব সাগরে
সকল রাক্ষস আজি পাঠাইব যমঘরে।
মায়া পাতি আইস তুমি আমার নিয়ড়ে
হনুমানের বচনে বিভীষনের প্রাণ ওড়ে।
কখন কখন করি ত্রাস বিভীষনে
এখন কখন আসিয়াছি রামের স্থানে।
বিভীষণ বলে হনুমান আসিয়া থাকি জলে
দিব্য করি হনুমান তোমার গোচরে।

গোবধী ব্রহ্মবধী করিলে যত পাপ ফলে
তত পাপী হই আসিয়া থাকি জলে।
যত পাপ হয় স্ত্রীবধী সুরাপানে
তত পাপের পাপী যদি কপট থাকে মনে।
বিভীষন দিব্য করে হনুমানে লাগে ডর
তোমার রূপে কেবা গেল গড়ের ভিতর।
হনুমান বলে যদি এ সব বচন
প্রমাদ পড়িল হেন বলে বিভীষন।
বিভীষন বলে শুন পবননন্দন
সত্বরে দেখহ গিয়া শ্রীরাম লক্ষ্মন।
ধাইয়া গেল হনুমান হইয়া অসুখী
রাম লক্ষ্মন গিয়া তথা নাহি দেখি।
আচম্বিতে সেইখানে সুলঙ্গনির্ম্মান
রাম লক্ষ্মন না দেখিয়া চিন্তে হনুমান।
কটকের মাঝে নাহি শ্রীরাম লক্ষ্মন
ভূমেতে লোটাইয়া কান্দে রাক্ষস বিভীষন।
সুগ্রীব অঙ্গদে বীর ডাকে ঘনেঘন
প্রমাদ পড়িল ভাই শুনহ কারন।

কটকের ভিতর হইল গণ্ডগোল
চারিদিগে উঠিল ক্রন্দনের রোল।
সুগ্রীব রাজা কান্দেন নাহিক সম্বিত
কোথা গেলে প্রানের পাইব হেন মিত।
কান্দেন হনুমান গনিয়া অভিমান
শ্রীরাম লক্ষ্মন উদ্দিশে আমি ত্যজিব পরান।
অগ্নিকুণ্ড জ্বালিয়া তাহাতে দিব ঝাঁপ
তবেসে ঘুচিবে মোর মনের সন্তাপ।
মাতায় হাত দিয়া কান্দে অঙ্গদ যুবরাজ
কান্দি অচেতন হইল বানর সমাঝ।
কাকুতি করিয়া কান্দে সেনাপতি নীল
ব্যর্থ গেল বিক্রম আমরা যত কৈল।
কান্দিয়া বিভীষন বুলায় বুঘর
পাপিষ্ঠ ভাই আমার রাজা লঙ্কেশ্বর।
সকল ছাড়িয়া রামের চরণ করিন র
রাবনের হাতে কোথাও নাহিক নিস্তার।
স্বর্গ জিনিয়াছে রাবন যদি স্বর্গ যাই
তথায় মারিবে গিয়া এড়াইতে নাই।

পাতালপুরেতে গেলে মারিবে রাবণ
অগ্নিতে পড়িয়া আমি ত্যজিব জীবন।
সুগ্রীব কান্দিয়া বলে প্রাণে নাই কায
ঝাঁপ দিয়া মরি গিয়া সাগরের মাঝ।
বিপত্তিকালে যদি হয় শঙ্কটমরণ
বৈরি পাইবে আস শুনহ বচন।
ক্রন্দন সঙ্কল শুন সুগ্রীব বানররাজ
কেমনে নিস্তার পাব কর তার কায।
বিপত্তিকালে হয় যদি শঙ্কটসময়
সুস্থির হইয়া সভে চিন্তহ ওপায়।
শ্রীরাম লক্ষ্মণ ত্রিভুবনের সার
কেবা নিল কোথা গেল করহ বিচার।
জাম্বুবান বলে শুন সুগ্রীব রাজন
হনুমান বই ওদ্দিশ করিবে কোন জন।
হনুমানের গতি যে সর্ব্বত্রেতে চলে
হনুমান থাকিতে আপদ নাই কোনকালে।
হনুমান হইতে সিদ্ধ নহে প্রয়োজন
অগ্নিকুণ্ড করি সভে ত্যজিব জীবন।

সুগ্রীব রাজা বলে শোক ছোট কায নহে
রাম লক্ষ্মন বিহনে কার প্রাণ রহে।
এতেক মন্ত্রণা যদি বলে জাম্বুবান
অভিমানে প্রাণ ত্যজিতে চাহে হনুমান।
রাম লক্ষ্মনের শোক কহিব কাহারে
রাম লক্ষ্মণ হেন প্রভু গেল কোথাকারে।
হনুমান বলে মোর বৃথাই জীবন
বিক্রম করিনু যত সব অকারণ।
জাম্বুবান বলে শুন তোমার কি দোষ
অশেষ মায়া জানে পাপিষ্ঠ রাক্ষস।
তুমি শোক করিলে কাহার নাই গতি
আপন পুরুষার্থ তুমি কর মহামতি।
জাম্বুবানের বচনে বলে হনুমান বীর
চারি দণ্ড তোমরা হইয়া থাক স্থির।
চাহিব পাতালপুরী যত আছে ঠাঁই
রাক্ষস মারিয়া আমি আনিব দুই ভাই।

তবে যদি না পাইব রামদরশন
একত্রে সভাই তবে ত্যজিব জীবন।
সুগ্রীব রাজার করি চরণ বন্দন
সুলঙ্গপথে প্রবেশ করে পবননন্দন।
যে সুলঙ্গ দিয়া রাক্ষস করেছে প্রবেশ
সেই পথে যায় হনু চক্ষের নিমেষ।
পাতালপুরী দেখে বীর দশ দিগ প্রকাশ
অপূর্ব্ব দেখিল বলি রাজার আওয়াস।
প্রথমে দেখিল বলি রাজার বসতি
পুন্যতীর্থ আছে তথা গঙ্গা ভাগীরথী।
অপূর্ব্ব লোক সব একে২ দেখে
সে সব দেখিলে লোকের পাপ নাহি থাকে
মহাতপোবন দেখে পাতালে বসতি
নাগিনী যক্ষিণী দেখে রূপসী যুবতী।
চতুর্ভুজ রূপ দেখে কোটি২ লোক
জরা মৃত্যু নাহি তথা নাহি রোগ শোক।
তিন কোটি পুরুষ আছে কপিল মুনির পাশে
পরম সুন্দর লইয়া স্ত্রী সব বৈসে।

বিস্তর নদ নদী দেখে বড় পুণ্যস্থান
কোথা নাট গীত দেখে ওস্তম বন্ধান।
নানা বর্ণে পুরী দেখে পাতালভিতর
একখানা পুরী দীপ্ত জিনি শশধর।
নির্ম্মল জল তাহে দিব্য সরোবর
দিব্য পুরুষ দেখে পরমসুন্দর।
কন্যা সব দেখে তথা মুখ শশধর
বিচিত্র নির্ম্মাণ দেখে সুবর্ণের ঘর।
বড় বড় বীর দেখে পর্ব্বতপ্রমাণ
ঘোড়া হাতী দেখে তথা অদ্ভুত নির্ম্মাণ।
মনেমনে চিন্তে তথা পবনকুমার
ভালমতে এই পুরী করিব বিচার।
মর্কটরূপেতে রহে এক বৃক্ষের উপর
বিচিত্র ঘাট বান্ধা অপূর্ব্ব পাতর।
নানা বর্ণে লোক তথা করে স্নান দান
বানর দেখিয়া তারা অপূর্ব্ব জ্ঞান।
গাছের তলায় থাকি নেহালিয়া চায়
গাছের ডালে হনুমান লুকাইয়া রয়।

এক বৃদ্ধ আছে তথা বৃদ্ধে চিরঞ্জীবী
বানরের নামে সে মনে২ ভাবি।
বুড়া বলে শুন সবে হইয়া সাবধান
পূর্ব্ব কালের কথা শুন আমার স্থান।
বিস্তর তপ করিল মহীরাবন রাজা
বিবিধ বিধানে করে মহাদেবের পূজা।
বিস্তর তপ করিল বিস্তর উপবাসে
আতনু হইলে করিল অনেক প্রয়াসে।
অমর হইতে বর মাগে মহীত রাবণ
অমর বর মাগে মহাদেবের স্থান।
অমর হইতে শিব নাই দিল বর
হাত যোড়ে বলে রাজা শিবের গোচর।
অমর না হইল যদি অবশ্য মরণ
শিবের ঠাঁই জিজ্ঞাসে মারিবে কোন জন।
শিব বলেন শুন বলি মহীত রাবণ
নর বানর একত্র হইলে তোমার মরণ।
দুই জাতি একত্র হেথা বড়ই বিস্ময়
বানর দেখিয়া মোর হইল মনোভ্রম।

বান্ধিয়া আনিয়াছে কালি দুইটা নর
আচম্বিতে কোথা হইতে আইল বানর।
অশুভক্ষণে দেখিনু শুনিনু সর্ব্ব জনে
গাছের ওপর থাকি হনুমান শুনে।
হনুমান বলে মোর কার্য্য হইল সিদ্ধি
এই রাজার ঘরে রাম লক্ষ্মণ আছেন বন্দি।
মনেং চিন্তে বীর পবনতনয়
এখানেতে আছি আমি কিছু ভাল নয়।
গাছে থাকিয়া বীর ভলে বিরেং
মহামায়া দেখি হনু নমস্কার করে।
হনুমান নাম মোর করি নিবেদন
তথায় চাহিলে পাই যেন শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
মহীরাবনের ঘরে যেন পাই অব্যাহতি
আমার সনে দেখা রামের হওক শীঘ্রগতি।
যদি আমার সনে রামের নাহি হয় দেখা
আমার ঠাঁই দেবী তবে নাহি পাবে রক্ষা।
নরবলি খাইবা মনে করিয়াছ আশ
হেথা কোন কায তোমার যাহত কৈলাশ।

হনুমানের বচনে দেবীর হইল হাস
হনুমানের তরে বলেন বচন প্রকাশ।
শুন পুত্র হনুমান পবননন্দন
তোমার বধ্য আছে রাজা মহীত রাবন।
মহীরাবনের ঘরে আছে শ্রীরাম লক্ষ্মন
তার প্রতিকার হবে তোমাদরশন।
তোমার হাতে মৃত্যু আছে মহীরাবন রাজ
রাম লক্ষ্মন উদ্ধারিয়া সাধ নিজ কায।
তুমিহেন পুত্র যার পবনহেন পিতা
রাম লক্ষ্মন উদ্ধারিবে তোমার কোন চিন্তা।
মহীরাবন মার তুমি আমি দিলাম বর
শুনি হরষিত হইল পবনকোঙর।
মহামায়ার বর পাইয়া হরষিত মতি
রাম লক্ষ্মন উদ্দিশে বীর যায় শীঘ্রগতি।
রাম লক্ষ্মন গেল রাজার অন্তঃপুরে
রাম লক্ষ্মন বন্দি আছেন যেই ঘরে।
বাহিরে পাতরের গড় ভিতরে সোনার গড়
নানা অস্ত্র দেখে বীর আঁটি ঝাকড়।

চারিদিগে বাহিরে রাক্ষস সর্ব্বজন
ঘরের ভিতর আছেন শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
মর্কটরূপে সান্ধায় গড়ের ভিতর
শ্রীরাম দেখিয়া পুলকিল বহুতর।
বন্ধন মুক্ত করে বীর পবননন্দন
নিদ্রা ভাঙ্গিয়া ওঠেন শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
লক্ষ্মণ বলেন শুন পবননন্দন
সুগ্রীব অঙ্গদ কোথা রাক্ষস বিভীষণ।
হনুমান বলে গোঁসাঞি পাসরিলে চিতে
মহীরাবণ আনিয়াছে সুড়ঙ্গের পথে।
কাতর হইল দুই ভাই শুনিয়া বচন
প্রবোধ করিয়া বলে পবননন্দন।
হেনকালে রাজার ঘরে ওঠিল ঘোষণা
মহামায়া পূজিবে রাজা বাজুক বাজনা।
বিস্তর ছাগল দিবে বিস্তর মহিষ
বলিদান দিবে রাজা দুইগোটা মানুষ।
নানা সুগন্ধি ফুল গন্ধে মনোহর
সজ্জা লইয়া যায় তথা চণ্ডিকার ঘর।

হেনকালে হনুমান পাইল সন্ধান
শ্রীরামের হনুমান করে অনুমান।
যোড়হাত করিয়া বীর কহে রামের আগে
রাক্ষস মারিব গোসাঞি কোন দায় লাগে।
ত্রিভুবন ঘুড়িয়া প্রভু তোমার অবতার
তোমার প্রসাদে রাক্ষস করিব সংহার।
রাবনের বন্ধু বান্ধব যথাতথা থাকে
সভারে মারিব আজি না এড়িব কাকে।
দুর্জ্জয় রাক্ষস প্রভু করিলে সংহার
রাক্ষসক্ষয় করিতে প্রভু তোমার অবতার।
অলক্ষিত মায়া তোমার জানে কোন জনে
আপন ইচ্ছায় রাজা যম ঘরে আনে।
এক যুক্তি আছে গোসাঞি শুনহ মন্ত্রনা
যখন করিবে রাক্ষস দেবির অর্চ্চনা।
তোমা দোঁহা লইয়া যাবে চণ্ডিকার ঘরে
সেই কালে প্রবেশিব ঘরের ভিতরে।
ছোট হইয়া যাইব থাকিব অন্তরীক্ষে
ঘরে সাম্ভাইবে রাজা চণ্ডিকা পূজিতে।

দণ্ডবৎ হইবে যখন দেবীবিদ্যমান
সেইখানে কাটিয়া করিব দুইখান।
যখন বলিবে তোমারে দেবির কর পূজা
তারে তুমি বলিহ আমি রাজপুত্র রাজা।
যে বোল বলহ অলঙ্ঘ্য তোমার বাণী
কেমতে প্রণাম করিব দেখাও আপনি।
তোমার বোল শুনিয়া রাজা করিবে প্রণাম
তখনি মারিব তারে না করিব সংগ্রাম।
তীক্ষ্ণ খড়্গেতে তারে ফেলিব কাটিয়া
রাক্ষসের রুধির দিয়া পূজিব মহামায়া।
হনুমানের বচনে হরিষ দুই ভাই
তোমার প্রসাদে দোঁহে সঙ্কটে এড়াই।
বিনাবিনাবিনা বাপু পবননন্দন
তোমার যশ ঘুষিবেক এ তিন ভুবন।
তোমার প্রসাদে বাপু বাঁচি বারেবার
আজি দুই ভাইয়ের বাপু করহ উদ্ধার।

তোমার পু[illegible] পায় সীতা চন্দ্রমুখী
তো[illegible]তে বন্ধু বান্ধবের মুখ দেখি।
তোমার যত ধার বাক্য শুধিতে না পারি
তোমার প্রসাদে দেখি অযোধ্যানগরী।
এতেক মন্ত্রনা যদি করিল তিন জন
হেনকালে দেবী পূজিতে রাজার গমন।
স্নান দান করিয়া মহী লইয়া পাত্রগন
গলায় পুষ্পের মালা সুগন্ধি চন্দন।
মুকুট কুণ্ডল লইল রাজ অভরণ
দেবী পূজিবারে যায় হরষিত মন।
রক্ত পুষ্প রক্ত চন্দন রাখিল স্থানেহ
নৈবেদ্য নির্ম্মাইল দেবীবিদ্যমানে।
ভূমিকম্প হইলে যেন কম্পে ত্রিভুবন
নির্ঘাত শব্দ হইল রক্ত বরিষন।
অহঙ্কারে যায় মহী কিছু নাই গনে
সর্ব্বাঙ্গে ভূষিত রাজা রাজ অভরনে।
সুবর্ণনূপুর পায় যায় মহারোলে
প্রবেশ করিল গিয়া ভগ্নচণ্ডার ঘরে।

পূজার সজ্জা লইয়া আইল পাত্র মিত্রভাগে
নানা উপহার দ্রব্য থুইল রাজার আগে।
দুই লক্ষ ছাগল আনিল মন্ত্রীর বিদ্যমানে
পশু কাটিবারে আনে অস্ত্র ধারসানে।
সুবর্ণসিংহাসনে মন্ত্রী বসিল হরষিতে
ধ্যান করি লাগিল রাজা দেবীরে পূজিতে।
পূজার আয়োজন লইয়া আইল দ্বারে২
স্ত্রী পুরুষে আইল সভে দেবী পূজিবারে।
চতুর্দ্দিগে পড়ে তখন জয়২ ধ্বনি
নানা বেশ করিয়া আইল রাজার যত রাণী।
গন্ধর্ব্বেতে গীত গায় নাচে বিদ্যাধরী
আনন্দে পূর্ণিত হইল কাঞ্চননগরী।
নানা শব্দে বাদ্য তখন চতুর্দ্দিগে বাজে
সিংহাসনে বসি রাজা উগ্রচণ্ডা পূজে।
ব্রাহ্মণে বেদ পড়ে বড় কোলাহল
স্ত্রীলোকে দেয় সভে জয়জয় মঙ্গল।
মন্ত্রী বলে পাত্র মিত্র চলহ সত্বর
স্নান করিয়া আন ঝাট দুই সহোদর।

মহীর আজ্ঞা পাইয়া গেল সকল পাত্রগন
সুগন্ধি জলেতে স্নান করাইল দুই জন।
সুগন্ধি চন্দন দিল রাজ অলঙ্কার
মুকুট কুণ্ডল দিল গলে রত্নহার।
পরিধান করাইল পীত বসন
গলায় পুষ্পের মালা নানা আভরন।
দোঁহার রূপ গুন স্ত্রী লোকেতে নেহালে
দেবী স্নান করাইল জয়জয় রোলে।
রাজা আদেশ করিল ঝাট আন দুই জনে
রাম লক্ষ্মণ থুইল লইয়া দেবির দক্ষিনে।
সেই কালে হনুমান প্রবেশিল দ্বারে
অলক্ষিতে রহিল গিয়া প্রতিমার আড়ে।
রহিলেন হনুমান বন্দিয়া দুই জনে
পুষ্পরাশির ভিতরে রহিল ততক্ষনে।
অর্চ্চনা করিতে রাজা সিংহাসনে বৈসে
প্রতিমার আড়ে থাকিয়া হনুমান হাসে।
আয়ু টুটিল রাজার নিকট মরন
সব বানর একত্র হইল রাজার ভুবন।

শুনিতে কৌতুক বড় রামের অবতার।
কীর্ত্তিবাস পণ্ডিত রচিল লঙ্কাকাণ্ডের সার॥

মহীরাবণ হরিয়া লইল শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
সত্বরে ব্রহ্মার ঠাঁই গেল দেবগণ।
করযোড় করিয়া বলে ইন্দ্র সুরপতি
মহী রাম লক্ষ্মণ লইল শুন প্রজাপতি।
এতেক শুনিয়া ব্রহ্মা ইন্দ্রের বচন
হাসিয়া বলেন ব্রহ্মা শুন দেবগণ।
শক্রবিনু নামে ছিল গন্ধর্বের বালা
বিষ্ণুর সদনে থাকে করে নৃত্য খেলা।
নিত্য নৃত্য করে সেই ব্রহ্মার সদনে
তাহার নৃত্যে তুষ্ট হইল নারায়ণে।
বিষ্ণুসম্ভাষনে গেল অষ্টবক্র ঋষি
মুনির রূপ দেখিয়া নৃত্য করে উপহাসি।

মুনির রূপ দেখিয়া তার মনে হইল রঙ্গ
মুনিনিরীক্ষনে তার তাল হইল ভঙ্গ।
মুনি বলে আমা দেখি তোমার ওপহাস
সুন্দর শরীর তোর হইবেক নাশ।
পাপী হইয়া জন্ম গিয়া রাক্ষসের কুলে
বিকট মূর্ত্তি ধরিয়া থাকহ পাতালে।
শুনিয়া শক্রধনু ধরে মুনির চরণ
কৃপা কর গোঁসাঞি লইলাম শরণ।
শাপ লেওটিও মোর মহাতপোধন
এতেক বলিয়া তথা করিছে ক্রন্দন।
শক্রধনুর বচন শুনিয়া মুনিবর
প্রসন্ন হইয়া মুনি বলেন উত্তর।
আমার বচন কভু নহিবেক আন
পাতালে থাকহ হইয়া রাক্ষসপ্রধান।
তপের বলে কালিকা থাকিবেন তোমার ঘরে
সুখে রাজ্য কর গিয়া পাইয়া দেবির বরে।
যাহার হাতে মৃত্যু তাহার নাম হনুমান
আমার বাক্য মিথ্যা নহে করিলাম সন্ধিধান।

এতেক বলিয়া মুনি করিল গমন
পৃথিবীতে শক্রবন্ন লভিল জনম।
ব্রহ্মা বলেন তোমরা না কর চিন্তা মনে
এখনি উহারে মারিবে হনুমানে।
যাহার লাগিয়া উগ্রচণ্ডা আছেন মহীতলে
লঙ্কা ছাড়িয়া যাহালাগি আছেন পাতালে।
ব্রহ্মার বচনে হরিষ হইল দেবগন
অন্তরীক্ষে দেবতা দেখেন গীত নাচন।
এতেক বলিল যদি ব্রহ্মা পূর্ব্বকথা
কৌতুকে চলিল ব্রহ্মা রাম লক্ষ্মণ যথা।
ব্রহ্মা আগু করিয়া যতেক দেবগন।
ত্বরিতে মিলিল গিয়া পাতালভুবন।
মাহামায়া পূজে রাজা পরম হরিষে
রাম লক্ষ্মণ বেড়িয়া থাকিল পরম সন্তোষে।
বীজ মন্ত্র পড়িয়া দেবির করিল ধ্যান
ততক্ষনে উগ্রচণ্ডা হইল মূর্ত্তিমান।
দুই লক্ষ ছাগল মহিষ কাটিয়া দিল বলি
বলিদানে তুষ্ট হইল দেবী ভদ্রকালী।

জয়ং মঙ্গল করে রাজার যত রাণী
জয়া দিয়া নাচে চৌষট্টি যোগিনী।
মহা উগ্রমূর্ত্তি হইল দেবী উগ্রচণ্ডা
সহস্রেক চেলা নাচে হাতে করিয়া খাণ্ডা।
পাদ্য অর্ঘ্য ধূপ দীপ নৈবেদ্য প্রধান
নানা উপহার দ্রব্য বিবিধ বিধান।
অর্চ্চনা করিল রাজা খাণ্ডা ধর সান
দুই ভাইরে প্রণাম করিতে করিল সম্বিধান।
মহী বলে রাম লক্ষ্মণ শুন দুই ভাই
মনোরথ বর মাগিয়া লহ দেবির ঠাঁই।
রাজশ্রী মহাসম্পদ হয় দেবির বরে
কার্য্য সিদ্ধি হয় যে জন মনে করে।
ত্রিভুবন জিনিয়া হইবে দণ্ডধরে
মনোনিত বর পাবে উগ্রচণ্ডার বরে।
মহির বাক্য শুনিয়া রাম যোড় করিল হাত
মহির আগে কথা কহেন রঘুবংশের নাথ।
তুমি মহারাজা তোমার বড় বংশে জন্ম
তোমার মুখে শুনিলাম যত ধর্ম্ম কর্ম্ম।

তোমা হইতে কার্য্য সিদ্ধি হইবে সকল
তোমার প্রসাদে আমি পাব দেবির বর।
পৃথিবীর রাজা আমি জগতের প্রধান
কখন কাহারে নাই করিত প্রনাম।
রাম বলেন কভু নাই পূজি দেবী
আপনি দেখাও দেখি কোন রূপে সেবি।
বিধির নির্ব্বন্ধ কেহ খণ্ডাইতে নারে
রামের আজ্ঞায় রাজা তখন দেবী নমস্করে।
হাসিয়া উঠিল মহী রত্নসিংহাসনে
কনক অঙ্গুলি লইয়া দাণ্ডাইল বিদ্যমানে।
মহী বলে কার্য্য সিদ্ধি কর ভদ্রকালী
ভুমিষ্ঠ হইয়া প্রনাম করে দিয়া পুটাঞ্জলি।
হাসিয়াত উগ্রচণ্ডা হইল মুর্ত্তিমান
রাম লক্ষ্মন দেখিয়া দেবী হইল অন্তর্দ্ধান।
দণ্ডবৎ প্রনাম হইল রাজা দেবির সম্মুখে
অন্তরে থাকিয়া বীর হনুমান দেখে।
পুষ্পরাশি হইতে বাহির হইল হনুমান
প্রনাম করিয়া বলে দেবী লহ বলিদান।

চক্ষের নিমেষে খাণ্ডা লইল হনুমান
মহীরাবন কাটিয়া করিল দুইখান।
খাণ্ডা হাতে করিয়া নাচে পবননন্দন
হনুমান বলে রুধির করহ ভক্ষন।
প্রতিমা থাকিয়া দেবী মহামায়া হাসে
যতেক রাক্ষস রাজার পলায় তরাসে।
মহীর চুল ধরিয়া হাতে ঘুরাইয়া ধরে
চুলে ধরি মুণ্ড তোলে যোগিনী রক্তে ওদর ভরে
মূর্ত্তিমতী দেবী দেখা দিলেন আপনি
জয়ং দিয়া নাচে চৌষট্টি যোগিনী।
মহাশব্দ করিল বীর পবননন্দন
ভূমিকম্প ত্রাসিত কম্পিত ত্রিভুবন।
পৃথিবী টলমল করে সাগর উথলে
সহস্র ফনাতে অনন্ত কাঁপেত পাতালে।
স্বর্গে দুন্দুভি বাদ্য বাজায় দেবগন
হনুমানের উপরে করে পুষ্প বরিষন।
অন্তরীক্ষে থাকিয়া বাখানে দেবগন
ধন্যধন্য হনুমান পবননন্দন।

তিন লোকে দিল সভে জয়ংকার
তোমার কারনে লোকের হইল নিস্তার।
শ্রীরাম লক্ষ্মনের মুক্ত করিল বন্ধন
হনুর বিক্রম দেখি হাসেন দুই জন।
আমার আশীর্ব্বাদে তুমি জিনিবা সংসার
প্রসাদ দিতে প্রসাদ নাহি ধারি তব ধার।
এক প্রসাদ দিতে পারি লহ আলিঙ্গন
হনুমানে কোল দিল শ্রীরাম লক্ষ্মন।
মনের হরিষে তখন হনুমান হাসে
লঙ্কাকাণ্ড রচিল পণ্ডিত কীর্ত্তিবাসে।

মুনির শাপে মুক্ত হইল মহীত রাবন
নিজ মুর্ত্তি ধরি যান স্বর্গে যে ভুবন।
পড়িল যে মহীরাবন ত্রিভুবনের বৈরি
আজি কালি জয় হবে কনকলঙ্কাপুরী।
হনুমানের শব্দে কাঁপয়ে ত্রিভুবন
ত্রাসে পলাইয়া যায় সকল পরীজন।

মহাশব্দ হইল বৃক্ষের ঘশে পাত
গর্ব্ববতী রাজার রাণীর গর্ব্ব হইল পাত।
গর্ব্বপাত হইল জাওয়াল পড়ে ভূমিতলে
তখনি উঠিল জাওয়াল বান্ধিয়া কাঁকালে।
মালসাট মারে বীর চতুর্দ্দিগ নেহালে
রাণীগন উঠে সভে জয়জয় বোলে।
হের দেখ তোমার বাপ মারিল হনুমান
গুপ্তচণ্ডার ঘরে বাপু দেখ বিদ্যমান।
চতুর্দ্দিগ বেড়িল তারে যত পাত্রগন
সভে মেলিয়া নাম থুইল অহিক্করাবন।
মহাশব্দ করিলেক অহিক রাবন
দেখিয়া চিন্তিত হইল যত দেবগন।
বিক্রম করিয়া বীর হনুমানে ডাকে
তোমা আমায় যুদ্ধ করি দেখুক লোকে।
ক্রোধে হনুমান বীর ধরিল জাওয়ালে
হনুমানেরে অহিক্করাবন বিন্ধিল অঙ্গুলে।
কোপে চাপে হনুমান রাক্ষস পিছলি পড়ে
লাফ দিয়া উঠিয়া বীর সিংহনাদ ছাড়ে।

কোপে হনুমানে ধরি ফেলিল ভূমিতল
হনুমানের পিঠে মারে বজ্র চাপড়।
চাপড় খাইয়া কোপে জ্বলে হনুমান বানর
বালক বলে হনুমান হইলি ফাঁফর।
ক্রোধ করিয়া বালকে হনুমান চাপিয়া ধরে
পিছলিয়া পড়ে বালক ভূমির উপরে।
আপনা সম্বরিয়া বীর উঠিল সানন্দে
লাফ দিয়া উঠিল গিয়া হনুমানের কান্ধে।
কান্ধে চড়িয়া হনুমানেরে মারিলেক চাপড়
ভূমিতে পড়িয়া বীর করে ধড়ফড়।
কোপে ওঠে হনুমান বালক চাপে কোলে
পিছলিয়া আরবার পড়িল ভূমিতলে।
হাত বাড়াইয়া হনুমানে ধরিল বালক
গলা চাপে রক্ত পড়ে ঝলকে ঝলক।
ফাঁফর হইল হনুমান চিন্তিত দেবগণ
ডাক দিয়া বলেন গোসাঞি কমললোচন।

আপনা পাসর কেন পবননন্দন
আপনার বাপ স্মর দেবতা পবন।
পবন আইলে তবে না জীবেক বালক
কৌতুক দেখিয়া যেন হাসে সর্ব্ব লোক।
শুনিয়া হনুমান বাপ করিল স্মরণ
ততক্ষণে ঊনপঞ্চাশ আইল পবন।
অল্প জাওয়াল দেখি বড়ই দুর্জ্জন
হনুমান ধরিতে নারে দেখেন পবন।
বাতাস করিয়া দিল ঘোর অন্ধকার
দেখিয়া দেবতাগণে লাগে চমৎকার।
মহাঝড় বহে তখন ঝলকে ঝলকে
ধুলা গুঁড়া পাঁশ ভরিল নাকে মুখে।
মহাশব্দে হনুমান ধরিল জাওয়ালে
দুই পা ধরিয়া তোলে গগনমণ্ডলে।
পাক দুই তিন দিয়া মারিল আছাড়
মাথার খুলি ভাঙ্গিল তার চুর করিলেক হাড়।
মহাক্রোধে হনুমান রাক্ষসেরে ধরে
লাথির ঘায় হনুমান সভাকারে মারে।

মহীর স্ত্রী সকল শুনি করে হাহাকার
একা হনুমান শত করিল সংহার।
হাসিয়াত শ্রীরাম হনুমানেরে নিল কোলে
সাধু২ আকাশেতে দেবগন বলে।
দেবতা বলে মার গেল পাপিষ্ঠ রাবন
তখনি ছাড়িল দেবী নগর কাঞ্চন।
সৌরস নামে মহীর পাত্রে দিল অধিকার
পালিহ কাঞ্চন নগর থাকে যত কাল।
কাঞ্চন নগরেতে আছিল যত ধন
ব্রাহ্মনের তরে দেন পবননন্দন।
অমূল্য রতন পাইল শ্রীরাম লক্ষ্মণ
পাতালপুরী ছাড়িয়া চলিল তিন জন।
দুই ভাইয়েরে হনুমান করিল দুই কান্ধে
জয়২ শব্দ দিয়া উঠিল সানন্দে।
গড় ভুমিয়া বেড়ায় বীর যাইতে না পায় বাট
লাথির চোটে ভাঙ্গে বীর দ্বারের কপাট।
নাগ লোকে বলিছে জয়জয়কার
সুলঙ্গ বাহিয়া ওঠে বাহির দুয়ার।

ওথায় সুগ্রীব রাজা কান্দে বানরগন
হেট মাথা হইয়া কান্দে রাক্ষস বিভীষন।
হেনকালে হনুমান উঠিল আচম্বিত
রাম লক্ষ্মণ কান্ধে দেখিয়া সভে হরষিত।
দুই ভাই দেখিয়া বানর হরষিতে নাচে
সুর্য্য দরশনে যেন অন্ধকার ঘুচে।
হনুমানের স্কন্ধে হইতে ওলিল দুই জন
আগে বিভীষনেরে রাম দিল আলিঙ্গন।
বিভীষন দেখি হনুমান লজ্জায় পড়িল
ক্ষম অপরাধি বলি চরনে ধরিল।
বিভীষন বলে মোর ঘুচাইলা কালি
তোমা হইতে জয় হইল কনকলঙ্কাপুরী।
বিভীষন শ্রীরামের বন্দিল চরন
বাহু পসারিয়া রাম দিল আলিঙ্গন।
সুগ্রীব রাজারে রাম করিলেন কোলে
আর যত বানরে মধুর বচন বলে।
সকল বানরকটক এড়াইল প্রমাদ
সকল বানরের তরে দিলেন প্রসাদ।

হরষিতে কোলাকোলি করে সর্ব্ব জন
রামজয় বলিয়া নাচে যত বানরগন ।
মহাশব্দ করিয়া বানর ছাড়ে সিংহনাদ
নিদ্রা হইতে ওঠে রাবন গনিয়া প্রমাদ ।
মহী পুত্র মারিল আইল দুই জন
তেকারনে সিংহনাদ ছাড়ে বানরগন ।
শুনিয়া রাবন রাজা গনে মনেমন
যে হওক সে হওক আমি করিব গিয়া রন ।
আজিকার যুদ্ধে অবশ্য মারিব লক্ষ্মন
এতেক মনে করিয়া তখন বসিল রাবন ।
শুনিতেং গীত লাগে চমৎকার
অমৃত অদ্ভুত কথা রাম অবতার ।
মহীরাবন বধী করিয়া হনুমানের জয়
লঙ্কাকাণ্ড রচিল কীর্ত্তিবাস মহাশয় ।

অভিমানে বসিল গিয়া লঙ্কার অধিকারী
ঘরেং কান্দে যত বীরভাগের নারী ।

কেহ বলে স্বামী পড়িল সংগ্রামভিতর
কেহ বলে ভাই মোর পড়িল সহোদর।
কেহ বলে বন্ধু বান্ধব পড়িল জ্ঞাতি
কেহ বলে পুত্র মোর পড়িল যোদ্ধাপতি।
ক্ষয় যাওক শূর্পনখা মুণ্ডে পড়ুক বাজ
আমাসভা রাঁড়ি করি সাধিল কোন কায।
শূর্পনখা রাগ্তী হইল রাক্ষসবিনাশে
সকল রাক্ষস খাইয়া রাবণ খাইবে শেষে।
রাবণহেন কুম্ভকর্ণ কোথাও না দেখি
সেই রাজ্যে গিয়া চল বঞ্চি সকল সখী।
শূর্পনখা পাড়িলেক এতেক প্রমাদ
সবংশে মরিতে রাবণ বাড়াইল বিসাদ।
স্ত্রীলোকের ক্রন্দনের রোল ওঠিল ঘরে২
অভিমানে যুঝিতে চলে রাজা লঙ্কেশ্বরে!
কোপানলে যায় রাজা যুঝিবার মনে
সর্ব্বাঙ্গ ভূষিত রাজা রাজ অভরণে।
শ্বেত বস্ত্র পরিল রাবণ মেঘেতে বিজুলি
রাঙ্গা নেত বান্ধিলেক বেড়িয়া কাঁকালি।

কুড়ি হাতে রাবন সুবর্ণ তাড় তোড়ল পরি
দশ অঙ্গুলে রাবন পরে মানিক অঙ্গুরী।
সোনার নবগুঞ্জ পরে সোনার পরে পাট্টা
পূর্ণিমার চন্দ্র যেন কপালের ফোটা।
দশ কপালে দশ মুকুট করে ঝলমল
কুড়ি কর্ণে পরিল রাজা কুড়িটা কুণ্ডল।
গলা ভরিয়া পরে রাবন পারিজাতের মালা
গগনমণ্ডলে যেন শোভে চন্দ্রকলা।
নানা বেশ অলঙ্কার রাবন রাজা পরে
পর্ব্বতশেখরে সুবর্ণ যেন ঝলমল করে।
অগৌর চন্দন পরে গন্ধে মনোহর
কেয়াত কেতকী পরে চাপা নাগেশ্বর।
মেঘের বিজুলি যেন গলার ওতরী
মৃগমদ পরে রাজা সুগন্ধি কস্তুরী।
একেত সুন্দর রাজা অধিক শোভে বেশে
রানী সব দাণ্ডাইল রাজার বাম পাশে।
নানা অস্ত্রে রাবন রাজা সাজিল বাম পাশে
দশ হাজার সুন্দরী রাবন বেড়িয়া বৈশে।

দেব দানবের কন্যা গন্ধর্ব্বকুমারী
যাহার রূপে আলো করে কনকলঙ্কাপুরী।
যুঝিবারে যায় রাবণ বড়ই যে ক্রোধে
রানী মন্দোদরী তার পশ্চাৎ বিরোধে।
আপনার কুবুদ্ধে তুমি করিলে বংশনাশ
এখন রামের সীতা দিয়া রাখ গৃহবাস।
মরণ নিকট তার কি করে ঔষধে
না রহিল রাবণ মন্দোদরির প্রবোধে।
মরনকাল হইলে রোগী না মানে পাচন
মন্দোদরী যত বলে না শুনে রাবণ।
রাবণ বলে আমারে কি বুঝাহ কারন
আমি কি না জানি রাম আপনি নারায়ন।
রামের রনে আমি যদি সম্মুক যুদ্ধে মরি
মুক্ত হইয়া যাব তবে অক্ষয় স্বর্গপুরী।
মন্দোদরির চক্ষের জল করে জলজল
স্বামী প্রদক্ষিন করি পড়িছে মহীল।
অন্তরে জানিয়া রানী কান্দিছে প্রচুর
দশ হাজার সতিনী বিরি লইল অন্তঃপুর।

দেব দানবের কন্যা পরমসুন্দরী
চক্ষে জল পড়ে কেহ না কান্দে ফুকরি।
শোকে মত্ত রাবন রাজা না চাহে কার পানে
কোপে চলিল রাজা যুঝিবার মনে।
রাজপ্রসাদ জলে রাবন বিলায় ভাণ্ডার
চলিল রাবন রাজা গনিয়া অসার।
সোনা রূপার ঘর সব রত্নেতে প্রচুর
প্রথম বৃহদ্দ এড়ায় রাবন নিজ অন্তঃপুর।
দ্বিতীয় বৃহদ্দ এড়ায় রাজা লঙ্কেশ্বর
সারথি যোগায় রথ পরমসুন্দর।
কনকরচিত রথ মানিক্যের চাকা
রাঙ্গা চূড়ায় শোভা করে নেতের পতাকা।
সোনার মানুষের মাতা শোভে রথধ্বজে
সোনার মুদ্গর ঘণ্টা চারিদিগে বাজে।
রথের উপর শোভা করে সুবর্ণের দাড়ি
রাজা বসিবারে তোলে চন্দনের পিড়ি।
সারথি আনে রথ বিচিত্র নির্ম্মান
পবনবেগে অশ্ব ঘোড়া রথের যোগান।

ত্রিশ কোটি রাবনের পুরান সেনাপতি
সাজিয়া চলিল সভে রাজার সংহতি।
রাবন বলে যত রাক্ষস আর সেনাপতি
লঙ্কার ভিতর না রহিও চল শীঘ্রগতি।
মরি কিবা মারি এইবারমাত্র রন
বড় ক্রোধে যুঝিতে চলিল রাজাত রাবন।
মার রাম২ ডাকে রাক্ষসগন
ত্রিশ অক্ষৌহিনী ঠাটে চলিল রাবন।
কটকের পায়ের ভরে কাঁপিছে মেদিনী
নানা শব্দে বাদ্য বাজে কিছুই না শুনি।
রাজ্যখণ্ড লইয়া রাবন সংগ্রামেতে রোষে
বিক্রম করিয়া রাবন সভাকারে তোষে।
কালান্তক বান আজি করিব অবতার
আজিকার যুদ্ধে কার নাহিক নিস্তার।
নদ নদী দশ দিগ আজি ছাইব বানে
বানর বলিয়া না থুইব মারিব পরানে।
বানর মারিব আজি না থুইব লেশ
ঘুটান কমলে যেন হাতির পুবেশ।

আজিকার যুদ্ধে তোমরা আমার দেখিও বল
মারিব বানর জাতি ছাইব রসাতল।
চলিল রাক্ষসকটক নানা অস্ত্র ধরি
কটকের পায়ের ভরে কাঁপে লঙ্কাপুরী।
হস্তী শুণ্ড নাড়ে তার গুরিন ধ্বনি
ঘোড়ার ঠাট চলে বাজে সোনার কিঙ্কিনি।
কটকের পদভরে কাঁপিছে মেদেনী
রাবন রাজার বাদ্য বাজে সাত অক্ষৌহিনী।
পশ্চিম দ্বারে আছেন শ্রীরাম লক্ষ্মন
সাজিয়া পশ্চিম দ্বারে বাহির হইল রাবন।
রনে প্রবেশ হইল ধনুকে দিয়া চড়া
পবনবেগে সারথি চালায় অষ্ট ঘোড়া।
অদ্ভুত অন্যের কাধ দেখিয়া রাবনে
ভঙ্গ দিয়া বানর পলায় মুখ না পাতে রনে।
যুগান্তের অগ্নি যেন সংসার পোড়ে
ভাঙ্গিল সকল ঠাট পলায় ওভরড়ে।
বড়বড় বানর যত রনেতে প্রবীন
দশ সেনাপতি রনে হইল আগুয়ান।

ঋষভ কুমুদ রোষে গন্ধমাদন
মহেন্দ্র দেবেন্দ্র রোষে সুষেণনন্দন।
নল নীল রুষিল প্রধান সেনাপতি
অঙ্গদ হনুমান রোষে বানর সম্প্রতি।
দশ সেনাপতি রুষিল একবারে
চারিদিগে গাছ পাতর উপাড়িয়া মারে।
রাবন রাজা করে এখন বান বরিষণ
রাবনের বান যেন যমদরশন।
গন্ধমাদন বীর বানরে বাখানে
খানখান হইয়া পড়ে রাবনের বানে।
রাক্ষস দেখিয়া নীল গাছ পাতর মারে
দশ বানে বিন্ধিয়া পাড়ে রাজা লঙ্কেশ্বরে।
দুই বানে বিন্ধিলেক সুষেণকুমার
শতেক বানে বিন্ধিলে গবাক্ষ বানর।
একশত বানে নল বিন্ধিল রাজা দশানন
ত্রিশ বানে ফুটিলেন পবননন্দন।
গয় বানর ফুটিয়া পড়ে পঞ্চাশ বানে
ইন্দ্রজাল বীর পড়িল শতেক বানে।

জয় বানে ফুটিল ঋষভ রনেতে কর্কশ
দশ বানে ফুটিয়া পড়ে বীর পনস।
পঞ্চাশ বানে ফুটিয়া পড়ে কুমুদ মহাবীর
নই বানে ফুটিল জাম্বুবানের শরীর।
আর চারি বানে বীর ধূম্রাক্ষেরে মারে
বানে ফুটিয়া তাহার রক্ত পড়ে ধারে।
পঞ্চাশ বান বাজিল গিয়া বীর সুষেনে
অচেতন হইয়া বীর পড়ে সেইখানে।
আশি বানে সরভ ষাঠি বানে দধিমাল
বড়২ বানর পড়ে বিক্রমে বিশাল।
কার মাতা কাটা গেল কেহ লোটায় ভুমিতলে
রাক্ষসকটক লইয়া রাবন বানরকটক দলে।
শোকে বান এড়ে রাবন সহিবে কোন জন
ভঙ্গ দিয়া চতুর্দ্দিগে পলায় বানরগন।
রাবন রাজা বান এড়ে তারাযেন জোটে
বজ্রাঘাত হেন বান বানরের গায় ফুটে।

মহেন্দ্র দেবেন্দ্র যুটিল বীর অঙ্গদ
বান খাইয়া অচেতেন হইল নিঃশব্দ।
খণ্ডখণ্ড হইল বানর তিতিল রক্ততে
রন ছাড়িয়া পলায় বানর শ্রীরামের ভিতে।
রামের কাছে গেল এখন যত বানরগন
রামের কাছে গিয়া সভে করে নিবেদন।
পৃথিবী যুড়িয়া রাবন সৈন্যগুলা পাড়ে
পর্ব্বত উপরে যেন উল্কাপাত পড়ে।
রাবনের কথা রামের ঠাঁই কহিল বানরগন
কুপিল সুগ্রীব রাজা সূর্য্যের নন্দন।
বানরকটক ভঙ্গ দিল সুগ্রীব রাজার রোষে
পাত্র মিত্র লইয়া রাজা যুঝিবারে আইসে।
আগে সুগ্রীব রাজা বানর পশ্চাতে
গাছ পাতর শাল পেয়াল বানরের হাতে।
সিংহনাদ ছাড়ে বীর কাঁপেত পাতাল
রাক্ষসের উপরে ফেলে শাল পিয়াল।
সিংহনাদ করি বীর সান্ধাইল রনে
আছাড়িয়া বড়ে মারে রাক্ষসগনে।

গাছ পাতর এড়ে রাজা পক্ষিযেন ওড়ে
দারুন প্রহারে গিয়া রাক্ষসের মাতায় পড়ে।
সুগ্রীবের যুদ্ধে রাবন পড়িল শুণেং
জ্বলন্ত অনলে যেন সং-সার পুড়ে!
বড়ং রাক্ষস পড়ে রনেতে বিরোধী
তিন লক্ষ রাক্ষস পড়িল রক্তে বহে নদী।
রাবন রাজা করে এখন বান বরিষন
সুগ্রীব রাজায় বিন্ধিয়া করিল অচেতন।
সারথিরে আজ্ঞা দিল রাজাত রাবনে
মিথ্যা রনে কার্য্য নাহি বানরের সনে।
রথখান চালাও রাম লক্ষ্মনের কাছে
রাম লক্ষ্মন আগে মারি বানর মারি পাছে।
রথশব্দ শুনিয়া বানর পলায় ওতরড়ে
পর্ব্বতে থাকিয়া যেন পক্ষী সব ওড়ে।
রাবনের আজ্ঞায় সারথি রথ লইয়া চলে
রামের সম্মুখে রথ আইল কুতুহলে।
রথখান চলে যেন বিজুলির ছটা
রথখান চলিতে বাজে শতং ঘন্টা।

রামের কাছে গেল রথ চক্ষুর নিমেষে
হাতে ধনুকে রহিল গিয়া শ্রীরামের পাশে।
কটকসহিতে রাবন রাজা গেল রনস্থলে
ধনুক বান হাতে রাম রাবন নেহালে।
হাতে ধনুকে রাবন রাজা পুরিল সন্ধান
বৈকুণ্ঠের নাথ রাম সাক্ষাৎ ভগবান।
দীর্ঘ দণ্ড ভুজ রাম কমললোচন
হাতের ধনুক বান রামের বিচিত্র নির্ম্মান।
ডাহিন ভিতে রামের শর গুন কোদণ্ড
বিক্রমে অপার রাম আজানু ভুজদণ্ড।
দুর্ব্বাদলশ্যাম রূপ গজেন্দ্র গমন
কন্দর্প জিনিয়া রূপ অভিনব মদন।
সুঠাম গঠন রামের প্রচণ্ড শরীর
আজানু লম্বিত ভুজ নাভিত গভীর।
উন্নত নাশিকা রামের যোড় কপাল
মহাতেজোময় পুরুষ বিক্রমে বিশাল।
সূর্য্য জিনিয়া রামের তেজ বিশাল
শান্ত মুর্ত্তি রঘুনাথ থাকেন চিরকাল।

সাগর জিনিয়া রাম গম্ভীর অপার
রূপ দেখিয়া রাজার লাগে চমৎকার।
হাতের ধনুক বান বিচিত্র নিমান
রামের মুখ দেখিয়া রাজার আর নাই মন॥
এক দৃষ্টে রামের শরীর করিছে নিরীক্ষণ
রামের শরীরে রাবন দেখে ত্রিভুবন।
বিশ্বরূপ রাবন রাজা শ্রীরামেরে দেখে
পর্ব্বত সমুদ্র সাপ দেখে লাক্ষেলাক্ষে।
মনেমনে চিন্তে এখন রাজাত রাবন
আজিসে জানিনু রাম আপনি নারায়ন।
রামের বানে যদি আমার হযেত সংহার
আজি মুক্ত হইবে তবে আমার স্বর্গদ্বার।
ক্ষত্রি হইয়া আমি কেন হইব বিমুখ
ধনুক পাতিয়া গেল রামের সম্মুখ।
বিধাতার নির্ব্বন্ধ কর্ম্ম না যায় খণ্ডন
রাম রাবনে দুই জনে বাজে ঘোর রণ।

দুই দিগে দুই ভাই মধ্যে রাবন যুঝে
কাল মহারাহুর যেন চন্দ্র সূর্য্য মাঝে।
একবাহে দশ বান যোড়ে দশানন
বিংশতি বানে কাটেন তাহা কমললোচন।
অগ্নি বান রাবন রাজা পুরিল সন্ধান
বরুন বানে রাম তাহা করিল নির্ব্বান।
যত বান রাবন রাজা জানে যত শিক্ষা
রামের ঠাই বান তার কিছু না পায় রক্ষা।
একেক বারে শত বান আইসে অন্তরীক্ষে
বানে অন্ধকার করি পৃথিবী গিয়া ঢাকে।
বিপক্ষ বিনাশ বান এড়েন রাবন
ত্রিভুবন শুনিয়া কাঁপে বানের গর্জ্জন।
অন্তরীক্ষে যায় বান মেঘের গর্জ্জনে
রামের শরীর এখন বিন্ধেত রাবনে।
সর্ব্বাঙ্গ ফুটিল রামের হইল জর্জ্জর
তার পাছু এড়ে রাবন তিন লক্ষ শর।
আকাশের তারা যেন বান সব ছোটে
তিন লক্ষ বান পড়ে রামের ললাটে।

এত বান অবতার করিল রাবন
সন্ধান পুরিয়া আগু হইল লক্ষ্মন।
রাম অচেতন তাহা দেখেন লক্ষ্মন
ধনুকে টঙ্কার দিল কাঁপে ত্রিভুবন।
রঘুনাথ বিন্ধে বেটা মায়াবিদ্যাবানে
মারিয়া পাড়ি রাবন রাজা আজিকার রনে।
সন্ধান পুরিয়া বীর লক্ষ্মন এড়ে বান
জুটিল লক্ষ্মনের বান অগ্নির সমান।
রাবনের রথে সোনার মানুষের মুণ্ড
লক্ষ্মনের বানেতে হইল খণ্ডখণ্ড।
আর বান এড়েন লক্ষ্মন অতি শীঘ্রগতি
কুণ্ডলসহিত কাটিয়া পাড়ে রথের সারথি।
লক্ষ্মনের বানে রথ হইল নেড়ামুড়া
গদার বাড়িতে বিভীষন কাটিল অষ্ট ঘোড়া।
এড়িলেন লক্ষ্মন বিভীষনপানে চায়
অজয় শেলপাট রাবন তুলিয়া লইল বাহে।
বংশনাশ করিল যে গৌরব না থাকে
বিভীষন মারিয়া পাড়ি কার বাপে রাখে।

কাপড় না পারে রাবন ক্রোধ মনে রথে
বিভীষন মারিতে যায় শেল লইয়া হাতে।
এড়িলেক শেলপাট দিয়া হুহুঙ্কার
রাবন বলে বিভীষনের নাহিক নিস্তার।
শেলপাট দেখিয়া ত্রাস পাইল বিভীষন
ডাক দিয়া বলে প্রান রাখ ঠাকুর লক্ষ্মন।
শেলপাটের তরে লক্ষ্মন এড়িল তিন বান
তিন বানে শেল কাটি করিল খানখান।
বিভীষন রাখ্যা গেল কটকের টিটকারি
কুষিল রাবন রাজা লঙ্কার অধিকারী।
কুপিল রাবন রাজা দেখিতে ভয়ঙ্কর
আর শেল তুলিয়া লইল যমের দোষর।
বজ্র গঠন শেলের আনাদ্বের জি
যারে শেল এড়ে তার জীবন আর কি।
হেন শেল থুইয়াছিল রাম মারিবার মনে
সেই শেল তুলিয়া তবে মারে বিভীষনে।
শেলে মন্ত্র পড়িলে শেল হয় অধিষ্ঠান
শেলের মুখে অগ্নি জ্বলে বজ্রের সমান।

ঘাঁঘর হইল বিভীষন দুই কটাকে দেখে
সেহ শেল কাটিয়া লক্ষ্মন বিভীষন রাখে।
লক্ষ্মন ঠাকুর বান বরিষে ঝাকেঝাকে
লক্ষ্মনের বানে রাবন সম্মুখ না দেখে।
এডিলেক বিভীষন লক্ষ্মনপানে চাহে
ময়দানবের শেলপাট তুলিয়া লইল বাহে।
বিভীষন রাখিলা লক্ষ্মন বুঝিলাম বীরপনা
পরেরে রাখিলি বেটা রাখরে আপনা।
মরিয়াছিল বিভীষন করিলি উদ্ধার
তোর উপর পড়িল বিভীষনের মার।
মোর শেলে পড়িলি বেটা ভণ্ড তপস্মী
মরনকালে স্মরন কর ভাজু রূপসী।
রাত্রি দিন তোর ভাই সীতালাগি কান্দে মরে
তুই মরিলে কান্দিবে এখন দুই জনার তরে।
মা বাপে স্মরন কর বন্ধু বান্ধব জন
আপনি মরিলে কার সঙ্গে নাহি দরশন।
রাম সুগ্রীবের ঠাঁই মাগরে মেলানি
আপনি মরিলে কার সঙ্গে নাহিক কাহিনী।

ভালমতে দেখিয়া লহ সকল বানর
আমার বানে পুনর্ব্বার না যাইবা ঘর।
তর্জ্জে গর্জ্জে রাবন রাজা শেলপাট কাকে
শেলপাট দেখিয়া এমন ত্রিভুবন কাঁপে।
যক্ষ পিশাচ কাঁপে গন্ধর্ব্ব বিদ্যাধির
অষ্ট লোকপাল কাঁপে দেব পুরন্দর।
সূর্য্যের কিরন ঢাকে কাঁপিছে মেদিনী
মেঘের সঞ্চার যেন জ্বলিছে অগিনি।
যমের ভগ্নী শেলপাট শক্তি নাম ধরে
শক্তি যারে প্রবেশ করে ততক্ষনে মরে।
এক জন বই শেল না পারে অন্য জন
যারে শেল মারে তার অবশ্য মরন।
শেলপাট এড়িল রাবন সাপের গর্জ্জে
শেলপাট আসিতে সোনার আশি ঘণ্টা বাজে।
গাছের নিকটে গেলে সকল গাছ জ্বলে
আলো করিয়া আইসে শেল গগনমণ্ডলে।
দশ দিগ আলো করিয়া আইসে শেলপাট
চিন্তিত হইল সকল দেখিতে না পায় বাট।

মনে২ চিন্তেন রাম লক্ষ্মনের কুশল
শেলপাটে স্তুতি করেন হাত করিয়া যুগল।
দেবমূর্তি শেল তুমি দেব অধিষ্ঠান
একবার লক্ষ্মন ভাইয়েরে দেহ প্রান দান।
বাহুড়িয়া যাহ শেল রাবন রাজার রথে
ভাই দান মাগিয়া আমি লই যোড়হাতে।
নহে যে দেবতা অধিষ্ঠান আছে শেলের মুখে
লক্ষ্মন ভাই এড়ি শেল পড় আমার বুকে।
আপনি মৃত্যু অধিষ্ঠান শেলের ওপর
ডাক দিয়া রামের সনে করিছে উত্তর।
আমারে কেন স্তব কর রাম নারায়ন
লক্ষ্মনের নায়ে শেল এড়িল রাবন।
যাহার কাছে থাকি আমি তার হিতকারী
লক্ষ্মনে এড়িয়া সে তোমারে কেন মারি।
শ্রীরামের কাতর বাক্যে শেল নাহি থাকে
পবনবেগে পড়ে শেল লক্ষ্মনের বুকে।
পড়িলেন লক্ষ্মন বীর রঘুবংশের চুড়া
সকল ফলি ভিতরে গেল বাহিরে রহিল কুড়া।

মাটিতে সাটিল লক্ষ্মন নাড়িতে নারে পাশ
এক শেলে পড়িলেন লক্ষ্মন ঘন বহে শ্বাস।
লক্ষ্মন দেখিয়া চতুর্দ্দিগে পলায় বানর
বানর রাখিতে রাম হইল ফাঁফর।
লক্ষ্মন রাখিবেন বানর রাখিবে আপনা
তিন ঠাঁই রাখিতে হইল রামের যন্ত্রনা।
রাম বলেন আমার কথা শুন বানরগন
সভে মেলি লক্ষ্মন ভাইয়েরে করহ রক্ষন।
শেল কাটিয়া ভাইয়ের প্রান কর রক্ষা
শেল না কাটিলে ভাইয়ের প্রান অপেক্ষা।
শেল কাটিতে বানরগন লক্ষ্মনেরে বেড়ে
আপনি সুগ্রীব রাজা শেলে টান পাড়ে।
সুগ্রীব রাজা শেল কাটে সকল কটক চাহি
প্রানশক্তি টান পাড়ে তবু বাহির নহি।
হনুমান বীর তারে ত্রিভুবনে জানি
শেল ধরিয়া বিস্তর করিল টানাটানি।
অঙ্গদ কুমুদ আদি যত বানর বীর
শেল ধরিয়া টানিল বিস্তর নহিল বাহির।

শেল হানিতে বানরকটক না করে সাহস
যাহার টানে মরিবেক তাহার অপযশ।
ধনুক বান দিল রাম সুগ্রীবের হাতে
আপনি শেলপাট টানি কাড়িল রঘুনাথে।
বিশ্বম্ভর মূর্ত্তি ধরি শেলে দিল টান
উপাড়িয়া শেলপাট করিল দুইখান।
শেলপাট বেড়িয়া ভাঙ্গে সকল বানর
ভাঙ্গা যায় শেলপাট রাবন মাঁঝর।
রাবনের যুদ্ধ সহিবে কোন জন
বানরের উপরে করে বান বরিষন।
রাবনের রনে পলায় সকল বীর
প্রিয় বাক্য বলিয়া রাম সভারে করে স্থির।
লক্ষ্মন মারিল আমা মারিবে না করিহ মনে
মারিয়া পাড়িব রাবন আজিকার রনে।
আজি যুদ্ধে যদি রাবন না মারিতে পারি
শ্রীরাম নাম তবে ব্যর্থ আমি ধরি।

পর্ব্বতে বসিয়া তোমরা দেখ আপন সুখে
মারিয়া পাড়ি রাবন আজি কার বাপে রাখে।
রামের বচনে বানর সাহসে করে ভর
লক্ষ্মন রাখিতে রহিল বড়বড় বানর।
অঙ্গদ কুমুদ নীল বীর হনুমান
আপনি সুগ্রীব রহিল মন্ত্রী জাম্বুবান।
লক্ষ্মন রাখিতে রহিল প্রধান ছয় বীর
রাবনের বানে আর কেহ নহে স্থির।
ছয় বীর রহিলেন লক্ষ্মন অপেক্ষা
ভ্রাতৃশোকে যোঝে রাম দড় ধনুকে শিক্ষা।
ভ্রাতৃশোকে যোঝেন রাম বাড়িয়াছে বল
যুদ্ধ সহিতে নারে রাবন ওঠিয়া দিল রড়।
রথখান চালাইয়া দিল রথের সারথি
লঙ্কার ভিতর পলাইয়া গেল শীঘ্রগতি।
ত্রাস পাইয়া সাম্ভাইল লঙ্কার ভিতর
বীর বীর ডাক ছাড়ে যতেক বানর।
রঘুনাথের প্রতিজ্ঞা ব্যর্থ নাই যায়
সেই মনে পড়িবে রাবন খানিক তিরায়।

যুদ্ধ জিনিয়া রঘুনাথ পাইল অবসর
লক্ষ্মণে কোলে করিয়া কান্দে ধূলায় ধূসর।
অশুভক্ষণে ছাড়িলাম অযোধ্যানগরী
আমার শোকে মরিল বাপ অধিকারী।
জনকদুহিতা সীতা সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরী
দিনে দুই প্রহরে মোর হাতেহাতে চুরি।
স্ত্রীনাগিয়া হারাইলাম ভুজ্যার ধানুকী
কি করিবে রাজ্যভোগ কি করিবে জানকী।
সুমিত্রা সতাইর লক্ষ্মণ কুলের নন্দন
কি বলিয়া প্রবোধিব সতাইর ক্রন্দন।
কানের সোনা আনিলাম অঞ্চলের নিধি
বিদেশে পড়িল ভাই মোর কি করিবে বুদ্ধি।
লক্ষ্মণের গা বাহিয়া রক্ত পড়ে ধারে
দুই হাতে রঘুনাথ রক্ত সম্বরে।
পাঁজর ভাঙ্গিল ভাইয়ের শেলের চাপনে
ভাইয়ের ব্যথা কত সহিব পরানে।
লক্ষ্মণের কেশ লোটায় রাম করিলেন কোলে
লক্ষ্মণে করিয়ে কোলে তিতে নয়নের জলে।

অন্তর হইয়া শোও রে ভাই রক্তে ডুবে পাশ
ইহার লাগি আমার সঙ্গে আইলে বনবাস।
শরীর অন্তর ভাই প্রাণ ভগ্ন চাই
কোপ এড়িয়া সস্মিত বাণী কেন না দেও ভাই।
প্রাণের লক্ষ্মণ ভাই প্রাণের সোদর
এক শেলে নিষ্ঠুর হইয়া দেন না উত্তর।
চৈতন্য হউক ভাই তোমার বোল শুনি কানে
আমিত মরিব লক্ষ্মণ তোমার মরণে।
দণ্ডক বনে লক্ষ্মণ ভাই হাতের দণ্ড নড়ি
রক্তেতে ডুবিলেন ভাই যান গড়াগড়ি।
তব বার্ত্তা পুছিবে সভাই আমি গেলে দেশে
তোমার মরণবার্ত্তা কহিব কোন সাহসে।
আমালাগিয়া লক্ষ্মণ ভাই প্রাণ কর রক্ষা
তোমাবিনে দেশে না যা'ব মাগিয়া খাব ভিক্ষা।
কর্ণেতে কুণ্ডল দিয়া হইব দেশান্তরী
তোমার এমত দুঃখ দেখিতে না পারি।
সহোদর বধিয়া মোর রহিল কাহিনী
লঙ্কাকাণ্ডে কীর্ত্তিবাসের মধুর বাণী।

সীতা মোর লাভ রে লক্ষ্মন মোর মুল
লাভের লাগিয়া আইলাম সাগরের কুল।
আচুক অন্যের কায মুলে টানাটানি
সুবর্ন বানিজ্যে আমি মানিক দিলাম দানি।
আরে লক্ষ্মন কোন কর্ম্ম করিলা গিয়া রণে
হারাইনু হাতের নিধি নিল কোন জনে।
কার্ত্তিকবীর্য্য অর্জ্জুন সহস্র বাহু বীরে
তাহাতে অধিক মোর লক্ষ্মণ ধনুর্দ্ধরে।
হেনত লক্ষ্মন ভাই মোর মারিল রাক্ষসে
আর নাহি যাব ভাই অযোধ্যার দেশে।
বাপের আদেশ মোরে দিতে ছত্র দণ্ড
তাহাতে কৈকেয়ী সতাই হইল পাষণ্ড।
বাপের সত্য পালিতে মুই আইলাম বনবাস
পাচু লাগিল বিধি মোর হইল সর্ব্বনাশ।
রামের তরে ডাকিয়া বলেন সকল দেবগণ
না কান্দ২ গোঁসাঞি পাইবা লক্ষ্মন।

কান্দিতে২ রাম এড়িল নিশ্বাস
রামের ক্রন্দন শক্তিশেল গাইল কীর্ত্তিবাস।

রাম বলেন সুষেন আমি মরিব এখন
যদি লক্ষ্মণ জীয়ে তবে আমার জীবন।
লক্ষ্মণ বৈ আমার আর কেহ নাহি গতি
লক্ষ্মণজীবনে জীবন মরনে সংহতি।
সুষেন বলেন কাতর হইলে বৈরি নাহি জিনি
তুমি কাতরে কে আনিবে ঔষধি পানি।
সরক্ত হাত পা বীরের প্রসন্ন বদন
হৃদয় শ্বাস আছে বীরের প্রসন্ন লোচন।
হেন বীর নাহি মরে আমার জ্ঞানে
ঔষধি আনিতে পাঠাও বীর হনুমানে।
রাম বলেন লক্ষ্মণশোকে মোর হিয়া শোষে
আপনি পাঠাও হনুমানে ঔষধি উদ্দেশে।
সুষেন বলে হনুমান পবননন্দন
ঔষধি আনিতে চল গন্ধমাদন।

গন্ধমাদনের উত্তর ঔষধি সর্ব্বলোকে জানি
দ্বিতীয় ঔষধি আছে অস্থিসঞ্চারিণী।
তৃতীয় ঔষধি আছে মৃত্যুসঞ্জীবনী
চতুর্থ ঔষধি তাহে বিশল্যকরণী।
আর ঔষধি আছে তাহে সুবর্ণকরণী
ঝাট ঔষধি আন যাবৎ আছেত রজনী।
শীতল বাতে দড় করিব চন্দ্রের বলে
রাত্রি প্রভাতে না পারিব রবির জলে।
এথা হইতে গন্ধমাদন পথ বার বৎসর
রাত্রির ভিতর আসিতে চাহ হনুমান বানর।
বিলম্ব না কর তুমি চলহ এখন
তোমার প্রসাদে জীওক বীরত লক্ষ্মণ।
রাম বলেন সুষেণ বেজ মিথ্যা প্রবোধে
আজি মরিলে কালি কি করে ঔষধে।
বার বৎসরের পথ যাবে আসিবেক রাত্রি
লক্ষ্মণ ভাইয়ের আমার নাহি অব্যাহতি।
এথা হইতে গন্ধমাদন পথী বার বৎসর
রাত্রের ভিতর কেমনে যাবে হনুমান বানর।

হনুমান বলে প্রভু কর অবগতি
ঔষধি আনিয়া দিব এই রাতারাতি।
তবেত জানিহ আমি দাসের নফর
লক্ষ্মণ জীয়াইয়া দিব রাত্রের ভিতর।
শুভ লেজ করিয়া সারিল দুই কান
এক লাফে আকাশে উঠিল হনুমান।
দুড়দুড় শব্দে যায় গগনে করি ভর
লেজের টানে উপাড়িল গাছ পাতর।
আকাশে থাকি গাছ পাতর জল স্থলে পড়ে
বন্ধু অনুবর্ত্তিয়া যেন বান্ধববাহড়ে।
পবনগমনে যান পবননন্দন
লঙ্কায় থাকিয়া তাহা দেখেন রাবণ।
কালনিমা ছিল তথা ঘোর দরশন
চারি মুণ্ড অষ্ট বাহু অষ্ট লোচন।
রাবণ বলে কালনিমা তুমি মন্ত্রির প্রধান
ঔষধি আনিতে গেল বীর হনুমান।
গন্ধমাদন পর্ব্বত যাও তপস্বির বেশে
আদর গৌরবে হনু রাখিহ আপন পাশে।

মায়াবাড়ী সৃজহ মধুর ফল ফুল
কলসি ভরিয়া থুইও সুবাসিত জল
নানা ফল ফুল দিহ অতিথিব্যবহারে
স্নান করিতে পাঠাইহ সেই সরোবরে।
সরোবরের ভিতর আছে দারুন কুম্ভীরিনী
কুম্ভীরিনির ঠাঁই হনুমান ত্যজিবে পরাণী।
হনুমান মরিলে কে আনিবে ঔষধি পানি
হনুমান মারিবে তুমি না পোহাতে রজনী।
রাত্রি প্রভাত হইলে মরিবে লক্ষ্মণ
চতুর্দ্দিগে ভঙ্গ দিয়া পলাবে বানরগণ।
রাম তপস্বী মরিয়া যাইবে ভাইয়ের শোকে
মিত্রলাগি সুগ্রীব মরিবে দেখিবেক লোকে।
কাহালাগিয়া কে মরিবে পলাবে চারি দিগে
তোমায় আমায় লঙ্কাপুরী খাইব অর্দ্ধভাগে।
এতেক যদি শুনিল কালনিমার বচন
কুড়ি চক্ষু পাকল করি চাহেত রাবণ।
শুনিল রাবণ রাজা কালনিমার বোলে
পাকল আঁখি করি চাহে অগ্নিহেন জ্বলে।

কালনিমা বলে আমার নাহিক জীবন
তুমি মার হনুমান মারুক অবশ্য মরণ।
চলিল যে কালনিমা রাজার আদেশে
গন্ধমাদন পর্ব্বত গেল চক্ষুর নিমেষে।
পবনগমনেতে চলিল হনুমান
মনের গতি রাক্ষস গেল তাহার আগুয়ান।
মায়াবাড়ী সৃজিল মধুর ফুল ফল
কলসি ভরিয়া থুইল সুবাসিত জল।
মাতায় জটা হয়ে থাকল পরিধান
হাতে জপ্য মালা করিয়া যুড়িল ধেয়ান।
হেনকালে গন্ধমাদনে গেল হনুমান
তপস্বী দেখিয়া হনুমান বন্দিল চরণ।
অনুবাত লাগিয়াছে দীর্ঘল গোঁফ দাড়ি
হনুমান দেখিয়া দিলেক জল পিড়ি।
তপস্বী বলে হনুমান গমন কুশল
স্নান করিয়া খাও কিছু মধুর ফুল ফল।
হনুমান বলে তপস্বী না জান কাহিনী
কোন সুখে করিব স্নান খাইব আহার পানি।

দশরথ নামে রাজা জন্ম সূর্য্যবংশে
স্ত্রীর বচনে পুত্র পাঠায় বনবাসে।
জ্যেষ্ঠ পুত্র রাম তাহার সীতাত সুন্দরী
চুরি করিয়া সীতা রাবন আনিল লঙ্কাপুরী।
তাহানাগি রাম রাবনে লাগিয়াছে রন
রাবনের শক্তিশেলে পড়েছেন লক্ষ্মন।
মরিয়াছেন লক্ষ্মন ঠাকুর রাবনের শেলে
তবে জীবেন লক্ষ্মন ঔষধি লইয়া গেলে।
তোমার ফুল ফল দেহ মাতায় করিব মেলানি
ঔষধিগাছ চিনিয়া দেহ বিশল্যকরনী।
তপস্বী বলে হনুমান জাওয়াল তোমার মতি
ভুক্তেতে কেমতে বাপু কুলাবা আরতি।
সকল তপ নষ্ট হইল কিসের মুই তপস্বী
আমার বাড়ী অতিথি কভু না যায় উপাসি।
যাহার ঘরে অতিথি যাইয়া যায় উপবাস
অতিথি উপবাস করিলে তার সর্ব্বনাশ।
অতিথি পাইয়া যে জন না করে জিজ্ঞাসা
আপনার দুর্গতি তার নরকে হয় বাসা।

সরোবর সৃজিলাম আমি তপের প্রসাদে
ওহায় ওলিয়া স্নান কর দূরুক অবসাদ।
ইহার যদি খাইতে পার গণ্ডুষেক পানি
বার বৎসর ভুক শোক কিছুই না জানি।
রাক্ষসের মায়াতে পণ্ডিত জন ভুলে
হনুমান হেন পণ্ডিত স্নান করিতে গেলে।
ঝপ ঝপ করিয়া ওলে একই পরানী
পানির ভিতর থাকিয়া রোষে দারুন কুম্ভীরিনী।
কুম্ভিরিনী রুষিয়া আইসে পলায় পানির মাছ
ওভে সাত তাল লেঙ্গুড় যেন খাজুর গাছ।
হাত পায়ের নখ যেন চোখাৎ জুরি
পাথুরের জাঠিযেন দন্ত সারিসারি।
পানির ভিতর কুম্ভীরিনী হনুমান দেখে
হনুমানের হাত পা কুম্ভীরিনী ধরে নখে।
কিৎ বলিয়া হনুমান ওফড়িয়া পড়ে
তুলিলেক কুম্ভীরিনী সরোবরের পাড়ে।
কুম্ভীরিনী তুলিলেক পবননন্দন
কুম্ভীরিনী দেখিল বড় তিন যোজন।

তিন প্রহরের পথ যুড়িয়া পর্ব্বতপ্রমাণ
পাথে জিঁড়িয়া কুম্ভীরিণী করিল দুইখান।
দেবকন্যা কুম্ভীরিণী উঠিল আকাশে
আকাশে থাকিয়া হনুমানেরে সম্ভাষে।
সকল বীরের সার বাপু পবননন্দন
তোমার যশ ঘুষিবেক এ তিন ভুবন।
আমারে উদ্ধার করিলে বীর হনুমান
আমি কিছু বলি বাপু কর অবধান।
দেবকন্যা ছিলাম আমি নাম গন্ধকালী
প্রতি দেবতার ঘরে করিতাম নাচ কেলি।
ধনকুবেরের বাড়ী গেলাম নাচিবার রঙ্গে
রথের ছায়া লাগিল গিয়া দক্ষ মুনির অঙ্গে।
ঘাটে তপ করে মুনি নাম তার দক্ষ
কোপে শাপ দিল মোরে শুনিতে অশক্য।
আচমন করি বলে মোরে কঠ বাণী
গন্ধমাদনসরোবরে হও কুম্ভীরিণী।

তিন কোটি প্রাণী খাইয়া বাড়িবে তোর পাপ
হনুমানের হাতে তোর মুক্ত হবে শাপ।
আপনি বিষ্ণু হইবেন শ্রীরাম অবতার
তাহার সেবকের ঠাঁই তোমার প্রতিকার।
ঔষধি আনিতে হনুমান আসিবে গন্ধমাদন
তার ঠাঁই পড়িলে হবে পাপ বিমোচন।
চিরজীবী হও বাপু সাধ রামের কাম
তোমার প্রসাদে দেখি ইন্দ্র দেবরাজ।
আর বাক্য বলি বাপু শুন হনুমান
ঐ দাড়ের ঠাঁই তুমি হইও সাবধান।
এতেক বলিয়া আকাশে যায় গন্ধকালী
যত দূর যায় কন্যা পড়িছে বিজুলি।
সরোবরের ভিতে তপস্বী চাহে ঘনে২
হনুমানের বিলম্ব দেখি হরষিত মন।
এতক্ষণে না আইল পবননন্দন
কিবা মরিল কিবা আছে না জানি কারণ।
মনে২ তপস্বী বেটা করে অনুমান
কুম্ভীরিণী লাগালি পাইয়া বধিল পরাণ।

অতঃপর যাই আমি রাবণগোচর
অর্দ্ধ লঙ্কা ভাগ বলিয়াছে লঙ্কেশ্বর।
দড়ি ধরে লব ভাগ উত্তর দক্ষিণে
পূর্ব্ব দিগ লব আমি না যাব পশ্চিমে।
পশ্চিমে সাগর যদি বাঁধি ভাঙ্গে যায়
পশ্চিম রাবণে দিব ভাগ যত হয়।
অশ্ব হস্তী সৈন্য রথ ভাণ্ডারের ধন
সকল অর্দ্ধেক বুঝে লইব এখন।
রাণীগণ আছে যত স্বর্গবিদ্যাধরী
তাহার অর্দ্ধেক লব যে ভাগে মন্দোদরী।
মন্দোদরির রূপ জিয়া স্বর্গবিদ্যাধরী
হাস পরিহাস করিব লইয়া মন্দোদরী।
হেনকালে সেইখানে গেল হনুমান
হনুমান দেখিয়া তার উড়িল পরাণ।
হাতে ফুল ফল তপস্বী বীর উভরড়ে
যাও২ বলিয়া হনুমানের কাছে এড়ে।
এক দৃষ্টে হনুমান তপস্বী নেহালে
তপস্বী বলে না জানি কোন বোল বলে।

হনুমান বলেন বেটা ভণ্ড তপস্বী
তপস্বী হইলি কেন অতিথি মারিদ্দি।
রাবনের কাছে আছিস মায়ার বেশে
মোর চাঁই পড়িলে তোর মায়া কিসে।
তোর ফল ফুল না খাইব ফেল নিয়া দূর
মোর চাঁই পড়িলে আজি তপ করিব চুর।
রাক্ষস বলে মোর মায়া হইল বিদিত
রাক্ষসমূর্ত্তি হইল দেখিতে বিপরিত।
চারি মুণ্ড অষ্ট বাহু অষ্ট লোচন
হনুমানেরে বলে তোর বধিব জীবন।
তোর রক্তে মাংসে করিব পীরিতি
প্রভাতে সংহার হবে লক্ষ্মণ যোদ্ধাপতি।
প্রথমে গৌরব দ্বিতীয়ে গালাগালি
তৃতীয়ে মুকুটি চতুর্থে ঠেলাঠেলি।
ঠেলাঠেলি এড়িয়া দোঁহে বেড়াবেড়ি
বেড়াবেড়ি এড়িয়া দুজনে জড়াজড়ি।
দুই বীরের সংগ্রাম দুই বীরে সহে
সে পর্ব্বতের গাছ পালা কিছু নাহি রহে।

ক্ষণে হেট হনুমান ক্ষণে হয় উপরে
গন্ধমাদন টলমল দুই বীরের ভরে।
কেহ কারে জিনিতে নারে দুই জনে সোসর
দুই জনে মল্লযুদ্ধ তৃতীয় প্রহর।
দুই জনে মল্লযুদ্ধ ছাড়ে সিংহনাদ
দুই জনে যুদ্ধ করে নাহি অবসাদ।
আছাড়িয়া হনুমান কালনিমায় বীরে
মুখে রক্ত উঠে তখন কালনিমা মরে।
রণ জিনিয়া মনে ভাবে পবননন্দন
কালনিমার মরণ এখন দেখুক রাবণ।
শোণিত জড়াইয়া ঘুরায় আকাশে
ফেলিলেক কালনিমায় রাবনের পাশে।
লঙ্কা গন্ধমাদন বটে পথ বার বৎসর
এত দূর আসাতে পাড়ে রাবণগোচর।
মরা কালনিমা দেখি উড়িল পরাণ
পুরী মজাইল মোর বানরা হনুমান।

ঔষধি না পান রাত্রি হইল বিস্তর
লাফেং বেড়ান বীর পর্ব্বত উপর।
তিন কোটী গন্ধর্ব্ব দেখে বিচিত্র বেশে
নাচ গীতে আছে তারা পরমহরিষে।
গন্ধর্ব্বের স্ত্রীগুলা পরমরূপসী
কার হাতে করতাল কার হাতে বাঁশি।
হনুমান বলে রাম সুগ্রীব জগতে বিদিত
বিষ্ণু অবতার রাম কিছু কর হিত।
সীতালাগিয়া রাম রাবণে বাজিয়াছে রণ
রাবনের শেলে পড়িয়াছেন ঠাকুর লক্ষ্মণ।
তোমাসভার আগে কহি মধুরস বাণী
ঔষধি চিনিয়া দেহ বিশল্যকরণী।
শুনিল গন্ধর্ব্বগুলা কি বলিস বানরা
কাহার নফর তুই কাহার ডিঙ্গরা।
স্ত্রী লইয়া আমরা সব আছি কুতুহলে
হেনকালে বানরা কোন বোল বলে।
হাহা হুহু রাজার আমরা করি কাম
কোথাকার সুগ্রীব তোর কোথাকার রাম।

হাহা হুহু রাজার আমরা কায় করি
আর যারে পাই তাহারে বাড়িয়া মারি।
বানর বেটা আসিয়া ভাইরে কোন বোল বলে
চুলে ধরিয়া মারে কেহ কেহ মারে কিলে।
হাত তুলিয়া বীর দেবতা করে স্বাক্ষী
মারিয়া পাড়ি দেবতা বেটায় কার বাপে রাখি।
কোপে হনুমান হইল পর্ব্বত আকার
চড়চাপড় কারে মারে মুকুটি প্রহার।
দশ বিশ গন্ধর্ব্বের গলা ধরিয়া পাড়ে
ডাহিন বামে হনুমান গন্ধর্ব্ব আছাড়ে।
পর্ব্বতের উপরে আছে যত্নসান বালি
তাহাতে লইয়া মুখে ঘসে ধরিয়া চুলি।
একেলা হনুমান গন্ধর্ব্ব তিন কোটি
চক্ষুর নিমেষে মারিল না থুইল একগুটি।
হাহা হুহু আইল চড়িয়া দিব্য রথে
এক রথে দুই রাজা ধনুক বান হাতে।
লাফ দিয়া রথের উপর চড়ে হনুমান
দুই রাজার ধনুক কাড়িয়া লইল দুইখান।

হাঁটুর চাপান দিয়া দুই হনুক ভাঙ্গে
আরবার দাঁড়াইল দুই রাজার আগে।
কুপিল হনুমান ঠাকুর সংগ্রামের শূর
মাথায় মাথায় চুমাইয়া মাথা করিল চুর।
গন্ধর্ব্বের স্ত্রীর উঠে ক্রন্দনের রোল
মারিল সকল স্ত্রী রক্তে তোলবোল।
স্ত্রী পুরুষে গন্ধর্ব্বের মারিল ছয় কোটি
রঘুনাথের সেবক তারে কোন জন আটি।
সুদু হাতে গেলে হইবেক কটকের নিরাস
রাত্রি প্রভাত হইলে লক্ষ্মণবিনাশ।
ঔষধি না পাইল হনুমান রাত্রি বিস্তর
লাফে২ বেড়ান বীর পর্ব্বত উপর।
যে হওক সে হওক আমি সাহসে করি ভর
তালে মূলে লইয়া যাই পর্ব্বতশেখর।
পর্ব্বতগোটা থুইব নিয়া সুষেনের কাছে
আপনি চিনিয়া লওক ঔষধির গাছে।
পর্ব্বত হইতে হনুমান নাম্বিল ভূমিতলে
নখরেখান দিল বীর পর্ব্বতের মূলে।

চৌষট্টি যোজন সেই পর্ব্বত দীর্ঘল
হেন পর্ব্বত ওপাড়ে হনুমান মহাবল ।
আকাড়িয়া হনুমান পর্ব্বতে দেয় নাড়া
আর চত্রিশ যোজন ওঠে পর্ব্বতের গোড়া ।
অনেক গাছ ছিণ্ডিল অনেক ছিণ্ডে লতা
নানা জাতি পশু পলায় হস্তী গজমাতা ।
সিংহ ব্যাঘ্র পলায় ছাড়িয়া সিংহনাদ
মুনি সব পর্ব্বত ছাড়ে গনিয়া প্রমাদ ।
নানা জাতি সর্প পলায় শিরে মনি জ্বলে
মাথায় পর্ব্বত করিয়া ওঠে গগনমণ্ডলে ।
পর্ব্বত লইয়া যায় পবননন্দন
মাথায় পর্ব্বত লইল ষাঠি যোজন ।
হনুমান বীর যায় অন্তরীক্ষে
লঙ্কার ভিতর থাকিয়া রাবন রাজা দেখে ।
রাবন বলে চন্দ্র সূর্য্য শুন দুই ভাই
চন্দ্র থাকিয়া সূর্য্য যাও বানরার ঠাঁই ।
পূর্ব্ব দিগ ওদয় গিয়া করহ প্রকাশ
তোমার ওদয় দেখিলে বানরের লাগে তরাস

ভয় পাইয়া বানরা ফেলিবে পাতর
পতর ফেলিলে ডুবিবেক সাগরভিতর।
দৈবে লক্ষ্মণ মরিবেক শেল বাজেছে বুকে
রাম তপস্বী মরিবেক লক্ষ্মণের শোকে।
এইমতে মরিলে লক্ষ্মণ মারিবারে পারি
তোমাদুই ভাইরে দিব কনকলঙ্কাপুরী।
রাবনের আজ্ঞায় পুর্ব্ব দিগ প্রকাশ করিল
তাহা দেখি হনুমান তরাস পাইল।
মাতায় পর্ব্বত আছে ষাঠি হাজার যোজন
লেগুটিয়া উদয় গিরি করিল গমন।
হনুমান বলেন সুর্য্য শুন কিছু বলি
গুরুজ্ঞানে তোমার তরে করিলাম মিমুলি।
লক্ষ্মণ বীর পড়িয়াছেন রাবনের শেলে
পড়িয়া আছেন লক্ষ্মণ ঠাকুর এক প্রহর বেলে।
কালনিমা মারিয়া যখন করিলাম শকতি
তখন হইয়াছিল দশ দণ্ড রাতি।
যখন গন্ধর্ব্ব মারিলাম তিন কোটি
যত রাত্রি তখন হইয়াছিল সপ্ত ঘড়ি।

টুটিয়া থাকে রাত্রি হইবেক দ্বিতীয় প্রহর
তবে কেন উদয় করিলে ভানু ভাস্কর।
আপনার বংশে মরিবেক রাম দিনপতি
শিষ্যের বচনে গোঁসাঞি কর অবগতি।
লক্ষ্মণ ঠাকুর পড়িয়াছেন ময়দানবের শেলে
তবে জীবেন লক্ষ্মণ ঔষধি লইয়া গেলে।
লক্ষ্মণের মরণে মরিবেন কমললোচন
রামের মরণে তোমার বংশ নিপাতন।
তোমার বংশে কাতর বড় আছেন শ্রীরাম
ক্ষণেক কশ্যপনন্দন করহ বিশ্রাম।
যাবৎ ঔষধি দিয়া না জীয়াই লক্ষ্মণ
ক্ষণেক বিশ্রাম কর বিরিঞ্চি নারায়ণ।
অশেষ প্রকারে বলেন সূর্য্য নাহি ফিরে
শুনিতেং সূর্য্য গেল অনেক দূরে।
যত বলে হনুমান না শুনে দিবাকর
সূর্য্যের উদয় দেখিয়া কুপিল অন্তর।
যত বলি সূর্য্য বেটা না শুনে কিছু বলে
হেন সূর্য্য আছে কেন গগনমণ্ডলে।

ফুশিল হনুমান ঠাকুর মহাবলে বলী
রথে হইতে সূর্য্য ধরি থুইল কক্ষতলি ।
বন্দি হইল সূর্য্য হনুমানের কাঁকতলে
মরিলাম তখন সূর্য্য দেব বলে ।
সূর্য্য বান্ধিয়া লইয়া যায়েত আকাশে
অন্তরীক্ষে দেবগন বাখানে বিশেষে ।
পরাগোটা হেন দেখে সকল সংসার
মাতায় পর্ব্বত করিয়া সাগর হইল পার ।
পর্ব্বতের রক্ষক দিল দুই লক্ষ বানর
যোড়হাতে রহিল বীর শ্রীরামের গোচর ।
হনুমান বলেন শুন কমললোচন
পর্ব্বত আনিলাম গোসাঞি অদ্ভুত কথন ।
তপস্বির বেশে কালনিমা মায়ার পুতুলি
কুম্ভীরিনী মারিয়া মুক্ত করিলাম গন্ধকালী ।
তিন কোটি গন্ধর্ব্ব মারিলাম বিস্তর করি রং
কোপ না করিহ রঘুনাথ বিলম্ব এতক্ষন ।
কাহা হইতে না পাইলাম ঔষধির উত্তর
সমূলে আনিলাম গোসাঞি পর্ব্বতশেখর ।

পর্ব্বতগোটা আনিলাম তোমার বলের তেজে
আপনি ঔষধি আনুক সুষেন বেজে।
রাম বলেন সুষেন তুমি উঠহ আপনি
ঔষধিগাছ চিনিয়া লহ বিশল্যকরণী।
রামের আজ্ঞা পাইয়া সুষেন পর্ব্বত বাহে
যত দুর যায় পর্ব্বত ওর নাহি পায়ে।
নয় শৃঙ্গ ধরে পর্ব্বত অদ্ভুত নির্ম্মান
প্রথম শৃঙ্গে দেখে মহাদেবের স্থান।
তার উপর দেখে উত্তম সরোবর
তিন যোজন কুম্ভীরিণী পাড়ের উপর।
চার উপর শৃঙ্গে দেখে তিন কোটি গন্ধর্ব
হনুমান সভাকার চুর করিল গর্ব্ব।
আর পাঁচ শৃঙ্গে দেখে শাল পিয়াল
সিংহ ব্যাঘ্র মহিষ গণ্ডার পালেপাল।
তার উপর শৃঙ্গে দেখে মরস্মান নদী
নদীর দুই কূলে আছে মহৎ ঔষধি।

ঔষধের গন্ধে মরার নেওটে জীবন
তেকারনে পর্ব্বতের নাম গন্ধমাদন।
ধন্যং হনুমানের ধন্য জীবন
তোমার যশ ঘুষিবেক এ তিন ভুবন।
এত বলি হনুমানেরে করিল বাখান
ঔষধিগাছ ধরিয়া বেজ দিল এক টান।
ঔষধি লইয়া সুষেন নামিল ভুমি তলে
আপনি বাঁটিল ঔষধি গুড করি শিলে।
ডাহিন হাতে তুলিলেন অমৃত অঙ্গুলি
ঔষধি ধরিয়া স্মরে বাপ ধন্নন্তরি।
লক্ষ্মনের নাকে দিল সুঙ্গিবার তরে
ঔষধির ঘ্রান গেল লক্ষ্মন উদরে।
নাড়িং সঞ্চারিল ঔষধির ঘ্রান
মরিয়া ছিল লক্ষ্মন ঠাকুর বাহড়িল প্রান।
চাঙ্গিল পাঁজরকাঠি কাপে লাগে যোড়া
মরিয়াছিল লক্ষ্মনের পড়িয়া গেল শাড়া।
চক্ষু মেলিয়া লক্ষ্মন রামপানে চায়
ধিরেং উঠিয়া লক্ষ্মন কথা বার্ত্তা কয়।

দাণ্ডাইল লক্ষ্মণ বীর পর্ব্বতের চূড়া
হরিষে রামের চক্ষে পড়ে লোহের ধারা।
লক্ষ্মণং বলিয়া রাম হইল গুতরোল
হিয়ার ওপর দাণ্ডাও ভাই ধরিয়া দেহ কোল।
লক্ষ্মণেরে কোল দিয়া রাম নাহিক এড়ে
মুক্তার গাঁথনি যেন চক্ষের জল পড়ে।
সুগ্রীব লক্ষ্মণে দুই জনে কোলাকুলি
চারি দিগে বানরগণ করে পুটাঙ্গুলি।
যে শুনে শক্তিশেল হইয়া এক মতি
এইমত সংশয়স্থলে পায় অব্যাহতি।
লক্ষ্মণ ঠাকুর দড় হইল পর্ব্বতশাখা ভাগে
ফল ফুল দাঁড়ুড়িতে বানর সব লাগে।
ফল খায় ফুল খায় না রহে গাছের পাতা
মধুর গন্ধে টানিয়া খায় ছিণ্ডি সব লতা।
ফল ফুল খাইয়া বানর ডাগর কৈল পেট
নড়িতে চড়িতে নারে মুখ করিল হেট।
কত সেনাপতি গেল রামের বিদ্যমান
পর্ব্বতগোটা থুইয়া আসুক বীর হনুমান।

দেবমূর্ত্তি পর্ব্বত দেবের উপভোগ
পর্ব্বত নহিলে দেবের নাঁহি পাবে অনুযোগ।
রাম ডাকিয়া বলেন শুন পবননন্দন
পর্ব্বতগোটা লইয়া আইস পবনগমন।
যে২ বানর পাষানিক বাধা নি কুলে শীলে
তাহারে বন্দিলেন বীর যাত্রার কালে।
রাম লক্ষ্মণ সুগ্রীব করিল প্রনাম
মাতায় পর্ব্বত আকাশে উঠিল হনুমান।
মাতায় পর্ব্বত হনুমান যায় অন্তরীক্ষে
লঙ্কায় থাকিয়া তাহা রাবন রাজা দেখে।
ছত্রিশ কোটি রাবনের প্রধান সেনাপতি
তাহা সভারে রাবন দিলেক আরতি।
মাতায় পর্ব্বত আসে যায় ছুটিয়াছে বল
এই বেলা মারিয়া পাড় হনুমান বানর।
তালজঙ্ঘ মোরজঙ্ঘ সিংহ বদন
হস্তীকর্ণ চূর্ণকর্ণ তাম্রলোচন।
উল্কামুখ রাক্ষা চলে গিহল গভীর
রাবনের আজ্ঞায় চলিল সাত বীর।

নানা অস্ত্র সাত বীর পূরিল সন্ধান
সভে বলে আমি মারিব হনুমান।
হাতে অস্ত্রে সাত বীর বায় রড়ারড়ি
হনুমান মারিতে সাত বীরের হুড়াহুড়ি।
আরে২ পলাইয়া যাহ রন নাহি সহি
সাত বীরের ঠাঁই পড়িলে তোর জীবন কহি।
হাত পা নাড়িতে নার হইয়াছ বন্দি
কেমতে যুঝিবে বানর এই তোমায় বিন্দি।
মাত্তায় পর্ব্বত করিয়া বানরা করিস গমন
দেবতা গন্ধর্ব্ব না চিনিস এক জন।
হনুমান বলে মোরে দেবতা কৌতুকি
রাক্ষসমূর্ত্তি ধরিয়া পাড়িছ ভাবকি।
সাত বীরের কথ থাকুক ত্রিভুবন রোষে
শ্রীরামের প্রসাদে মারি চক্ষুর নিমেষে।
নানা অস্ত্র রাক্ষস ফেলে সুর বীরে
মাত্তায় পর্ব্বত বীর যুঝে পবনের ভরে।

হাত নাহি নাড়ে বীর পা নাহি নাড়ে
গুড়াপাকে সাত বীরেকে জড়ায় লেঙ্গুড়ে।
হাতভরে ধরিয়া মারিল আছাড়
মাথার খুলি ভাঙ্গিয়া সভার চূর্ণ হইল হাড়।
নড়িতে চড়িতে নারে রাক্ষস করে ছটফটি
অনেক যত্নে রাক্ষস এড়াইল একগুটি।
তালজঙ্ঘ রাক্ষসা পলায় তরাসে
রাবণেরে বার্ত্তা কহে গিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে।
বানর নহে হনুমান কোন অবতার
সাত বীর গেলায় সভে আমার নিস্তার।
হাত নাহি নাড়ে বীর পর্ব্বত নাহি নড়ে
পাক দিয়া সাত বীরে জড়ালে লেঙ্গুড়ে।
লেঙ্গুড়ে জড়াইয়া পাক মারিল আছাড়
মাথার খুলি ভাঙ্গিল আর চূর্ণ হইল হাড়।
লেজে কামড়াইয়া ছটফটাই অনেক শকতি
তোমার বাপের পুণ্যে আমার অব্যাহতি।
লেজের বন্ধন এড়াইতে দিলাম এক টান
টানের ঘায় দেখ আমার বোঁচা নাক কান।

বার্ত্তা কহে রাক্ষসা গুলিটা চাহে
তোমার মনে হেথা পাছে লেঙ্গুড়ে জড়ায়ে।
শুনিয়া রাবণ রাজার উড়িল পরাণ
পুরী মজাইল মোর বানরা হনুমান।
হনুমান দেব দানব নহে গন্ধর্ব্ব বিদ্যাধর
ডাক দিয়া হনুমানে বাখানে বিস্তর।
অন্তরীক্ষে শুনিল বীর প্রশংশা বচন
পর্ব্বত লইয়া থুইল বীর গন্ধমাদন।
সর্ব্ব লোকে বলে মোরে বীর হনুমান
মোর ঠাঁই গন্ধর্ব্বগুলা হারাইল পরাণ।
যে ঔষধে বাঁচিলেন ঠাকুর লক্ষ্মণ
সেই মহৌষধি চিনিয়াছে পবননন্দন।
দুই হাতে কচালিয়া ঔষধি করিল গুঁড়া
রক্তে গুলিয়া গন্ধর্ব্বের গায় দিল ছড়া।
গন্ধর্ব্বগুলা জীয়া উঠে হনুমানের কারণ
খেদাড়িয়া লইয়া যায় পবননন্দন।
লাফ দিয়া হনুমান উঠিল আকাশে
গন্ধর্ব্বের জীবন রচিল কীর্ত্তিবাসে।

সাগর পার হইল বীর যেন খালিজুলি
রাত্রের ভিতর পর্ব্বত থুইয়া আইল মহাবলী।
শত্রু মারিয়া কার্য্য সাধিয়া আইল হনুমান
রঘুনাথের ঠাঁই বিস্তর পাইল সম্মান।
বানর লইয়া বসিয়াছেন রঘুবংশের নাথ
রামের নিকটে হনুমান যোড় করিল হাত।
সহজে হনুমান ঠাকুর থাকেন পুটাঞ্জলি
সূর্য্যের উদয় রাম দেখেন কক্ষতলি।
রাম বলেন ওহে বাপু পবননন্দন
তোমার শরীরে দেখি রবির কিরণ।
হনুমান বলে গোঁসাঞি কর অবগতি
ঔষধি আনিতে আমি গেলাম রাতারাতি।
কাহার হইতে না পাইলাম ঔষধি উত্তর
তালে মলে উপাড়িলাম পর্ব্বতশেখর।
মাতায় পর্ব্বত করিয়া যেই উঠিলাম আকাশ
রাত্রি থাকিতে হইল সূর্য্যের প্রকাশ।
মাতায় পর্ব্বত করি আমি গেলাম সূর্য্যের ঠাঁই
যোড়হাত করি বিস্তর কহিনু গোঁসাঞি।

তোমার বংশে কাতর আছেন রাজাত শ্রীরাম
ক্ষনেক কশ্যপনন্দন করহ বিশ্রাম।
যাবৎ না জীয়াই আমি ঠাকুর লক্ষ্মণ
ক্ষনেক বিশ্রাম কর বিরিঞ্চি নারায়ন।
যতেক বলিলাম না শুনে দিনপতি
ধরিয়া আনেছি সূর্য্য না পোহায় রাতি।
রাম বলেন তোমার বোলে আমার চমৎকার
তেঁই না পোহায় রাত্রি না ঘুচে অন্ধকার।
সূর্য্যের উদয় হইলে সংসার প্রকাশ
এড়িয়া দেহ সূর্য্য দেব উঠেন আকাশ।
রাম বলেন সূর্য্য ছাড় পবননন্দন
যতেক বানরের কর চরণ বন্দন।
রামের বচনে বীর তোলে দুই হাত
অন্তরীক্ষে বাহির হইল জগতের নাথ।
উদয়সময় হইল সূর্য্যের কিরণ
ডাক দিয়া বন্দেন রাম সূর্য্যের চরণ।
আকাশগমনে সূর্য্য গেলেন উদয়গিরি
সূর্য্যের কিরণ হইল পোহাইল শর্ব্বরী।

রজনী প্রভাত হইল প্রত্যুষ বেহানে
বিন্যবিনা তবে হনুমানেরে বাখানে।
রাম বলেন তোমার বোলে আমার চয় ৎ হারি
প্রসাদ দিতে প্রসাদ নাহি বীরি তব বীর।
এক প্রসাদ দিতে পারি লহ আলিঙ্গন
হনুমানে কোল দিল শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
আমাভক্ত বানর তুমি পরমসুস্থির
তোমায় আমায় ভেদ নাহি একই শরীর।
বারমাসিয়া ফল ছিল সুগ্রীবের পাশে
রাজপ্রসাদ দিল তারে যত মনে আইসে।
পাকা দাড়িম্ব দিল বিদারিয়া সন্ধি
বড়২ নারিকেল দিল সাত লক্ষ কান্দি।
ছাঁড়িয়া২ তাল দিল খাইতে মধুর
অমৃতসমান দিল সুপিণ্ড খাজুর।
নিঅং-স আম্র দিল খাইতে রসাল
এক বিঘত কোষ তার দিলেক কাঁঠাল।
নানাবর্ণে ফল দিল পিয়াল বর্ণে রাঙ্গা
মধু পিবার তরে দিলেন আসি হাজার তোঙ্গা।

সেই সব তোমার ভাই কি কব বাখান
পঁচাইশ বন্দে যেন ঘর একখান।
রাজপ্রসাদ দ্রব্য যত পাইল হনুমান
পরমানিক বুঝিয়া তার কত করিল দান।
আর কত দিয়া বীর বোঝারিরে তোষে
হনুমানের বিক্রম রচিল কীর্ত্তিবাসে।

পর্ব্বত থুইয়া আইল যদি পবননন্দন
রাবণ মারিতে মন্ত্রণা করিছে বানরগণ।
রাত্রি প্রভাত হইল বানরের রড়ারড়ি
লক্ষ্মণে দেখিতে বানরের হুড়াহুড়ি।
লক্ষ্মণেরে মাথা নোয়ায় সকল বানর
রামপানে চাহিয়া কিছু করেন উত্তর।
বিরোধ বলেন লক্ষ্মণ বড় বলিতে নারে
তবু ত রাবণ থুইয়াছে কার তরে।
কালি আজ্ঞা করিলা মারিবে লঙ্কেশ্বর
বোল মিথ্যা যায় কেন না হও সত্বর।

অন্ধান পুরিয়া ওঠেন রাম লক্ষ্মনের বোলে
লঙ্কা ওলটিতে চাহে বানরের রোলে।
ডাক দিয়া বানরকটক অহঙ্কারে বোলে
দূরে থাকিয়া রাবন শুনিয়া কোপে জ্বলে।
কোপে রাবন বাহির হইল সাজন রথে
ইন্দ্রের ধনুক জিনি ধনুক বান হাতে।
অষ্ট ঘোড়া বহে রথ পবনগমন
মানুষের মাতা যেন ঘোড়ার বদন।
চারি চাকা রথখান অষ্ট ঘোড়া বহে
কনকরচিত রথ ত্রিভুবন মোহে।
হেন রথে চড়ি বান বরিষে রাবন
চতুর্দ্দিগ চাপিয়া যেন মেঘের গর্জ্জন।
শব্দ পাইয়া লক্ষ্মন বলেন শ্রিরে
এতেক বলেন যদি সুমিত্রাকুমারে।
লক্ষ্মনের বোলে বানর জয়জয়কার
আজি রাবন রাজাকে করিব সংহার।
গাছ পাতর লয় কেহ পর্ব্বত ওপাড়ি
মৃগপতি সব যেন লইল মৃগ বাড়ি।

চন্দনের গাছ যেন বেড়ে কাল সাপে
রাবনের বিক্রম দেখিয়া ত্রিভুবন কাঁপে।
চারি দিগে বানর ঘেরে মধ্যেতে রাবন
সভারে এড়িয়া রাবন নিরীক্ষে লক্ষ্মণ।
বারেবারে মারি বেটার নাহিক মরন
আজিকার যুদ্ধে পাড়ি যমের কারন।
কুপিল লক্ষ্মণ বীর ধনুকে দিল চর
বানবৃষ্টি করেন তখন রাবনের উপর।
লক্ষ্মণের বান সহিয়া রাবন মারে বান
লক্ষ্মণ পাছে করিয়া রাম পুরিল সন্ধান।
রাম বলেন লক্ষ্মণ ভাই হও এক পাশ
যাবৎ রাবন আমি করিত বিনাশ।
রাম বলেন সহায় যদি হয় হর পার্ব্বতী
তবু মারিব রাবন নাহি অব্যাহতি।
চতুর্দ্দশ যম যদি সহায় আসি হয়
তবত মারিব রাবন কহিনু নিশ্চয়।

সুগ্রীব অঙ্গদ শুন লক্ষ্মণ ওরে ভাই
প্রাণ লইয়া ঘুচ তোমরা যাও এক ঠাঁই।
আজিকার দিন আমি যারে পাব হেথা
শত্রু বিপক্ষ পাইলে কাটিব তার মাথা।
রাজ্য ছাড়িয়া যদি আইসে ভরত ভাই
আজিকার যুদ্ধে পাইলে তার এড়ান নাই।
এত বলি রঘুনাথ ভক্তি চাহে রণে
রাবণ বলে প্রাণ রাম দিলা আমার বাণে।
বংশসহিতে সূর্য্য যদি করে রণ
তবুত মারিব আজি শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
যত বিদ্যা পড়িয়াছে আমি ভাল জানি
আজি বাণে শুষিব যত সাগরের পানি।
আজি বই কালি রাম না করিহ রণ
কত কাল মানুষের সঙ্গে যুঝিবে রাবণ।
রাম বলেন রাবণ তুই করিলি অঙ্গীকার
আজি বই যুদ্ধ তুই না করিস আর।
এতেক গালাগালি হইল রাম আর রাবণে
রণ দেখিতে আইলেন যত দেবগণে।

হংস বাহনে আইল ব্রহ্মা জগতের কর্ত্তা
বলদ বাহনে মহাদেব কান্ধে সাপের পৈতা।
সিংহ বাহনে আইলেন দেবীত পার্ব্বতী
মুষিক বাহনে আইলেন দেব গণপতি।
ময়ূর বাহনে কার্ত্তিক আইলেন হরের সন্ততি
ঐরাবত বাহনে আইল দেব সুরপতি।
দেবির সিংহ দেখি ঐরাবতে লাগে ডর
সভামধ্যে লজ্জা পাইল দেব পুরন্দর।
ছাগল বাহনে আইলেন দেব হুতাশন
হরিণ বাহনে আইলেন দেবতা পবন।
মনুষ্যপৃষ্ঠে কুবের ধনের অধিকারী
সর্প বাহনে আইলেন শিবের ঝিয়ারী।
লোভ সম্বরিয়া বসিল গরুড় পক্ষী
নাগলোক বেষ্টিত বসিল বাসুকি।
মহিষ বাহনে যম আইল কাল দণ্ডধারী
মকর বাহনে বরুণ জলের অধিকারী।
বিড়াল বাহনে ষষ্ঠী আইলেন পরম কৌতুকে
হাতে যন্ত্র সরস্বতী আরোহিল কাকে।

এক স্থলে বসিল তথা বিড়াল ওন্দুর
কৌতুকেতে কেলি করে সর্প ময়ুর।
ভক্ষ্য ভক্ষক তারা বসিল সকল
ব্রহ্মার সাক্ষাতে তারা না করে কোন্দল।
শ্রীরাম বলেন সকল দেবের অভিলাষ
সকল দেব চিন্তেন রাবন হওক বিনাশ।
রামের কল্যান চিন্তেন যত দেবগান
দুর্জ্জয় রন বাজে এখন রাম আর রাবন।
দশ হাতে ধনুক রাবনের দশ হাতে বান
রঘুনাথের ওপর রাবন পুরিল সন্ধান।
প্রথমে বান এড়ে রাবন যেন চন্দ্রকাল
রামের পাদ বন্দিয়া চলিল পাতাল।
দেবগান ওপহাসা প্রথমকার রনে
রন সম্বরিয়া রাম শূচীমুখ হানে।
রাঙ্গা দেখি বানগোটা যেন যমকাল
রাবনের বুকে বিন্ধি সান্ধায় পাতাল।
ব্যথা পাইয়া রাবন মুদিল কুড়ি আঁখি
পরিত্রাহি রাবন রাজা দশ মুখে ডাকি।

এবেত জানিনু রন জানেত মানুষে
আজি বুঝিব রাম রহিস আমার পাশে।
এতেক বলিয়া ধনুক টঙ্কারে রাবন
শ্রীরামের উপরে করে বান বরিষন।
ভুজঙ্গ বানে রাম সিংহ বান কাটে
রাবনের বুক বিন্ধিয়া গায়ে বান ফুটে।
শম্ভু অস্ত্র এড়েন রাম দুর্জ্জয় পরিপাটি
রাবনের রথধ্বজা রামের বানে কাটি।
ধ্বজা কাটা গেল রথ হৈল নাড়ামুড়া
অন্তরীক্ষে সারথি চালায় অষ্ট ঘোড়া।
রাবন নেহালে রাম মেলিয়া দুই আঁখি
ভূমিতলে রামচন্দ্র উপরে রাবন থাকি।
উপরে থাকিয়া করে বান বরিষনে
ধারাধায় রাবন রাজা শ্রীরামেরে হানে।
আকাশে মন্ত্রনা করে যত দেবগন
ইন্দ্র চন্দ্র সূর্য্য আদি যত সিদ্ধগন।

সভে মেলিয়া গেল তবে ব্রহ্মার সদন
ব্রহ্মারে সকল দেব করে নিবেদন।
রাবন রাজা রথে যুঝে রাম ভূমিতলে
দেব দানব অসুখ করে গগনমণ্ডলে।
আজিকার যুদ্ধে রাবন রনস্থানে
ব্রহ্মার ঠাঁই দেবগন করে নিবেদনে।
ব্রহ্মার ঠাঁই ইন্দ্র গিয়া কহিল সত্বরে
আজি রাম সংহার করিবেন লঙ্কেশ্বরে।
শ্রীরামের দুঃখ আমি দেখিতে না পারি
কি করিব আজ্ঞা কর সৃষ্টির অধিকারী।
দূর্ব্বাদলশ্যাম রাম তিতিল রকতে
অশোক কিংশুক যেন ফুটিল বসন্তে।
শুনিয়া ইন্দ্রের বাক্য বলেন প্রজাপতি
আপনি পাঠাও রথ মাতুলি সারথি।
ব্রহ্মার বচন শুনি দেব পুরন্দর
মাতুলির তরে ডাক পাড়িল সত্বর।
ইন্দ্রের ডাকে তখন আইল মাতুলি
ইন্দ্র দেবরাজ তবে তার তরে বলি।

ইন্দ্র বলে মাতুলি তুমি ভাগ্যবান
পৃষ্ঠে করি বহ গিয়া রাম ভগবান।
আমার নানা টোপর তাহার দেহ মাতে
আমার ধনুক বাণ দেহ রামের হাতে।
এই শেলপাট থুইও আপনার স্থান
বিসমসময় যেন রাম পুরেণ সন্ধান।
রাম দেখি পাছে কর মানুষ গেয়ান
অজয় বিনাশ রাম সভার প্রধান।
ইন্দ্রের বচনে তখন চলিল মাতুলি
রথ সাজিয়া তখন আইসেন রণস্থলী।
ব্রহ্মার ঠাঁই দেবগণ করিয়া গোচর
সাজিয়া পাঠায় রথ দেব পুরন্দর।
রথের গতি যেন পবনগমন
রাঙ্গা ঘোটে সাজিল যেন অরুণগণ।
কনকরচিত রথ বাজয়ে কিঙ্কিনী
ত্রিভুবন জিনিয়াত রথের সাজনি।
রত্নে নির্ম্মিত ধ্বজা পতকার সারি
রথ লইয়া মাতলি আইসে ত্বরাতরি।

দুই কটকে হাতে রণ রাম রাবণে
হেনকালে মাতুলি আইসে রণস্থানে।
স্বর্গ হইতে আইল রথ পড়িছে বিজুলি
রথ লইয়া যাত্রা দেয়ায় সারথি মতুলি।
হাতের নাকড়ি এড়ে ঘোড়ার কড়িয়ালি
রামের আগে বার্ত্তা কহে করি কৃতাঞ্জুলি।
রণস্থলে রথ দেখি রামের বিস্ময়
যোড় হাতে মাতুলি করিছে পরিচয়।
ইন্দ্রের রথ এই সারথি মাতুলি
রথে চড় রাবণ মার বলে মহাবলী।
ইন্দ্র পাঠাইয়া দিল অক্ষয় শেল বাণ
ইন্দ্র পাঠাইল রথ বিচিত্র নির্ম্মাণ।
ইন্দ্র পাঠাইয়া দিল অক্ষয় ধনুঃ শর
ইন্দ্র পাঠাইয়া দিল নানা টোপর।
রথে চড়িয়া রাবণ মার দেবের কর হিত
ত্রিভুবনে থাকুক তোমার গাইবার গীত।
মাতুলির বচনে রাম রাবণপানে চাই
সভে মেলি বলিছে রঘুনাথের ঠাঁই।

কোনখানে ছিল রথ আইল আচম্বিতে
মায়ারথ রাবন পাঠায় হেন লয় চিত্তে।
রাম লক্ষ্মন সুগ্রীব রাক্ষস বিভীষন
আচম্বিতে রথ দেখি চমকিৎ মন।
সুষেন জাম্বুবান কুমুদ বানর কেশরী
অঙ্গদ হনুমান তারা করে ঠারাঠারি।
কোথাকার ইন্দ্রের রথ কোথাকার মাতুলি
রাবন পাঠাইল রথ মায়ার পুত্তলি।
রাম মহাবল জিনিতে নারে দশকন্ধ
রথে তুলিয়া লঙ্কায় লবে করেছে প্রবন্ধ।
রথেতে চড়িয়া গোসাঞি নাই প্রয়োজন
লঙ্কার ভিতর গেলে তথা বেড়িবে অনেক জন।
মাতুলি চিন্তিত হইল বানরের বচনে
স্বর্গবাস ত্যজিয়া আমি আইলাম কিকারনে।
রাম বলেন সুগ্রীব মিতা মন্ত্রী জাম্বুবান
বিভীষন আনিয়া তোমরা চিন রথখান।
সকল বানরে গিয়া আনে বিভীষন
রথখান চিনহ জান লঙ্কার বিবরন।

রথ আইল রণমাঝে সহস্রেক ঘণ্টা বাজে
বাজে নানা দেবের বাজন
নানা রত্ন চারিভিত রথ আইল আচম্বিত
চমকিত হইল বাসরগণ।
স্বর্ণকলস চারি কোনে রণঅগ্রা মাঝখানে
চারিভিতে সোনার আঁকড়া
রথের অষ্টখান চাকা ষোল ঘোলখান ঢেকা
বায়ুর গতি চলে অষ্ট ঘোড়া।
যখন ওড়ে ঘোড়ার বাগ ঘোড়ার না পায় লাগ
ঘোড়ার মুখে সোনার কড়িয়ালি
স্বর্গ হইতে আইল রথ আগু চাইল দেবের পথ
মেঘে যেন পড়িছে বিজুলি।
হিরামুখ নাগে রথে নানা অস্ত্র আছে তাতে
দুই খাঁড়া রথের উপরে
খাঁড়া জাটি খরসান বিচিত্র ধনুক বাণ
মুদ্গর মুষল ভয়ঙ্করে।
মনি মানিক চারিভিতে প্রবাল মুকুতা তাতে
ধ্বজা পতাকা সারিসারি

রায় লক্ষ্মন বিভীষন সুগ্রীব বানরগন
দেখিয়া মনেতে বিস্ময় করি।
একটি সারথি রথে সোনার পাকড়ি হাতে
নানা অলঙ্কারেতে ভূষিত
চড়িয়া বিচিত্র রথে রহিল রামের আগেতে
শুন রাম জগতে পূজিত।
রাবন রথে তুমি ক্ষিতি দেখিয়াত সুরপতি
রথ পাঠাইলেন ত্বরাতরি
লাফ দিয়া রথে চড় রাবন রাজাকে মার
মনে বিস্ময় না ভাব মুরারি।
সোনা টোপর অভরন গায়ে পরিয়া কর রন
ইন্দ্রের লইয়া ধনুক বান
মাতলি আমা জানি সব লোকে আমা চিনি
কেন গোসাঞি মনে চিন্ত আন।
রাম বলেন বিভীষন প্রতীত না হয় মন
কাহার রথ দেখত আকাশে
বিভীষন বলেন আনি ইন্দ্রের রথ আমি চিনি
নাচাড়ি রচিল কীর্ত্তিবাসে।

রাম বলেন সত্য মিথ্যা করহ বিচার
কোথা হইতে আইল রথ ত্রিভুবনের সার।
বিভীষণ বলেন প্রভু দেবের স্যন্দন
মায়ারথ নহে গোসাঞি জানে বিভীষণ।
দশ হাজার নিজ রথ রাবনের ঘরে
ভালমতে জানি নহে তাহার মাঝারে।
বিভীষণ বলেন গোঁসাঞি জানিনু সকল
সকপে রথ পাঠাইল দেব পুরন্দর।
রাবনের যত মায়া সকল আমি জানি
সকপে ইন্দ্রের রথ চড়হ আপনি।
ইন্দ্রের রথ এই সারথি মাতুলি
রথে চড় রাবন মার বলে মহাবলী।
কিছু বিস্ময় গোঁসাঞি না করিহ মনে
ইন্দ্রের রথে চড়ি গোঁসাঞি মারত রাবনে।
রামের আগে সকল কথা কহে বিভীষণ
ঘরসন্ধানে সবান্ধবে মজিল রাবন।
বিভীষনের বাক্যে রামের ঘুচিল বিস্ময়
রথের উপর চড়েন এখন রাম মহাশয়।

রথ মাঙুলি রাম করিল প্রদক্ষিণ
লাফ দিয়া রথে চড়েন সংগ্রামে প্রবীণ।
গায়ে সানা পরেন রাম মাতায় টোপর
ইন্দ্রের বেশ ধরিল রাম হাতে ধনুঃশর।
রথে চড়ি রঘুনাথ পূরিল সন্ধান
দেখিয়াত দেবগণ করিছে বাখান।
ডাক দিয়া রামেরে বলিছে দেবগণ
দেবে রক্ষা কর গোঁসাঞি মারিয়া রাবণ।
রথের উপর রঘুনাথ দেবের বোল শুনে
সারথিরে রথ চালাইতে বলেন ততক্ষণে।
রথের দোড়ায় সারথি মারে নাকড়ির সাট
পবনবেগে যায় ঘোড়া সংগ্রামের বাট।
সারথি চালায় রথ ভূমি নাহি দেখে
রথের ধূলা লাগে গিয়া রাবণের মুখে।
চিন্তিত রাবণ মনে রথ দেখিয়া গণে
রাবণের চিন্তা দেখিয়া রাম হরিষ মনে।

ইন্দ্রের মাতুলি রাবণ দেখে রণস্থলে
সাহস গেল রাবণের টুটিয়া আইসে বলে।
ইন্দ্রের রথ চিনে তখন রাজা লঙ্কেশ্বর
মানুষের সহায় হইল দেব পুরন্দর।
এতেক বলিতে শুনে সারথি মাতুলি
দুই ওষ্ঠ মেলিয়া রাবণে পাড়ে গালি।
মাতুলি আকিয়া বলে শুন রে রাবণ
দেবতার দ্বেষ কর নিকট মরণ।
তবুত পাপিষ্ঠ চাহ দেব হিংসিবারে
এখনি যাইবে তুমি যমের দুয়ারে।
রাবণ বলে মাতুলি তোর এত অহংকার
আমার ডরে পলাইয়া বেড়ালি কতবার।
মাতুলি বলে যখন পৃষ্ঠে বহিতাম পুরন্দর
তখন তোরে ডরাইতাম শুন লঙ্কেশ্বর।
এখন আমার পৃষ্ঠে রাম অধিকারী
তোহেন কোটি রাবণ কি করিতে পারি।
মাতুলির বচন শুনি কুপিল রাবণ
মাতুলির উপরে করে বাণ বরিষণ।

কহিল মাতুলি রথ পাছে নাহি চায়
রথের ঘোড়া চাপাইয়া দিল রাবণের গায়।
কোপেতে রাবণ মারে দোহাতিয়া বাড়ি
জর্জ্জর ইন্দ্রের ঘোড়া যুঝে ভাগে লাগি।
দেখিয়াত রাম করেন বাণ বরিষণ
রাবনের যত অস্ত্র করেন নিবারণ।
আরবার যুদ্ধ হইল রাম রাবণে
বাণেবাণে কাটাকাটি উঠিল গগনে।
দুই রাজায় রণ লাগিল বাণের কাকুলি
আকাশে দোহার বাণ করে হানাহানি।
দেব অস্ত্রে গন্ধর্ব্ব অস্ত্রে দোঁহার অবতার
দুই অস্ত্রে কাটাকাটি করে মহামার।
রাক্ষস অস্ত্র রাবণ রাজা করে অবতার
দেব অস্ত্রে রাম রাজা করিল সংহার।
হেনবেলা রাবণ করে বাণ অবতার
তিন লক্ষ বাণ এড়ে সর্পের আকার।
অনন্ত বাসুকি বাণ এড়ে লঙ্কেশ্বরে
নানা মূর্ত্তি ধরে বাণ সর্প উগারে।

সর্প বান এড়ে বেটা দুর্জ্জয় প্রতাপ
পৃথিবী ছাইল গিয়া সকল হইল সাপ।
তাল খাজুর ওপরে যেন পড়িল ঝঞ্ঝনা
রাবনের বানে রাম পাসরে আপনা।
সর্প বান দেখিয়া রামে লাগিল তরাস
আরবার যুড়িল বন্ধন নাগপাশ।
নাগপাশ বানের রাম পাইয়াছেন সন্ধান
মন্ত্র পড়িয়া রঘুনাথ এড়িল গরুড় বান।
শ্রীরাম এড়েন বান নামে পশুপতি
সোনার গরুড় হইল দেখিয়া করে স্তুতি।
গরুড় বান হইয়া পক্ষী আকাশে ওঠি বুলে
রাবনের সর্প বান হরিয়াং গেলে।
সর্প বান ব্যর্থ হইল কুপিল রাবন
শ্রীরাম ওপরে করে বান বরিষন।
বানযুদ্ধে রামের তরে না পারে রাবন
কোন যুদ্ধে জিনিব রাম ভাবে মনেমন।
কোপ করিয়া রাবন রাজা জাঠা লইল হাতে
ত্রিভুবন দেখিয়া কাঁপে রামের তরে বাথে।

রাবণের জাঠাগাছ যমের দোষর ।
ডাক দিয়া বলে রাবণ তর্জ্জন উত্তর ।
লক্ষ্মণ ভাই রাখিলি রাম বুঝিনু বীরপনা
মোর হাঁই পড়িলি আজি ভাই দুই জনা ।
ভাই ভাইপোর শোকে পড়িলাম আথান্তরে
তোরে মারি বীর শুধিব তাসভার ডরে ।
তোমা মারিতে বজ্র জাঠা এড়িলাম এই রোষে
আগে তোমা মারিয়া লক্ষ্মণ মারিব শেষে ।
জাঠাগাছ ধরিয়া রাবণ করিছে ভাজনি
চন্দ্র সূর্য্য ডরে পলায় কাঁপিছে মেদিনী ।
এড়িলেক জাঠাগাছ দিয়া হুহুঙ্কার
জাঠাগাছ আইসে যেন অগ্নি অবতার ।
মন্ত্র পড়িয়া রাবণ জাঠাগাছ এড়ে
যত দুর যায় জাঠা তত দুর পোড়ে ।
জাঠাগাছ এড়িয়া রাবণ সর্প যেন গর্জ্জে
জাঠাগাছ আসিতে তায় আশি ঘন্টা বাজে ।

গাছের নিকটে গেলে সকল গাছ জ্বলে
আলো করিয়া আইসে তাহা গগনমণ্ডলে ॥
দেব দানব গন্ধর্ব্বের লাগে চমৎকার
তাহা কাটিতে বাণ রাম এড়েন অপার॥
তাহা কাটিতে রঘুনাথ যত বাণ এড়ে
তাহার মুখের অগ্নিতে সকল বাণ পোড়ে ।
রামের বাণ ঠেলিয়া তাহা আইসে পবনবেগে
হেনকালে মাতুলি বলে রঘুনাথের আগে ।
মাতুলি বলে রঘুনাথ পাসর আপনা
আপনা জান না গোঁসাঞি তুমি কোন জনা।
আপনা না জান গোঁসাঞি তুমি নারায়ণ
রাবণ বধিয়া প্রভু রাখ ত্রিভুবন।
ইন্দ্র দিয়াছেন গোঁসাঞি অজয় শেলপাট
কাট শেল এড় গোঁসাঞি তাহা যাউক কাটি ।
শেলপাট এড়িল গোঁসাঞি মাতুলির বোলে
রাবণের দুর্জ্জয় তাহা কাটিয়া পাড়ে শেলে ।
কুপিয়া রাবণ বিন্ধে সারথি মাতুলি
জর্জ্জর ইন্দ্রের ঘোড়া মুখে ভাঙ্গে নালি ।

কোপে বাণ এড়েন রাম রাবণ লণ্ডভণ্ড
নিরন্তর পোড়ে রাবণের দশ মুণ্ড।
রাবণের রথের ঘোড়া গুফড়িয়া পড়ে
রামের বাণে রাবণের সর্ব্বাঙ্গ পোঁড়ে।
সর্ব্বাঙ্গ ফুটিল রাবণের তিতিল রকতে
অশোক কিংশুক যেন ফুটিল বসন্তে।
আপনা সারিয়া রাবণ এড়ে নানা বাণ
বাণে ফুটিয়া রামচন্দ্র হইল খানখান।
বাণে ফুটিয়া রামচন্দ্র তবু আগু সরে
রাবণেরে গালি দিতে আপনা পাসরে।
সীতাহেন সতী স্ত্রী হরিয়া আনিস বলে
সেই পাপে মরিবি আজি সংগ্রামের স্থলে।
লক্ষ্মণ না ছিল ঘরে সীতা একেশ্বরী
মায়ারূপ ধরিয়া তুই সীতা করিলি চুরি।
কুবেরের ভাই হইয়া হরিলি তার রাজ্য
সব স্ত্রী হরিতে তোর মুখে নাহি লাজ।
যদি সীতা আনিতিস মোর বিদ্যমানে
তখনি পাঠাইতাম যম ভুবনের স্থানে।

বিদ্যমানে না আনিলি হরিলি সীতা চুরি
তেকারনে মজিল তোর কনকলঙ্কাপুরী।
অনাথ রাক্ষসগুলা তোরে করিয়া ডর
আপন হেন বাসিস সকল বাসিস পর।
দশ মাথা সাজাইয়াছ নানা অলঙ্কারে
সকল মুণ্ড কাটি আজি বানের চোকি ধারে।
কুড়ি চক্ষু পাকল করি তুই চাহিস কেনি
তোর কুড়ি চক্ষু আজি উপাড়িব আমি।
সবংশে তোরে যদি করিলাম সং-হার
তবে নিদ্রা যাইব আমি করিব আহার।
আপনারে বীনা বাস নিন্দ সর্ব্বজনা
বীর হইয়া চুরি করিস কিসের বীরপানা।
যত পাপ করিলি তুই সকল হইল ফল
যমদ্বার আজি তোর হইল মুকল।
মোর ঠাঁই রাবন তুই পড়িলি এতকালে
ত্রিভুবন দেখিবে পড়িবি রণস্থলে।
রাবনেরে গালি দিয়া রামচন্দ্র রোষে
পৃথিবী ছাইয়া রাম বান বরিষে।

চতুর্দ্দিগে বানর ফেলে গাছ পাত্তর
চারি দিগে চাহে রাবন হইল ফাঁফর।
আয়ুঃশেষ হইল রাবনের নিকট হইল কাল
চতুর্দ্দিগে দেখে রাম বিক্রমে বিশাল।
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল দেখে সব রামময়
দেখিয়া রাবন রাজা গনিল বিস্ময়।
মনেমনে চিন্তে এখন রাজাত রাবন
এখন জানিলাম রাম আপনি নারায়ন।
রামের সর্ব্বাঙ্গি রাবন নেহালিয়া দেখে
পর্ব্বত সমুদ্র সাপ দেখে লাক্ষেলাক্ষে।
বান যুড়িতে হাত পা কাঁপে নাহি দেখে চক্ষে
রাবনের মহাত্রাস সারথি তাহা দেখে।
ধনুক ধরিতে নারে হইল অচেতন
রাবন লইয়া সারথি পলায় ততক্ষন।
কত দূর গিয়া রাবন পাইল চেতন
সারথিরে গালি পাড়ে রক্তলোচন।
বৈরির সনে যুঝি সংগ্রামের স্থলে
রথ লইয়া পলাইলি কাহার বোলে।

বল টুটা দেখিলি মোর সংগ্রামে কাতর
অল্প জ্ঞান করিস মোরে না করিস ডর।
রামসনে যোগ করিয়াছিস মোর স্থানে
নির্গুণ পুরুষ আমি এই তোর জ্ঞানে।
আমার যদি হিত চিন্তিস করিস উপকার
ঝাট রথ চালাও রাম করি গিয়া সংহার।
রথের সারথি তারে যোড় করে হাত
আমারে কেন ক্রোধ কর রাক্ষসের নাথ।
রণে কাতর দেখি তোমা টুটিলা বিক্রমে
রণস্থানে রথের ঘোড়া তিতিল আপন ঘামে।
সারথি হইয়া যোদ্ধাপতি অশক্ত দেখি
রথ লইয়া পলাইয়া যোদ্ধাপতি রাখি।
রামে তোমায় দুই জনে করিছ সংগ্রাম
তোমা হইতে দশ গুণ ফুলিয়া গেল রাম।
রণে ভঙ্গ দিলা তুমি রাম পাইল ছল
রণশ্রমে জিরাইলে তেঁই বাড়িল বল।
এত হিত চিন্তিলাম তবু হইল বিপরিত
তোমা বই ঠাকুর আর কার চিন্তি হিত।

কোপ না করিহ গোসাঞি হাত করি যোড়া
এই দেখ চালাই আমি রথের অষ্ট ঘোড়া।
ঘোড়ার উপরে সারথি মারে নাকড়ির সাট
পবনবেগে ধায় ঘোড়া সংগ্রামের বাট॥
কনকে রচিত রথ বিজুলির ছটা
রাবণ রাজা রথে আইসে ঘোড়ার বাজে ঘণ্টা॥
রাম বলেন মাতুলি তুমি হও সাবধান
আরবার আইসে রাবণ পূরিয়া সন্ধান॥
চিহ্নিয়া গণিয়া রাবণ মরণ করিল সার
রথখান চালাও রাবণ করি গিয়া সংহার।
ইন্দ্রের মাতুলি সেই সংগ্রামে পণ্ডিত
রথের ঘোড়া চালাইয়া চলিল ত্বরিত।
রাবণের রথ বামে করিয়া চলিল দক্ষিণে
রথের ধূলা ভরিল গিয়া রাজাত রাবণে।
রথের ধূলায় রাবণ রাজা হইল ধূষর
শ্রীরামের বাণে রাবণ হইল জর্জ্জর।
রাবণ রাজা রাম বিন্ধে দশগোটা বাণে
রথ না আগুয়ায় ঘোড়া মুখ না পাতে রণে॥

মাতুলি বিন্ধিয়া রাবন করিল জর্জ্জর
রাবনের বানে রাম হইল ফাঁফর।
স্থির হইয়া রাবন রাজা এড়ে নানা বান
রাবনের বানে রাম হইল খানখান।
চক্ষু বুজিয়া ধনুক টানেন দুই জন
দোঁহার বানের আগুনে পোড়ে দুই জন।
রাম রাবনের বানের নাই লেখাযোখা
গায়ের মাংস খসিয়াত পড়ে চাকাচাকা।
আকাশ ভাঙ্গিয়া রনে পড়ে যেন অনুমানি
সমুদ্র উথলে যেন বানের চম্পুনি।
স্বর্গে ইন্দ্র কাঁপিছে পাতালে কাঁপে বলি
রন দেখি দেবগন কাঁপে রনস্থলী।
সাত দিন নাই হয় সুর্য্যের উদয়
চমকিত ত্রিভুবনে পড়িল প্রলয়।
রাম বলেন তুল্য রাম রাবন
উপন্যাস দিতে নাহি এ তিন ভুবন।
রাক্ষস বানর সব কেহ নহে স্থির
হনুমান আদি পলায় বড় বড় বীর।

আকাশ থাকিয়া দেবগন ডাকেত্রাছি
ঝাট রাবন মারিয়া রক্ষা করহ গোসাঞি।
বানর সব বলে ঝাট মারহ রাবন
তুমি না মারিলে রাবন মারিবে কোন জন।
মনে সাত পাঁচ তখন রাবন রাজা চিন্তে
গলায় গাণ্ডা বান্ধি গেল রামের আগেতে।
রামের চরণে রাবন করে যোড়হাত
আপনি বিষ্ণু রায় তুমি জগতের নাথ।
কর্ম্মদোষে অপরাধি করিলাম তব ঠাঁই
অপরাধি মাগিয়া লইলাম শুন হে গোসাঞি।
সৃষ্টির পালনহেতু তোমার অবতার
রাম রাজা ধন্য হইল সকল সংসার।
বংশক্ষয় করিলা আমার লঙ্কার সংহার
সীতা আনিয়া দিই আমি করহ নিস্তার।
অশোকবনে থুইলাম সীতা করিয়া রক্ষন
সেই সীতা লইয়া তোমার পশিনু শরন।

সীতা লইয়া রঘুনাথ যাও নিজ দেশ
লঙ্কায় আসিয়া প্রভু পাইলা বড় ক্লেশ।

দশ মুণ্ডে করে স্তুতি কৃপা কর রঘুপতি
তোমার সঙ্গে করিলাম বিসম্বাদ
মোহে সীতা আনি হরি মজাইলাম লঙ্কাপুরী
রাক্ষসকুলে পাড়িলাম প্রমাদ।
আদি অনন্ত তুমি কেমতে জানিব আমি
কে বুঝিতে পারে তোমার মায়া
ব্রহ্মা আদি দেবগণ সব তোমার সৃজন
বারেক করহ মোরে দয়া।
বুঝিয়া করিলাম রাম অন্তরে জপয়ে নাম
পলকিত হইল সব অঙ্গ
কুড়ি আঁখি জল ঝরে যেন মেঘে জল করে
শুনিয়া প্রেমেতে তরঙ্গ।
শুনি রাবণের স্তুতি লজ্জিত হইল রঘুপতি
ধনুক বাণ ফেলাইল রথে।

হরষিত দশানন বিষাদিত দেবগণ
অন্তরেতে লাগিল চিন্তিতে।
হাতে বাণে শ্রীরাম এড়িলেন সংগ্রাম
দেবগণ চাহে পাছে আগে
কীর্ত্তিবাস নাচাড়ি ভণে শ্রীরামের স্মরণে
শুনিলে ভকতি রস বাড়ে।

সীতারে আনিতে যায় রাজাত রাবণ
ধনুক বাণ ফেলিয়া রাম ভাবেন মনেমন।
রাম বলেন শুন হে ধার্ম্মিক বিভীষণ
রাবণের বংশনাশ কৈনু অকারণ।
এত কালের পর আমার শরণ পশিল
আর যুদ্ধ না করিব নিজ দেশে চল।
সীতার তরে কার্য্য কিছু নাহিক আমার
দেশের তরে যাব রণ না করিব আর।
রাম বলেন বানরকটক রণে দেহ ক্ষমা
আর রণ না করিহ শুন সর্ব্ব জনা।

নানা রনে ক্লেশ পাইলে লঙ্কার ভিতর
আমারে দেখিয়া দুঃখ পাসর বানর।
বানরকটক লইয়া রাম ভাবেন মনেং
কত দুর গিয়া চিন্তে রাজাত্ত রাবনে।
স্বর্গদ্বার মুক্ত আমার হইল রামের বানে
সীতারে আনিতে আমি যাই কি কারণে।
আমি স্বর্গে গেলে সীতা লইবেন শ্রীরাম
সীতা নাই দিব আমি করিব সংগ্রাম।
ভালমতে জানি সীতা জনকনন্দিনী
শ্রীমধুসূদন রাম আমি ভালে জানি।
ভালে জানি রামের হাতে আমার মরণ
তবু রামের সীতা না করিব সমর্পণ।
এত বলি রনস্থলে আইল রাবণ
ব্রহ্মস্বরূপে দেখে দেব নারায়ণ।
সফল করিলাম তপ জন্ম জন্মান্তরে
সফল শরীর হরি রাম মোরে মারে।
এই জন্ম সফল হইল অন্তে স্বর্গবাস
রামের দিগে চাহিয়া রাবণ পরম উল্লাষ।

কুড়ি আঁক্ষি মেলিয়া রামের দিগে চাহে
দশ দিগ আলো দেখে সকল রামময়ে।
হাতের ধনুক বান ফেলিয়া ভুমিতলে
প্রভু রাম স্মরণ করি যোড়হাতে বলে।
জানিলাম রামচন্দ্র সংসারের সার
অজয় বিনাশ তুমি পুরুষ নিরাকার।
শুচী মুণ্য জিতেন্দ্রিয় তুমি সত্যবাদী
তোমারে ঘাটাইয়া আমি হইনু অপরাধী।
নির্দ্দয় দারুণ তুমি নির্গুণ প্রধান
কর্ত্তা হর্ত্তা বিধাতা তুমি দাতা ভগবান।
রাবনের মুখে রাম শুনিয়া স্তবন
বিবেক পশিল তখন রঘুনাথের মন।
প্রানের ভয়ে রাবন করিছে স্তবন
এক সীতালাগি ইহায় বধি কিকারন।
এতেক শ্রীরাম যদি চিন্তে মনেমন
আপন কর্ম্ম বধি হয় ভাবিল রাবন।

ডাক দিয়া বলে রাবণ শুন রঘুপতি
প্রাণের ভয়েতে আমি নাহি করি স্তুতি।
অবশ্য হানিব রাম হইও সত্বর
রাম বলেন না জানি কি বলিল নিশাচর।
ডাক দিয়া রাবণ রাজা বলে অহঙ্কারে
বীরদর্প করিয়া বলে রাম লক্ষ্মণেরে।
সুগ্রীব রাজা মারি আর যত বানরগণ
গোত্র বধিল আমার চণ্ডাল বিভীষণ।
রাবণের কথা শুনি কুপিল রঘুনাথে
থুইয়াছিল ধনুক তুলিয়া লইল হাতে।
রাম বলেন রাক্ষসের মায়া বুঝা নাহি যায়
ধনুক বাণ লইয়া রাবণ যুঝিবারে যায়।
জানিলাম স্তবন করে বুঝিলাম মরণ
এখনি পাঠাব ওহায় যমের সদন।
আরবার যুদ্ধ হইল রাম রাবণে
বাণেবাণে কাটাকাটি ওঠিল গগনে।
সংগ্রামেতে সর্প যেন করে জড়াজড়ি
তেমতে দোঁহার বাণ করে হুড়াহুড়ি।

গন্ধর্ব অস্ত্র এড়ে রাম রাবণের গায়ে
মহাবিক্রম রাবণ বুক পাতিয়া সহে।
শ্রীরামের বাণে রাবণ হইল কাতর
মুখে রক্ত ওঠে তখন বলে লঙ্কেশ্বর।
আজি তোরে মারিয়া রাম করিব সংহার
কতকাল মানুষের সনে রণ করিব আর।
রাবণের কথা শুনিয়া রামের হইল হাস
সংশয় রাবণ তবু জীতে কর আশ।
দুই রথ চালায় বিচিত্র মণ্ডল গতি
দুই জনে যুদ্ধ করে প্রাণের শকতি।
অসুর ডাকিয়া বলে জিনুক রাবণ
রামচন্দ্র জিনুন বলিয়া ডাকে দেবগণ।
দোঁহে দোঁহার ঘোড়া বিন্ধে ঘোড়া নাই পড়ে
দোঁহে দোঁহার সারথি বিন্ধে নাহি যায় আড়ে।
দুই রথের পতাকায় হইল ঠেকাঠেকি
জন্মিছেন বাণ বরিষে দুইত ধানুকি।
বাণের ঠনুনি আর কটকের রোলে
সপ্ত সাগর লইয়া পৃথিবী যায় রসাতলে।

সূর্য্য কিরণ ঢাকে নাহিক প্রকাশ
দেব দানব গন্ধর্ব্বে লাগিল তরাস।
পৃথিবী টলমল করে পর্ব্বত সব নড়ে
পাতালে বাসুকি কাঁপে বাযু ফিরে নড়ে॥
দেব দানব গন্ধর্ব্ব যক্ষ বিদ্যাধর
সপ্ত পাতাল মহী কাঁপে থরথর।
ত্রিভুবন কাঁপে শুনি বানের ধ্বনি
উথলিয়া পড়ে সাত সাগরের পানি।
বানেবানে ঠেকাঠেকি উঠিল আগুন
যুদ্ধ দেখিয়া কাঁপে তখন চৌর্দ্দ ভুবন।
দেবগন যুদ্ধ দেখে থাকিয়া আকাশে
প্রমাদ গনিয়া সভে পলায় তরাসে।
ব্রহ্মাদি করিয়া সকল দেবগন
অন্তরীক্ষে থাকিয়া সভে করেন স্তবন।
সৃষ্টি রক্ষা কর গোসাঞি হউক প্রকার
তোমার নামের গুনে রহিয়াছে সংসার॥
জগতের গোসাঞি তুমি ভগবান।
রাবন মারিয়া কর দেবের পরিত্রান।

দেবতার বোলে রাম মারিতে করিল মন
রামের দুই ভুজে কোন্দল বাজিল তখন।
রামের দক্ষিণ হস্তে ভৎর্সে বামহাত
রনের বেলা পাছু যাও আগু যাও ভাত।
রনের পাছু যাও ভোজনের বেলা আগে
না পাই যাইতে আমি যুঝি অগ্র ভাগে।
রনের বেলা হস্ত তুমি হইলা কাতর
আমি আগু যাই তুমি পাছু যাও পাইয়া ডর।
দক্ষিণ হস্ত বলে তুমি শুন বাম কর
এ তিন ভুবনে আমার কারে নাই ডর।
যারে গালি দেয় লোকে তারে বলি বাম
সহজে বাম তুমি বাম তোমার নাম।
ভোজনসময় আমি সর্ব্ব কর্ম্মে আগে
ত্রিজগতের আগে দক্ষিণ বাম পাছে লাগে।
সহজে বাম তুমি বাম তোমার বাণী
বাম কভু নাহি বুঝে দক্ষিণের বাণী।
রনলীলায় আছেন রাম রাবনের সনে
প্রতিবার প্রসঙ্গ করি শ্রীরামের কানে।

কর্ণ শুনে গিয়া রামের মুই পুজি বাণী
কি আজ্ঞা করহ মোরে রঘুকুলমণি।
একবারে বধিতে পারি রাবণের জীবন
লীলা করি রঘুনাথ করিছেন রণ।
প্রতিবার প্রদক্ষিণ করি শ্রীরামের কানে
আজ্ঞা পাইলে রাবণেরে বধি এক বাণে।
দুই হস্তে কোন্দল করে রামচন্দ্র হাসে
দক্ষিণ যত বলে রামের মনে বাসে।
কীর্ত্তিবাস পণ্ডিতের সরস বচন
লঙ্কাকাণ্ডে হনুসংবাদ করিল রচন।

হেনকালে শ্রীরাম সন্ধান আগে পুরে
আকর্ণ পুরিয়া বাণ মারে রাবণের শিরে।
এক মাথা কাটিয়া পাড়িল ভূমিতলে
সেইক্ষণে আর মাথা তখনি নিকলে।
দুই মাথা রামচন্দ্র কাটেন বাণের তেজে
সেই দুই মাথা তার তখনি উপজে।

তিন মাথা কাটিল রাম কমললোচন
সেই তিন মাথা তার উঠিল ততক্ষণ।
চারি মাথা কাটেন রাম বিষ্ণু অবতার
সেই চারি মাথা তার উঠিল আরবার।
পাঁচ মাথা কাটিল রঘুনাথ ততক্ষণ
আর পাঁচ মাথা উঠে দুঃখেত রাবণ।
ছয় মাথা কাটেন রাম বল নাহি টুটে
ব্রহ্মার বরে ছয় মাথা ততক্ষণে উঠে।
সাত মাথা কাটেন রাম বাণ সপ্তসার
সেই সাত মাথা উঠিলত আরবার।
অষ্ট মাথা রঘুনাথ কাটিয়া পাড়ে কোপে
আর অষ্ট মাথা উঠিল এক চাপে।
নয় মাথা কাটিল রাম রঘুর নন্দন
আর নয় মাথা উঠে দুঃখেত রাবণ।
একবারে রঘুনাথ দশ মাথা কাটে
ব্রহ্মার বরে রাবণের দশ মাথা উঠে।
যত মাথা কাটেন রাম তত মাথা দেখি
কাটা না যায় রাবণ শ্রীরাম অসুখী।

বান ফেলিছেন রাম হাতের তড়বড়ি
ভাদ্র মাসের তাল যেন যায় গড়াগড়ি।
এক শত একাশিবার কাটেন রাবনের মাতা
তবু রাবন রাজা যুঝে তিলেক নাহি ব্যথা।
দুই অর্দ্ধচন্দ্র রাম পূরিল সন্ধান
দুই দিগে কাটিল প্রভু হাত কুড়িখান।
কুড়ি হাত পড়ে যেন সুমেরুর চূড়া
আরবার কুড়ি হাত উঠি লাগে যোড়া।
আর বান এড়েন রাম পূরিয়া সন্ধান
মাতা কাটিয়া রাম করিল দুইখান।
অর্দ্ধেক শরীর পড়ে যেন পর্ব্বতের গোড়া
ব্রহ্মার বরে আরবার উঠি লাগে যোড়া।
দিনে অপকাশ নাহি রাত্রের শয়ন
সাত দিন সাত রাত্রি দুই জনে রন।
মাতুলি বলে রঘুনাথ পাসর আপনা
আপনা না জান গোঁসাঞি তুমি কোন জনা।
রাবণ মারিতে গোঁসাঞি তুমি নারায়ন
দেবগন রক্ষা কর মারিয়া রাবন।

বাণে স্তুতি কর ব্রহ্ম অস্ত্রে দেহ মন
বিনা ব্রহ্ম অস্ত্রে ওহার নাহিক মরণ।
মাতা কাটিলে না মরে কেন মাতা কাটি
ব্রহ্ম অস্ত্র মার যে কামড়াইয়া পড়ুক মাটি।
ব্রহ্ম অস্ত্র যোড়েন রাম মাতুলির বোলে
ধূম নিকলিয়া বানের মুখে অগ্নি জ্বলে।
চিত্রবিচিত্র বান কনকরচিত
তুনে হইতে বান রাম কাড়িল ত্বরিত।
নানা পাক্ষির পাক্ষ আর বিজুলির রেখে
ঊনপঞ্চাশ বায়ু বৈশে বানের মুখে।
সংসারের তেজ আনি নির্ম্মাইল বান
ব্রহ্মা সৃজিয়াছে রাবনের লইতে প্রান।
সারথি মাতুলির বোলে রাম এড়েন বান
আপনি মৃত্যু আসিয়া হইল অধিষ্ঠান।
চন্দ্র সূর্য্য বায়ু বরুন যত তেজ ধরে
আপনি পশুপতি বৈশেন বানের শরীরে।

আঁআঁ

নব গ্রহ আদি করি যোগ আর করণ
বানের শরীরে বৈশে দেবতা পবন।
ত্রিভুবনের পাক্ষ দিয়া বানের গোড়া সাজি
বানের মন্ত্র পড়ি ব্রহ্ম অস্ত্র পূজি।
অগ্নি জ্বলিয়া ধূমে হইল অন্ধকার
যম মৃত্যু আপনি করিল আগুসার।
ব্রহ্ম অস্ত্রের পাক্ষে বৈশেন পার্ব্বতী
নক্ষত্রগণ বানে বশিল শীঘ্রগতি।
ব্রহ্ম অস্ত্র দেখিয়া দেবতা করে ভয়
হেন অস্ত্র তুলিয়া লইল রঘুর তনয়।
মন্ত্র পড়িয়া রামচন্দ্র পূরিল সন্ধান
বান দেখিয়া রাবন রাজার উড়িল পরান।
ত্রিভুবন চমকিত বানের আস্ফালে
অগ্নি রাশিং হইয়া বানের মুখে জ্বলে।
ব্রহ্ম অস্ত্র এড়েন রাম মন্ত্রের বলে
রাবনের বুক বিন্ধিয়া সাম্ভাইল পাতালে।
পাতালে সাম্ভাইল বান সিংহের গর্জ্জনে
নেউটিয়া বান আইল রঘুনাথের তূনে।

ভোগবতী গঙ্গা আছেন পাতাল ভিতরে
গঙ্গাস্নান করিয়া বান নেঙটিল সত্বরে।
রাজহংস মূর্ত্তি ধরে আসিবার কালে
নাচিতে২ আইল রঘুনাথের কোলে।
আপন মূর্ত্তি ধরিয়া তূনের ভিতর ঢুকে
রামের বিক্রম দেখি দেবতা হাত দিল নাকে।

জয়২ জগতে সুরপুরেতে
জয় করে রঘুনাথে
দেবের রথে ধনুক হাতে
বধ করে দশমাথে।
কানে কুণ্ডল গায়ে সল্লেবর
নীল কণ্ঠিরের ধার
শ্যাম কলেবর অতি মনোহর
যেন প্রবালের হার।
কপালে ভ্রূপাল রিপুবর আল
রক্ত রেখে উজ্জ্বলা

বাতভিত পল গাঁথিয়া বিরল
যেন পারিজাত মালা।
রামের চরণে যত কপিগণে
যোড় করে দুই হাত
লঙ্কা লুটিবারে যতেক বানরে
বলিছেন রঘুনাথ।
পাইয়া আরতি চলে বায়ুগতি
যতেক বানরগণ
কহে কীর্ত্তিবাসে সভার উল্লাসে
হরষিত জনা।

বান খাইয়া রাবন রাজা করে ছটফটি
পড়িল রাবন রাজা কাযড়াইয়া মাটি।
দশ যোজন দীর্ঘল রাবনের রথখান
পঞ্চশত হাত রাবন দীর্ঘল প্রমান।
ক্রোধ করিয়া যুদ্ধ যখন করে লঙ্কেশ্বর
রাবনের শরীর যেন সুমেরুশেখর।

বুহ্ম অস্ত্র বুকে ফুটিয়া পড়িল রাবণ,
সকল দেবতা করে পুষ্প বরিষণ।
দশ যোজন রথখান রাবণ চাপিয়া পড়ে
লাফ দিয়া বানর যায় লঙ্কার ভিতরে।
নানা রত্ন মনি মানিক ভাণ্ডার দাঁড়ি
বাজিয়া লোটে রাবণের ভাল২ সুন্দরী।
রাবণ রাজা আনিয়াছে ভাল২ সুন্দরী
একেক বানরে লোটে দশ বিদ্যাধরী।
যত ধন লোটে বানর তাহে নাই মন
কন্যা সব পাইয়া বানর হরষিত মন।
রাম বলেন বিভীষণ শুনহে বচন
লঙ্কার ভিতরে শীঘ্র করহ গমন।
দেবকন্যা সব তারা স্বর্গ বিদ্যাধরী
যত্ন করি রাখ গিয়া আপনার পুরী।
বানর না জানিবে তোমার কোন পুরী
আপনার কি বহু রাখ গিয়া স্ত্রী।
সহজে চঞ্চল বড় দুর্জ্জয় বানরগণ
জাতি নষ্ট করে পাছে চল বিভীষণ।

রাম বলেন বানরকটক লুটে দেহ ক্ষমা
বিভীষণের আওয়াসে না যাইও কোন জনা।
রামের আজ্ঞায় নেওটিল বানরগণ
রাবণ পড়িল বিভীষণ যুড়িল ক্রন্দন।
সিংহের বিক্রম ভাই সংগ্রামে পণ্ডিত
হেন জন ভূমে লোটায় হারাইয়া সম্বিত।
অনাগত বলিলাম হইল বিদ্যমান
মন্ত্রী সব তোমার তরে বুঝাইল আন।
কুম্ভ অগ্নি বাণ হইল কলসির জলে
ত্রিভুবন বিজয়ী বীর লোটায় ভূমিতলে।
রাণী সব অনাথ হইল পরমসুন্দরী
নানা ভোগ ছাড়িল কনকলঙ্কাপুরী।
অমরাবতী লোটেন ভাই ইন্দ্র দেব জিনে
হেন দেবের কন্যা তোমার লইয়া যায় আনে।
অদ্ভুত রাক্ষস তুমি হইলা দুরাচারী
তুমি ভূমে লোটাও যেন চন্দ্র অধিকারী।
চন্দ্র গুঁড়া কর তুমি হাতের চাপনে
রাবণ মহাবল পড়িল ব্যাকিত ত্রিভুবনে।

রামের বানে রাবন অধিক রন করিতে নারি
বিক্রম করিয়া রাবন সিংহ হস্তী মারি।
রাম বলেন বিভীষন বিচারে পণ্ডিত
মরানাগিয়া এত কান্দ নহেত উচিত।
বড় শক্তি করিল তোমার ভাই অধিকারী
রাবনের তেজ দেখে কনকলঙ্কাপুরী।
সর্ব্বকাল জিনি এক কালে হারি
সর্ব্বকাল যশ নাই কিসের বিসরি।
ত্রিভুবন জিনিয়া সুখে ছিল অপার
আমার বানে পড়িয়া গেল স্বর্গদ্বার।
ক্রন্দন সম্বর তুমি কার্য্যে দেহ মন
রাবনের অগ্নিকার্য্য শ্রাদ্ধ তর্পন।
রামের আজ্ঞায় বিভীষন রাবন পোড়াতে নড়ে
মন্দোদরী বার্ত্তা পাইল থাকি ভিতর গড়ে।
সূর্য্যের কিরন না দেখে যে সকল স্ত্রী
রনস্থলে আসিয়া কান্দে দশ হাজার সুন্দরী।
বিস্তর কাল জীলে লোকে বিস্তর কথা শুনে
সুমেরু পর্ব্বত পড়ে মানুষের বানে।

শত্রু মিত্র বিভীষণ বুঝাইল হিত
সীতা দিয়া রামের সনে করহ পীরিত।
আমা সভার আইওত টুটিবে তব মরণ
সেকারনে না শুনিলে হিত যে বচন।
লঙ্কা নাহি রাবন তুমি লোটাও কার বানে
মনুষ্যরূপে তোমারে মারিল নারায়নে।
আজি হইতে রাম সীতার দুঃখ বিমোচন
আজি হইতে তোমার আমায় নাহি দরশন
সুন্দর শরীর তোমার লোটাও বিচিত্র বেশে
এত সম্পদ নষ্ট করিলে আপনার দোষে।
বাপ দানব আমার স্বামী লঙ্কেশ্বর
ত্রিভুবনের ভিতর মোর কারে নাহি ডর।
এক বানে নষ্ট হইল এতেক সম্পদ
স্বপ্নেও না দেখি আমি তোমার আপদ।
বাছিয়া বিবাহ করিলে দেব দানবদুহিতা
রূপে গুনে যৌবনে সতী পতিব্রতা।
অন্তঃপুরে থাকে স্ত্রী নপুংসকে রাখে
তোমা বই তোমার স্ত্রী সূর্য্য নাহি দেখে।

রাক্ষস হইয়া কর গোঁসাঞির সনে বাদ
এখনি জানিনু আমি পড়িল প্রমাদ।
ইন্দ্রজিতার মা আমি লোটাইয়া কান্দি ধূলি
সম্ভাষা না কর আমি সহাগে আগুলি।
তখনি বলিয়াছি আমি রাম ভগবান
রামের সনে বাদ করিলে নাহি পরিত্রাণ।
বিনাইয়া২ কান্দে রাণী মন্দোদরী
দশ হাজার সতিনে প্রবোধ দিতে নারি।
না কান্দ না কান্দ রাণী প্রাণ কর স্থির
তোমার ক্রন্দনে সভাস বুক হইল চির।
রঘুনাথ এতেক স্ত্রী করিল বিধবা
দশ হাজার সতিনী মেলি করিব সেবা।
প্রবোধ না মানে রাণী হইল ওতরোল
রাম দেখিতে চলে রাণী নাহি শুনে বোল।
আমার স্বামী মারিলেক কেমত জনে
হেন রাম দেখিব গিয়া আপন নয়নে।
কাপড় না সম্বরে রাণী হইল ওতরোলি
শ্রীরাম দেখিতে যায় আওদড় চুলি।

রণ অবসাদে বসিয়াছেন রঘুনাথ
হেনকালে মন্দোদরী করিলেক প্রণিপাত।
সীতাহেন দেখেন রাম রাণী মন্দোদরী
জন্ম আইওত বলিয়া রাম আশীর্ব্বাদ করি।
সীতা বই রঘুনাথের অন্য নাহি মন
সীতার হেন কা রাম দেখেন সর্ব্ব ক্ষন।
চন্দ্র সূর্য্য পৃথিবী সমুদ্র যদি জাভে
তবেসে প্রভু রামচন্দ্র তোমার বোল নড়ে।
রামের কথা শুনিয়া রাণী বলে ততক্ষন
কেন হেন বর দিলা রাম নারায়ন।
মন্দোদরির কথা শুনিয়া রামের বিস্ময়
আপনার মন্দোদরী করে পরিচয়।
জগতে বিদিত শুনিয়াছ ময়দানব
যাহার জৌতুকশেলে লক্ষ্মণ পরাভব।

তাহার নন্দিনী। রাবণসুন্দরী
নাম মোর মন্দোদরী

তোমার চরণে করিতে প্রণামে
ত্যজিয়া আইনু পুরী।
শুন মহাশয় করি পরিচয়
রাম ত্রিদশের নাথ
লঙ্কার ঈশ্বরী নাম মন্দোদরী
করিলাম যোড়হাত।
দেবের ঈশ্বর দেব পুরন্দর
যাহার বাণেতে হানি
ইন্দ্রজিত নাম মারিল লক্ষ্মণ
তাহার জননী আমি।
কি বলিব আর সুরাসুর নর
শুক্র বৈরি রাবনের রাণী
দেব দ্বিজভক্ত শোকেতে দুঃখিত
শুন অহে গুণমণি।
জন্ম আইওত করি বর দিলা হরি
এ কভু নহিবে আন
কাহার আইওতে বৈরিব আইওতে
মোরে কর সম্বিধান।

সত্য কাল হৈতে   এ চারি যুগেতে
ব্যর্থ না যায়   তব বাণী
দারুন প্রহারে   নাশিলে প্রভুরে
হেন বর   দিলা কেনি ।
চন্দ্রের বদন   রঘুর নন্দন
ঈষতে হৈল   হরষিত
বচনে ছল করি   রানী মন্দোদরী
আমারে   কৈল লজ্জিত ।
সত্য বাণী হবে   চিতা যে জ্বলিবে
থাকিবে   তোমার আইওত
রানি মন্দোদরী   চলে অন্তঃপুরী
কীর্তিবাসে   ভনে তত্ব ।

লজ্জা পাইয়া বলেন রাম রানীর বচনে
অক্ষয় চিতা রাবনের জ্বলিবে শ্মশানে ।
ক্রন্দন সম্বল রানী না কর বিসাদ
কাহার দোষ নাই দৈবে পাড়িল প্রমাদ ।

ত্রিভূবন জিনিয়া তুমি পরমসুন্দরী
বিভীষণ করিবেন তোমায় সোহাগে আগুলি।
আর কিছু বিস্ময় না করিহ চিত্তে
অক্ষয় চিতা জ্বলিবে থাকিবা আইওতে।
রাম বলেন বিভীষণ তুমি ঘুচাও শোক
রাবনের সৎকার কর সান্ত্বাও স্ত্রীলোক।
রামের বোলে সভারে সান্ত্বায় বিভীষণ
কান্দিতেং অন্তঃপুরে চলিল স্ত্রীগন।
এই বর রামের ঠাঁই পাইল মন্দোদরী
রামের ঠাঁই বিদায় হইয়া গেল অন্তঃপুরী।
গায়ের সানা এড়েন রাম মাতার টোপর
যুদ্ধের সাজ এড়েন রাম হাতের ধনুঃশর।
রাবণ মারিতে দুঃখ রাম পাইল অপার
আর ধনুক না ধরিব কৈল অঙ্গীকার।
ইন্দ্রের মাতুলি দেখিল রাম গোচরে
বিদায় দিল রঘুনাথ সভার ভিতরে।

ইন্দ্রের ঠাঁই জানাইহ আমার পরিহার
তাহার শত্রু রাবন আমি রিলাম সংহার।
চলিল মাতুলি এখন রামের আদেশে
অমরাবতী স্বর্গ গেল চক্ষুর নিমেষে।
রাম বলেন শুন বলি ধার্ম্মিক বিভীষন
মরা শরীর ঝাট লইয়া পোড়াহ রাবন।
রামের আজ্ঞায় বিভীষন করিল অঙ্গীকার
সাগরের কুলে রাবনের করিল সৎকার।
রাজযোগ্য পরাইল সোনার পাট শৈতা
চন্দনকাঠে নির্ম্মাইল রাজার যোগ্য চিতা।
নূতুন বস্ত্র পরাইল নূতুন উত্তরি
সর্ব্বাঙ্গে লেপিয়া দিল সুগন্ধি কস্তুরী।
স্বর্ন রুপা আদি করি অনাইল সেই স্থলী
তথাকারে লইল রাবন মহাবলী।
রাজযোগ্য চিতা হইল চন্দনকাঠ পাড়ি
সকল রাক্ষস বহিয়া রাবন চিতার উপর এড়ি
চিতার উপর পাতিলেক বহুমূল্য বস্ত্র
রাবন রাজায় শোয়াইল উত্তর শয়ন।

রাবনের কনিষ্ঠ রাক্ষস বিভীষন
দশ মুখে অগ্নি দিয়া পোড়ায় রাবন।
মরা শরীর ভস্ম হইল দৃতের অনলে
রামের বরে রাবনের চিতা সর্ব্ব কাল জ্বলে
সুগ্রীব দেখিয়া রামের হাস্য বদন
হাত পসারিয়া মিতা দেহ আলিঙ্গন।
তুমিছেন মিত্র হইও জন্ম জন্মান্তরে
ত্রিভুবন জিনিতে পারি তোমাহেন দোষরে।
তোমার প্রসাদে আমি সাগর হইলাম পার
তোমার প্রসাদে হইল সীতার উদ্ধার।
একখানি বচন আমার শোধি আছে ধার
বিভীষনে নাহি দিলাম লঙ্কার অধিকার।
চারি যুগে থাকিবে মোর ঘুষিতে অখ্যাতি
বিভীষনেরে করিব আমি লঙ্কার অধিপতি।
আমার বচনে মিতা কর আগুসার
বিভীষনে দেহ ঝাট লঙ্কার অধিকার।
সুগ্রীব হনুমান আর যতেক বানর
সভে মেলিয়া বিভীষনে করহ লঙ্কেশ্বর।

গন্ধর্ব্বে ঔষধি দিল নানা তীর্থের জল
লঙ্কার ভিতর স্ত্রী পুরুষে গায়েত মঙ্গল।
রঘুনাথের আজ্ঞা লঙ্ঘিবেক কোন জনা
বিভীষন রাজা হইবে কটকঘোষনা।
সর্ব্ব সেনাপতি আনেন সাগরের জল
লঙ্কার রাজা করেন বিভীষন মহাবল।
নানা তীর্থ জল আনাইল সাত শত কলসি
মঙ্গল দ্রব্য আনিল যত লঙ্কার রূপসী।
রাক্ষসেতে গীত গায় বানরে করে নাট
লঙ্কা হইতে বাহির হইল স্বর্ণখাট।
শুভক্ষনে বিভীষন বসিল সিংহাসনে
আপনি মাতায় জল ঢালেন ঠাকুর লক্ষ্মনে।
রঘুনাথের বাক্য যেন পাষানের রেখ
সাগরের জলে বিভীষনকে করে অভিষেক।
ছত্র দণ্ড দিল তাম কনকলঙ্কাপুরী
কেলি করিতে দিল তারে রানী মন্দোদরী।
রাজার স্ত্রী রাজায় লয় তাহে নাহি দোষ
মন্দোদরী পাইয়া বিভীষন পরিতোষ।

ত্রৈলোক্য জিনিয়া রূপ ধরে মন্দোদরী
বিভীষণ মন্দোদরী নানা কেলি করি।
রাবনের ছত্রদণ্ড বিভীষণে ধরি
বিভীষণ রাজা হইল হরিষ দেবপুরী।
বিভীষণ রাজা হইল জগৎ হইল সুখী
অদ্যাবধি রামের কীর্ত্তি বিভীষণ সাক্ষী।
দিনেং বিভীষণের বাড়ে ঠাকুরাল
রামের প্রসাদে হইল এক লোকপাল।
পাত্র মিত্রসনে করেন অনুমান
সীতার উদ্ধারে রাম পাঠাইল হনুমান।
চলিলেন হনুমান সীতারে কহিতে কথা
ত্রাস পাইয়া রাক্ষসী হনুমানে নোয়ায় মাথা।
আচম্বিতে গড়ের ভিতর পবননন্দন
স্ত্রী পুরুষ যত আছে বধিবে জীবন।
গৌরব করি বলে সভে হনুমানের স্থানে
দাণ্ডাইল হনুমান সীতার অশোকবনে।

কাল কাপড় পরিয়াছে গায় পড়েছে মলি
তবুত সীতার রূপে পড়িছে বিজুলি।
গায়ে মলি পড়িয়াছে মলীন বসন
তবু রূপে আলো চাকিয়াছে চন্দ্রের কিরণ।
মূর্ছিত হইয়া হনুমান সীতারে গোয়ায় মাতা
যোড়হাত করিয়া কহে রঘুনাথের কথা।
সুগ্রীবের শক্তি আর বানরের হানাহানি
বিভীষণ সহায় রাম দুর্জ্জয় লঙ্কা জিনি।
সবংশে পড়িল মাতা রাবণ মহাপাপ
রাজলক্ষ্মী ছাড়িলেক তোমারে দিলেক তাপ।
আমার তরে পাঠাইল শ্রীরাম লক্ষ্মণ
রাবণ পড়িল তোমারে কহিতে বিবরণ।
এত যদি কহিলেন হনুমান কাহিনী
হরিষে আপনা পাসরিলেন ঠাকুরাণী।
হনুমান বলেন মাতা কি গণ মন
হরিষে উত্তর তোমার না পাই কিকারণ।
সীতা বলেন হনু আমি পাসরিলাম আপনা
কোন দ্রব্য দিয়া করিব বার্ত্তার তুলনা।

সীতা বলেন যে বার্ত্তা কহিলে বিবরণ
তাহার অনুরূপ দান চিন্তি মনেমন।
মনি মানিক যদি দিই রাজ্য অধিকারি
তবুত শুধিতে নারি তোমার ধার ধারি।
হনু বলেন রাজ্যভোগে কি করিব গোসানী
রঘুনাথের মঙ্গলকীর্ত্তি ইহা আমি গনি।
এক দান দিবে মোরে না করিবে আন
আমারে দান দিলে তুষ্ট হইবেন রাম।
তোমার কাছে আছে মা রাবনের যত চেড়ী
মোর বিদ্যমানে তোমায় ওঠাইত বাড়ি।
মুই দেখিয়াছি তোমার করেছে অপমান
চেড়ীগুলার প্রান লব এই মাগি দান।
দন্ত ওপাড়িয়া চুল ছিঁড়িব গোছেগোছে
আছাড়িয়া প্রান লব বড়২ গাছে।
সাগরের কূলে আছে খরসান বালি
তাহাতে লইয়া মুখ ঘসিব রিয়াং চুলি।
শুনিয়া সকল চেড়ির লাগিল তরাস
তরাইয়া গেল চেড়ী সীতা দেবির পাশ।

চেড়ী সব বলে শুন সীতা ঠাকুরাণি
হনুমান প্রাণ লইবে রাখহ আপনি।
সীতা বলেন হনুমান বিচারে পণ্ডিত
যত দুঃখ পাইলাম আমি ললাটে লিখিত।
রাজমন্ত্রী বানর তুমি বুদ্ধে বৃহস্পতি
স্ত্রী বধ করিয়া কেন রাখিবে অখ্যাতি।
যত দিন ছিল চেড়ী রাবনের অধিকারে
তাহার বাক্যে দুঃখ দিয়াছে আমারে।
সবংশে মারিলা তার মাগু করিলা রাঁড়ী
রাত্রি দিন সেবা আমার করিছে যত চেড়ী।
প্রভুর ঠাঁই কহিও আমার যত দুঃখ
দশ মাসের পরে দেখি শ্রীরামের মুখ।
শ্রীরামের দেখিলাম মুখ যদি চন্দ্রবদন
তবে সে জন্মের দুঃখ হইবে বিমোচন।
চলিলেন হনুমান সীতার আদেশে
সীতার কথা রামে কহেন অশেষ বিশেষ।
যে স্ত্রী লাগিয়া কৈলে এতেক মহামার
হেন সীতা আনিয়া দেখ অগ্নিচর্ম্মসার।

বিস্তর দুঃখ কহিলেন অনেক অপমান
তোমাদরশনে সীতার দুঃখ অবসান।
এতেক বার্ত্তা কহিল যদি পবননন্দন
সীতা আনিতে পাঠাইল ধার্ম্মিক বিভীষণ।
চলিলেন বিভীষণ রামের বচনে
মাতা নোয়াইল গিয়া সীতার চরণে।
বিভীষণ বলেন সীতা শুন রামের বচন
স্নান করিয়া পর তুমি যত আভরণ।
যোড়হাত করিয়া বলেন বিভীষণ
সোনার দোলায় চড়িয়া কর রামসম্ভাষণ।
সীতা বলেন কিবা স্নান কি আর মোর বেশে
এই রূপে যাই আমি শ্রীরামের পাশে।
রঘুনাথের পাশে যাব এই আমার মূর্ত্তি
সাক্ষাতে দেখুন প্রভু আমার দুর্গতি।
সুবেশ হইয়া যদি যাই রঘুনাথের স্থান
আমার বেশ দেখিলে প্রভুর মনে হবে আন।
একে আমার রূপ দেখে ত্রিভুবন জিনে
অধিক রূপ দেখিলে প্রভুর বিস্ময় হবে মনে।

সীতার কথা শুনিয়া তখন বলেন বিভীষণ
রঘুনাথের আজ্ঞা না করিহ লঙ্ঘন।
আমার তরে প্রভু রাম করিল আদেশ
সীতারে আনিহ তুমি করিয়া সুবেশ।
স্নান করিয়া পর তুমি উত্তম বসন
মনি মানিক নানা রত্ন পর আভরণ।
তিরাশি কোটি পূর্ণিত রাবনের ভাণ্ডার
নানা অলঙ্কার আছে ত্রিভুবনের সার।
সকল দুঃখ দুচিবেক তোমার গেলে দেশ
রঘুনাথের ঠাঁই চল হইয়া সুবেশ।
দশ মাস দুঃখ পাইলা লঙ্কার ভিতর
এ বেশে কেমতে যাবে প্রভুর গোচর।
বিভীষনের বাক্যে সীতা স্নান করিতে মন
স্নানদ্রব্য লইয়া আইল দেবকন্যাগন।
বিভীষনের স্ত্রী বহু পরমসুন্দরী
স্নানদ্রব্য লইয়া দাণ্ডায় সারিসারি।
সিংহাসনে বসাইল সীতাত জানকী
নারায়ন তৈল মাখে বসে আমলকী।

ননি পিঠালি দিয়া গায়ের তোলে মলি
স্বর্ণ কলসে গঙ্গাজল শিরের ওপর ঢালি।
নেতের বসন দিয়া গায়ের তোলে পানি
স্নান করি পরাইল উত্তম পাটের ভুনি।
কাপড়ের দুই পাশে শোভে রাঙ্গা পাড়ি
বিশ্বকর্ম্মার নির্ম্মিত তাহে পক্ষী পাখালি।
বিভীষনের ঝি বহু আর দেবকন্যাগণ
নানা বেশে সীতা দেবির করিছে সাজন।
পরমসুন্দরী সীতা জগতমোহিনী
গন্ধদ্রব্য দিয়া চুলে দিতেছে চিরুনি।
নানা রত্নরচিত সীতার বান্ধিল লোটন
রত্ননির্ম্মিত খোঁপা তাহে করিছে বন্ধন।
বিচিত্র সুগন্ধি ফুলে বান্ধিলেক চুল
জাতি যুতি নাগেশ্বর পারিজাত ফুল।
নয়নে কজ্জল সীতার করেত শোভিত
শতেশ্বরী হার সীতার গলায় ভূষিত।
চিত্রবিচিত্র পরেন বুকের কাঁচলি
সূর্য্যের কিরণ যেন পড়িছে বিজুলি।

অঙ্গরাগ সিন্দুর পরেন শোভে ভাল রঙ্গে
অগৌর চন্দনের ফোটা বেড়িয়াছে সঙ্গে।
অলকা তিলকা পরেন কপালে চাঁদ ফোটা
ঝিকিমিকি করে যেন বিজুলির ছটা।
কর্ণেতে পরিলেন সীতা রত্নকুণ্ডল
অগ্নির ঝলক যেন করে ঝলমল।
মুকুতা জিনিয়া সীতার দশনের পাঁতি
লঙ্কাপুরী আলো করে সীতার গায়ের জ্যোতি
রত্নের বেসর পরে মুকুতা সুন্দর
ক্ষুদ্র ঘণ্টিকা পরেন নিতম্ব উপর।
রাম লক্ষ্মণ শঙ্খ সীতার করেতে শোভিত
কনককঙ্কণ শঙ্খের নিচেতে ভূষিত।
তাড় তোড়ল পরেন মানিক দোসারি
চিত্রবিচিত্র শোভে গলার উত্তরি।
অঙ্গুলে পরেন সীতা মানিক অঙ্গুরি
বিশ্বকর্ম্মার নির্ম্মিত পরেন মানিকের চুরি।
অরুণ জিনিয়া সীতার চরণযুগল
তাহার উপর পরেন নূপুর মনোহর।

তাহাতে মকর খাড়ু নুপুর উপরে
উপমা দিবার নাহি তাহার ভিতরে।
চিত্রবিচিত্র পরেন পায়েতে পাসুলি
বিধি নির্ম্মাইল যেন সোনার পুতলী।
নানা বেশ করেন সীতা অদ্ভুত সাজনি
তাহার উপর দিলেন লইয়া সর্ব্বাঙ্গ ঢাপনি।
পারিজাতপুষ্প পরেন আমোদিত গন্ধে
সুবর্ণের দোলা আইল রাক্ষসগণের কান্ধে।
হরিষ মনোরথে সীতা দোলার উপর চড়ে
মুদিত হইল দোলা নেতের আওয়াড়ে।
দোলায় চড়িয়া যান সীতা রঘুনাথের স্থানে
লঙ্কার যত স্ত্রী কান্দে সীতার গমনে।
হরিয়া আনিল তোমায় পাপিষ্ঠ রাবণে
সবংশে মরিল রাবণ তোমার কারণে।
রাক্ষসের যত নারী করিলা তুমি রাঁড়ী
কান্দিয়া চলিল সভে নিজং বাড়ী।

রাবনের ঝি বহু শোকেতে ব্যাকুলী
সীতার গমনে কান্দে লোটাইয়া দুলি।
রাক্ষসক্ষয় করিয়া যাও রঘুনাথের স্থানে
ললাটে লিখন সভার দৈবের নাহি আনে।
রামের সনে হওক তোমার সুচদরশনে
আশ্বাসিয়া স্ত্রী সভারে করিল গমনে।
কত স্ত্রী বলে আর কি কার্য্য গৃহবাসে
সেবা করিয়া থাকি গিয়া সীতা দেবির পাশে
স্বামী যদি পড়িল আর কি কার্য্য জীবনে
সভার তরে মানা করে ধার্ম্মিক বিভীষনে।
দোলা গিয়া বাহির হইল কনকলঙ্কাপুরী
সীতা দেখিতে রাক্ষস সব ধায় রড়ারড়ি।
রাক্ষস বানরে পথে হইল ঠেলাঠেলি
কান্ধে দোলায় পথ বহিতে না পারে চৌদুলি।
রাজা হইয়া বিভীষন ভ্রমে বহিছে বাট
কটকের হুড়াহুড়ি হাতে করিল ছাট।
হাতে বাড়ি করিল রাক্ষস কোটিং
চারিভিতে বাড়ি পড়ে শুনি চটচটি।

গায়ের মাংস খুটি সভার রক্ত পড়ে ধারে
তবু সীতা দেখিবারে আপনা পাসরে।
বসিয়াছেন রঘুনাথ ত্রৈলোক্যসুন্দর
রামের ডাহিনভিতে সুগ্রীব বানর।
বামভিতে বসিয়াছেন অনুজ লক্ষ্মণ
যোড়হাতে স্তুতি করে যত বানরগণ।
মধ্যে অনসর নাই কটকের হুড়াহুড়ি
রাক্ষেসগ কটকে শুনি চারিভিতে বাড়ি।
বিভীষণ মারিছে বাড়ি দুহাতে চারিভিতে
কটকের হুড়াহুড়ি না পারে রাখিতে।
রাম ডাকিয়া বলেন শুন রাক্ষস বিভীষণ
বেড়াবেড়ি শব্দটা করিছ কিকারণ।
রাজার মহাদেবী হইলে প্রজার মাতা গণি
মায় দেখিতে পুত্রেরে কিসের হানাহানি।
দোলার ওপরে বেড়া আমি কিছুই না জানি
সতী স্ত্রী হইলে তার গমনে সে চিনি।
দোলার ওয়াড় দুচাও সভে হাতের ফেল ছাট
দোলা হইতে উলুক সীতা ছুমে বহুক বাট।

যে স্ত্রী উদ্ধারিলাম দেখুক সর্ব্ব লোকে
যে জন সতী হইবেক আপনা আপনি রাখে।
রামের মন বুঝিলেন পবননন্দন
সীতার পরিক্ষা দিবেন লোকের কারন।
রামের ক্রোধ দেখিয়া ত্রাস পাইল বিভীষন
অগ্নি পরিক্ষা দেন কিবা করেন বর্জ্জন।
দোলার ওয়াড় দুচান হাতের ফেলেন কাট
দোলা হইতে ভলে সীতা ভূমে বহে বাট।
দোলা হইতে সীতা দেবী নামিল ভূমিতলে
বিদ্যুতের ছটা যেন পড়িল ভূমণ্ডলে।
সিঁতায় সিন্দুর বেশ রঙ্গ বড় লাগে
চন্দনতিলক শোভে কপালের ভাগে।
দেখিতে সুন্দর সীতা ওষ্ঠ অধর
পাকা বিম্বফল জিনি ওষ্ঠ অধর।
নানা রত্ন পরিধান রূপে নাহি সীমা
ত্রিভুবনে দিতে নাহি সীতার রূপের উপমা।
পূর্ণমাসির চন্দ্র যেন উদয় গগনে।
সকল মূর্চ্ছা গেল ঠাট সীতার দরশনে।

যেই সীতা দেখে সেই হয়েত মূর্চ্ছিত
আজুক অন্যের কায দেবের হেলে চিত।
রূপের ছটা দেখিয়া বানর হয় মূর্চ্ছিত
অচেতন বানরকটক নাহিক সম্বিত।
অনেক্ষনে বানরকটক পাইল চেতন
সীতানাগিয়া যুদ্ধ করিলায় সফল জীবন।
রাক্ষসকটক যুঝিয়া পড়ে কনকলঙ্কাপুরী
ভাগ্যে সে মজিল রাবণ আনিয়াছেন নারী।
সভার ভিরত দাণ্ডাইল সীতা সুন্দরী
ত্রৈলোক্য জিনিয়া রূপ সীতা আলো করি।
দুই হাতে দুই স্তন ঝাপিল জানকী
আপনার রূপ সীতা আপনি হইল লুকি।
রূপ ঢাকিতে চান সীতা না যায় আচ্ছাদন
সীতার রূপে আলো করে দশ যোজন।
রামের চরনে সীতা হইল নমস্কার
সুগ্রীব লক্ষ্মনের তরে করেন পরিহার।

যোড়হাতে দাণ্ডাইল সীতা সভাবিদ্যমানে
সীতার চরণে প্রণাম করেন ঠাকুর লক্ষ্মণে।
শোকে ব্যাকুল হইল রাম হরিষ বিসাদে
সতী স্ত্রী এড়িতে চান লোকের অপবাদে।
কারে কিছু না বলেন সীতা সভার ভিতরে
শোক সম্বরিয়া তখন বলেন ওত্তরে।
চক্ষের জল মুছিতেং রাম হইল কাতর
সীতার তরে বলেন রাম নিষ্ঠুর ওত্তর।
আমার মানুষ সীতা না ছিল তোমার পাশ
শয়ন ভোজন তোমার না জানি দশ মাস।
সূর্য্যবংশ কুলে দশরথের নন্দন
তোমাহেন স্ত্রী আমার নাহি প্রয়োজন।
আজি হইতে তুমি নহ আমার রমনী
যথাতথা যাও দাণ্ডাইয়া আছ কেনি।
এই দেখ সুগ্রীব বানর অধিপতি
ওহার কাছে থাক গিয়া যদি লয় মতি।
লঙ্কার রাজা দেখ এই রাক্ষস বিভীষণ
ওহার কাছে থাক গিয়া যদি লয় মন।

ভরত শত্রুঘ্ন আমার দেশে দুই ভাই
ইচ্ছা হয় থাক গিয়া তাহা সভার ঠাঁই।
যথাতথা যাও তুমি আপনার সুখে
কিসেরে দাঁড়াইয়ে কাঁদ আমার সমুখে।
রাক্ষসের ঘরে থাকিতে নহিত উদ্ধার
ত্রিভুবনে অপযশ গাইত আমার।
সেইসে অপযশ ঘুচিল তোমার উদ্ধারে
উদ্ধারিয়া মেলানি দিলাম সভার ভিতরে।
যতযত বলেন রাম নিষ্ঠুর বাণী
ধারা শ্রাবণ যেন পড়ে সীতার চক্ষের পানি।
কিছু নাহিক বলে লোক আছে সভাতলি
চক্ষের জল মুছিয়া সীতা ধীরে২ বলি।
জনক রাজার কন্যা উত্তম কুলেতে উৎপত্তি
দশরথ হেন শ্বশুর তুমি হেন পতি।
ভালমতে জান প্রভু আমার প্রকৃতি
জানিয়া শুনিয়া কেন করিছ দুর্গতি।
চাওয়াল কান্দে খেলাইতাম চাওয়ালের মিলে
পরশ না করি আন পুরুষ চাওয়ালে।

সভেমাত্র ছুইয়াছে পাপিষ্ঠ রাবন
তার হেন স্ত্রীর পারা বুঝ মোর মন।
আমার উদ্দিশে হনুমান পাঠাইলে যেই কালে
আমারে বর্জ্জন কেন না কৈলে সেই কালে।
গলায় কাটারি দিতাম অগ্নি করিতাম প্রবেশ
লঙ্কার ভিতরে এত না পাইতাম ক্লেশ।
বানরকটক দুঃখ পাইল সাগর বন্ধনে
আপনি বিস্তর দুঃখ পাইলে দুর্জ্জয় রনে।
এতেক করিয়া কর আমার বর্জ্জন
তুমি হেন স্বামী বর্জ্জ বৃথায় জীবন।
ঋষিকুলে জন্মিয়া পড়িলাম সূর্য্যকুলে
এইসে আছিল আমার লেখন কপালে।
বেশ্যা নটী নহি আমি পরে কর দান
এত লোকের বিদ্যমানে কর অপমান।
কৃপা কর লক্ষ্মন দেবর তোমার প্রসাদ
অগ্নিকুণ্ড সাজাইয়া দেহ ঘুচুক সীতার বাদ।
রামের ভিতে চাহেন লক্ষ্মন লইতে সম্বিধান
রাম বলেন কুণ্ড সাজাও সভার বিদ্যমান।

সীতার জীবনে ভাই কিছু নাই কায
অগ্নিতে পড়ুক সীতা ঘুচুক আমার লাজ।
রামের আজ্ঞা পাইয়া লক্ষ্মণ সাজাইল কুণ্ড
বানরকটক চন্দনকাষ্ঠ আনিল শ্রীখণ্ড।
কাষ্ঠ পুড়িয়া উঠিল জ্বলন্ত অগ্নিরাশি
অগ্নি প্রবেশ করিতে চলিল সীতাত রূপসী।
সাতবার রামের চরণ করিল প্রদক্ষিণ
অগ্নি প্রদক্ষিণ সীতা করিল বার তিন।
কনক অঙ্গুলি দিল অগ্নির উপরে
যোড়হাতে সীতা দেবী বলেন ধিরে ধিরে।
যোড়হাত করিয়া সীতা বলেন অগ্নির আগে
লোকের পাপ পুণ্য তুমি যান যুগে২।
কায় মন বাক্যে যদি আমি হই সতী
তবে অগ্নি তোমার ঠাঁই পাব অব্যাহতি।
মাতায় হাতে কান্দে যত লঙ্কাপুরী দেশ
যোড়হাতে অগ্নির ভিতর করিল প্রবেশ।
অগ্নি প্রবেশ করিল মাতা সীতাত রূপসী
তিন বৃন্দ দিল তাতে ঘৃতের কলসি।

ঘৃত পাইলে অগ্নি অধিক ওঠে জ্বলে
কুণ্ডের ভিতর রামচন্দ্র সীতারে নেহালে।
কুণ্ডের ভিতরে চান রাম সীতা নাই দেখি
সীতার তরে কান্দি রাম ফুলিল দুটি আঁখি।
সংসার শূন্য দেখেন রাম হইয়াছেন পাগল
ভুয়ে গড়াগড়ি যান রাম হইয়া বিকল।
আপন কুবুদ্ধে লক্ষ্মন সীতা হারাইনু
সাগর তরিয়া নৌকা মুখানে ডুবাইনু।
সীতার বিহনে মোর সকলি অসার
অযোধ্যায় ছত্র দণ্ড না ধরিব আর।
অগ্নি হইতে ওঠ সীতা জনককুমারী
তোমার বিহনে প্রান আমি ধরিতে নারি।
তোমার মরনে আমি বড় পাইলাম দুঃখ
অগ্নি হইতে ওঠ প্রিয়ে দেখি চাঁদ মুখ।
চৌদ্দ বৎসর সীতা বেড়াইনু ভুকে শোকে
সকল দুঃখ পাসরিতাম সীতা থাকিলে পাশে।
লঙ্কার রাবন রাজা দশ মুণ্ডধর
কুড়ি হাতে যোঝে যেন যমের দোসর।

হেন রাবণ মারিয়া তোমায় করিনু উদ্ধার
অগ্নিতে পুড়িয়া সীতা মোর হইল ছারখার।
রামের ক্রন্দনে কান্দে সকল দেবগন
সাগরবন্ধন কান্দে আর যম পবন।
অষ্ট লোকপাল কান্দে দেব পুরন্দর
জলের ভিতর থাকিয়া কান্দেন সাগর।
নল নীল কান্দে আর সুগ্রীব বানর
সুষেণ জাম্বুবান কান্দে আর বালির কোঙর।
হনুমান বলেন নাই কান্দ ঠাকুর লক্ষ্মণ
জানি জানি সীতা দেবির নাহিক মরণ।
রামের তরে ডাক দিয়া বলেন দেবগন
না কান্দ২ সীতা পাইবে এখন।
কান্দিতে২ রাম এড়িলেন নিশ্বাস
সীতার পরিক্ষা গীত গাইল কীর্ত্তিবাস।

কান্দিয়া বিকল রাম হইল অচেতন
ব্রহ্মা আদি ধাইয়া আইল সকল দেবগন।

কুবের বরুণ যম আইল পুরন্দর
যতেক দেবতা সব আইল সত্বর।
দুই হাত তুলি ব্রহ্মা রামের তরে ডাকি
কার বাক্যে অগ্নির ভিতর থুইয়াছ জানকী।
অগ্নিতে পুড়িয়া রাম তোমার সীতা নাই মরে
এখনি পাইবা সীতা কান্দ কিসের তরে।
ত্রিভুবনের সার তুমি সংসারের সার
সামান্য মানুষহেন তোমার ব্যবহার।
তোমার গায়ের লোমাবলি দেবগণ
সীতা দেবী লক্ষ্মী তুমি আপনি নারায়ণ।
রাম বলেন মানুষ আমি মানুষে আমার জন্ম
মানুষ হইয়া করি মানুষের কর্ম্ম।
ব্রহ্মা বলেন শুন রাম আপন অবতার
তোমার অবতার গোসাঞি কৌতুক অপার
মৎস্য অবতারে করিলা দেবের উদ্ধার
কূর্ম্ম অবতারে তুমি স্থাপিলে সংসার।
তৃতীয় অবতারে তুমি বরাহ রূপ ধরি
পৃথিবী আটেনা তোমার দশন বিদারি।

হিরিন্যহম্পিপু অসুর বলে মহাবলী
দেব দানব ত্রিভুবন জিনিল সকলি।
স্বর্গ মর্ত্ত পাতাল কাঁপে অসুরের দাপে
তাহারে সংহারিলে তুমি নরসিংহ রূপে।
বাম্নন অবতার হইলা পঞ্চম অবতারে
ছলিয়া লইলা বলি পাতালভিতরে।
বলরাম রূপে গোসাঞি হল লইলে হাতে
দলিলা অসুরগন মুষল আঘাতে।
ষষ্ঠেতে পরশুরাম হইলা ভৃগুপতি
ক্ষত্রি মারিয়া নিক্ষত্রি করিলে বসুমতী।
সপ্তমেতে রামরূপ হইলা নারায়ন
বধিয়া রাক্ষস রক্ষা কৈলা ত্রিভুবন।
যতং অবতার অংশ রূপ ধরি
শ্রীরাম অবতারে তুমি আপনি শ্রীহরি।
ব্রহ্মার না শুনেন রাম প্রবোধ বচন
সীতাং বলি রাম হইল অচেতন।

আপনি রাম তুমি পূর্ণ অবতার
সবংশে রাবণ তুমি করিলা সংহার।
যত ক্ষত্র হইল হবেক পৃথিবীমণ্ডলে
সভার অধিক হইলা রাম মহাবলে।
রাবন রাজা মারা না যায় আর কাক বানে
বৈকুণ্ঠ ছাড়িয়া আইলা বধিতে রাবনে।
তুমি ব্রহ্মা তুমি শিব তুমি নারায়ন
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় গোসাঞি তুমি সে কারন।
যেই জন শুনে গোসাঞি তোমার অবতার
ইহলোক পরলোক দুই কুল উদ্ধার।
তোমার চরিত্র শুনিলে লোকের হইবে মুক্তি
তুমি নারায়ন সীতা লক্ষ্মী মূর্ত্তিমতী।
হেন লক্ষ্মী অগ্নির ভিতর থুইলে কিকারন
মানুষের হেন কর্ম্ম কর কেন নারায়ন।
ব্রহ্মার না শুনেন রাম প্রবোধ বচন
সীতা সীতা বলিয়া রাম করেন ক্রন্দন।
ব্রহ্মা বলেন অগ্নি তুমি উঠহ সত্বর
রামের সীতা দেহ লইয়া রামের গোচর।

ব্রহ্মার আজ্ঞায় অগ্নি উঠিল সত্বর
আপনি সাম্ভাইল অগ্নি পাবকভিতর।
কাষ্ঠ পুড়িয়া অঙ্গার হইল ধূম নিকলে
আপনি উঠিল অগ্নি সীতা লইয়া কোলে।
অগ্নি হইতে উঠিল মাতা সীতা ঠাকুরাণী
আচুক পুড়িবার কায গায়ে পড়ে পানি।
সীতার মাতার পঙ্ক ফুল সেহ না আঁওরে
যোড়হাতে রহে সীতা রামের গোচরে।
অগ্নি বলেন লোকের পাপ পুণ্যের আমি স্বাক্ষী
লুকাইয়া পাপ করে তাহা আমি দেখি।
আমারে ভাণ্ডাইতে কেহ না পারে সংসারে
সীতা নহেন আপনি দেবী লক্ষ্মী অবতারে।
আজি হইতে রাম আমার সফল জীবন
সীতা হেন সতী স্ত্রী করিলাম পরশন।
আমার বচনে রাম সীতারে না দিহ তাপ
রাজ্য পুড়িবে তোমার সীতা দিলে শাপ।
যেই স্ত্রী শুনিবেক সীতার চরিত্র
সকল পাপ খণ্ডিবেক হইবেক পবিত্র।

রামের হাতেহাতে সীতা করিল সমর্পন
এতেক বলিয়া অগ্নি করিল গমন।
ব্রহ্মা বলেন রাম তুমি বড় করিলা কায
রাবন মারিয়া রক্ষা কৈলা দেবের সমাজ।
তোমানাগি অযোধ্যার লোক রাখেছে জীবন
দেশে যাইয়া সভাকার করিবা পালন।
ভরত শত্রুঘ্ন প্রান ধরে তোমার তরে
চারি ভাই মেলি রাজ্য কর গিয়া সংসারে।
নানা যজ্ঞ করিহ করিহ নানা দান
বংশে রাজা করিয়া তুমি আইস নিজ স্থান।
দশরথ রাজা মৈল তোমা অদর্শনে
মৃত বাপ আসিয়াছে তোমা সম্ভাষনে।
বাপ দেখ রামচন্দ্র অপূর্ব্ব দরশন
দুই ভাই কর বাপের চরন বন্দন।
দেবরথে চড়ে রাজা দেবের বেশ ধরি
রাম লক্ষ্মন সীতা গিয়া তিন জনে নমস্কারি।
হাতে ধরিয়া পুত্র বধূ রাজা রথে তোলে
লক্ষ চুম্ব দিল রাম লক্ষ্মনের গালে।

অন্তরে পুড়িলাম আমি কৈকেয়ির বচনে
প্রাণ ছাড়িলাম বাপু তোমার অদর্শনে।
বাপের উদ্ধার কৈল যেন অষ্টবক্র ঋষি
তোমার প্রসাদে আমি স্বর্গবাসে বসি।
দেবগণ যুক্তি করেন সকল আমি শুনি।
দশরথের ঘরে বিষ্ণু জন্মেছেন আপনি।
লক্ষ্মণের যত গুণ দেবতা বাখানি
রামের সেবা করিয়া লক্ষ্মণ দুই কুল জিনি।
সফল হইবে অযোধ্যার পুরীজন
তুমি রাজা হইয়া সভার করিবে পালন।
সীতা বধূর চরিত্রে তাহার চমৎকার
অগ্নি শুদ্ধা হইল বধূ দুই কুল উদ্ধার।
তোমার কনিষ্ঠ ভরত তোমার প্রাণসোদর
আমা দেখিয়া পালন তাহে করিহ বিস্তর।
তার মা বলিল তোমারে নিষ্ঠুর বচন
মায়ে পুত্রে দুই জনে করিয়াছি বর্জ্জন।

এতেক যদি বলিলেন রাজা দশরথে
বাপের আগে রঘুনাথ বলেন যোড়হাতে।
মম দুঃখে ভরত ভাই হইয়াছে দুঃখিত
তুমি হেন বাপ বর্জ্জ নহেত উচিত।
ভরতেরে বর দেহ দেবের বিদ্যমানে
ভরতেরে বর দিলে আমার প্রীতি মনে।
রামের বচনে রাজা করিল সম্বিধান
ভরতের শ্রাদ্ধ আমার অমৃতসমান।
ভরতেরে বর দিলেন দেবগন শুনে
আলিঙ্গন দিয়া তোষেন পুত্র লক্ষ্মণে।
রামের সেবক হইয়া দুই কুল হইলা পার
তোমার যশ ঘুষিবেক সকল সংসার।
সীতা বধূর তরে বলেন প্রবোধ বচন
আমার বচনে তুমি সম্বর ক্রন্দন।
দশ মাস ছিলে মাতা রাক্ষসের ঘরে
অবিচারে রাম তোমায় দেশে লইতে নারে।
অগ্নি শুদ্ধা হইলে তুমি ব্রহ্মার বিদ্যমানে
তোমার চরিত্রে চমক লাগিল ত্রিভুবনে।

যে স্ত্রী শুনিবেক তোমার চরিত্র
সকল পাপ ঘুচিবেক তার হইবে পবিত্র।
দেবের রথে চড়ে রাজা দেবের বেশ ধরি
পুত্র বধূ সাম্ভাইয়া গেল স্বর্গপুরী।
সবান্ধবে রাবণ পড়িল হরিষ পুরন্দর
ইন্দ্র বলেন রাম বাঞ্ছিয়া মাগ বর।
সকল দেবে রক্ষা কৈলে মারিয়া রাবণ
বর মাগ রাম গোসাঞি না হবে বচন।
রাম বলেন পুরন্দর যদি দিবা বর
তব বরে জীয়ে ভল্লুক মৃত যে বানর।
ধন জন না দিনু কারে নাহি ভূমিগাঁথি
স্ত্রী পুত্র এড়িয়া আইল আমার সংহতি।
হৃতা সীতা পাইয়া আমি হইলাম সুখী
বানরের স্ত্রী পুত্র কান্দিয়া হবে দুঃখী।
এতেক যদি ইন্দ্রের ঠাঁই বলিল রঘুনাথ
রামের আগে ইন্দ্র তখন যোড় করিল হাত।
ত্রিভুবনের নাথ তুমি আপনি নারায়ণ
মারিয়া জীয়াইতে পার এ তিন ভুবন।

তুমিত আপনা জান তোমারে জানে কে
মরিয়া না মরে তোমার নাম জপে যে।
তুমি হেন বর চাইলে না করিব আন
রূপে বেশে বানর করি দেবতাসমান।
ইন্দ্রের আজ্ঞায় মেঘ অমৃত সঞ্চারে
মরা রাক্ষস এড়ি পড়ে মরা যত বানরে।
কাটা গেল হাত পা কাপে লাগে যোড়া
চারি দ্বারের কটক উঠে দিয়া গা ঝাড়া।
যে২ বানর পড়িয়াছে রাক্ষসের রণে
তাহারে মার২ করিয়া উঠে সংগ্রামে।
কুম্ভকর্ণ মার বলি কেহ ডাক ছাড়ে
ইন্দ্রজিতা মার বলি কেহ ডাক পাড়ে।
দেবান্তক নরান্তক মাররে ত্রিশিরা
রাবন রাজা মার কাটে পরনারী চোরা।
উন্মত্ত পাগল বানর হইল রণস্থলে
বানরের ইষ্ট মিত্র চাপিয়া ধরে কোলে।
কাহারে মার কাহারে কাটে কিসের সংগ্রাম
সবান্ধবে রাবণ পড়িল জিনিল শ্রীরাম।

রামের কোলে দেখ গিয়া সীতাত সুন্দরী
সকল দেবগান দেখে এথাই স্বর্গপুরী।
হরিষের কথা যদি কহিল বানর
মাতা নোয়াইল গিয়া রামের গোচর।
তোমাহেন ঠাকুর আর নাহি ত্রিভুবনে
তোমার প্রসাদে মোরা মরিলে পাই প্রানে।
তোমাহেন ঠাকুর যেন হইও যুগে২
সেবা করিয়া থাকি যেন রঘুনাথের আগে।
ইন্দ্রু বলেন চল সভে আপন স্থান যথা
সুখে রাত্রি বঞ্চ রাম লইয়া দেবী সীতা।
চৌদ্দ বৎসর বনে দশ মাস ওপবাস
দশ মাসে দুই জনে হওক সম্ভোষ।
সীতা লইয়া রাম তুমি বঞ্চ সুখে রাত্তি
দেবে মেলানি দেহ যাই অমরাবতী।
রামের ঠাঁই সীতা করিল সমর্পন
রথে চড়িয়া গেল দেব আপন ভুবন।
যখন যে কর্ম্ম বিভীষন তাহা জানে
এগার শত বিহঙ্গে নেতের বাগুর টানে।

কাঞ্চননির্ম্মিত ঘর অপূর্ব্ব গঠন
রত্ন সিংহাসনে পাতে নেতের বসন।
ওপরে চাঁদোয়া দোলে পাটের শোভে তুলি
ঘর শোভা করে যেন পড়িছে বিজুলি।
নারায়ণ তৈলে প্রদীপ জ্বলে চারিভিতে
পারিজাত পুষ্প পাড়ে গন্ধ আমোদিতে।
সংসার আলো করে গন্ধে এক পারিজাতে
এক লক্ষ পারিজাত সিংহাসনে পাতে।
বিভীষণ আপনি রহিল সিয়র প্রহরি
আওয়াসের বাহির বানর রহিল সারি২।
বৈকুণ্ঠ ছাড়িয়া লক্ষ্মী হইল অবতার
সীতার হাতে ধরিয়া রাম সম্ভাইল বাসর।
রামের পাশে বসিলেন সীতা ঠাকুরাণী
নারায়ণের পাশে লক্ষ্মী বসিল আপনি।
রাম সীতা দুই জনে বসিল সিংহাসনে
পূর্ব্ব দুঃখ ভোলাইয়া যুড়িল ক্রন্দনে।
সীতা২ বলিয়া রাম হইল ওতরোল
রাম সীতা দুই জনে হরষিতে কোল।

রাম নারায়ন সীতা লক্ষ্মী মনোহর
কৌতুকে সীতার মুখে দেন মধুর ধীর।
সুখে রাত্রি বঞ্চেন রাম বড় কুতুহলে
সিংহাসনে বসিল রাম সীতা লইয়া কোলে।
দশ মাসে রঘুনাথ সীতার আবেশে
পুর্নমাসির চন্দ্র যেন রাহুতে গিরাসে।
সুবর্নের খাটপাট নেতের তাহে তুলি
দশ মাসের আবেশে দুই জনে কোলাকোলি।
পুর্বের যত দুঃখ পাইয়াছেন দেবী সীতা
সময় পাইয়া সীতা দেবী কহেন সব কথা।
দুই জন তিতিলেন হরিষ চক্ষুর জলে
শৃঙ্গারকৌতুকে রাম বঞ্চেন কুতুহলে।
সীতাকর্ন দেখিয়া রাম পরমপীরিতি
সীতা লইয়া রঘুনাথ বঞ্চেন সুখে রাতি।
যে জন শুনে ভনে রাম সীতার বাসরকেলি
জন্মে২ মিলে তারে পরমসুন্দরী।
সুখে রাত্রি প্রভাত হইল প্রত্যুষ বেহান
স্বর্গ মর্ত্য পাতাল করে শ্রীরামের দেয়ান।

রামের কাছে দাণ্ডাইছে যত বানরগন
যোড়হাত করিয়া বলে রাক্ষস বিভীষন।
সুগন্ধি নারায়ন তৈল সুগন্ধি কস্তুরী
আজ্ঞা কর তোমার গায় ওপাডুক মলি।
নানা রত্ন পর গোসাঞি যেবা যথা লাগে
সুবেশ হইয়া দেবকন্যা রহিল রামের আগে।
দেব দানবের কন্যা তারা রূপ যৌবন বেশে
দশ হাজার দেবকন্যা দাণ্ডাইল রামের পাশে
চৌর্দ্দ বৎসর বনবাস আর রনধুলি
আজ্ঞা কর তোমার গায়ের ওপাডুক মলি।
রাম বলেন বিভীষন রাক্ষস অধিপতি
আমার বচনে তুমি কর অবগতি।
ধার্ম্মিক বিভীষন তুমি ধর্ম্মশীল ময়
পরস্ত্রী চোর তুমি আমার মনে লয়।
পরস্ত্রী পরধন না চাই চক্ষুর কোনে
আজুক ছুইবার কাম না চাই নয়নে।
কোটি২ দেবের কন্যা এক ঠাঁই করি
তবু সম করিতে নারি সীতার সুন্দরী।

রাজকুলে জন্মিয়া আমার ভরত ভাই সুখী
আমার দুঃখে ভরত ভাই হইয়াছেন দুঃখী।
হেন ভরতেরে যদি দিলাম আলিঙ্গন
তবে সে পরিব বস্ত্র সুগন্ধি চন্দন।
চৌদ্দ বৎসর পথশ্রমে ভ্রমিলাম বিস্তর
অনেক নদ নদী আমি তরিলাম সাগর।
চৌদ্দ বৎসর বেড়াইলাম বহু ক্লেশে
হেন যুক্তি কর যেন ঝাট যাই দেশে।
বিভীষণ বলেন প্রভু পাইলা বড় ক্লেশ
এক দিনভিতরে তোমারে থুইব লইয়া দেশ।
কুবেরের রথ আছে পুষ্পক তার নাম
এক দিনভিতরে তোমা থুইব লইয়া গ্রাম।
এক দান চাহি মোরে করহ পীরিতি
কত দিন লঙ্কায় থাকিয়া করহ বসতি।
সকল কটকের গোসাঞি করিব সেবন
লঙ্কার ভিতর ভোগ ভুঞ্জি করিহ গমন।

রায় বলেন প্রীত পাইলাম তোমার ব্যবহারে
বিলম্ব না কর তুমি আমা রাখিবারে।
আহার নাহি খায় বানর মরন নাই গনে
হেন বানরের প্রীত হইলে আমার প্রীত মনে।
ঐ গন্ধ চন্দনে বানরে করাহ স্নান দান
লঙ্কার ভোগ ভুঞ্জাইয়া বানরে করাহ সম্মান।
বানরের প্রসাদে তুমি লঙ্কায় হইলে রাজা
ভালমতে কর তুমি বানরের পূজা।
রায়ের আজ্ঞা পাইলেন ধার্ম্মিক বিভীষণ
নানা সুখে স্নান করাইল সকল বানরগণ।
সোনার খাটে বানর সব বসিল সারি২
স্নানদ্রব্য লইয়া আইল সকল বিদ্যাধরী।
দেব দানবের কন্যা সব গন্ধর্ব রূপসী
কন্যার রূপ দেখি বানর কিচমিচিয়া হাসি।
কঙ্কণ কন্যার পড়িল লাগে হাত
বানর বসিয়া খাইল অন্তরে স্বাদ।
সুগন্ধি নারায়ন তৈল সুগন্ধি চন্দন
হাতাহাতি মাখে সভে তাকে বানরগন।

স্নান করিয়া পরে সভে বিচিত্র বসন
গলায় পুষ্পের মালা নানা অভরন।
লঙ্কার ভক্ষ্যদ্রব্য ত্রিভুবনের সার
বিভীষণের আজ্ঞায় দ্রব্য আইল ভারেভার।
নানা ভক্ষ্যদ্রব্য আইল থুইতে নাই ঠাঁই
স্বর্নথালে পরিবেশে বানর বসি খাই।
ক্ষীরে নাড়ু পাঁপর মদক রাশিরাশি
পাকা কাঁঠালের কোশ বানর সব চুষি।
মধু পিয়ে বানর সব ভরিয়াভরিয়া গাড়ু
গাল ভরি খায় কেহ ডাগর ঝালের লাড়ু।
ঝালনাড়ু খাইতে বানরের চক্ষে পড়ে লোহ
বাপ মা মরিল যেন বানরে পাইল মোহ।
গলায় আঁচড়ায় কেহ করে খোঁখোঁ
বুড়াং বানর বলে হত দাড়িয়া খো।
সোনার ডাবরে বানর করে আচমন
রত্নসিংহাসনে বসিয়া করে তাম্বুল ভক্ষণ।
রত্নসিংহাসনে বানর করিল শয়ন
পা মর্দ্দন করিতে আইল দেবকন্যাগন।

সোনার খাটে শুইল বানর শয্যে মেলে
দশং সুন্দরী একেক বানরের কোলে।
রাবণ রাজা আনিয়াছে ত্রিভুবনের নারী
একেক বানরের কোলে দশ বিদ্যাধরী।
সুখে বঞ্চিল বানর রাত্রি আপন কুতুহলে
রাত্রি প্রভাতে ওঠে অতি বেহান বেলে।
সুখে রাত্রি প্রভাত হইল প্রত্যুষ বেহানে
কপালে ফোটা সভার হাতে গুয়া পানে।
সকল বানর আইল রামের গোচর
মাতা নোয়াইয়া রহিল রামবরাবর।
তুমি হেন ঠাকুর মোর হইও যুগেং
সেবা করিয়া থাকি যেন রঘুনাথের আগে।
রামের আগে কথা কহে সকল বানরগণ
বড় প্রীতি করাইল ধার্ম্মিক বিভীষণ।
কন্যাগুলা লইয়া করি দেশেরে গমন
এই আজ্ঞা কর প্রভু কমললোচন।
আজ্ঞা কর লঙ্কার ভিতর থাকি দুই মাস
বানরের কৌতুক দেখিয়া রঘুনাথের হাস।

রাম বলেন শুন বলি রাক্ষস বিভীষণ
কন্যা দান দিয়া তুমি তোষ বানরগণ।
বানরের প্রসাদে তুমি লঙ্কার হইলা রাজা
ভালমতে কর তুমি বানরের পূজা।
রামের আজ্ঞা পাইল তাহে বিভীষণ দাতা
নানা রত্ন দিল তাহে আর গজমুকুতা।
তিরাশি কোটি ভাণ্ডার বিলাইয়া কৈল শূন্য
আরবার দান করে ভেণ্ডারে অধিক ন্যুন।
নানা অলঙ্কারে বানরে করাইল সম্মান
বয়েসে বেশে দেবের কন্যা বানরে করে দান।
যত দান পাইল বানর তাহে নাহি মন
কন্যা দান পাইয়া বানর হরিষ বদন।
একেক বানরে পাইল দশং সুন্দরী
বানরকটক বলে গোসাঞি দেশেরে নড়ি।
পুষ্পক রথ আনিলেক দেব অধিষ্ঠান
রথের উপর আওয়াস পসারী স্থানং।

দশ যোজন রথখান থাকে সর্ব্বক্ষণ
বাড়িতে মন করিলে হয় কোটি যোজন।
পুষ্পক রথের ওপর রাজহংস যোড়ে
চক্ষুর নিমেষে রথ যোজনেক পড়ে।
পুষ্পক রথে চড়েন রাম সীতা লইয়া কোলে
লাজে মুখ ঢাকিলেন সীতা নেতের আঁচলে।
লক্ষ্মণ বীর চড়িলেন গিয়া পুষ্পক রথে
এক পাশে রহিলেন ধনুক বান হাতে।
রথের ওপর রঘুনাথ কটক ভুমিতলে
প্রসন্ন বদনে রাম মধুর বচন বলে।
সুগ্রীবের শক্তি আর বানরের হানি
বিভীষণের সহায় আমি দুর্জ্জয় লঙ্কা জিনি।
কোন২ সেনাপতির কি করিব বাখান
সর্ব্ব কার্য্য সিদ্ধি মোর করিল হনুমান।
আপনার দেশে গিয়া সভে কর অধিকার
মেলানি মাগিলাম আমি করি পরিহার।
রাক্ষস বানরে রাম দিলেন মেলানি
চল২ করিছে কটকের চক্ষের পানি।

যোড়হাত করি বলে রাক্ষস বানরগণে
তুমি রাজা হইবা আমরা না দেখিব নয়নে।
কৌশল্যা মায়ের করিব চরণ বন্দন
তোমরা চারি ভাই হইবা একত্রে মিলন।
এ চক্ষে না দেখিলাম তোমার সম্মান
বিদায় দিলা রঘুনাথ চলিলাম নিজ স্থান।
দেশে তোমাসভার যাইতে নাই চিন্তে
যে যাবে সে চড় গিয়া পুষ্পক রথে।
রামের আজ্ঞা পাইল যদি রাক্ষস বানর
লাফেলাফে চড়ে গিয়া রথের উপর।
রথের উপর আওয়াস বিচিত্র বাড়ী বেড়া
একেক বানরে করে দশ বাড়ী যোড়া।
যে লাফা পাইয়াছে দশং সুন্দরী
সেই লাফা যোড়ে গিয়া দশং বাড়ী।
বনে ডালে বেড়াইত বানর যতেং
দেবকন্যা লইয়া বানর চড়িল গিয়া রথে।
তিন কোটি রাক্ষসে চলিল বিভীষণ
রথের এক কোনে গিয়া রহিল বানরগণ।

চত্রিশ কোটি চড়িল রামের বানর
এত কটক চড়িল গিয়া রথের উপর।
সীতার উদ্ধার করিয়া রাম চলিল নিজ দেশে
লঙ্কাকাণ্ড রচিল পণ্ডিত কীর্ত্তিবাসে।

নেতের কানাত দিয়াছে সোনার চৌওরি
তাহার ভিতর রহিল রাম সীতাও সুন্দরী।
ধবল বর্ণে রাজহংস পবনের গতি
রথে আনি রাজহংস যোড়ে পাঁতি২
পুষ্পক রথ লইয়া রাজহংস উড়ে
চক্ষের নিমেষে রথ যোজনের মাঝে পড়ে।
পবনগমনে রথ যায় যথা তথা
সীতার তরে কহেন রাম সংগ্রামের কথা।
পুষ্পক রথ উঠিল গিয়া গগনমণ্ডল
সীতার তরে দেখান রাম সংগ্রামের স্থল।
রণস্থলী সীতা তুমি দেখ ভালমতে
রাঙ্গা হইল রাক্ষস বানরের রক্তে।

এখানে কুম্ভকর্ণ পড়িল ঘোর দরশন
এইখানে ইন্দ্রজিত পড়িল বিস্তর করি রণ।
এইখানে পড়িলায সীতা নাগপাশ বন্ধনে
নাগপাশ মুক্ত হইনু গরুড়দরশনে।
এখানে পড়িল লক্ষ্মণ রাবণ রাজার শেলে
হনুমান ঔষধি আনিল সুষেনের বোলে।
এইখানে পড়িল রাবণ ত্রিভুবনের বৈরি
এইস্থানে কান্দিল গিয়া রাণী মন্দোদরী।
সাগরের দেখ সীতা হিল্লোল কল্লোল
আমার পূর্ব্বপুরুষ এই করিল সাগরখাল।
তোমার লাগিয়া সীতা বান্ধিয়াছি জাঙ্গাল
ওপরে পাতর হেটে শাল পিয়াল।
সীতা বলেন প্রভু রাম কমললোচন
সাগর বান্ধিয়া দেশেতে করিলা গমন।
রাবণ আনিল আমার ললাটে লিখন
বিনা দোষে সাগরের করেছ বন্ধন।
জাঙ্গাল বহিয়া সকল রাক্ষস হবে পার
পৃথিবীতে না থুইবে জীবের সঞ্চার।

রাম সীতা দুই জনে কহেন কাহিনী
সপ্ত পাতাল থাকিয়া তাহা সাগর দেব শুনি।
পাতাল হইতে উঠিয়া সাগর যোড় করিল হাত
আমার বচন শুন প্রভু রঘুনাথ।
আমারে বান্ধিয়া করিলা সীতার উদ্ধার
আপনা পাইলা বন্ধন রহিল আমার।
তুমি যদি না ঘুচাইলে আমার বন্ধন
তিন যুগে বন্ধন ঘুচায় আছে কোন জন।
সাগরের বোলে রাম লক্ষ্মণে নেহালে
ধনু লইয়া লক্ষ্মণ তীর নামিল জাঙ্গালে।
ধনুর হুলে পাতর তিনখান খশায়
দশ যোজন করি তখন একেক পথ হয়।
জাঙ্গাল ভাঙ্গিল জল বহে খর স্রোতে
লাফ দিয়া লক্ষ্মণ উঠিল গিয়া রথে।
কীর্ত্তিবাস পণ্ডিতের লঙ্কাকাণ্ড সার
চক্ষুর নিমেষে রাম সাগর হৈল পার।

রাম বলেন শুন সীতা আমার বচন
শিব পূজা করিয়া করি দেশেতে গমন।
শিবের পূজা করিতে রামের লাগে মন
রামের মন বুঝি রথ নামিল তৎক্ষন।
বালির শিবে সংস্কার করিল লক্ষ্মণ
লঙ্কা হৈতে হনুমান আনে গন্ধ চন্দন।
স্নান করি দিলেন মাতা সীতা ঠাকুরাণী
আঙ্গীলের ওপর শিব পূজেন চক্রপাণি।
আঙ্গীলের ওপর শিব পূজা করিল রাম
সেকারনে সেতুবন্ধরামেশ্বর নাম।
পুষ্পক রথে চড়িল রাম সীতা লইয়া কোলে
রাম সীতা দুই জনে সোনার চতুর্দ্দোলে।
চতুর্দ্দোলের দ্বারীমাত্র রহিল লক্ষ্মণ
রাম সীতা দুই জনে কহে পূর্ব্ববিবরণ।
ত্রিশ কোটি সেনা লইয়া সুগ্রীবের দেয়ান
সভার ওপর রাম সীতাকে পুরান।
সমুদ্রতীরে দেখান সীতারে বানর আওতা
ঘর সাজাইলাম তথা গাছের লতা পাতা।

লতার বন্ধন ঘর পাতার ছাওনি
একেক যোজনের পথ ঘর একখানি ।
এইখানে বিভীষণের সহিত মিলন
এইখানে সাগর মোরে দিল দরশন।
কিষ্কিন্ধার দেখ এই গাছের মেয়ালি
সুগ্রীব মিত্র করিলাম যথা মারিলাম বালি।
ঋষ্যমুখ পর্ব্বত দেখ শুন যে সোনার
বানর সুগ্রীব মিতার গুহার উপর ঘর।
সীতা বলেন রঘুনাথ কমললোচন
এই পর্ব্বতে দেখিলাম বানর পঞ্চ জন।
কাপড় চিঁড়ি ফেলিলাম গায়ের আভরণ
রাম লক্ষ্মণ বলি বিস্তর করিনু ক্রন্দন।
পাতা লতা ধরি আমি রহিবার মনে
এত বলি রাবণ চুল ধরি টানে ।
রাম বলেন নাহি কহ সে সব বচন
তোমার হরে রাবণের হইল মরণ!
চৌদ্দ যুগ ছিল আর রাবণ পরমায়ুঃ
তব চুল ধরি রাবণ হইল অল্পায়ুঃ।

পম্পা নদী দেখে সীতা নির্ম্মল জলে
মতঙ্গ নামে ব্রহ্মচারী ছিল ওহার কূলে।
স্নান করি বসন মুনি রাখিয়াছে ডালে
সহস্র বৎসর হৈল তবু নাহি গলে।
এইখানে কবন্ধ হৈল ঘোর দরশন
একেকখান হাত যার একেক যোজন।
জটায়ু পক্ষির স্থান সীতা দেবী দেখি
তোমানাগি যুদ্ধ করি প্রাণ দিল পাখী।
সুমাদিয়া ঘর দেখ করিল লক্ষ্মণ
এই ঘর হইতে তোমায় লইল রাবণ।
তোমার হারাইয়া মোর হইল হুতাশ
ই ঘরে করিনু সীতা দুই উপবাস।
হর আর রনস্থলী দেখল সুন্দরী
হস্র রাক্ষসে ঘর দূষনেরে মারি।
গাস্ত্য মুনির দেখে স্থান পঞ্চবটী
খানেতে শূর্পণখার নাক কান কাটি।

ঐ দেখ মুনির পাড়া সরভঙ্গীশ্বর
ধনুক বান যথা মোরে দিল পুরন্দর।
অস্তিক মুনির বাড়ী সীতা এই কত দূর
যেখানে পরিলা সীতা অঙ্গরাগ সিন্দুর।
কুন্ত নদীর তীরে সীতো আইলাম সন্নিধান
বাপের মরণবার্ত্তা পাইয়া দিলাম পিণ্ড দান।
হাতে পিণ্ড লইতে বাপা আইল গোচরে
শাস্ত্রব্যবহারে থুইলাম কুশের উপরে।
সর্ব্বত্র দেখ এই আইলাম চিত্রকূট পর্ব্বতে
আমা লইতে আইল ভরত রাজ্য দমেতে।
বশিষ্ঠ নারদ আইল কুলের পুরোহিত
চরণে ধরিয়া ভরত বলিল ত্বরিত ;
ভরতের বাক্য শুনিলে বাপের সত্য নড়ে
কার্য্য সিদ্ধি হইল সীতা সকল মনে পড়ে।
শৃঙ্গবের দেখ ঐ গাছের মন্ডল
যাহাতে মিত্র আছে মোর গুহক চণ্ডাল।
নন্দিগ্রাম দেখ সীতা গাছের মণ্ডলি
যাহাতে ভাই আছে মোর ভরত মহাবলী।

নন্দিগ্রাম শুনি বানরকটক কৌতুকী
রথের ওপর থাকিয়া দেখে দিয়া ওকিঝুকি।
নন্দিগ্রামের নামে বানর হরিষ বিশেষে
বানরকটক বলে ঠাকুর আজি যাব দেশে।
রাম বলেন ভরদ্বাজ দেখ চিত্রকূটে
মুনি সম্ভাষিতে মোর ব্যাজ হবে বাটে।
মুনির চরণ বন্দিতে রামের হইল মন
রামের মন বুঝিয়া রথ নামিল তৎক্ষণ।
মুনির তপোবনে রাম করিল প্রবেশ
সর্ব্ব লোকে হরি বল রাম আইল দেশ।
মুনির চরণে রাম হইল নমস্কার
দেশের বার্ত্তা কহ মুনি যেবা জান সার।
চৌদ্দ বৎসর বনবাস না জানি কুশল
আমার দুঃখে ভরত ভাই হইয়াছেন দুর্ব্বল
মাতা বিমাতা মোর বাপের যত রাণী
কেবা মৈল কেবা আছে কিছুই না জানি।
মুনি বলেন রাম তুমি না হও উতরোল
সকলতে ভাল আছেন আবেশে দেহ কোল।

মাতা বিমাতা তোমার কেহ নাই ঘরে
দেশে গিয়া সভারে দেখিবে ঘরেঘরে।
তোমার ভাই ভরতের অপূর্ব্ব কাহিনী
চারি যুগে ত্রিভুবনে কোথাও না শুনি।
চতুর্দ্দোল সিংহাসন এড়িল খাটপাট
হস্তী ঘোড়া রাখি ভরত ভূমে বহে বাট।
গাছের বাকল পরে ভরত জটা ধরে শিরে
সুগন্ধি নারায়ণ তৈল না মাখে শরীরে।
রাজা হইয়া ভরত নহেন রাজভোগী
মুনির ব্যবহার করেন যেন পরমযোগী।
রত্নসিংহাসনের ওপর নেতের বসন পাতি
তোমার পাদুকা থুইয়া তাহে ধরেন দণ্ড চাতি
পাদুকার হেটে থাকেন রাম কৃষ্ণসারচর্ম্মে
বশিষ্ঠ নারদ লইয়া থাকেন রাজকর্ম্মে।
দেয়ান সকলি ভরত যখন ঘরে যায়
তোমার পাদুকার ঠাঁই মাগেন বিদায়।
মুনির কথা শুনিয়া রামের লাগিল তরাস
ভাই দেখিতে রঘুনাথের বাড়িল আবেশ।

মুনি বলেন রামচন্দ্র আইলা আমার ঘর
তোমাদরশনে আমার জীবন সফল।
মুনি সকল যজ্ঞ করে বিষ্ণু আরাধিনে
সেই বিষ্ণু আসিয়াছেন আপনি নারায়নে।
আপনি বিষ্ণু রঘুনাথ আসিয়াছ আমার পাশ
তোমাদরশনে আমার এথাই স্বর্গবাস।
যত দুঃখ পাইলা রাম দণ্ডক অরন্যে
তারে অধিক দুঃখ পাইলা সীতার হরনে।
আপনি বিস্তর দুঃখ পাইলা দুর্জ্জয় লঙ্কার রনে
সকল দুঃখ পাশরিলা মারিয়া রাবনে।
মরিল পাপ দেখিলে তুমি লঙ্কার ভিতর
ইন্দ্র জীয়াইয়া দিল মরা যত বানর।
সকল কথা জানি আমি ধ্যানের কারনে
আমি এক বর দিব আছে মোর মনে।
আমার কাছে আইলে আমার পীরিতের তরে
সকল কটক ভুঞ্জাইব অতিথিব্যবহারে।

তোমার প্রসাদে দারিদ্র নহে মুনি
আজ্ঞা কর ভুঞ্জাই ঠাট সত্তর অক্ষৌহিনী।
দিব্য আওয়াস দিব গোঁসাঞি দিব্য দিব বাসা
ভালমতে করিব তোমার কটকের জিজ্ঞাসা।
কথাবার্ত্তায় তোমার সঙ্গে বঞ্চিব রজনী
রাত্রি প্রভাতে তোমারে দিবত মেলানি।
রাম বলেন মুনি গোঁসাঞি অলঙ্ঘ্য বচন
আজি হেথা থাকি কালি দেশেরে গমন।
আপনারে নাহি চাই বানরের তরে
বানরের আহার মিলুক তোমার তপের ফলে।
তোমার দেশে যত আছে আম্র কাঁঠাল
অকালেতে ফল ফুল বৃক্ষ ডালেডাল।
প্রস্থান গাছ মুকুরুক ফল ফুল পাতে
গাছের ডালে মধুর বাসা লাগুক চারিভিতে।
নন্দিগ্রাম থাকিয়া বানর অযোধ্যায় যখন যায়
ঘরেতে থাকিয়া যেন ফল জিগ্রিয়া যায়।
যতেক বর চান রাম সকল দেন ঋষি
নানা অমৃত খাওয়াইয়া সকল কটক তুষি।

যজ্ঞশালায় ভরদ্বাজ করিল বেয়ান
সভার আগে বিশ্বকর্ম্মা আইল আগুয়ান।
বিশ্বকর্ম্মা নির্ম্মান করিল সোনার চওরি
সোনার ঘাট বান্ধিলেন দীর্ঘ পুখরী।
আশি যোজনের পথ করিল স্থান আওতন
অমরাবতী স্বর্গ যেন করিল গঠন।
সংসার আনিতে মুনি পারেল বেয়ানে
দেবকন্যা লইয়া মুনি আইল সেইখানে।
ঠাঁইং বিচিত্র সোনার নাটশালা
দেব গন্ধর্ব তথা বিদ্যাবিবির মেলা।
ভরদ্বাজের তপের ফলে ত্রিভুবন মোহে
গঙ্গা যমুনা নদী সেইখানে বহে।
আরবার ভরদ্বাজ যুড়িল বেয়ান
আপনি লক্ষ্মী দেবী হইল অধিষ্ঠান।
লক্ষ্মী দেবী যজ্ঞে গিয়া করিল রন্ধন
ইন্দ্রকন্যা করিতে লাগিল পরিবেশন।
সোনার থাল সোনার ডাবর ঝারি পীড়ি
আশি যোজনের পথ বসিল সারিং।

স্বর্ণথালে কন্যা পরিবেশে কটক বসে খায়
কে অন্ন দিয়া যায় দেখিতে না পায়।
লাডু পাঁপড় তিলমোদক রাশিরাশি
পাকা কাঁঠালের কোশ বানর বসিয়া চুষি।
মধু পিয়েঁ বানর কটক ভরিয়াভরিয়া গাড়ু
গাল ভরিয়া খায় কেহ তাগার ঝালের লাডু।
ঝালনাডু খাইয়া বানরের চক্ষে পড়ে লোহ
বাপ মা মরিল যেন বানর পাইল মোহ।
গালা আঁচড়ায় কেহ করে যোঁযোঁ
কুড়াং বানর বলে হস্ত দিয়া থো॥
যুবক বানর সব করে নানা কেলি
খাবার দায় খাকুক দ্রব্য চারিদিগে ফেলি।
ক্ষীর ক্ষীরসা ক্ষীরের লাডু মুগসাগুলি
অমৃত জিতুই দুগ্ধ নারিকেল পুলি।
পায়স পানিজা নাদিয় নাম অনুপম
চন্দ্রকান্তি মনোহরা কলাবড়া নাম॥
সুগন্ধি কমল অন্ন পায়স মিষ্টক
সুখে ভোজন করিল শ্রীরামের কটক॥

দেবযোগ্য ভক্ষ্য ভোগ খাইতে সুস্বাদু
যত্ত পান তত খান খাইতে সুস্বাদ্।
গলাঘোষর হইল বুক পাছে ফাটে
আচমন করি শুইল সিহাং-সন খাটে
শুল্টিয়া ডাবরের পরে কৈল আচমন
স্বর্ণখাটে শুইয়া করে তাম্বুল ভক্ষন।
সোনার খাটে শুইল বানর শয্যাতলে
দশং সুন্দরী এক্ক বানরের কোলে।
লঙ্কা থাকিয়া কন্যাগুলা আসিয়াছে সংহতি
বানরের কোলেতে লাগিল পাতিপাতি।
কন্যায়ং সভে শোভিল সভার গলা
এক সুতে গাঁথিল যেন পারিজাতমালা।
দেবকন্যা কোলে করিয়া নিশ্চয় সুখে
সুখে রাত্রি বঞ্চে সভে আনন্দ কৌতুকে।
রাম লক্ষ্মন সীতা করিল ফল মূল ভক্ষন
রামজয়ং বলিয়া ডাকে বানরগন।
সুখে রাত্রি বঞ্চে বানর শৃঙ্গার কুতুহলে
রাত্রি প্রভাতে উঠে অতি বেহানবেলে।

রাত্রি প্রভাত হইল প্রত্যূষবেহান
বার্ত্তা কহিতে দেশের তরে চলে হনুমান ।
নন্দিগ্রাম যাইবা ভাই ভরতের উদ্দেশে
মোর কথা ভাইরে কহিবে অশেষ বিশেষে ।
শৃঙ্গবের পুর তুমি যাবে আগুয়ান
চণ্ডাল মিতেরে আমার জানাবে কল্যাণ ।
চক্ষের নিমেষে হনুমান উঠিল গগন
ভরতসম্ভাষিতে যান ত্বরিত গমন ।
মনেমনে চিন্তেন বীর পবননন্দন
কোন রূপে উহার আগে দিব দরশন ।
স্বভাবে চণ্ডাল জাতি বড়ই চঞ্চল
বানররূপ দেখিয়া মোরে করিতে পারে বল ।
মনুষ্যরূপে ভেটিব গুহকবিদ্যমানে
এই যুক্তি মনেমনে করে হনুমানে ।
গোময়ী ঘর তাহা ছাওনি সব নাড়া
অনুমানে হনুমান বলেন এই চণ্ডালপাড়া ।
চক্ষের নিমেষে গেল শৃঙ্গবের পুরে
বানররূপ ত্যজিয়া মনুষ্যরূপ ধরে ।

উহুক চণ্ডাল বসিয়াছে আপন দেয়ানে
মনুষ্যরূপে হনুমান গেল বিদ্যমানে।
দেয়ানে বসিয়াছে চণ্ডাল গলায় পুষ্পমাল
হনুমান বার্ত্তা কহে শুনহে চণ্ডাল।
রাম লক্ষ্মণ তোমায় জানাইলেন কল্যাণ
মিত্র সম্ভাষণে চল ত্যজহ দেওয়ান।
হরিষে চণ্ডাল পুছে গদ্গদ ভাষে
রাম লক্ষ্মণ সীতা দেবী কত দূরে আইসে।
কালি রহিয়াছেন রাম ভরদ্বাজের পুর
পথে দেখা পাবে রামের চলহ সত্বর।
রাম লক্ষ্মণ আইল পড়িয়া গেল সাড়া
দামগুড়গুড় বাদ্য বাজে নাচে চণ্ডালপাড়া।
গুভ করিয়া ঝুটি বান্ধে টানিয়া পরে ধড়া
নানা অস্ত্র সাজে আটি শেল ঝকড়া।
চতুর্দ্দিগে হাত তুলি বাজায় চামুচি
গুরুগুর্বাক্ত করিয়া চণ্ডালের ফৌজ নাচি।
নাচেরে চণ্ডাল সব আনন্দ হইয়ে
আজুক চণ্ডালের কাম নাচে চণ্ডালের মাঝে।

গুহ বলে হীনা মৎস্য দাসী আর নফর
মিত্রসম্ভাষণে লইবে সালুকের ফল।
ওড়া ভরিয়া মৎস্য লইবে কৈ উৎপল
পদ্মের মৃণাল লইবে আর পানিফল।
চলিল গুহার গীত দগড়ে দিয়া সান
সাত কোটি চণ্ডাল চলিল গুহার যোগান।
একেক চণ্ডাল চলিল দেখিতে পর্ব্বত
সকল ঘুড়িয়া চলিল সাত প্রহরের পথ।
নানা দ্রব্য লইয়া গুহা রামের কাছে এড়ে
রামের ইঙ্গিত পাইয়া বানরে সব নাড়ে।
রাম বলেন মিতা তুমি আছ হে কুশলে
গুহা বলে রাম তুই আইলি ভালেভালে।
গুহার কথা শুনিয়া হইল রঘুনাথের হাস
রাম বলেন মিতা এ যে আদের সম্ভাষ।
চণ্ডাল জানে রাম না করিল মনে
রথে তুলিয়া গুহারে দিলেন আলিঙ্গনে।
রঘুনাথ ঠাকুরের এমত ঠাকুরালি
চণ্ডাল বানর রাক্ষস লইয়া রামের মিতালি।

সাত কোটি চণ্ডাল কৈল রামসম্ভাষণ
দেখিবামাত্র চণ্ডাল সব গেল স্বর্গভুবন।
রামসম্ভাষণে হইল পাপ বিমোচন
সর্ব্ব লোক স্বর্গ গেল চড়িয়া বিমান।
রামরাম বলিয়া যদি মরেত চণ্ডাল
সর্ব্বথা সে স্বর্গ যায় অন্য নাই আর।
বানররূপে হনুমান উঠিল গগনে
ভরত সম্ভাষিতে যান ত্বরিত গমনে।
নানা তীর্থ এড়াইল নদী নানা স্থানি
গোমতী পার হইলেন পরমসন্ধানী।
হেটে শালগাছ এড়ান তিন শত যোজন
নন্দিগ্রাম উত্তরিল পবননন্দন।
গগনমণ্ডলে বীর রহিল অন্তরীক্ষে
অন্তরীক্ষে থাকিয়া বীর নন্দিগ্রাম দেখে।
গড় প্রাচীরে দেখিল পর্ব্বতের সার
হস্তী ঘোড়া দেখে বীর পর্ব্বত আকার।

সিংহাসনের ওপরে পানই বেড়িয়াছে নেতে
শ্বেত চামরের বাতাস পড়িছে চারিভিতে।
তিন যোজন প্রসস্ত প্রাচীর বিচিত্র নির্ম্মাণ
গড়ের দ্বার শোভা করে বিচিত্র গঠন।
পৃথিবীতে রাজা লক্ষ কোটি অযুত
আটাশি কোটি রাজা দ্বারেতে যযুত।
বিচিত্র নির্ম্মাণ ঘর বিচিত্র আওয়াস
দশ যোজন একেক ঘর লাগেছে আকাশ।
মরকতের স্তম্ব লাগে মানিক রতন
হস্তী ঘোড়া সংখ্যা নাই কে করে গণন।
ঠাঁইং বিচিত্র সোনার নাটশালা
দেব দানব গন্ধর্ব্ব হয় বিদ্যাধিরের মেলা।
রত্নসিংহাসনের ওপর নেতের বসন পাতি
তাহার ওপর পানই থুইয়া ধরিয়াছে ছাতি।
পানইর হেটে আছেন ভরত কৃষ্ণসারচর্ম্মে
বশিষ্ঠ নারদ লইয়া আছেন রাজকর্ম্মে।
সাক্ষাতে ভরত বিষ্ণু হইয়াছেন অধিষ্ঠান
অনুমানে ভরতে চিনিল হনুমান।

অন্তরীক্ষ হইতে ওলিয়া করিল প্রণাম
যোড়হাত করিয়া বলেন আপনার নাম।
হনুমান নাম আমার জাতি বানর
সুগ্রীবের পাত্র আমি পবনকোঙর।
আপনি বিষ্ণু রঘুনাথ তার আমি দাস
এই পুণ্যে পাইলাম ভরত তোমার সম্ভাষ।
বিষ্ণু অবতার ভরত তুমি নারায়ণ
তোমাদরশনে হয় পাপ বিমোচন।
কেকয় রাজার ছিল কুলের নন্দিনী
তোমার বাপ বিবাহ করিল কুলেরকামিনী।
রাজমহাদেবী তিনি রাজার নন্দিনী
সোহাগে জিনিলেন তিনি সাত শত রাণী।
রাজার সেবা করিয়া তিনি হইল প্রধান রাণী
তাহার গর্ব্ভে ভরত বিষ্ণু জন্মেছ আপনি।
স্ত্রীর বুদ্ধে বর মাগেন কুলের দুষ্কর
রামের বনবাস তিনি বাচিয়া মাগেন বর।
মায়ের অপরাধ দুচাইলে তোমা পুত্রের গুণে
তোমার চরিত্রে চমৎকার লাগে ত্রিভুবনে।

হস্তী ঘোড়া রথ এড়িয়া ভ্রমে বাট বহি
রাজা হইয়া ভাইভক্ত হেন জন কহি।
রাজা হইয়া ভরত তুমি নহ রাজভোগী
মুনিব্যবহার কর যেন পরমযোগী।
যে ভাই আনিতে গেলে লইয়া রাজ্যখণ্ড
যে ভাই বিহনে এই পানই ধর দণ্ড।
চৌদ্দ বৎসর দুর্ব্বল তুমি যে ভাইর আবেশে
সেই রাম পাঠাইল তোমার উদ্দেশে।
শুভ বার্ত্তা কহিল যদি পবননন্দন
শুনিয়া ভরত তারে দিল আলিঙ্গন।
হনুমানে কোল দিয়া ভরত নাহি এড়ে
মুক্তার গাঁথনি যেন চক্ষের জল পড়ে।
হনুমান বার্ত্তা কহিলেন অমৃতের ছড়া
শুনিয়া ভরতের গায় পড়িল সিছড়া।
ভরতের চক্ষের জলে হনুমান তিতে
হনুমানে দান দিতে মনেমনে চিন্তে।
তিন শত গাবী দিল অতি দুগ্ধাল
দুই শত গাছ দিল আম্র কাঁঠাল।

অগ্নিবর্ণে সোনা দিল আশি হাজার তোলা
মণি মানিক দিল মধ্যেতে গাঁথা পলা।
রূপে গুণে কুলে শীলে যাহার বাখান
এগার শত কন্যা হনুমানেরে দিল দান।
কন্যাগুলা দেখি হাসে পবননন্দন
বনের পশু আমি কন্যায় কোন প্রয়োজন।
যত দান দেহ ভরত কিছুই না মানি
রঘুনাথের মঙ্গল হবে তাহা আমি গণি।
এত যদি হনুমান কহিল কারণ
পুনরপি ভরত তারে দিল আলিঙ্গন।
চৌদ্দ বৎসরে শুনিলাম অপূর্ব কাহিনী
বানর নহ হনুমান দেবের ভিতর গণি।
ভরত বলেন জিজ্ঞাসি আমি দেয়ানের মাঝে
কোন কার্য্যে বানরকটক রামের সহায় যুঝে।
মোর বংশে বানরের উপকার নাহি করি
বানরকটক রামের সহায় মনে বিস্ময় করি

কোনং সেনাপতি কিবা তার বাখান
দেশে আইলে সভাকার করিব সম্মান।
এত যদি পূর্ব্বকথা জিজ্ঞাসে ভরতে
সকল কথা হনুমান লাগিল কহিতে।
রাজ্য ছাড়িয়া রঘুনাথ গেল পঞ্চবটী
তথা গিয়া শূর্পনখার নাক কান কাটি।
চৌদ্দ হাজার রাক্ষস মারিল খর দূষণ
মায়ামৃগছলে সীতা লইল রাবণ।
সীতা চাহিয়া বেড়াইতে সুগ্রীবের সনে ভেট
সুগ্রীবেরে রাজ্য দিল বালি মারিয়া জেষ্ঠ।
সং-সারের বানর আইল সুগ্রীবের আদেশে
সীতা চাহিতে বানরকটক গেলাম দেশেং।
এক মাসের তরে রাজা করিলেন নিশ্চয়
মাসেকের অধিক হইলে প্রাণে বাসি ভয়।
পাতালে প্রবেশ করিলাম মহা অন্ধকার
মরিব বানরকটক যুক্তি করিলাম সার।
অন্ধকার পাতালের ভিতর করিনু প্রবেশ
সপ্ত পাতল চাহিয়া কোথাও না পাই উদ্দেশ।

বিন্দুগিরি পর্বতে হইল সম্পাতির সনে দেখা
রামনাম বলিতে তার উঠিল দুই পাক্ষা।
পাক্ষিরাজ সম্পাতি জটায়ু পক্ষের জ্যেষ্ঠ
তার বাক্যে সাগর ডিঙ্গাই সীতা পাই ভেট।
সাগরের কূলে গেলায় সকল বানর
একেশ্বর ভরত আমি ডিঙ্গাইলায় সাগর।
একেশ্বর লঙ্কার ভিতর করিনু প্রবেশ
রাজার অন্তঃপুরে সীতার না পাই উদ্দেশ।
আওয়াসেং চাহি সীতা নাই দেখি
প্রাচীরে বসিয়া কান্দি হইয়া বড় দুঃখী।
দুই প্রহর রাত্রি গেল তৃতীয় প্রহরে
সীতা দেবী দেখি অশোকবনের ভিতরে।
কোথা হইতে আইলি জিজ্ঞাসেন বৈদেহী
সুগ্রীবের সনে মিতালি তাহা আমি কহি।
রামের অঙ্গুরী দিলাম সীতা এই নিদর্শন
অঙ্গুরী পাইয়া সীতা করিল ক্রন্দন।
মাতা হইতে কাড়িয়া দিল বিচিত্র মনি
মনি দিয়া প্রভুর চরণে কহিও কাহিনী।

হেন মনি আনিয়া দিলাম শ্রীরামবিদ্যমানে
মনি পাইয়া কন্দীন বিস্তর ভাই দুই জনে।
বানরের সঙ্গে যোগ করি বান্ধিল সেতুবন্ধ
সবান্ধবে রঘুনাথ মারিল দশকন্ধ।
প্রহস্ত সেনা মারা গেল নীল বানরের তেজে
নাগপাশ মুক্ত করিল গরুড় পক্ষিরাজে।
ইন্দ্রজিত অতিকায় লক্ষ্মন বীর মারি
আপনি রাবন মারিলেন দেবরথে চড়ি।
শত্রু ক্ষয় করিলেন রাম নিজ বাহুবলে
রাম লক্ষ্মন সীতা তিন জন আইসেন কুশলে।
সুগ্রীব রাজা আইসেন রাক্ষস বিভীষন
পাত্রমিত্র লইয়া চল রাম সম্ভাষন।
কালি রহিয়াছেন রাম ভরদ্বাজের ঘর
পথে দেখা পাইবে রামের চলহ সত্বর।
শুভ বার্ত্তা কহিল যদি বীর হনুমান
শত্রুঘ্নের তরে ভরত করিল সম্বিধান।
শুভ দিন হইল রে ভাই দুঃখ অবশেষ
চোদ্দ বৎসরের পর প্রভু আইল দেশ।

পাতরের প্রতিমা যত আছে স্থানেং
গন্ধ চন্দনে তাহা সভারে করাও স্নানে।
দেবতার স্থানে বাদ্য বাজাওক বাইতি
ধুপ দীপ নৈবেদ্য দেহ ঘৃতের জ্বাল বাতি।
ফল ফুল নৈবেদ্যে ভরিয়া দেহ ডালা
সুগন্ধি চন্দনকাষ্ঠের জ্বাল ভাই পাজলা।
ডাঙ্গা ডহর কাটিয়া ভাই কর এক সোসর
আপনি ছাড়াও ধুলা যার বাহুহ ফিঙ্গর।
পুতি নগরিয়া দ্বারে পুতিয়া যাহ কলা
গাছেগাছে পতাকা বান্ধ সুগন্ধি পুষ্পমালা।
আলগোজ টাঙ্গা বান্ধ নেতের ওয়াড় বেড়ি
ত্রপি যেবা দেখে যেন নগরের বহয়ারি।
যে স্ত্রী রামের চরন করিবে নিরীক্ষন
কোটিং জন্মের পাপ হইবে বিমোচন।
যতেক বলিল ভরত করিল শত্রুঘ্ন
নন্দিগ্রাম হইল যেন স্বর্গভুবন।
রাজ্য সহিত চলিল ভরত কটকে ধুলা ওড়ে
রামের দুই পানই করিল মাতার উপারে।

পানই ওপরে ছত্র দণ্ড শ্বেত চামর চুলে
চৌদ্দ বৎসর উপবাসী পথ বহিতে টলে।
যত পা বাড়ায় ভরত তত নমস্কারে
রাজ্যসমেত যান ভরত রাম আনিবারে।
বশিষ্ঠ নারদ চলে কুলের পুরোহিত
সংসারের লোক চলে হইয়া আনন্দিত।
মুদিত হইল দোলা নেতের ওয়াতে
সাত শত সতীনেতে কৌশল্যা দেবী লতে।
ব্রাহ্মন ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র বিস্তর
রাম দেখিতে লোক জন চলিয়াছে তৎপর।
ঊর্দ্ধশ্বাসে ধাইয়া চলিল নারী গর্ব্ববতী
লজ্জা ভয় ত্যজিয়া চলিল কুলের যুবতী।
কানা খোঁড়া শিশু বুড়া লয় অন্য জনে
অন্ধ জন চক্ষু পায় শ্রীরামদরশনে।
অনেক ব্রাহ্মন চলে অনেক ব্রাহ্মণী
পৃথিবীতে ঘরে নাহি রহে এক প্রাণী।
অবধূত সন্যাসী চলিল ঊর্দ্ধ মুখে
নপুংসক চলিল যে স্ত্রীগন রাখে।

গাছে পক্ষী না রহে পশু না রহে বনে
স্থাবর জঙ্গম কীট পতঙ্গ রথের সনে।
ভূত পিশাচ যত আছে অন্তরীক্ষে
রঘুনাথ দেখিতে যায় কেহ নাহি থাকে।
এগার শত বিহঙ্গে বাহির হইল কত পথে
তবু পথে ভরত রামকে না পান দেখিতে।
ভরত বলেন চঞ্চল জাতি বানর হনুমান
যত কিছ বলিল মোরে নহিল বিদ্যমান।
হনুমান বলেন ভরত না হও ওতরোল
গোমতির পারে শুন কটকের রোল।
ভরদ্বাজ বলিল দেখ হরি বিদ্যমান
শুখানা গাছে ফল মুল লহ এই দান।
ঐ দেখ রথখান লাগিয়াছে আকাশে
ব্রহ্মার সৃজন রথ বহে রাজহংসে।
ঐ রথখানের কথা অপূর্ব্ব কাহিনী
রথ উপর কটক চড়িছে সত্তর অক্ষৌহিণী।
তিন কোটি রাক্ষসে চড়িছে বিভীষণ
রথের এক কোনে গিয়া রয়েছে রাক্ষসগণ।

রথখান দেখে সভে ঢাকেছে গগন
সূর্য্যের তেজ ঢাকে যে রথের কিরণ।
ভরত হনুমানে হেতা দুই জনে কথন
হেনকালে রথ লইয়া আইল পবন।
ভরত দেখিয়া রাম হইল ফাঁফর
অস্থি চর্ম্মসার অতি ক্ষীণ কলেবর।
চলিয়া আসিতে পা গুফড়িয়া পড়ে
হনুমান কোলে করিয়া রথে গিয়া চড়ে।
রথের ওপর চারি ভাই হইল দরশন
চৌদ্দ বৎসরের পরে দিল আলিঙ্গন।
আপনি প্রভু ভগবান রাম অবতার
রামের চরণে ভরত করিল নমস্কার।
রাম নমস্করিয়া ভরত সীতা নমস্করি
ভরতে আশীর্বাদ করে সীতা সুন্দরী।
জ্যেষ্ঠজ্ঞানে ভরত লক্ষ্মণ নাই বন্দে
ভরত লক্ষ্মণ কোলাকোলি পরমানন্দেন।
তিনের অনুজ বটে বীর শত্রুঘ্ন
চারি ভাই মেলিয়া একবার হইল আলিঙ্গন।

এক বিষ্ণু চারি জন মায়ার কারণ
দেবগণ বলেন পাছে হয় গিয়া মিলন।
একবারে চারি ভাই হইল আলিঙ্গন
এক ঠাঁই পাইয়া করে পুষ্প বরিষণ।
বশিষ্ঠ নারদ মুনির করিল চরণ বন্দন
আর যত বন্দিল রাম কুলের ব্রাহ্মণ।
পুত্রশোকে কৌশল্যার অস্থি চর্ম্মসার
রামং বই দেবির মনে নাই আর।
মাতা বিমাতারে রাম কৈল নমস্কার
আশীর্ব্বাদ করেন তারা করিয়া পরিহার।
রামে বনবাস দিয়া কৈকেয়ী হইয়াছেন কালি
রামে আশীর্ব্বাদ করিতে কৈকেয়ী লাজ মানি।
কৈকেয়ী দেখিল রাম বড় লজ্জিত মন
সময় পাইয়া বলেন রাম চল বচন।
তোমার দোষ নাই সত্যই দৈবের নির্ব্বন্ধ
নহে কোথা থাকি সীতা পাইবে দশকন্ধ।

তোমার প্রসাদে সীতা করিলাম উদ্ধার
তোমার প্রসাদে বুঝিলাম ভরতের ব্যবহার।
তোমার প্রসাদে পাইলাম সুগ্রীব মিত
মিত্তা হইয়া কেহ কার নাহি করে এত হিত।
একেএকে রামচন্দ্র কহেন সকল কায
রামের বচনে কৈকেয়ী অধিক পাইল লাজ।
রথে হইতে রঘুনাথ ভূমে বহে বাট
হেনকালে ভরত যোগান পানই দুইপাট।
চৌদ্দ বৎসর সেবা করিলাম বড় আরাধিনে
হেন পানই লাগিক প্রভুর শীতল চরণে।
পানই পায়ে দিল প্রভু কমললোচন
পুরীসমেত মাতা লোয়ায় পানই দরশন।
প্রবেশ করিল রাম ভিতর আওয়াসে
সর্ব্ব লোকে হরি বল রাম আইল দেশে।
বাহির চৌতরায় রাম করিল দেয়ান
ত্রিশ কোটি সেনাপতি দাণ্ডাইল প্রধান।
সভাকারে আসন যোগাইল শীঘ্রগতি
ত্রিশ কোটি বসিল প্রধান সেনাপতি।

ভরতেরে করান রাম কটক পরিচয়
সুগ্রীব রাজা দেখ ঐ সূর্য্যের তনয়।
অঙ্গদ যুবরাজ দেখ বালির কুমার
সুগ্রীব রাজা দিল যারে সকল অধিকার।
গয় গবাক্ষ দেখ এই গন্ধমাদন
মহেন্দ্র দেবেন্দ্র দেখ গবাক্ষ চন্দন।
ঋষভ কুমুদ দেখ পনস সম্পাতি
নল নীল দেখ এই সুগ্রীব সেনাপতি।
সুষেণ জাম্বুবান দেখ বুদ্ধের সাগর
ঔষধি মন্ত্রে ভড় যুদ্ধে বড় খরতর।
হনুমান বীর দেখ পবননন্দন
যাহার বিক্রমে আমি মারিলাম রাবণ।
হনুমানের গুণের কথা কি কব বিশেষ
হনুমান করিয়াছেন মোর সীতার উদ্দেশ।
যত কার্য্য হনুমানের সকল কার্য্য দড়
চারি ভাই হইতে মোর হনুমান বড়।
লঙ্কার রাজা দেখ ঐ ধার্ম্মিক বিভীষণ
যাহার মন্ত্রণায় আমি মারিলাম রাবণ।

আপনি রঘুনাথ গোসাঞি যার গুন কহে
অপূর্ব্ব জ্ঞানে লোক তার মুখ চাহে।
কামরূপী রাক্ষস বানর নানা মায়া ধরে
রামের ইঙ্গিতে মনুষ্য হইল রাক্ষস বানরে।
ভরত বলেন সাক্ষী হইও রাক্ষস বানর
প্রভুর চরনে আমি করিব উত্তর।
নমস্কার করিল ভরত রামের চরনে
যোড়হাতে বলে ভরত রামবিদ্যমানে।
ন্যাস ধন আমার ঠাঁই আছে বাপের রাজ্য
তোমার আজ্ঞা পাইয়া করেছি রাজকার্য্য।
আজ্ঞা কর রাজা লহ বৈস সিংহাসনে
সেবা করি থাকিব গোসাঞি শীতল চরনে।
মহারাজ্য রাখিতে নারি আমার শকতি
গাড়র গাধা ধরিতে নারে সিংহের গতি।
বলী জনের বোঝা দুর্ব্বল বহিতে নারে
মহারাজ্য মহাপুরুষ রাখিবারে পারে।
আজি হইতে রাজ্যভার আমাতে নাহি লাগে
পুরুষক্রমে রাজ্য প্রভু ভুঞ্জ যুগেযুগে।

ভরতের কথা শুনিয়া হাসে রঘুনাথ
চাপিয়া কোল দেহ ভাই পশারিয়া হাত।
বারেবারে বলে ভরত বিনয় বচন
শুনিয়া রঘুনাথ গোসাঞি দিল আলিঙ্গন।
তোমার ব্যবহারে ভাই আমি হইলাম বশ
পৃথিবী যুড়িয়া তোমার ঘুষিবেক যশ।
গণকে আনাইল উত্তম তিথি বার
মাতার জটা কাটিতে নাপিতে পড়িল হাঁকার।
সাত শত নাপিত আইল লোকেতে বাখানি
খুরের চালি না পাই যার তোথ-নকনি।
চারি ভাই রঘুনাথ বসিল সোনার খাটে
শুভক্ষণে নাপিত মাতার জটা কাটে।
দাড়ি চুল কামাইয়া রামেরে করিল নির্ম্মাণ
সুবাসিত গঙ্গাজলে করাইল স্নান দান।
বল্কল এড়িয়া পরিল বিচিত্র বসন
চারি ভাই পরিল রাম চারি রাজার বেশ।

সীতারে স্নান করাইল রাজার যত রাণী
বৈকুণ্ঠ থাকিয়া লক্ষ্মী আইল আপনি।
রঘুনাথ করেছিলেন যেমত আচার
বল্কল পরিয়া এইমত আছিল সংসার।
অযোধ্যার যত লোক তপস্বীবেশ ধারী
চৌদ্দ বৎসরে বল্কল এড়িয়া দিব্য বস্ত্র পরি।
রঘুনাথের দুঃখে লোক ছিল সব দুঃখী
রঘুনাথের সুখে লোক বড় ছিল সুখী।
কৌশল্যা মহাদেবী করিল রন্ধন
চারি ভাই করিল রাম অমৃত ভোজন।
যজ্ঞস্থানে সীতা দেবী গেলেন আপনি
ভোজন করিল কটক সত্তর অক্ষৌহিনী।
তিন কোটি রাক্ষস নিয়া ভোজন করিল বিভীষণ
সত্তর অক্ষৌহিনী কটক করিল ভোজন।
সুখে রাত্রি বঞ্চে রাম প্রত্যুষ বেহানে
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালে করে রামের দেয়ানে।
অযোধ্যায় রাজা হন সকল নৃপতি
অযোধ্যায় চলিল রামে ধরিতে দণ্ড ছাতি।

রামের সঙ্গে চলিল সভে হস্তী ঘোড়া চড়ি
রাম দেখিতে স্ত্রী পুরুষ আইল রড়ারড়ি।
যে যেমন রিতে থাকে ঐ রিতে ধায়
বৃদ্ধ কানা খোঁড়া শিশু কেহ নাহি রয়।
কানা খোঁড়া ধরিয়াত আনে অন্য জনে
সকল দুঃখ ঘোচে তার রামদরশনে।
ঊর্দ্ধশ্বাসে ধাইয়া আইসে নারী গর্ব্ববতী
লজ্জা ভয় এড়িয়া আইসে যতেক যুবতী।
কি করিবে স্বামী কি করিবে ধনে জনে
সকল পাপ ঘুচিবেক রামদরশনে।
চল সভে দেখি গিয়া রামের চন্দ্রবদন
শরীর মুক্ত করিব দেখিয়া নারায়ণ।
ছত্রিশ কোটি যমযন্ত আইল দন্তাল
ছত্রিশ কোটি বানর নড়ে বিক্রমে বিশাল।
ঘোড়া হাতী চড়িয়া কটক অযোধ্যায় যায়
শুখানা গাছে ফল ফুল সকল ছিড়িয়া খায়।
সুমন্ত্র রথ যোগাইল জয়জয় নাদে
রথের উপর চারি ভাই বিষ্ণুপরিচ্ছদে।

আপনি ভরত ধরিল ঘোড়ার কড়িয়ালি
লক্ষ্মণ ঠাকুর চামর ঢুলান পড়িছে বিজুলি।
মাতার উপর শত্রুঘ্ন শ্বেত চামর ধরে
বিষ্ণুমূর্ত্তি চারি ভাই রথের উপরে।
দুইদিগে সারি দিয়া লোক রহিয়া চাহে
রঘুনাথের যত গুন লোকে দেখিয়া চাহে।
অনেক পুন্যে পাই গোসাঞি তোমাহেন রাজা
জন্মে২ রঘুনাথ করি তোমার পূজা।
সর্ব্বক্ষন দেখি তোমার শ্রীচন্দ্রবদন
সর্ব্ব লোক মুক্ত হয় রামদরশন।
রামের রূপ দেখিয়া স্ত্রী মজিয়া গেল চিত্তে
চক্ষের কোনে না চান রাম পরস্ত্রীর ভিত্তে।
পরস্ত্রী পরধন না চান চক্ষের কোনে
ধড়ফড়াইয়া স্ত্রী সব পড়িয়া মরে মনে।
যেন রাম তেন সীতা শোভে দুই জন
আর স্ত্রীর ভিতে রাম চাবেন কি কারন।
রামকে দেখিয়া স্ত্রী অন্তরে পুড়িয়া মরি
আপনা নিন্দিয়া সভে গেল ঘর ফিরি।

কি করিবে স্বামী লোক কি করিবেক ধনে
সকল দুঃখ ঘুচিল শ্রীরামদরশনে।
ঘরে গিয়া স্ত্রী লোকের প্রাণ নহে স্থির
অযোধ্যায় প্রবেশ করিল রঘুবীর।
ভরতের তরে রাম করিল আদেশ
রাক্ষস বানর রহিতে বাসা শূন্য কর দেশ।
রামের আজ্ঞায় ভরত চলিল সত্বর
বাছিয়া অপসর করিল ছত্রিশ কোটি ঘর।
এক বৃদ্ধ আওয়াস দেখিতে রূপস
চালের উপর শোভা করে রত্নের কলস।
রত্নের ঘরখান ঐ ধরে নানা জ্যোতি
এই আওয়াসে রহুক সুগ্রীব বানরপতি।
আর আওয়াস দেখ ঐ শুদ্ধ কাঞ্চন
তিন কোটি রাক্ষসে রহুক বিভীষণ।
আওয়াসখান দেখ মানিক পাতর
শত শঙ্খ বানরে রহুক অঙ্গদ কোঙর।
আর আওয়াসখান দেখ মুকুতাগাঠনি
এই আওয়াসে হনুমান থাকুন আপনি।

চত্রিশ কোটি সেনা চত্রিশ অক্ষৌহিনী বানর
সভার তরে ভরত ঠাকুর দিল বাসাঘর।
সিন্ধু নদির তীরে আর সরযুর তীরে
এত দূর চাপিয়া বৈসে রাক্ষস বানরে।
সরযূ সিন্ধু নদীতে চল্লিশ যোজন
এত দূরে বৈসে রাক্ষস বানরগণ।
সোনার খাটে শুইল বানর শয্যাতলে
দেবকন্যা লইয়া বানর রঙ্গে কুতূহলে।
রাত্রি প্রভাতে গেল ভরত সুগ্রীবের ঘর
ছত্র দণ্ড ধরিব কালি শ্রীরামের ওপর।
পুনর্ব্বসু নক্ষত্র পূর্ণ চৈত্র মাস
রামচন্দ্র রাজা কালি আজি অধিবাস।
ত্রিভুবনের দ্রব্য আনিব কোন কার্য্যে গনি
সভে আনিতে নারি চারি সাগরের পানি।
রত্ননির্ম্মিত দিলাম চারিটি কলসি
চারি সাগরের জল দিবা যেন না হয় বাসি।
সাত শত নদী আছে পৃথিবীমণ্ডলে
মুনি সভার স্নানের পবিত্র হয় সেই জলে।

সাত শত সোনার কলসি দিলাম তব ঠাঁই
সকল নদির জল যেন কালি প্রাতে পাই।
বানরের ভিতে সুগ্রীব চাহিল কটাক্ষেতে
ধাইয়া বানরকটক কলসি লইল হাতে।
সুগ্রীব বলে চারি সাগরে আমার চিহ্ন আছে
খালি জলির জল আনিয়া ভাণ্ডাও পাছে।
বানর পাঠাইয়া সুগ্রীব হইল নিশ্চিন্ত
রামের অধিবাস করিল শাস্ত্রবিহিত।
বশিষ্ঠ নারদ মুনি করেন বেদধ্বনি
অখিল ভুবনে শব্দ রামজয় শুনি।
রাম সীতা ওপবাসে রহিল দুই জনে
শত্রুঘ্নেত রামের কাছে রহিল জাগরণে।
রাম সীতা দুই জনে কহেন কাহিনী
আর একটি দিন গোসাঁঞি আছিলাম এমনি।
সীতার কথা শুনিয়া হইল রঘুনাথের হাস
মধুর বচনে তারে করেন সম্ভাষ।
সীতা পূর্ব্ব দিন ওপবাস আছে পরিমিত
পর দিন রাজা হয় যে শাস্ত্রবিহিত।

শুভ রাত্রি প্রভাত পূর্ব্বদিগ প্রকাশ
হাতে কলসি করিয়া বানর উঠিল আকাশ।
অগ্নিহেন উঠিয়া চলিল নীল বানর
চক্ষের নিমেষে গেল বীর পূর্ব্বসাগর।
অযোধ্যায় পূর্ব্বসাগর চারি শত যোজন
রামের তেজে নীল বীর গেল তৎক্ষণ।
কলসি ভরিয়া থুইল সাগরের ঘাটে
চিহ্ন চাহিয়া নীল বীর বেড়ায় ওভ তটে।
রক্তচন্দনের ডাল দিলেক ঢাকনি
সুগ্রীবের কাছে থুইল প্রভাত রজনী।
বুড়াকালে জাম্বুবান সাহসে করে ভর
চক্ষের নিমেষে গেল পশ্চিমসাগর।
অযোধ্যায় পশ্চিমসাগরে আট শত যোজন
রামের তেজে চক্ষের নিমেষে গেল তৎক্ষন।
কলসি ভরিয়া থুইল সাগরের পাড়ে
চিহ্ন চাহিয়া বুড়াবয়েসে বেড়ায় ওভরে।
দেবদারুর ডাল ভাঙ্গি আচ্ছাদিল পানি
সুগ্রীবের কাছে থুইল প্রভাত রজনী।

দক্ষিণসাগরে গেল নল বীর
দক্ষিণসাগর সেই বান্ধিয়াছে গভীর।
অযোধ্যায় দক্ষিণসাগর পাঁচ শত যোজন
রামের তেজে নল বীর গেল তৎক্ষণ।
নল দেখিয়া সাগরের উড়িল পরাণ
আরবার নল বীর আইল কিকারণ।
নল দেখিয়া সাগরের লাগিল তরাস
আরবার এড়ে সাগর জীবনের আস।
সাগরের ত্রাস দেখিয়া নলের হইল হাস
হাসিয়া সাগরের তরে দিতেছেন আশ্বাস।
রঘুনাথের সঙ্গে ছিলাম সেঁই আছে বল
কার শক্তি বান্ধিতে পারে তোমার জল।
রঘুনাথ রাজা হবেন অযোধ্যানগরে
জল লইতে আসিয়াছি তোমার সাগরে।
মনে তোলাপাড়া করেন নল মহাবল
রত্ন কলসি ভরিলেন গঙ্গা সাগরের জল।

কলসি ভরিয়া থুইল জাঙ্গালের উপরে
চিহ্ন চাহিয়া নল বীর বেড়ায় তীরেতীরে।
সম্মুখে দেখিল গাছ শ্বেত চন্দন
ডাল ভাঙ্গিয়া জলের উপর দিল আচ্ছাদন।
শ্বেত চন্দনের ডালে আচ্ছাদিল পানি।
সুগ্রীবের কাছে থুইল প্রভাত রজনী।
উত্তর সাগর অযোধ্যায় হাজার যোজন
কোন বীর যাইবে ভাবিছে মনেমন।
শ্রীরাম সুগ্রীব দোঁহে করেন অনুমান
হাতে কলসি আকাশে উঠিল হনুমান।
দুড়্ং শব্দে যায় পবনে করিয়া ভর
লেজের টানে উপাড়য়ে গাছ পাতর।
আকাশে থাকিয়া গাছ জলে স্থলে পড়ে
বন্ধু অনুবর্ত্তি যেন বান্ধব বাহড়ে।
পবনগমনে যায় পবননন্দন
দুই দণ্ডের ভিতর গেল হাজার যোজন।
কলসি ভরিয়া থুইল সাগরের পাড়ে
চিহ্ন চাহিয়া হনুমান বেড়ান উভরড়ে।

অগৌর চন্দনের ডাল দিলেক চাকলি
সুগ্রীবের কাছে থুইল প্রভাত রজনী।
সভাকার পাছে গেল বীর হনুমান
জল লইয়া আইল বীর সভার আগুয়ান।
গয় গবাক্ষ সরভ আর গন্ধমাদন
কেশরী কুমুদ আর গবাক্ষ চন্দন।
মহেন্দ্র দেবেন্দ্র আর বীর পনস
সকল তীর্থের জল আইল সাত শত কলস।
রাম সীতা দুই জনে বসিল সিংহাসনে
রামের মাতায় জল ঢালে সুগ্রীব বিভীষণে।
স্বর্গ মর্ত্য পাতালেতে দুই রাজা সঙ্করে
দুই রাজা ছত্র ধরান শ্রীরামের উপরে।
পৃথিবীতে রাজা লক্ষ কোটি অযুত
রাম অভিষেকে সব দ্বারেতে মজুত।
স্বর্গ লোক মর্ত্য লোক আইল পাতাল
অযোধ্যায় ত্রিভুবন হইল বিশাল।
সপ্তদ্বীপের ভিতর আছিল যত রাজা
অযোধ্যায় আইল সভে করিতে রামের পূজা

রহিবারে স্থান নাই কটকের থলস্থলি
নানা শব্দে বাদ্য বাজান দেব করতালি।
চারিভিতে চামর চুলায় সকল রাজাগণ
রামের কাছে২ বেড়ান ভাই তিন জন।
ব্রহ্মা বলেন এখন না যাব রঘুনাথের স্থান
দেবকন্যাগণ গিয়া করণ কল্যাণ।
তেত্রিশ কোটি দেবতা লইয়া রহিল অন্তরীক্ষে
সকল দেবকন্যা রামের সমুখে।

রতী সতী পার্ব্বতী লীলাবতী ভানুমতী
আইল অভিষেকসন্নিধানে
হাতে লইয়া দুর্ব্বা ধান রহিল শ্রীরামের স্থান
রাম সীতারে করিতে কল্যাণ।
জয়জয় রামচন্দ্রের রহিল রঘুনাথের
হইল অভিষেক রাম
স্বর্ণ খাটে বসিল রাম চারি ভাই অধিষ্ঠান
জননারে করিল প্রণাম।

আইল বিদ্যাধরীগণে অভিষেকনিমন্ত্রণে
হরষিত হইল কমললোচন
বিদ্যাধর বিদ্যাধরী হরষিত স্বর্গপুরী
নৃত্য গীত বাদ্য বাজন।
আইল রাজা প্রজাগণে অভিষেকনিমন্ত্রণে
হরষিত হইল ত্রিভুবনে
নানা রত্নবর দানে তুষিল যত ব্রাহ্মণে
রামের অভিষেক কীর্ত্তিবাস ভণে।

ব্রহ্মা ফেলাইয়া দিল সোনার পদ্মমালা
অন্তরীক্ষে পড়িল মালা রঘুনাথের গলা।
মনি মানিকেতে নির্ম্মিত রত্নহার
ইন্দ্র পাঠাইয়া দিল রামের অলঙ্কার।
নানা মনি মানিক রত্ন পরশ পাত্থর
কুবেরের হার পড়িল কণ্ঠার উপর।

দেবের অলঙ্কারে রাম হইল ভূষিত
রঘুনাথ রাজা হইল জগৎ হরষিত।
রঘুনাথের অভিষেক শুনে যেই নরে
ইহ লোকে সম্পদ বাড়ে পর লোক তরে।
অভিষেক রামের ভাই যেই নরে শুনে
সকল মঙ্গল তার বাড়ে দিনে দিনে।
পৃথিবীর ব্রাহ্মণ গেল রঘুনাথের স্থান
তিন কোটি সের সুবর্ণ ব্রাহ্মণে দিল দান।
গ্রাম ভূমি দেন কারে করিতে উপভোগে
সংসার বিলান রাম যে যত মাগে।
পূর্ণ চৈত্র মাস পুনর্ব্বসু নক্ষত্র
শুভক্ষণে রামের উপর ধরিল দণ্ড ছত্র।
সোনার পদ্মমালা গলে সূর্য্য হেন জ্বলে
হেন মালা দিল রাম সুগ্রীবের গলে।
অঙ্গদের বাপ মারিয়া শ্রীরাম লজ্জিত
রঘুনাথের দান পাইয়া অঙ্গদ ভূষিত।
ছত্রিশ কোটি সেনা পাইল রঘুনাথের দান
অভিমানে বা নাহি কাড়ে হনুমান।

রঘুনাথের দান পাইয়া সভে হইল সুখী
অভিমানে হনুমান বুজিল দুটি আঁখি।
কোন অপরাধ করিনু প্রভুর চরণে
সভারে তুষিল মোরে না তুষিল কেনে।
হনুমান দেখিয়া সীতা কাড়িল গলার হার
হারের মুল্য নাহিক বস্তু ত্রিভুবনের সার।
হার দেখিয়া ত্রিভুবন চাহেন ফরফর
নানা রত্ন মনি মানিক পরশ পাতর।
বড়বড় সেনাপতি করে অনুমান
সভে বলে সীতার গলার হার কেবা পান।
হাতে হার করিয়া সীতা শ্রীরাম নেহালি
রামভিতে চান সীতা হাতে হার ধরি।
সীতার মন বুঝিয়া রাম করিল সম্বিধান
যারে তোমার ইচ্ছা যায় তারে কর দান।
অনদ্দেশ থাকিতে যেবা ওদ্দেশ করে
মরিয়া জিলাম প্রান দান দিলেন বারে২।
এইমত বুঝিয়া সীতা হার কর দান
কোন জন না করিবে হারের অভিমান।

হনুমানের পানে সীতা নেহালে বারেং
ধাইয়া গিয়া হনুমান গলায় হার পরে।
হনুমানের গলায় শোভে সীতার হারছড়া
সীতার চরণে বীর হাত করিল যোড়া।
সীতা বলেন যত কাল থাকিবে পৃথিবী
রোগ পীড়া না হবে বাপু হইও চিরঞ্জীবী।
চন্দ্র সূর্য্য নক্ষত্র নদীত পুচার
যাবৎ রামের নাম থাকিবে সংসার।
ততকাল হইও তুমি অক্ষয় অমর
হনুমান অমর হইল সীতার পাইয়া বর।
রামনাম দুই অক্ষর হইবেক যেই স্থানে
যথাতথা থাকিবে তুমি আসিবে সেইখানে।
বিভীষণ দেখিয়া রাম করিলেন আদর
আজি হইতে তুমি আমার ভাই সহোদর।
চারি ভাই ছিলাম আমরা হইলাম পঞ্চ জন
পাঁচ ভাই মেলিয়া এখন করিব প্রযোজন।
দুই মাস ছিলাম তথা রাক্ষস বানর
বিদায় করি আপন কার্য্যে চলহ সত্বর।

নানা রত্ন মনি মানিক পাইলেন অলঙ্কার
রামগুন গাইতেং যান পাইয়া পুরস্কার।
নানা সুখ ভুঞ্জে সভে পাইয়া আদর
দুই মাস ছিল তথা রাক্ষস বানর।
আপন দেশে চলিল ঠাট পাইয়া মেলানি
রামের কথা কহিতেং যান অপূর্ব্ব কাহিনী।
পাতা লতা খাইত বানর পরিত কাজুটি
রঘুনাথের প্রসাদে কোঁচার পরিপাটি।
কেমনে পাসরিব প্রভু রামের গুন
আর কত দিনে দেখিব রামের চরন।
রাক্ষস বানর ছাড়েন রাম মনুষ্যে বেষ্ঠিত
চারি ভাই রাজ্য করেন জগতে পুজিত।
দশ হাজার বৎসর করেন লোকের জীবন
জ্যেষ্ঠ থাকিতে কনিষ্ঠের নাহিক মরন।
রামরাজ্যে লোক জন কেহ নাই হিংসে
যতযত রাজাগন শ্রীরাম প্রসংশে।
রামের রাজ্যে শোক না জানে কোন জনা
রাম রাজা বলিয়া লোকের হইল ঘোষনা।

পাত্র মিত্র বসিয়া রাম যুক্তি অনুমানি
পুষ্পক রথেরে রাম দিতেছেন মেলানি।
পুষ্পক রথের তরে রাম কহেন সন্নিধান
বিদায় দিলেন রঘুনাথ সভার বিদ্যমান।
কুবেরের রথ তোমায় জানে সর্ব্বজনে
কুবেরে জিনিয়া তোমায় নিলেক রাবণে।
হেন রাবণ মারিয়া তোমায় করিলাম উদ্ধার
কুবেরে জানাইও আমার পরিহার।
চলিল যে রথখান শ্রীরাম আদেশে
চক্ষের নিমেষে গেল পর্ব্বত কৈলাশে।
কুবের বলে রথ তোরে কে দিলেক বিদায়
রাবণ লইল তোমায় জিনিয়া আমায়।
শুন বলি রথ তোরে নিলেক রাবণে
তোমার উপর পুত্রবধূ করিল গমনে।
পৃথিবী থাকিবেন রাম এগার হাজার বৎসর
রামের সেবা করিলে তোর শুদ্ধ কলেবর।
শ্রীরাম যখন করিবেন বৈকুণ্ঠে গমন
ফিরিয়া দেশেরে তখন করিহ গমন

চলিল যে রথখান কুবেরের আদেশে
আইল গেল রথখান চক্ষুর নিমেষে।
রথ বলে রঘুনাথ কর অবধান
আমায় চড়িতে পারে সংসারের প্রধান।
রামের কাছে রথখান রহে অন্তরীক্ষে
সর্ব্বক্ষণ রথখান শ্রীরামেরে দেখে।
ভরত যত পুত্রা লোকের করিল পালন
সকল পাসরিল লোক রামদরশন।
রাক্ষস বানর এড়িয়া রাম মানুষে বেষ্টিত
চারি ভাই রাজ্য করেন পরমপীরিত।
কীর্ত্তিবাস পণ্ডিতের কবিত্ব অমৃতের ভাণ্ড
এত দূরে সমাপ্ত হইল লঙ্কাকাণ্ড।